بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - (القران)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(ইরশাদে ইলাহী জাল্লাজালালুহু)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ) -(ইরশাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

১৫তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর (রহঃ))

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল- হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল- হাদীছ প্রকাশনী
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
জিলহজ্জ, ১৪৩১ হিজরী, ২০১০ ইং, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ও
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 15th volume translated with essential explanation in to Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony. 2 Waise Quarni Road. Mohammad Nagar. Munshihati. Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 240.00. US$- 5.00.

সূচীপত্র

কিতাবুল বুয়ূ'

কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল-মুযারাআ

১৫তম খণ্ড সমাপ্ত

১৬তম খণ্ডে কিতাবুল ফারায়িয

Π

كِتَـابُ الْبُيُـوْعِ

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

কিতাবুল বুয়ূ'-এর ব্যাখ্যা

كـتـاب শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

البـيـوع শব্দটি بـيـع -এর বহুবচন। আর بـيـع শব্দটি بـاع হইতে নিসৃত। আর بـاع শব্দটি হাতদ্বয় প্রশস্ত করিবার পরিমাণকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা যেহেতু লেনদেনের সময় হাত প্রশস্ত করিয়া থাকে সেহেতু ইহাকে بـيـع বলা হয়। অনুরূপভাবে بـايـع - يـبـايـع - مـبـايـعـة -এর অর্থ হাতের উপর হাত রাখা। পূর্বেকার সময়ে একটি প্রথা ছিল যে, বেচাকেনার সময় ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরের হাতের উপর হাত রাখিত সেই কারণে ইহার নাম بـيـع রাখা হইয়াছে। এইজন্য بـيـع কে صـفـقـه ও বলা হয়। তবে بـيـع কে بـاع হইতে নিসৃত বলিয়া গণ্য করিলে প্রশ্ন মুক্ত নহে। কেননা, بـيـع শব্দটি يـائـى (عـيـن কলেমায় ى দ্বারা) এবং بـاع শব্দটি واوى (عـيـن কলেমায় واو দ্বারা) بـاع - يـبـوع - بـوعـا ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় بـعـث الـشـئ ابـوعـه بـوعـا ان اقـسـمـتـه بـالـبـاع

بـيـع -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ بـيـع -এর শাব্দিক অর্থ مـطـلـقـا مـبـادلـة (ব্যাপকভাবে আদান প্রদান, বিনিময়, হাত বদল করা)। আর শরীআতের পরিভাষায় مـبـادلـة الـمـال بـالـمـال عـلـى سـبـيـل الـتـراضـى (সন্তুষ্টচিত্তে মালের বিনিময়ে মালের আদান প্রদান)-কে بـيـع বলে।

আলমুনজিদ গ্রন্থকার بيع -এর এইভাবে সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ الـبـيـع هـو بـذل الـمـثـمـن واخـذ الـثـمـن او اخـذ الـمـثـمـن و بـذل الـثـمـن وهـو مـن الاضـداد (ইহা বিপরীত অর্থবোধক একটি শব্দ। কোন সময় ক্রয়ের অর্থে আবার কখনও বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়)। অধিকন্তু ইহা কেবল হাত বদলের অর্থেও ব্যবহৃত হয় চাই ইহা মাল হউক কিংবা না। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (আর তাহারা তাহাকে কম মূল্যে বিক্রি করিয়া দিল গুণাগুণতি কয়েক দেরহাম। -সূরা ইউসুফ -২০) আরবী ভাষায় شـراء শব্দটিও ক্রয় এবং বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ه সর্বনামটি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আর হযরত ইউসুফ (আঃ) নিশ্চিতভাবে বিক্রয় যোগ্য মাল নহে। তাহা সত্ত্বেও কম মূল্যে বিক্রয় করার কথা বলা হইয়াছে।

আর بـيـع -এর ركـن হইল 'ঈজাব ও কবূল'। আর ইহার شـرط হইতেছে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের লেনদেন করিবার যোগ্যতা থাকা। আর ইহার مـحـل (প্রয়োগ স্থল) مـال مـتـقـوم (মূল্য বিশিষ্ট সম্পদ) হওয়া। আর ইহার حـكـم হইতেছে فـهـو ثـبـوت الـمـلـك لـلـمـشـتـرى فـى الـمـبـيـع ولـلـبـائـع فـى الـثـمـن اذا كـان تـامـا وعـنـد الاجـازة اذا كـان مـوقـوفـا অর্থাৎ بـيـع تـام (পূর্ণ বিক্রয়)-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয়কৃত মালের উপর এবং বিক্রেতার মূল্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর مـوقـوف (স্থগিত বিক্রয়)-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের পর উভয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রয়-বিক্রয় বৈধতা (مشروعية البيع)

কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা (অর্থাৎ সকল প্রকার প্রমাণ) দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলিয়া প্রমাণিত। কিতাব তথা কুরআন মজীদের দলীল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (আর আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করিয়াছেন এবং সূদ হারাম করিয়াছেন। -সূরা বাকারা- ২৭৫) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন- وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ (আর তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। -সূরা বাকারা- ২৮২) অপর আয়াতে ইরশাদ করেন- لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ (তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। শুধু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তাহা বৈধ। -m~iv wbmv- 29))

সুন্নত তথা হাদীছ শরীফের দলীল ঃ এই বিষয়ে অনেক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার একটি হইতেছে سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى الكسب اطيب ؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور -(بزار احمد) - (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন প্রকার উপার্জন অতি উত্তম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জিত উপার্জন। -(বায্যার, আহমদ) অন্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন انما البيع عن تراض (ক্রয়-বিক্রয় হয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে)। -(বায়হাকী, ইবন মাজাহ)

ইজমা ঃ উম্মতে মুসলিমা ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য রহিয়াছে।

কিয়াস ঃ যুক্তির ভিত্তিতেও ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার পক্ষে রায় দেয়। কেননা, মানুষ প্রয়োজনের তাদিগে একে অন্যের বস্তুর মুখাপেক্ষী হয়। আর তাহা কেহ বিনিময় ব্যতীত প্রদান করিবে না ফলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধতা প্রদান করিয়া মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথকে সুগম করা হইয়াছে।

ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার হিকমত (الحكمة فى مشروعية البيع) ক্রয়-বিক্রয় বৈধতার অনেক হিকমত রহিয়াছে, যেমন (ক) জীবন যাপনে প্রশস্ততা ও আনন্দোদ্দীপনা লাভ করা। (খ) চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খেয়ানত, ঝগড়া-বিবাদ ও সকল প্রকার অপছন্দনীয় বাহানাকে বন্ধ করা। (গ) জীবন যাপন করিবার শৃঙ্খলা; বরং বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা। কেননা, মানুষ অন্যের হাতে যেই সম্পদ রহিয়াছে উহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কাজেই যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেনের পথকে সুগম না রাখা হয় তাহা হইলে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনে বিপর্যয় নামিয়া আসিবে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

كتاب البيوع বলা না বলিয়া كتاب البيع বলার কারণ ঃ

ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন প্রকার হইবার কারণে كتاب البيع (অর্থাৎ البيع কে একবচন) ব্যবহার না করিয়া كتاب البيوع (بيوع -এর বহুবচন بيع) ব্যবহার করা হইয়াছে। بيع -এর বিভিন্ন প্রকার হইতেছে **(১)** بيع مطلق (বস্তুর বিনিময়ে অর্থের ক্রয়-বিক্রয়)। **(২)** بيع المقايضة (বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়)। **(৩)** بيع السلم (নগদ অর্থের বিনিময়ে বাকীতে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়)। **(৪)** بيع الصرف (অর্থের বিনিময়ে অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা)। **(৫)** بيع المرابحة (ক্রয়কৃত মূল্য হইতে কিছু লাভে ক্রয়-বিক্রয় করা)। **(৬)** بيع التولية (বস্তুকে ক্রয় মূল্যে লাভ ব্যতীত বিক্রয় করা)। **(৭)** بيع الوضيعة (বস্তুকে ক্রয় মূল্য হইতে কমে লোকসান দিয়া বিক্রয় করা)। **(৮)** بيع مساومة (প্রথম ক্রয় মূল্যের উল্লেখ না করিয়া বিক্রয় করা)। **(৯)** بيع اللازم (পূর্ণাঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়)। **(১০)** بيع غير اللازم (ক্রয়-বিক্রয়ে خيار (নেওয়া কিংবা না নেওয়ার এখতিয়ার থাকিলে)। **(১১)** البيع الصحيح (ক্রয়-বিক্রয়ের সকল শর্ত ও রোকন বিদ্যমান থাকিলে)। **(১২)** البيع الباطل (ক্রয়-বিক্রয়ের اصل এবং وصف -এর দিক দিয়া সহীহ না হইলে)। **(১৩)** البيع الفاسد (ক্রয়-বিক্রয়ের وصف (গুণ)-এর মধ্যে ত্রুটি থাকিলে)। **(১৪)** البيع المكروه (ক্রয়-বিক্রয়ে প্রাসঙ্গিক কোন ত্রুটি থাকিলে)।

অন্যান্য অধ্যায়ের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

ফিকাহ ও হাদীছ শাস্ত্রের অধিকাংশ লিখকগণের সাধারণ রীতি হইতেছে যে, তাঁহারা كتاب البيوع (ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়)কে নিকাহ এবং তালাক অধ্যায়ের পরে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। আর ইহার কারণ হইতেছে যে, তাঁহারা স্বীয় কিতাবকে عبادت محضه (খাঁটি ইবাদত) দ্বারা আরম্ভ করেন। যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি। আর যেহেতু নামাযের জন্য পবিত্রতা জরুরী তাই সালাত অধ্যায়ের পূর্বে তাহারাত (পবিত্রতার)-এর আলোচনা স্থাপন করিয়া থাকেন। অতঃপর সেই সকল বিষয়কে আলোচনায় স্থান দেন যাহা ইবাদত এবং লেনদেন উভয়ই সংশ্লিষ্ট থাকে। আর উহা হইতেছে নিকাহ। অতঃপর নিকাহ-এর সহিত সম্পর্কশীল তালাক, লেয়ান ও ইতাক-এর আলোচনা করেন। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে তাঁহারা معاملات محضه (খাঁটি লেনদেন)-এর উল্লেখ করেন। আর লেনদেনের বিষয়সমূহের মধ্যে যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় অধিক সংঘটিত হয় এবং অধিক উপকারী বস্তু তাই كتاب البيوع (ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়)কে অন্যান্য معاملات (লেনদেন)-এর উপর প্রাধান্য দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্পর্শ ও ছুঁড়িয়া মারার মাধ্যমে কৃত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবার বিবরণ ঃ

(৩৬৮৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

(৩৬৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা (স্পর্শের মাধ্যমে কৃত ক্রয়-বিক্রয়) ও মুনাবাযা (ছুঁড়িয়া মারার মাধ্যমে কৃত) এতদুভয় ক্রয়-বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ملامسه এবং منابذه এতদুভয় শব্দ باب مفاعله এর مصدر (ক্রিয়ামূল)। মূল لمس (স্পর্শ করা) এবং نبذ (ছুঁড়িয়া মারা, নিক্ষেপ করা)। بيع ملامسه এবং بيع منابذه হইতেছে ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের দুইটি ক্রয়-বিক্রয়ের নাম। এতদুভয়ের ব্যাখ্যায় আলিমগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

ملامسه-এর ব্যাখ্যা ঃ

(১) বিক্রেতা বলিবে যে, আমি তোমার নিকট এই বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিতেছি। কাজেই আমি যখন তোমাকে স্পর্শ করিব তখনই এই বিক্রয় সংঘটিত হইয়া যাইবে। কিংবা ক্রেতা অনুরূপ বলা, এই ব্যাখ্যা ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত। -(উমদাতুল কারী, ৫ম, পৃ ৫০৫)

(২) বিক্রেতা একটি কাপড় ভাঁজ করা অবস্থায় কিংবা অন্ধকারে নিয়া আসে এবং ক্রেতা উহা স্পর্শ করে। তখন বিক্রেতা ইহা বলে যে, এই কাপড় তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রয় করিলাম যে, তোমার স্পর্শ করাই তোমার দেখার স্থলাভিষিক্ত হইবে। দেখিবার পর তোমার জন্য কোন خيار (নেওয়া বা না নেওয়ার এখতিয়ার) থাকিবে না (বরং বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে)। এই ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত। -(শরহে নওয়াভী, ২য়)

(৩) কোনরূপ চিন্তা-ফিকর ব্যতীত একে অপরের কাপড় খরিদ করা (হাদীছ নং ৩৬৮৬)। এবং এই কথা বলা যে, আমি যখন তোমার কাপড় স্পর্শ করিব এবং তুমি আমার কাপড় স্পর্শ করিবে তখন বিক্রয় ওয়াজিব হইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। এই ক্ষেত্রে শুধু لمس (স্পর্শ) করাকেই ايجاب (সম্মতি) ও قبول (গ্রহণ)-এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়।

(৪) কোন বস্তু এই শর্তে বিক্রয় করা, ক্রেতা বস্তুটি স্পর্শ করা মাত্রই বিক্রয় সংঘটিত হইয়া যাইবে এবং خيار المجلس বাতিল হইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা ইমাম নওয়াভী (রহঃ) হইতে বর্ণিত। তবে এই পদ্ধতিটি

কেবল خيار مجلس -এর প্রবক্তাগণের মতে সহীহ। হানাফীগণ যেহেতু خيار مجلس -এর প্রবক্তা নহেন সেহেতু এই পদ্ধতি তাহাদের মতে প্রযোজ্য নহে।কিতাবুল বুয়ূ'

মোটকথা ঃ উপরিউক্ত ব্যাখ্যাসমূহে যেই القدر المشترك (যৌথ সংশ্লিষ্টতা) পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে প্রতারণা। আর ইহা ক্রয়কৃত বস্তু না দেখার কারণে কিংবা অপরের জন্য এমন বস্তু অত্যাবশ্যক করিয়া দেওয়া যাহার উপর সে রাযী নহে। ফলে এই সকল ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী শরীআতে হারাম করিয়া দিয়াছে। -(তাকমিলা ফতহুল মুলহিম, ১ম, ৩১৪)

منابذه -এর ব্যাখ্যা

منابذة (নিক্ষেপ করা)-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। স্বয়ং পরবর্তী হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত (৩৬৮৬ নং) হাদীছে রহিয়াছে যে, 'মুনাবাযা' মানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপরের প্রতি কাপড় ছুঁড়িয়া দেওয়া এবং তাহাদের উভয়ের কেহ-ই নিক্ষিপ্ত কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য না করা। শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, মুনাবাযা বিক্রয়ের তিনটি পদ্ধতি রহিয়াছে। **(১)** ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক একে অপরের দিকে বস্তু নিক্ষেপ করা। আর নিক্ষেপ করাকেই بيع (বিক্রয়) হিসাবে গণ্য করা। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা। তাকমীল গ্রন্থকার ইহার সহিত এতখানি অতিরিক্ত লিখিয়াছেন যে, এতদুভয়ের মধ্যে ايجاب (সম্মতি) ও قبول (গ্রহণ) পাওয়া যায় নাই। **(২)** আর কেহ কেহ বলেন, বিক্রেতা ক্রেতাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ বলা যে, আমি তোমার নিকট এই বস্তুটি বিক্রয় করিলাম। বস্তুটি তোমার দিকে ছুঁড়িয়া মারার সাথে সাথে বিক্রয় কার্যকর হইয়া যাইবে। ইহাতে তোমার কোন এখতিয়ার থাকিবে না। **(৩)** ইহা দ্বারা খোদ পাথর নিক্ষেপ করা মর্ম (অর্থাৎ পাথর مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর উপর পতিত হইলেই بيع (বিক্রয়) প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে ইনশা আল্লাহু তা'আলা بيع الحصاة (পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়)-এর অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব। আর এই সকল ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ও ধোঁকা থাকিবার কারণে বাতিল। -(শরহে নওয়াভী ২য়, ২, তাকমিলা ১ম, ৩১৫)

(৩৬৮৫) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَا نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(৩৬৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৬৮৬) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৬৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আল-মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৬৮৭) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(৩৬৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৬৮৮) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَىالْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ

(৩৬৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুলামাসা ও মুনাবাযা এই দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুলামাসা হইতেছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়া একে অপরের কাপড় স্পর্শ করা (আর স্পর্শ করিবার দ্বারা বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে)। আর 'মুনাবাযা' হইতেছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অন্যের প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া এবং এতদুভয়ের কেহ-ই একে অপরের নিক্ষিপ্ত কাপড়ের প্রতি না দেখা (তথা না দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর করা)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ ৩৬৮২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৬৮৯) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ

(৩৬৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাহারা .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় করিতে এবং দুই ধরণের কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুলামাসা ও মুনাবাযা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। 'মুলামাসা' মানে (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) একজন অপর জনের কাপড় হাত দ্বারা স্পর্শ করা রাত্রে হউক কিংবা দিনে। আর এই স্পর্শ করা ছাড়া مبيع (মাল)কে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ভালভাবে দেখার সুযোগ থাকে না। আর 'মুনাবাযা' মানে (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) এক ব্যক্তি স্বীয় কাপড় অপর ব্যক্তির দিকে ছুঁড়িয়া মারা এবং অপর ব্যক্তিও স্বীয় কাপড় প্রথম ব্যক্তির দিকে ছুড়িয়া মারা। আর এইরূপ ছুঁড়িয়া মারিলেই ভালভাবে দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া রাযী হওয়া ব্যতীতই উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হইয়া যাইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ولبستين (এবং দুই ধরণের কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। لبستين শব্দটি ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, দুই ধরণের কাপড় পরিধান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুই প্রকারের বেচা কেনা করিতে এবং দুই পদ্ধতিতে কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উল্লিখিত হাদীছে কাপড় পরিধানের দুইটি পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য হাদীছে এই দুই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, (১) اشتمال صماء (২) احتباء

(১) اشتمال صماء শব্দ مد দ্বারা পঠিত। আল্লামা আসমায়ী (রহঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, চাদর দ্বারা সম্পূর্ণ শরীরকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলা যে, কোন দিক দিয়া খোলা যায় না। এমনকি হাতদ্বয় ভিতর হইতে বাহির করা দুষ্কর হয়। আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহঃ) বলেন, কিতাবুল বুয়ূ' ইহাকে صماء নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, এই পদ্ধতি কাপড় পরিধানের ফলে মানুষের অঙ্গসমূহ বাহির করিবার সকল ফাঁকা বন্ধ হইয়া যায়। আর صماء মূলতঃ সেই পাহাড়কে বলে যাহাতে কোন ফাটল কিংবা ছিদ্র নাই। উলামায়ে কিরাম বলেন, এই পদ্ধতিতে কাপড় পরিধানের কারণে মানুষ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পতিত হয় এবং চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। তাহা ছাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বলিয়া ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হইবার প্রবল আশংকা থাকে। তাই নিষেধ করা হইয়াছে। আর ফকীহগণ اشتمال صماء -এর অপর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, সমস্ত দেহে একটি মাত্র চাদর জড়াইয়া এক পাশকে মাথার উপর উঠাইয়া রাখা। এই পদ্ধতিতে কাপড় পরিধানের দ্বারা লজ্জাস্থান খুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া হারাম। অন্যথায় ইহা মাকরূহে তাহরিমী।

(২) احتباء শব্দটিও مد দ্বারা পঠিত। احتباء বলা হয় নিতম্বের উপর বসিয়া পদদ্বয়ের গোছা খাড়া করিয়া কাপড় কিংবা অনুরূপ কোন বস্তু কিংবা হাতদ্বয় দিয়া তাহা বাধিয়া ফেলা। আর এই احتباء হইল আরবীগণের মজলিসসমূহে বসিবার একটি অভ্যাস। কাজেই এইরূপ বসিবার ফলে যদি সতর খুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে হারাম। -(শরহে নওয়াভী, ২য়, পৃ ১৯৮)

ولا يقلبه (আর مبيع (ক্রয়কৃত বস্তু)টি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখার সুযোগ দেওয়া হয় না)। يقلبه শব্দটির ل বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে কাপড়টি ভালমন্দ দেখিবার জন্য পাল্টানো। অর্থাৎ 'মুলাবাসা' বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতার জন্য مبيع (মাল)কে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিবার কোন সুযোগ নাই। আর الا بذلك বাক্যটি استثناء منقطع ইহা দ্বারা মর্ম হইল কাপড় পাল্টাইয়া দেখা ব্যতীত কেবল স্পর্শ করার মাধ্যমে বিক্রয় কার্যকর করা। এই প্রকারের বিক্রয়ের মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণা থাকিবার কারণে বৈধ নহে।

অদৃশ্য বস্তু বিক্রয় করা

আলোচ্য হাদীছে 'মুনাবাযা'-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে و يكون ذلك بينهما من غير نظر (আর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই مبيع (কাপড়)কে দেখা ব্যতীত একে অপরের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়াকে بيع হিসাবে গণ্য করা হয়) অর্থাৎ غير تامل ক্রেতা দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার কোন সুযোগ থাকে না। আর ইহা দ্বারা কোন কোন বিশেষজ্ঞ بيع الشئ الغيب (অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বস্তু বিক্রয় করা) বাতিল হওয়ার উপর দলীল দিয়া থাকেন। আর এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) منابذه যেহেতু বাতিল সেহেতু الشئ الغيب (অদৃশ্য অনুপস্থিত বস্তু) বিক্রয় করাও সম্পূর্ণভাবে (مطلقا) বাতিল হইবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর جديد (সর্বশেষ) অভিমত।

(২) الشئ الغيب (অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বস্তু) ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পূর্ণভাবে (مطلقا) সহীহ। অবশ্য দেখিবার পর ক্রেতার জন্য خيار (গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার) থাকিবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও সাহেবায়নের মত। আর ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ), ইমাম নাখয়ী, শা'বী, হাসান বাসরী, মাকহুল, আওযায়ী ও সুফয়ান (রহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(৩) অনুপস্থিত বস্তুর যাবতীয় গুণাবলী বর্ণনা করিয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হইবে। ক্রেতা দেখিবার পর যদি مبيع (ক্রয়কৃত মাল)-এর বর্ণিত গুণাবলীর সহিত সামঞ্জস্য পায় তাহা হইলে بيع অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে এবং ক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকিবে না। আর যদি বর্ণিত গুণাবলীর সহিত সামঞ্জস্যহীন হয় তাহা হইলে ক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকিবে। ইহা ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত। আর এক রিওয়ায়ত অনুযায়ী ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। -(উমদাতুল কারী ৫ম, পৃ ৫০৬ এবং ফতহুল বারী ৪র্থ, পৃ ৩০১)

خيار رؤيت (দেখার এখতিয়ার)-এর সহিত الشئ الغيب (অনুপস্থিত বস্তু)-এর বিক্রয় সহীহ হওয়ার উপর দলীল ঃ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا راه - (الدار قطنى والبيهقى : ج ٥ ، ص ٢٦٧) (যে ব্যক্তি না দেখিয়া কোন বস্তু খরিদ করিল দেখিবার পর তাহার খেয়ার লাভ হইবে।)

তাঁহাদের দলীলের জবাব

ইমাম শাফেয়ী-এর বর্ণিত দলীলের জবাব হইতেছে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা অনুপস্থিত বস্তুর বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে (مطلقا) বাতিল হইবার উপর প্রমাণ দেওয়া যায় না। কেননা, منابذه বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, না দেখিয়া খরিদ করার সহিত خيار رؤيت থাকে না। خيار رؤيت থাকিলে না দেখার কারণে যেই অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় তাহা বাদানুবাদের পর্যায়ে পৌঁছে না। কারণ দেখার পর ক্রেতার পছন্দ না হইলে ফেরত দিবে আর বিক্রেতাও ফেরত নিতে বাধ্য থাকিবে। ফলে প্রতারণার সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়। কাজেই অদৃশ্য বস্তুর বিক্রয় মুলামাসা ও মুনাবাযা-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ ইহার মধ্যে প্রতারণা বিদ্যমান নাই। -(ZvKwgjv 1g, 316 - 317)

(৩৬৯০) وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

(৩৬৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহঃ) তিনি ইবন শিহাব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِى فِيهِ غَرَرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কংকর নিক্ষেপ ও প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়ার বিবরণ

(৩৬৯১) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و قَالَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(৩৬৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও প্রতারণামূলক কেনা-বেচা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بيع الحصاة (কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়)-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে।। যেমন (১) বিক্রেতা বলিবে, আমি তোমার নিকট এই সকল কাপড়গুলির মধ্য হইতে সেই কাপড়টি বিক্রয় করিলাম যাহার উপর আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পতিত হইবে কিংবা বলিবে তোমার নিক্ষিপ্ত কংকর যেই কাপড়ের উপর পতিত হইবে সেই কাপড়টি বিক্রয় করিলাম।

(২) কিংবা বিক্রেতা এইরূপ বলা যে, আমি তোমার নিকট জমিনের এই স্থান হইতে যেই স্থানে আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পৌঁছিবে সেই স্থান পর্যন্ত বিক্রয় করিলাম।

(৩) কিংবা বিক্রেতা এইরূপ শর্তারোপ করিল যে, আমি কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তোমার এখতিয়ার থাকিবে। কংকর নিক্ষেপ করিবার পরে তোমার কোন এখতিয়ার থাকিবে না।

(৪) স্বয়ং কংকর নিক্ষেপকেই بيع বিক্রয় গণ্য করা। যেমন এইরূপ বলা যখন আমি উক্ত কাপড়ের উপর কংকর মারিব তখনই উহা বিক্রিত বলিয়া গণ্য হইবে।

بيع الحصاة -এর বর্ণিত সকল পদ্ধতি ফাসিদ ও নাজায়িয। কেননা, ইহা জাহিলিয়্যাত যুগের বিক্রয়সমূহের একটি। আর এই সকল পদ্ধতির বিক্রয়ের মধ্যে অজ্ঞতার কারণে ধোঁকা ও প্রতারণা বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা শরীআতে নিষিদ্ধ। কিতাবুল বুয়ূ'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بيع الحصاة (কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়)-এর সহিত بيع الغرر (ধোঁকা ও প্রতারণামূলক বিক্রয়)কেও নিষেধ করিয়াছেন। আর بيع الحصاة -এর পর بيع الغرر কে উল্লেখ করিবার বিষয়টি تعميم بعد التخصيص (বিশেষ-এর পর ব্যাপক)-এর অন্তর্ভুক্ত। যাহাতে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আর بيع الغرر (ধোঁকা ও প্রতারণামূলক বিক্রয়) নিষেধাজ্ঞার হাদীছখানা কিতাবুল বুয়ূ-এর উসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উসূল। এই কারণেই ইমাম মুসলিম ইহাকে মুকাদ্দাম করিয়াছেন আর ইহার মধ্যে অনেক মাসআলা রহিয়াছে। যেমন بيع الابق (পলাতক গোলাম বিক্রয় করা), بيع المعدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয় করা), بيع مجهول (অস্পষ্ট বস্তু বিক্রয় করা) এবং বিক্রেতা যাহা ক্রেতার কাছে তাসলীম করিতে অক্ষম এবং যাহার পূর্ণাঙ্গ মালিক বিক্রেতা নহে তাহা বিক্রয় করা, আর অধিক পানির নীচে থাকা মাছ বিক্রয় করা, ওলানে দুধ বিক্রি করা, পশুর পেটের বাচ্চা আগাম বিক্রয় করা ইত্যাদি বিক্রয় বাতিল। কেননা, এই সকল বিক্রয়ে অপ্রয়োজনে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়। হ্যাঁ, বস্তুর অস্পষ্টতা যদি কম হয় এবং মানুষ এই প্রকারের লেনদেন করার মুখাপেক্ষী হয় এবং ইহাতে বাদানুবাদের সম্ভাবনা না থাকে তবে জায়িয। যেমন গোসল খানা ভাড়া নিয়া গোসল করা জায়িয। অথচ পানি ব্যবহারকারীর বিভিন্নতার কারণে গোসলে কে কতখানি পানি ব্যবহার করিবে জানা থাকে না। পান করানো স্থান (কূপ প্রভৃতি) ভাড়া নিয়া পানি পান করানো জায়িয। এই স্থানেও কতখানি পান করিবে তাহা অস্পষ্ট থাকে। -(**নওয়াভী, ২য়, ৩)**

بيع التعاطى (পরস্পর আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয়)-এর হুকুম। ইমাম শাফেয়ী بيع الحصاة (কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়) এবং بيع الملامسة (স্পর্শ করার মাধ্যমে বিক্রয়) ও بيع المنابذة (নিক্ষেপ করার মাধ্যমে বিক্রয়)-এর নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ দ্বারা بيع التعاطى কে হারাম প্রমাণের উপর দলীল দিয়া থাকেন। তিনি বলেন, উক্ত সকল بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর মধ্যে ايجاب ও قبول না পাওয়ার কারণে ফাসিদ হয়। কাজেই بيع التعاطى ফাসিদ। উল্লেখ্য যে, بيع التعاطى হইতেছে ايجاب (সম্মতি) ও قبول (গ্রহণ) ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা কর্তৃক খরিদা বস্তু এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করা।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, بيع التعاطى কোন অবস্থায়ই بيع الحصاة ও بيع الملامسة কিংবা بيع المنابذة -এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, এই সকল বিক্রয়সমূহে দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণের সুযোগ থাকে না বলে ইহাতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা-প্রতারণা সমন্বয় হওয়ায় হারাম হইয়াছে। আর بيع التعاطى - এর মধ্যে অজ্ঞতা (جهالة) নাই এবং ধোঁকা-প্রতারণা (غرر) ও নাই। অবশ্য ইহাতে শাব্দিক ايجاب (সম্মতি) ও قبول (গ্রহণ) নাই বটে; কিন্তু কার্যতঃ (بالفعل) ايجاب ও قبول বিদ্যমান রহিয়াছে। (কেননা, এই ক্ষেত্রে বস্তু ও মূল্যের আদান-প্রদান ক্রেতা ও বিক্রেতার সন্তুষ্টচিত্তে হইয়া থাকে)। -(তাকমিলা ১ম, ৩১৮-৩১৯)

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'হাবালুল হাবালা' (গর্ভের বাচ্চা) বিক্রয় হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ

(৩৬৯২) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا اَنَا اللَّيْثُ ح و قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

(৩৬৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রূমহ (রহঃ) তাঁহারা .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাহারা .... হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি 'হাবালুল হাবালা'-এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حبل الحبلة উভয় শব্দের باء বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত, ইহাই মুহাক্কিকগণের মতে সহীহ। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন حبل শব্দের باء কে সাকিন দ্বারা পঠন ভুল। অতঃপর حبل শব্দটি مصدر অর্থ গর্ভ। যেমন বলা হয় حبلت المرأة আর حبلة শব্দটি حابل -এর বহুবচন। যেমন ظالم -এর বহুবচন ظلمة - শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, অভিধান বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য যে, حبل শব্দটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর মানুষের জন্য সাধারণভাবে حمل শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন حملت المرأة ولدا و حبلت ولدا আর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে কেবল حمل শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন حملت الشاة سخلة আর এই ক্ষেত্রে حبلت বলা হয় না। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ ছাড়া حبل শব্দটি জন্তু-জানোয়ারেরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় নাই। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, কোন কোন সময় মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও حبل শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। -(তাকমিলা, ৩২১)

بيع حبل الحبلة -এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। (১) গর্ভবতী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করিবার পর সেই বাচ্চা বড় হইয়া যখন গর্ভবতী হইবে সেই গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা। অর্থাৎ বাচ্চা বড় হইয়া গর্ভবতী হইয়া যেই দিন বাচ্চা প্রসব করিবে সেই দিন মূল্য পরিশোধ করা হইবে। ইহা হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর ব্যাখ্যা।

(২) কোন জিনিষ বাকীতে ক্রয় করিয়া ইহার মূল্য পরিশোধ করার সময় গর্ভবতী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত নির্ধারণ করা। অর্থাৎ যেই দিন আমার এই গর্ভবতী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করিবে সেই দিন ইহার মূল্য তোমাকে পরিশোধ করিব। এই ব্যাখ্যা হযরত নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) অনুরূপ বলেন।

(৩) গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা প্রসব করিবার পর সেই বাচ্চা বড় হইয়া যখন গর্ভবতী হইবে সেই সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা। এই ব্যাখ্যায় গর্ভ খালাসের শর্ত করা হয় নাই। (আর **১**ম ব্যাখ্যায় গর্ভ খালাসের শর্ত করা হইয়াছে)। এই ব্যাখ্যা হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে রহিয়াছে।

উপরিউক্ত **৩**টি পদ্ধতিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবার কারণ বিক্রিত মালের মূল্য পরিশোধে অজ্ঞতা এবং যাহাতে বাদানুবাদের প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৪) গর্ভবতী উষ্ট্রীর গর্ভের বাচ্চা কিংবা গর্ভের বাচ্চার গর্ভকে অগ্রিম বিক্রয় করা। ইহা ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা। ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহঃ) এই মত পোষণ করেন।

এই ৪র্থ পদ্ধতিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবার কারণ হইতেছে যে, ইহাতে ধোঁকা রহিয়াছে এবং مبيع (বিক্রিত মাল)-এর মধ্যে অজ্ঞতা রহিয়াছে। কেননা, গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রসব খালাস হওয়া নিশ্চিত নহে। ফলে গর্ভের বাচ্চার বাচ্চা প্রসব হওয়া কিভাবে নিশ্চিত হইবে? অধিকন্তু এই مجهول ও معدوم বস্তু বিক্রয়ের কারণে বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট তাসলীম করিতে অপারগ। তাই এইরূপ বিক্রয় নিষেধ ও হারাম।

(৩৬৯৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

(৩৬৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা 'হাবালুল হাবালা' শর্তে উটের গোশত ক্রয়-বিক্রয় করিত। 'হাবালুল হাবালা' হইল এমন শর্তে উষ্ট্রী ক্রয় করা যে, এই উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করিবার পর সেই বাচ্চা গর্ভ ধারণ করিলে মূল্য রিশোধ করা হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকারের বিক্রয় করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- মূল্য পরিশোধের সময়ের অজ্ঞতা এবং مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর অজ্ঞতা বিদ্যমান থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকার বিক্রয় করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

-(তাকমিলা) বিস্তারিত ৩৬৯২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

لحم الجزور (উষ্ট্রীর গোশত) الجزور শব্দের ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা দ্বারা উটনী মর্ম, চাই উট পুরুষ জাতীয় হউক কিংবা স্ত্রী জাতীয়। তবে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় هذه الجزور (এই উট) যদিও ইহা দ্বারা পুরুষ উট মর্ম গ্রহণ করে। আলোচ্য হাদীছে উষ্ট্রীর কয়েদ সম্ভবতঃ এই কারণে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাহিলী যুগের লোকেরা কেবল উট কিংবা উষ্ট্রীর গোশতই 'হাবালুল হাবালা'-এর শর্তে বিক্রয় করিত। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে উটনী ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে শরীয়তে হুকুমের কোন পার্থক্য নেই; বরং সকল প্রাণীর গোশতই 'হাবালুল হাবালা'-এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম ও নিষিদ্ধ। -(ফতহুল বারী, ৪খণ্ড, ২৯৯, তাকমিলা, ১ম- ৩২২)

ان تنتج (গর্ভের বাচ্চা)। تنتج শব্দটি ১ম تاء বর্ণে পেশ এবং ২য় تاء বর্ণে যবর দ্বারা مجهول রূপে পঠিত এবং معروف মর্ম। আর এই পদ্ধতি আরবী অভিধান বিশেষজ্ঞগণের কর্মে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহারা مجهول -এর সীগা ব্যবহার করিয়া معروف মর্ম গ্রহণ করেন। ইহা একটি দুর্লভ পদ্ধতি। -(তাকঃ, ৩২৩)

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তাহার মূল্য হইতে বেশী মূল্য বলা, কেহ কোন বস্তু ক্রয়ের জন্য দরাদরি করিতেছে তাহার উপরে দরাদরি করা, দালালী করা এবং বেশী দেখাইবার জন্য উলানে দুধ জমা করা হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ

(৩৬৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

(৩৬৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের কেনাকাটার সময় কেনাকাটা করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لايَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (তোমাদের কেহ অপর জনের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রয়-বিক্রয় করিও না) এই প্রকারের বিক্রয়ের পদ্ধতি হইতেছে যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে কোন নির্দিষ্ট মূল্যে বেচাকেনায় সম্মত হইয়াছে, তবে এখনও বিক্রিত বস্তু বুঝিয়া নেয় নাই। এমতাবস্থায় কোন এক ব্যক্তি আসিয়া ক্রেতাকে বলিল, আমি তোমাকে এই বস্তুই ইহার চাইতে কম মূল্যে দিব কিংবা বলিল এই মূল্যে ইহার চাইতে ভাল জিনিস দিব। কাজেই এই বিক্রয় বাতিল করিয়া দিন। অনুরূপ شراء البعض على شراء بعض (অপর জনের দাম হইতে বেশী মূল্যে ক্রয় করা)। ইহার পদ্ধতি এইরূপ যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে কোন বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যের উপর সম্মত হইবার পর মাল বুঝাইয়া দেওয়ার পূর্বে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বিক্রেতাকে বলিল, আপনি বিক্রয় বাতিল করিয়া দিন। আমি ইহা হইতে বেশী মূল্যে জিনিসটি নিব। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা উপরিউক্ত উভয় প্রকারের বিক্রয়

হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা, উভয় পদ্ধতির বিক্রয়ের মধ্যে বেচাকেনা পূর্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ইহা বাতিল করিলে বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। হানাফীগণের মতে এতদুভয় বিক্রয় মাকরূহে তাহরিমী। অবশ্য হারামের অতি নিকটবর্তী। -(তাকমিলা ১ম- ৩২৩, ফতহুল মুলহিম, ৩- ৪৫৬)

(৩৬৯৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيــهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১৫তম খণ্ড

(৩৬৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেহ যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে যদি তাহারা (বিক্রেতা ও প্রস্তাবদাতা) অনুমতি দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى بَيْعِ أَخِيــهِ (তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর) অর্থাৎ তাহার মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর। ইহা দ্বারা ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এবং শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মধ্যে আবূ উবায়দা (রহঃ) দলীল দেন যে, মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। পক্ষান্তরে কাফিরদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম নহে। কিন্তু জমহুরের ওলামার মতে যিম্মী এবং যাহাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছে তাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর আলোচ্য হাদীছে ভাইয়ের উল্লেখ শর্ত হিসাবে করা হয় নাই; বরং কর্মটি অত্যধিক গর্হিত হইবার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম - ৩৪০)

الا يـأذن لـه (তবে তাহাকে যদি তাহারা অনুমতি দেয়)। প্রকাশ্য যে এই ব্যতিক্রম (استثناء) بيـع (বিক্রয়) এবং خطبـه (প্রস্তাব) উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। প্রথম বিক্রেতার অনুমতি থাকিলেই দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ক্রয় করা জায়িয আছে। অনুরূপ প্রথম প্রস্তাবকারী যদি অনুমতি দেয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত মহিলার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারিবে কিংবা যেই মহিলার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছিল সেই প্রস্তাবিত মহিলা কিংবা তাহার অলী প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাব রদ করিয়া দেয়, তবে অপর ব্যক্তির জন্য প্রস্তাব দেওয়া জায়িয। আর যদি অপর ব্যক্তি অপর কাহারও প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি অজানা থাকে তবে তাহার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হারাম নহে। কেননা, মূলতঃ প্রস্তাব দেওয়ার কাজটি মুবাহ কর্ম। আল্লামা নওয়াভী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে নিষেধাজ্ঞা হারাম মূলক। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(বিস্তারিত ফতঃ মুঃ, ৩য় - ৪৫৬, তাকমিলা, ১ম - ৩২৪)

(৩৬৯৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(৩৬৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হাজার (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান যেন অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের দাম করাকালীন নিজের জন্য দাম না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণকালে নিজের জন্য দাম না করে)। আল্লামা শামী (রহঃ) বলেন, ইহার পদ্ধতি হইতেছে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই

মূল্য এবং বিক্রিত মালের উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট হইবার পর অপর ব্যক্তি আসিয়া বিক্রেতাকে এই বলিয়া বিরত রাখা যে, ইহাকে বেশী মূল্যে কিংবা সম মূল্যে আমি নিব। ইহা নাজায়িয ও হারাম। আল্লামা আল-হিবরুর রমলী (রহঃ) বলেন, বিক্রেতা ও প্রথম ক্রেতার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় সংঘটিত হইবার পূর্বে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ক্রয় করা মাকরূহ নহে। যেমন প্রথম প্রস্তাবকের সহিত মহিলার সম্মতি প্রকাশের পূর্বে অপর ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ নহে। উল্লেখ্য যে, بيع على بيع اخيه এবং السوم على سوم اخيه এতদুভয় মাকরূহ বিক্রয় যদি কেহ করে তবে বিক্রয় সহীহ হইবে কি না? জমহুর বলেন, বিক্রয় সহীহ হইবে তবে দ্বিতীয় ক্রেতা গোনাহগার হইবে। আর ইমাম দাউদ (রহঃ) বলেন, বিক্রয়ই সংঘটিত হইবে না। মালিকী ও হাম্বলীগণ অনুরূপ মত পোষণ করেন। -(তাকমিলা ১ম, ৩২৫)

بيع من يزيد / بيع المزايدة (নিলাম বিক্রি)-এর মাসআলা ঃ

কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম আলোচ্য হাদীছ দ্বারা بيع المزايدة কিংবা بيع من يزيد (নিলাম বিক্রি) হারাম হওয়ার উপর দলীল দিয়া থাকেন। আর এই ব্যাপারে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) ইমাম ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ)-এর মতে সর্বাবস্থায় بيع من يزيد (নিলাম) বিক্রয় নাজায়িয। তিনি আলোচ্য হাদীছের ব্যাপক মর্মার্থ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

(২) ইমাম আওযায়ী ও ইসহাক (রহঃ)-এর মতে কেবল গণীমত ও ওয়ারিছী মালের মধ্যে জায়িয অন্যান্য মালে জায়িয নাই। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। অধিকন্তু ইবন খাযীমা ও দারা কুতনী রহঃ) যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على بيع احد حتى يذر الا الغنائم والمواريث (তোমাদের কেহ যেন অপর কেহ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণকালে নিজের জন্য দাম না করে যতক্ষণ না সে বিরত হয়, তবে গণীমত ও ওয়ারেছী মালে) ওলামায়ে কিরাম তাহাদের দলীলের জবাব দিয়াছেন যে, অধ্যায়ের المزايدة (নিলাম বিক্রি) ব্যাপকভাবে (مطلقا) ব্যতিক্রম। আর ইবন খাযীমা-এর হাদীছের জবাব হইতেছে যে, পূর্বে সাধারণতঃ গণীমত ও ওয়ারেছী মাল ব্যতীত অন্যান্য মাল নিলামে বিক্রয় হইত না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর যখন অন্যান্য জিনিষে নিলাম বিক্রয় আরম্ভ হয় তখন তাহাও জায়িয হইবে। কেননা, ইহাতে اشتراك فى المعنى (সমার্থ) বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, বাব এক (الباب واحد) এবং অর্থও অভিন্ন। কাজেই ইহা গণীমত ও ওয়ারিছী মালের সহিত খাস হইবে না। -(উমদাতুল কারী)

(৩) জমহুরে ওলামা বলেন, নিলাম বিক্রয় ব্যাপকভাবে (مطلقا) জায়িয। তাহাদের দলীল সুনানে আরবাআর হাদীছ। তবে শব্দ ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর। তিনি হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চট (পাটের সূতার তৈরী মোটা বস্ত্র বিশেষ) ও পিয়ালা বিক্রি করিবার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করিলেন, কে এই চট ও পিয়ালা খরিদ করিবে? এক ব্যক্তি আরয করিল, এক দিরহাম দিয়া আমি এই দুইটি বস্তু ক্রয় করিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কে এক দিরহাম হইতে বেশী দিয়া ক্রয় করিয়া নিবে? অপর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই দিরহাম প্রদান করিলেন। তখন তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে উভয়টি (চট ও পিয়ালা) বিক্রয় করিলেন।

তাহাদের দলীলের জবাব ঃ আলোচ্য হাদীছ তাহাদের পক্ষে দলীল হয় না। কেননা, حديث الباب এ বর্ণিত بيع - شراء এবং سوم -এর ক্ষেত্রে যেই নিষেধাজ্ঞার হুকুম বর্ণিত হইয়াছে তাহা ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণ ও একে অপরের কথা সম্মতি লাভের পর। আর مزايده (নিলাম বিক্রি)-এর মধ্যে মূল্য নির্ধারণ এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হইবার পূর্বে দাম বলা হয় পরে নহে; বরং বিক্রেতা বলেন, من يزيد কে বেশী দামে নিবে? ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে প্রথম ক্রেতার কথিত মূল্যে রাযী নহে, যতক্ষণ না তাহার নিকট সর্বোচ্চ দাম প্রকাশিত হয়। অতঃপর যখন তাহার কাছে সর্বোচ্চ মূল্য প্রকাশিত হইবে তখন সেই সর্বোচ্চ মূল্যে দাতার কাছে বস্তু বিক্রয়

করিবে। সুতরাং بيع البعض على بعض - شراء البعض على بعض এবং بيع من يزيد (নিলাম বিক্রি) ও السوم على اخيه -এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গেল। -(তাকমিলা, ১ম- ৩২৫-৩২৬)

(৩৬৯৭) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ

(৩৬৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রাযিঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের দরদাম করিবার কালে নিজের জন্য ঐ জিনিষ দরদাম না করে। আর দাওরাকী (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে (على سوم اخيه -এর স্থলে) على سيمة اخيه (নিজ ভাইয়ের দাম করাকালীন সময়ে) রহিয়াছে।

ফায়দা ঃ- عن ابيهما (তাহাদের উভয়ের পিতা হইতে)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, আ'লা এবং সুহায়ল (রহঃ) দুইভাই এবং তাহাদের পিতা একজন। কিন্তু বস্তুতভাবে তাহা নহে। কেননা, আ'লা হইলেন আ'লা বিন আবদির রহমান এবং সুহায়ল হইলেন সুহায়ল বিন আবী সালিহ। তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পিতা হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কাজেই عن ابيهما ব্যবহার (تعبير) সহীহ হয় নাই, তবে কতক রিওয়ায়তে عن ابويهما ব্যবহার (تعبير) রহিয়াছে। ইহা সহীহ। -(তাকমিলা ১ম, ৩২৬-৩২৭)

على سيمة اخيه (নিজ ভাইয়ের দাম করাকালীন) السيمة শব্দটি س বর্ণে যের এবং ی বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত السوم (দরদাম করা) হইতে নিসৃত। (তাকমিলা, ১-৩২৭)

(৩৬৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(৩৬৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য নিয়া আগমনকারী কাফেলার সহিত আগেই গিয়া সাক্ষাৎ করিবে না। তোমাদের কেহ যেন অপরের দরদাম করার সময় নিজের জন্য দরদাম না করে। দালালী (তথা ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত মালের দাম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি) করিও না। শহরের লোকদেরকে আগাইয়া গিয়া যেন গ্রামের উৎপাদনকারী লোকদের নিকট হইতে খরিদ না করে। আর উষ্ট্রী ও বকরীর ওলানে (কয়েকদিন দোহন না করিয়া) দুধ জমা করিয়া যেন না রাখে। এইরূপ অবস্থায় কেহ উহা খরিদ করিলে দোহনের পর তাহার জন্য দুইটি

পথের একটি পথ অবলম্বন করিবার এখতিয়ার রহিয়াছে- হয়ত সে তাহা রাখিয়া দিবে, না হয় সে তাহা এক সা' খেজুরসহ ফেরৎ দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لا يتلقى الركبان (পণ্যদ্রব্য নিয়া আগত কাফেলার সহিত সামনে অগ্রসর হইয়া খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিবে না)। ইহাকে تلقى جلب ও تلقى السلع ও বলা হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহু তা'আলা সামনে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অধীনে হাদীছ নং ৩৭০৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

لا تناجشوا (তোমরা দালালী করিও না) পরে ৩৭০১ নং হাদীছে আছে نهى عن النجس রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দালালী (খরিদ করার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দাম করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ৪টি আলোচনা আছে।

(১) نجش শব্দের শাব্দিক অর্থ ঃ نجش শব্দটির ن বর্ণে যবর এবং ج বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। আর ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনও জায়িয আছে। ইহার অর্থ উদ্বুদ্ধ করা। আর ইহার শাব্দিক অর্থ পাখি উড়ানো, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়াইয়া দেওয়া। যেমন বলা হয় نجشت الصيد আমি শিকারকে তাড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বলেন, نجش -এর অর্থ ধোঁকা। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ প্রশংসা করা এবং সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা।

(২) نجش- এর পারিভাষিক অর্থ ঃ نجش -এর পারিভাষিক অর্থ হইতেছে যে, কেবল অন্যকে প্রতারিত করার মাধ্যমে বস্তুকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বস্তুর মূল্য বাড়াইয়া বলা, অথচ বস্তুটি খরিদ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ইবরাহীম আল হারবী (রহঃ) বলেন, نجش হইতেছে مبيع (বস্তুর) মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কিংবা অত্যধিক প্রশংসা করা, ফলে অন্য ব্যক্তি ইহাতে ধোঁকা খায়। আর نجش কে نجش নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ক্রেতাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং মালের মূল্য উর্ধ্বে উঠাইয়া দেওয়া হয় কিংবা نجش (দালালী) এর মূল (اصل) হইল ধোঁকা। আর ইহাতে ধোঁকা রহিয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, ৩২৭-৩২৮)

(৩) نجش (দালালী)-এর হুকুম ঃ

দালালী করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। বিক্রেতার নির্দেশ ব্যতীত কিংবা বিক্রেতার অজ্ঞাতে দালাল যদি নিজের পক্ষ হইতে দালালী করে তবে কেবল সে একাই গুনাহগার হইবে। আর যদি বিক্রেতার যোগসাজশে এইরূপ করে তাহা হইলে উভয়ই গুনাহগার হইবে।

মালিকিয়াগণের মধ্যে ইবন আরবী (রহঃ) বলেন, ناجش যদি প্রত্যক্ষ করে যে, বিক্রেতা অজ্ঞতার কারণে প্রতারিত হইতেছে এবং লোকেরা তাহার নিকট হইতে ন্যায্য মূল্য হইতে কম মূল্যে খরিদ করিয়া নিতেছে তখন সে এতখানি পরিমাণ নাজাশ করিতে পারিবে যাহা দ্বারা বিক্রেতা ন্যায্য মূল্য প্রাপ্ত হয়; বরং সে অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া একজন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ছাওয়াব পাইবে। ইহা হানাফীগণেরও মত। -(তাকমিলা, ১ম, ৩২৮)

(৪) نجش (দালাল)-এর মাধ্যমে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম ঃ দালালের মাধ্যমে যেই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তাহা হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে গুনাহের সহিত সহীহ হইবে। আর আহলে যাহির বলেন, মূলতঃই বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। আর অনুরূপ ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক অভিমত রহিয়াছে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অপর অভিমত অনুযায়ী বিক্রয় সহীহ হইবে। তবে ক্রেতার জন্য বিক্রয় فسخ (বাতিল) করার خيار (অধিকার) থাকিবে যদি সে অতিরিক্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। চাই نجش (দালালী) বিক্রেতার যোগসাজশে হউক কিংবা না। আর হানাফীগণের মতে এখতিয়ার থাকিবে না। অনুরূপ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অভিমত। আর তাহাদের কতক আসহাব বলেন, দালাল যদি বিক্রেতার যোগসাজসে দালালী করে তবে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি বিক্রেতার যোগসাজসে না হয় তবে ক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকিবে না। -(আল মুগনী, ৪র্থ, ২১২ ও ফঃ বারী, ৪- ২৯৭)

বিক্রয় বাতিল হইবার প্রবক্তাগণের দলীল হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খরিদ করিবার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দাম বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর নিষেধাজ্ঞার চাহিদা হইতেছে বাতিল হওয়া। আর আমাদের মতে নিষেধাজ্ঞা ناجش (দালাল)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বিক্রেতার দিকে নহে, কাজেই ইহা বিক্রয়ের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলিবে না। অধিকন্তু নিষেধ দ্বারা নাজায়িয ও মাকরূহ প্রমাণের ফায়দা দেয়, বিক্রয় বাতিল (فسخ) করে না। তবে যাহা হউক আমাদের আহনাফের মতে গুনাহ হইতে বাচিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকারের বিক্রয় বাতিল (فسخ) করা দ্বীনদারী রক্ষার্থে ওয়াজিব। যেমন আল্লামা ইবন আবেদীন (রহঃ) স্বীয় রাদ্দুল মুখতার গ্রন্থের ৪- ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১- ৩২৮)

لا بيع حاضر لباد (শহরবাসী যেন গ্রামের লোকদের পক্ষ হইয়া ক্রয়-বিক্রয় না করে)। এই বিষয়ে বিস্তারিত ইনশা আল্লাহু তা'আলা পরবর্তী একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের অধীনে ৩৭০৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় আসিবে।

ولا تصرو الابل والغنم (আর উষ্ট্রী ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করিয়া রাখিও না)। تصرية হইতেছে, উষ্ট্রী, বকরী ও গাভী প্রভৃতিকে কয়েকদিন দোহন না করিয়া ওলানে দুধ জমা করা যাহাতে দৃষ্টিকারী ক্রেতা ওলান মোটাতাজা দেখিয়া অধিক দুধ বিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে। এই বিষয়ে بيع المصراة (ওলান ফুলাইয়া বিক্রি)-এর অনুচ্ছেদের অধীনে ৩৭১৪ নং হাদীছে ইনশা আল্লাহু তা'আলা আলোচনা করা হইবে।

(৩৬৯৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنْ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(৩৬৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বারী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যদ্রব্য নিয়া আগমনকারীদের সহিত সামনে অগ্রসর হইয়া খরিদ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিতে, শহরের লোকদেরকে পল্লীবাসী লোকদের পক্ষ হইয়া পণ্য বিক্রয় করিতে, কোন নারীকে তাহার বোনের তালাক দিতে বলিতে, দালালী করিতে, বিক্রয়ের পূর্বে দোহন না করিয়া ওলানে দুধ জমা করিয়া রাখিতে এবং অপর ভাই দরদাম করিবার সময় নিজে ক্রয়ের জন্য দাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا (আর কোন নারীকে তাহার বোনের তালাক দিতে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, কোন আজনবী মহিলা কোন বিবাহিত পুরুষকে এই কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক দিয়া আমাকে বিবাহ করুন। কিংবা কোন বিবাহিত পুরুষ কোন এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল অথচ তাহার পূর্বের স্ত্রী আছে। তখন উক্ত প্রস্তাবিত মহিলা তাহাকে এই শর্ত দিল যে, আপনি আপনার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিন (তাহা হইলে প্রস্তাবে রাযী আছি) যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ও জীবিকা অর্জন করিতে পারে। ইহাতে অপরের ক্ষতি করা হয় বলিয়া নিষেধ। -(**তাকমিলা, ১ম, -৩২৯**)

(অন্যান্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৬৯৮ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৩৭০০) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ نَا غُنْدَرٌ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ نَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا قَالَ نَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي

حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نُهِيَ وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ

(৩৭০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহঃ) তাঁহারা ... শু'বা (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে গুনদার ও ওয়াহাব (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে نـهـى (নিষেধ করা হইয়াছে) রহিয়াছে। আর আবদুস সামাদ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে ان رسول الله صلى الله عليه سلم نهى (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন) রহিয়াছে। যেমন শু'বা (রহঃ) হইতে মুআয (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে।

(৩৭০১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ

(৩৭০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দালালী (ক্রয় করার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দাম) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৬৯৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ تَحْرِيْمِ تَلَقِّى الْجَلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্য (বাজারে পৌঁছিবার পূর্বে) আগাইয়া গিয়া খরিদ করা হারাম-এর বিবরণ

(৩৭০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ و قَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّى

(৩৭০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছিবার পূর্বে অগ্রসর হইয়া উহা ক্রয়ের জন্য যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা রাবী ইবন নুমায়র (রহঃ)-এর বর্ণনা। আর অপর দুইজন রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রগামী হইয়া পণ্য বহনকারী কাফেলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ (পণ্যদ্রব্য নিয়া কোন কাফেলা শহরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথাটিই অন্যান্য হাদীছে تلقى الركبان - تلقى البيوع - يتلقى الجلب এবং কতক রাবী কেবল التلقى রিওয়ায়ত করিয়াছেন। সকল রিওয়ায়ত এক ও অভিন্ন। আর ইহা হইতেছে যে, বাহির (গ্রাম) হইতে পণ্যদ্রব্য নিয়া আগত ব্যবসায়ীদের সহিত শহরের কোন ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহিত এই উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করা যে, তাহারা শহরে প্রবেশ করিয়া ন্যায্য মূল্য যাচাই করিবার পূর্বে তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিবে। এই প্রকারের ক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।

আর এই নিষেধাজ্ঞার হুকুমের হিকমত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে, কেহ বলেন, গ্রাম হইতে আগত বিক্রেতাদের ক্ষতি হইতে বাঁচানো। কেননা, শহরে প্রবেশের আগেই রাস্তায় এই পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রেতা প্রতারিত হইতে পারে। ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ না দিয়া কম মূল্যে ক্রয় করিয়া নিবে। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, শহরবাসীদেরকে ক্ষতি হইতে বাঁচানো। কেননা, শহর হইতে অগ্রগামী ব্যক্তি গ্রাম্য লোকদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাৎক্ষণাৎ বিক্রি না করিয়া মূল্য উর্ধ্বগতি হইবার জন্য অপেক্ষা করিবে। অতঃপর চড়া মূল্যে বিক্রয় করিবে। তাহাতে শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই প্রকারের ক্রয় মাকরূহ ও নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এই শর্তে জায়িয বলেন যে, متلقى যদি جالب -এর কাছে পণ্যদ্রব্যের ন্যায্যমূল্য গোপন না করিয়া ক্রয় করে এবং ইহার দ্বারা শহরবাসীর কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়িয, অন্যথায় মাকরূহ। আর আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা বস্তুতভাবে মূল্য গোপন করা ও শহরবাসীকে ক্ষতির সম্মুখীন করার উপর প্রয়োগ হইবে।

تلقى (সাক্ষাৎ)-এর মাধ্যমে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় জমহুরে ওলামায়ে কিরামের মতে বৈধ। তবে متلقى

(সাক্ষাৎকারী) গুনাহগার হইবে। আর আহলে জাহিরের মতে এই পন্থায় সংঘটিত ক্রয় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণের মতে বাজারে পৌঁছিবার পর বিক্রেতার এখতিয়ার থাকিবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে বিক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকিবে না। (বিস্তারিত হাদীছ নং ৩৭০৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। - তাকমিলা, ১ম, -৩৩০-৩৩২)

(৩৭০৩) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(৩৭০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) হইতে ইবন নুমায়র (রহঃ)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৭০৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ

(৩৭০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি বাহির হইতে পণ্যদ্রব্য আসার পথে (শহরের কেহ) আগাইয়া গিয়া (রাস্তায় উহা) খরিদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (হাদীছ নং ৩৭০২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭০৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ

(৩৭০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু AvjvBwn ওয়াসাল্লাম (রাস্তায় ক্রয় করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য বহনকারীদের সহিত অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ - تلقى শব্দটি باب تفعل -এর মাসদার। ইহার অর্থ অগ্রগামী হওয়া, ইসতিকবাল করা ও মিলিত হওয়া। আর جلب শব্দটি جالب -এর বহুবচন। যেমন خدم শব্দটি خادم -এর বহুবচন। ঐ جالب

ব্যক্তিকে বলা হয় যে পণ্যদ্রব্য নিয়া শহরের দিকে আগমন করে। কাজেই تلقى - جلب -এর মর্ম হইতেছে যে, গ্রামের ব্যবসায়ী কাফেলা পণ্যদ্রব্য নিয়া শহরে প্রবেশ করিবার পূর্বে উহা ক্রয় করিয়া ফেলা।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীছ নং ৩৭০২ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৭০৬) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

(৩৭০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন ওমর (রহঃ) তিনি ... ইবন সীরীন (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অগ্রগামী হইয়া (বাহির হইতে আগত) ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। যদি কেহ সাক্ষাৎ করে এবং তাহার নিকট হইতে কোন বস্তু ক্রয় করে তবে মালের মালিক (বিক্রেতা) বাজারে পৌঁছিবার পর (বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা বাতিল করার ব্যাপারে তাহার) ইখতিয়ার থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ (মালের মালিক বাজারে পৌঁছিবার পর ...) অর্থাৎ মালের মালিক তথা বিক্রেতা যখন বাজারে পৌঁছিবে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হইবে তখন তাহার জন্য (বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা না রাখার) এখতিয়ার থাকিবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, এই প্রকারের বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রেতার জন্য এখতিয়ার থাকিবে না। কেননা, এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ে কেবল ক্রেতা বিক্রেতাকে ধোঁকা দিয়াছে। ইহা خيار -এর তাগাদা করে না যদি خيار شرط না থাকে। যেমন حبان بن منقد -এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আর আলোচ্য হাদীছে যে তাহার জন্য خيار থাকার কথা বর্ণিত হইয়াছে ইহাকে বিচার প্রক্রিয়া (على السياسة) -এর উপর প্রয়োগ করা হইবে। যাহাতে লোকেরা تلقى (অগ্রগামী হইয়া ক্রয়) করা পরিত্যাগ করে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৩৩২-৩৩৩)

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِى

অনুচ্ছেদ ঃ শহরবাসী লোকের জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ হইয়া বিক্রি করা হারাম-এর বিবরণ

(৩৭০৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(৩৭০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, শহরের (ব্যবসায়ী) লোক যেন গ্রামের লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় না করে। আর রাবী যুহায়র (রহঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি শহরের লোককে পল্লীর লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (শহরের লোক যেন পল্লীর লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় না করে।) حاضر দ্বারা মর্ম শহরের লোক এবং باد দ্বারা গ্রামের লোক। ওলামায়ে কিরাম এই হাদীছের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) শহরের ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় পণ্যদ্রব্য কেবল গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা। শহরবাসীদের কছে বিক্রি না করা। ইহা হিদায়া গ্রন্থকার (রহঃ)-এরও ব্যাখ্যা। আর এই নিষেধাজ্ঞা শর্তসাপেক্ষে, ইহা দ্বারা যদি শহরবাসী দুর্ভিক্ষ ও মন্দা অবস্থায় পতিত হয় তবে মাকরূহ। অন্যথায় বৈধ।

(২) জমহুরে ফুকাহা ও মুহাদ্দিছীন ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, গ্রামের লোক পণ্যদ্রব্য শহরে আনিয়া নিত্য দিনের মূল্য অনুযায়ী বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিল। এমতাবস্থায় শহরের কোন ব্যবসায়ী লোক বলিল, বাজারের বেচাকেনা সম্পর্কে আমি অতীব অভিজ্ঞ। কাজেই তুমি পণ্যদ্রব্য নিজে বিক্রয় না করিয়া আমার কাছে রাখিয়া যাও। সময় বুঝিয়া আমি তোমার পক্ষে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিব। এই ব্যাখ্যা মতে শহরের ব্যবসায়ী গ্রামের লোকের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ওকীল নিয়োগ হইল। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, প্রথম ব্যাখ্যায় শহরের ব্যবসায়ী নিজে পণ্যদ্রব্য নিজেই বিক্রি করেন এবং গ্রামের ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে ক্রয় করেন। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বিক্রেতা সেই গ্রাম্য ব্যক্তিই। আর শহরের ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে ওকীল কিংবা দালাল। আলোচ্য হাদীছ শরীফের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রাধান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা, এই হাদীছে بيع শব্দটি ل দ্বারা متعدى করা হইয়াছে। আর তাহা ওকীল কিংবা দালাল-এর অর্থ প্রকাশে স্পষ্ট। পক্ষান্তরে গ্রামের ব্যক্তি যদি শহরের লোক হইতে ক্রেতা হইত তবে بيع শব্দটি من দ্বারা متعدى হইত। অধিকন্তু পরবর্তী ৩৭০৯ নং হাদীছে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ইহার ব্যাখ্যা 'দালাল' দ্বারা করিয়াছেন। (এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মতে হাদীছের অনুবাদ করা হইয়াছে।)

অতঃপর بيع الحاضر للباد -এর জমহুরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমাদের আহনাফের মতেও মাকরূহ যদি ইহা দ্বারা শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যদি শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে মাকরূহ নহে। তবে জমহুরের মতে ইহা সর্বাবস্থায় মাকরূহ। আমাদের হানাফীগণের দলীল হইতেছে যে, হাদীছ শরীফের নিষেধাজ্ঞাটি علة (শর্ত)-এর সহিত معلول (শর্তায়িত)। আর علة পরবর্তী হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض (লোকদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিযিকের যেই সুবিধা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন সেই ব্যবস্থা চালু থাকিতে দাও) এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, শহরবাসীকে ক্ষতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এই প্রকারের বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বারা যদি শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে এই বিক্রয়ে কোন দোষ অবশিষ্ট থাকিবে না।

এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম ঃ

কোন ব্যক্তি যদি হাদীছের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করে তবে ইহার হুকুম কি? এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীগণের মতে বিক্রয় সহীহ হইবে বটে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার হইবে। অনুরূপ ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক অভিমত রহিয়াছে। আর ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অপর অভিমত অনুযায়ী বিক্রয় মোটেই সহীহ হইবে না; বরং বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ইমাম ইবন হাযম ও কতক আহলে যাহের অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। এই বিষয়ে تلقى الجلب -এর আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে যে, এই প্রকার বিক্রয় মাকরূহ। অনুরূপ حاضر لباد ও মাকরূহ। আহনাফের মতে গুনাহ হইতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় فسخ (বাতিল) করা দ্বীনদারী রক্ষার্থে (ديانة) ওয়াজিব। আর আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) ইহাকে ফাসিদ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম, -৩৩৪-৩৩৬)

(৩৭০৮) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

(৩৭০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যবহনকারী কাফেলার সহিত অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ করিতে এবং শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী (তাউস (রহঃ)) বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিবার মর্ম কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, সে তাহার পক্ষে দালাল হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لا يَكُــنْ لَــهُ سِمْــسَارًا (সে তাহার পক্ষে দালাল হইবে না)। السـمـسار শব্দটি বস্তুতঃভাবে ব্যবস্থাপক অর্থে ব্যবহৃত। অতঃপর ইহা অন্যের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবস্থাপনা করিয়া দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। আর ইহার অর্থ হইতেছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাহার পক্ষে বিক্রয় করিয়া দেওয়া। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইহার দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন যে, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষে যদি পারিশ্রমিক নিয়া বিক্রয় করিয়া দেয় তবে হারাম। আর যদি পারিশ্রমিক না নিয়া বিক্রয় করিয়া দেয় তবে মাকরূহ নহে। আর জমহুরে ওলামা (রহঃ) বলেন, সর্বাবস্থায় ইহা না জায়িয। আর ইহা হানাফীগণের কিতাবে পারিশ্রমিক নিয়া কিংবা না নিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত কোন হুকুম পাওয়া যায় না। তবে প্রকাশ্য যে, আমাদের মতেও সর্বাবস্থায় মাকরূহ, যেহেতু এই ব্যাপারে হাদীছ শরীফের শব্দ ব্যাপক। অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণটি পারিশ্রমিক নেওয়া ও না নেওয়ার মধ্যে কোন

পার্থক্য নাই। -(তাকমিলা, ১ম, -৩৩৬)

(৩৭০৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِى رِوَايَةِ يَحْيَى يُرْزَقُ

(৩৭০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন ইউনুস (রহঃ) তাঁহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিবে না। লোকদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিযিকের যে সুবিধা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন সেই ব্যবস্থা চালু থাকিতে দাও, তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে আছে, রিযিক দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِــنْ بَعْــضٍ (লোকদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিযিকের যে সুবিধা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন সেই ব্যবস্থা চালু থাকিতে দাও।) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্রেতাকে বিক্রেতার মাধ্যমে এবং বিক্রেতাকে ক্রেতার মাধ্যমে রিযিকের ব্যবস্থা করেন। কাজেই কাহারও জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা জায়িয নাই। যাহার কারণে মূল্যে তারতম্য হইয়া যায়। সুতরাং বাজারের অবস্থাকে বাজারের নীতিতে ছাড়িয়া দাও, যাহাতে সকলের জন্য সহজলভ্য হয়।

অতঃপর শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হইতে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে ইহাও একটি যে, যাহাতে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যস্থলে বেশী মাধ্যম না হয়। ইহা যত কম হইবে ততই ভাল। কেননা, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যস্থলে মাধ্যম যত বেশী হইবে মূল্য তত বৃদ্ধি পাইবে। অত্যধিক প্রয়োজন না হইলে মাধ্যম ব্যক্তি ইসলাম সমর্থন করে না। -(তাকমিলা, ১ম, -৩৩৭)

(৩৭১০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৭১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭১১) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

(৩৭১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, গ্রামের লোকের পক্ষ হইয়া শহরের লোকের বিক্রয় হইতে আমাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। চাই সে ভাই হউক কিংবা পিতা।

(৩৭১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذٌ قَالَ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(৩৭১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিষেধ করা হইয়াছে যে, শহরের লোক যেন পল্লীবাসীর পক্ষ হইয়া বিক্রয় না করে।

بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওলানে দুধ জমা করিয়া বকরী-উষ্ট্রী বিক্রির হুকুম

(৩৭১৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

(৩৭১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (কয়েক দিন দোহন না করিয়া) ওলানে দুধ জমাকৃত বকরী ক্রয় করে। অতঃপর উহাকে বাড়ীতে নিয়া দোহনের পরে (কাঙ্খিত দুধ না পাইলে) সে ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে ফেরতও দিতে পারে। ফেরত দিলে এক সা' খেজুরসহ দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَاةً مُصَرَّاةً (ওলানে দুধ জমাকৃত বকরী)। مصراة শব্দটি تصرية মাসদারের اسم مفعول এর সীগা। تصرية-এর শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ রাখা, আটকাইয়া রাখা। বলা হয় صريت الماء আমি পানি আটকাইয়া রাখিয়াছি। আল্লামা আল-আযহারী (রহঃ) বলেন, مصراة শব্দটি صر (বাঁধা) হইতে নিসৃত হইয়াছে। باب تفعيل-এর مصدر- مصررة) -এর ওযনে) হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একই শব্দে তিনটি ر জমা হইবার কারণে শেষোক্ত راء কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। যেমন تظننة-এর মধ্যে তিনটি ن একত্রিত হইবার কারণে শেষোক্ত ن কে ى দ্বারা পরিবর্তন করিয়া تظنيت পাঠ করা হয়। অনুরূপ এই স্থানে مصراة শব্দটি মূলে شاة مصررة ছিল। অতঃপর শেষোক্ত ر কে ى দ্বারা বদল করিবার পর উহা الف দ্বারা পরিবর্তন করতঃ مصراة করা হইয়াছে।

পারিভাষিক অর্থে مصراة বলা হয় এমন দুগ্ধবতী বকরীকে যাহার দুধ দুই তিন দিন দোহন না করিয়া ওলানে জমা করা হইয়াছে। যাহাতে ক্রেতা অধিক দুগ্ধবতী বলিয়া মনে করতঃ আকৃষ্ট হইয়া বকরীটি অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া নেয়। (উল্লেখ্য যে, আরববাসীগণ বকরী ও উষ্ট্রী পালন করিত বলিয়া হাদীছ শরীফে এই দুইটির কথা উল্লেখ হইয়াছে, অন্যথায় গাভী, মহিষী প্রভৃতির হুকুমও একই) -(তাকমিলা- ১ম, ৩৩৯)

فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا الـخ (পরিবারবর্গের কাছে নিয়া বকরীটি দোহন করিবার পর যদি ক্রেতা প্রাপ্ত দুধে সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলে مصراة (বকরী প্রভৃতি)কে রাখিয়া দিবে অন্যথায় ফেরত দিবে। তবে প্রাপ্ত ঐ দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর দিতে হইবে)। হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতঃ আয়িম্মায়ে ছালাছা, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইবন আবী লায়লা ও জমহুরে উলামায়ে কিরাম (রহঃ) বলেন, تصرية মূলতঃ একটি ত্রুটি (عيب) যাহার কারণে مبيع কে ফেরত দেওয়া যাইবে। এই পর্যন্ত উল্লিখিত ইমামগণ ঐকমত্য রহিয়াছেন। কিন্তু তাফসীলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। দুধ কম হউক বা বেশী। আর খেজুর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দুধের বিনিময়ে পরিশোধ করা জায়িয নাই।

মালিকী মাযহাবের কতক আলিম বলেন, শহরের অত্যধিক প্রচলিত খাবারের এক সা' পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) বলেন, প্রাপ্ত দুধের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব, চাই উহার মূল্য যতই হউক না কেন। কম হইলে কম, আর অধিক হইলে অধিক।

m~PxcÎ

কিতাবুল বুয়ূ'

কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল-মুযারাআ

১৫তম খণ্ড সমাপ্ত

১৬তম খণ্ডে কিতাবুল ফারায়িয

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

Avj-nv`xQ cÖKvkbx
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
জিলহজ্জ, ১৪৩১ হিজরী, ২০১০ ইং, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার, ঢাকা-১২১১

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 15th volume translated with essential explanation in to Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony. 2 Waise Quarni Road. Mohammad Nagar. Munshihati. Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 240.00. US$- 5.00.

بسم الله الرحمن الرحيم

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى - (القران)

**ÒAvi wZwb ¯^xq cÖe„wËi Zvobvq wKQz e‡jb bv, G meB Inx, hvnv Zuvnvi cÖwZ cÖZ¨v‡`k Kiv nq|**Ó -(Bikv‡` Bjvnx Rvj-vRvjvjyû)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

ÒAvwg †Zvgv‡`i g‡a¨ `yBwU e¯‘ ivwLqv hvB‡ZwQ | GB `yBwU e¯‘‡K AbymiY Kwi‡Z _vwK‡j †Zvgiv KL‡bv †Mvgivn nB‡e bv|

**Dnv nB‡Z‡Q Avj-vn ZvÕAvjvi wKZve (Avj-KziAvb) Avi Avgvi mybœvZ (Avj-nv`xQ)** -(Bikv‡` bex mvj-vj-vû AvjvBwn Iqvmvj-vg)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

১৫তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর (রহঃ))

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্‌ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

cÖKvkbvq

Avj-nv`xQ cÖKvkbx

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

উপরোল্লিখিত ইমামগণের খেলাফ রহিয়াছেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)। তাহারা (তরফাইন) বলেন, التصرية কোন ত্রুটি (عيب) নহে, যাহার কারণে তাহা ফেরত দেওয়া জায়িয হইবে। তবে হ্যাঁ, ক্রেতা বকরীর নির্ধারিত ক্রয় মূল্য হইতে رجوع بنقصان করিতে পারিবে অর্থাৎ অধিক দুগ্ধবতী মনে করিয়া যেই পরিমাণ মূল্য বেশী দিয়াছিল সেই পরিমাণ মূল্য ফেরত নেওয়া জায়িয আছে বটে, কিন্তু ক্রেতার জন্য مبيع ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না।

ইমামগণের দলীল

আলোচ্য হাদীছের বাহ্যিক অর্থে দুইটি অংশ রহিয়াছে। (১) تصرية জনিত ত্রুটির কারণে ক্রেতার জন্য খেয়ার থাকা। (২) (مصراة কে ফেরৎ দিতে চাহিলে) দোহন করা দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদান করা। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের উভয় অংশের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন। ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) প্রথম অংশে হাদীছের বাহ্যিক অর্থ মুতাবিক আমল করেন এবং দ্বিতীয় অংশে তাবীল করেন, কাজেই ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, তখনকার সময়ে যেহেতু খেজুর সেই শহরের প্রধান খাদ্য ছিল সেহেতু খেজুরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে অন্যথায় মূলতঃ হুকুম শহরের প্রধান খাদ্য (غالب قوة بلد)-এর উপর হইবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) বলেন, ক্রেতার উপর দুধের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। ঐ যুগে সাধারণতঃ এই পরিমাণ দুধ এক সা' খেজুরের সমমূল্য হইত। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের কথা বলিয়াছেন। অন্যথায়, মূলতঃ হুকুম মূল্যের উপরই হয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হাদীছের উভয় অংশে তাবীল করেন, বাহ্যিক অর্থ মুতাবিক আমল করেন না। ফলে এই মাসাআলায় এতদুভয় ইমামের উপর অনেক আপত্তি হইয়াছে যে, তাঁহারা শুধু কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া সহীহ হাদীছের উপর আমল ছাড়িয়া দেন। বস্তুতভাবে তাঁহারা উভয়ে শুধু কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল তরক করেন না; বরং হাদীছের বাহ্যিক অর্থ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত উসূল-এর খেলাফ হইবার কারণে এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে এমন একটি ব্যাখ্যা করেন এবং উহার উপর আমল করেন যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত উসূলের সম্পূর্ণ অনুকূলে রহিয়াছে। আর ইহা কোন অযৌক্তিক বিষয় নহে; বরং এমন অনেক হাদীছ আছে যাহার বাহ্যিক অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত উসূলের খেলাফ হইবার কারণে সকলেই হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন না। উক্ত প্রকার সহীহ হাদীছসমূহের একটি হইতেছে সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়ত যে, الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا (বন্ধক রাখা জন্তু-জানোয়ারের উপর সওয়ার হওয়া যাইবে) জমহুরে ফুকাহায়ে কিরাম এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন না। কেননা, এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থ উসূলের সহিত সংঘাতপূর্ণ হইবার কারণে ইহার বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়ত যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কোন প্রকার ওযর ব্যতীত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে দুই নামায একসাথে আদায় (جمع الصلاتين) করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, কোন ফকীহই মুকীম অবস্থায় বৃষ্টিজনিত কারণে কিংবা কোন ওযর ব্যতীত جمع الصلاتين জায়িয মনে করেন না। অধিকন্তু (৩) মদ্য পানকারীর ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ فان عاد الرابعة فاقتلوه (চতুর্থবার মদ্য পান করিলে তাহাকে হত্যা কর।)-এর বাহ্যিক অর্থের উপর কোন ইমামই আমল করেন না। তাহা ছাড়া অনুরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সুতরাং مصراة -এর হাদীছের বাহ্যিক অর্থ তরক করিবার কারণে এতদুভয় মুজতাহিদের উপর বিদ্বেষ ছড়ানো ও অপবাদ দেওয়া সমীচীন নহে।

আলোচ্য হাদীছের জবাব

ইমাম তহাভী (রহঃ) আহনাফের পক্ষে আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, ইহা অপর দুইখানা হাদীছের সহিত বিরোধপূর্ণ হয় (এক) الخراج بالضمان (বস্তু যাহার যিম্মাদারী থাকিবে মুনাফা সে-ই ভোগ করিবে) (দুই) حديث النهى عن بيع الكالئ بالكالئ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بيع الكالئ بالكالئ তথা بيع الدين بالدين হইতে নিষেধ করিয়াছেন)।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ক্রেতা مصراة কে ক্রয় করিবার পর দোহন করিয়া যেই পরিমাণ দুধ পাইয়াছে উহার কিছু অংশ পূর্ব হইতেই বিক্রেতার মালিকানায় ছিল আর কিছু অংশ ক্রেতার মালিকানায় আসার পর সৃষ্টি হইয়াছে। এখন যদি এক সা' পরিমাণ খেজুরসহ উক্ত مصراة কে ফেরত দিতে হয় তাহা হইলে উহার দুইটি পদ্ধতি হইতে পারে। (১) হয়ত সম্পূর্ণ দুধের বদলায় এই খেজুর প্রদান করিতে হইবে (অর্থাৎ ক্রয় করার সময় যেই দুধ ছিল এবং ক্রয় করিবার পর ক্রেতার মালিকানায় আসার পর যেই দুধ সৃষ্টি হইয়াছে ঐ সবের বিনিময়ে এক সা' খেজুর) কিংবা (২) ঐ দুধের বদলায় এক সা' খেজুর দিতে হইবে যাহা ক্রয় করিবার সময় ওলানে বিদ্যমান ছিল।

প্রথম প্রকারের পদ্ধতিতে الخراج بالضمان -এর খেলাফ। কেননা, হাদীছ শরীফের ভিত্তিতে ক্রয় করার পর যেই পরিমাণ দুধ সৃষ্টি হইয়াছে সেই পরিমাণ দুধের মালিক ক্রেতা নিজে। কাজেই তাহার মালিকানায় প্রাপ্ত দুধের ক্ষতিপূরণ সে দিবে কেন? উল্লেখ্য যে, الخراج بالضمان -এর ভিত্তিতেই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন تصرية ব্যতীত অন্য কোন দোষে مصراة কে ফেরত দেওয়া হইলে প্রাপ্ত দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। অন্যান্য দোষ-ক্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় তবে تصرية -এর কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কেন?

আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অর্থাৎ এক সা' পরিমাণ খেজুর যদি ক্রয়ের সময় ওলানে মওজুদ দুধের বদলায় দিতে হয় তাহা হইলে بيع الكالئ بالكالئ অত্যাবশ্যক হয়। কেননা, এই দুধ ক্রেতার মালিকানায় ছিল না بيع -এর ভিত্তিতে নহে। কেননা, بيع নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং الخراج بالضمان -এর ভিত্তিতেও নহে। কেননা, এই দুধ তাহার যিম্মায় আসিয়া সৃষ্টি হয় নাই; বরং এই দুধ তাহার মালিকানায় আসিবার পূর্বেই ওলানে বিদ্যমান ছিল। এখন ক্রেতা যেহেতু এই দুধ পান করিয়াছে তাই বিক্রয় নষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণে এই পরিমাণ দুধের ক্ষতিপূরণ তাহার যিম্মায় ঋণ হিসাবে অত্যাবশ্যক হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুরও তাহার উপর ঋণ হিসাবে রহিল। ইহাই بيع اللبن بالصاع (দুধকে এক সা' খেজুরের বিনিময়ে বিনয়) আর এতদুভয়ই ঋণ। ইহা সর্বাবস্থায় না জায়িয। সুতরাং উপরিউক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের যে কোন একটি অবলম্বন করা হউক না কেন ইহা দ্বারা النهى عن بيع الكالئ بالكالئ কিংবা الخراج بالضمان হাদীছকে তরক করা অত্যাবশ্যক হয়।

ইমাম তহাভী-এর জবাবের সার সংক্ষেপ খুবই সূক্ষ্ম। অবশেষে তিনি আলোচ্য হাদীছকে الخراج بالضمان এবং نهى عن بيع الكالئ بالكالئ হাদীছদ্বয় দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু ইমাম তহাভী (রহঃ)-এর এই জবাবে مصراة এবং হাদীছকে মানসূখ হইবার দাবী দুইভাবে প্রশ্ন হয়। (এক) শুধু সম্ভাবনার কারণেই নসখ প্রমাণিত হয় না; বরং ইহার জন্য সতন্ত্র দলীল থাকিতে হইবে। (দুই) যদি আলোচ্য হাদীছ الخراج بالضمان এর সহিত বিরোধ হয় তবে আলোচ্য হাদীছের সেই অংশ বাদ দেওয়া হইবে যাহা বিরোধ হয়। আর তাহা হইতেছে এক সা' ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দেওয়া। আর কোন ক্রুটির কারণে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ফেরত দেওয়া الخراج بالضمان -এর সহিত বিরোধ নহে। অথচ হানাফীগণ বলেন مصراة কে কোন অবস্থায়ই ফেরত দেওয়া জায়িয নাই। تصرية -এর দোষের জন্যও নহে এবং অন্য কোন দোষের জন্যও নহে। ক্ষতিপূরণ কিংবা অন্য কোনভাবেও নহে।

বস্তুতঃভাবে আহনাফ مصراة -এর হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ এই কারণে তরক করেন যে, ইহা কুরআন, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত উসূল এবং قواعد -এর খেলাফ। কুরআন মজীদের খেলাফ (১) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (বস্তুতঃ যাহারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করিয়াছে, তোমরা তাহাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তাহারা করিয়াছে তোমাদের উপর। - সূরা বাকারা- ১৯৪) (২) وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, যেই পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। - সূরা নাহল- ১২৬) (৩) وجزاء سيئة سيئة مثلها (আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। - সূরা শূরা- ৪০)

কুরআন মজীদের এই সকল আয়াতে অকাট্যভাবে ইহার প্রমাণ বহন করে যে, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বরাবর হইতে হইবে। অথচ আলোচ্য হাদীছে তাহা সম্ভব নহে।

اجماع -এর খেলাফ ঃ সকল ফকীহ এই কথার উপর ঐকমত্য রহিয়াছেন যে, ضمان (ক্ষতিপূরণ) দুই প্রকার। (১) مثلى (২) معنوى আর দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদান করা এতদুভয়ের কোন একটিরও অন্তর্ভুক্ত নহে। مثلى নহে এই কারণে যে, দুধ আর খেজুর এক বস্তু নহে। আবার معنوى ও নহে এই কারণে যে, দুধের মূল্য নির্ধারণ করা হয় নাই। বরং দুধের বদলায় এক সা' খেজুর দিতে বলা হইয়াছে, চাই দুধ কম হউক বা বেশী। ফলে ইহা ضمان معنوى ও হইল না।

কিয়াসের খেলাফ ঃ কিয়াসের চাহিদা হইতেছে যে, আমরা যদি مصراة কে ফেরত দিতে বলি তবে দুধের কী হইবে? ইহা একটি মুশকিল বিষয়। কেননা, যেই দুধ ক্রেতা দোহন করিয়াছে উহার কিছু অংশ عقد -এর সময় ওলানে বিদ্যমান ছিল। আর কিছু অংশ ক্রেতার কাছে আসিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। مصراة কে ফেরত দেওয়ার ওয়াক্ত প্রথম অংশের হকদার থাকিবে বিক্রেতা কেননা, ঐ পরিমাণ দুধ مبيع -এর অংশ আর দ্বিতীয় অংশে হকদার ক্রেতা। কেননা, তাহার যিম্মায় থাকা অবস্থায় এই পরিমাণ দুধ সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই আমরা যদি বলি উভয় অংশের দুধের মূল্য ক্ষতিপূরণরূপে ফেরত দিতে হইবে তবে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা, এই অবস্থায় তাহার মালিকানায় আসার পর যেই দুধ সৃষ্টি হইয়াছে সেই দুধের মূল্যও ফেরত দিতে হইবে। অথচ ইহার মালিক সে-ই। ইহার ক্ষতিপূরণ তাহার উপর অত্যাবশ্যক নহে। আর যদি বলি উভয় অংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না, তখন বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা, عقد এর সময় ওলানে যেই দুধ ছিল উহা مبيع -এর অংশ হওয়ার কারণে বিক্রেতাই ইহার মালিক। অথচ সে নিজের বিক্রিত বস্তুর অংশ ফেরত পাইতেছে না। হ্যাঁ যদি আমরা বলি যে, বিক্রয়ের সময় যেই দুধ ওলানে ছিল উহার মূল্য ফেরত দিবে এবং ক্রেতার হাতে আসিয়া যাহা সৃষ্টি হইয়াছে উহার মূল্য ফেরত দিতে হইবে না। তাহা হইলে অবশ্য বিক্রেতা ক্রেতা এতদুভয়ের কেহ-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না বটে, তবে ইহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। কেননা, উভয় অংশের দুধের পরিমাণ অজানা। যেহেতু এই তিনটি পদ্ধতির কোন একটিকেও অবলম্বন করিয়া تصرية -এর দোষের ভিত্তিতে مصراة কে ফেরত দেওয়া যাইতেছে না সেহেতু বাধ্য হইয়া رجوع بالنقصان করিতে হইবে। অর্থাৎ مصراة -এর কারণে যেই পরিমাণ মূল্য বেশী দেওয়া হইয়াছিল সেই পরিমাণ মূল্য ফেরত নিয়া নিবে।

অধিকন্তু আলোচ্য হাদীছের শব্দে اضطراب (গরমিল) থাকার কারণে দলীলের উপযোগী নহে। যেমন কোন রিওয়ায়তে صاع من تمر (এক সা' খেজুর) বর্ণিত হইয়াছে। আর কোন কোন রিওয়ায়তে صاعا من طعام لاسمراء (এক সা' খাদ্যসহ তবে سمراء নহে)। سمرء হইতেছে উৎকৃষ্ট গম।

অন্য রিওয়ায়তে مثل او مثلى لبنها قمحا (দুধের সমপরিমাণ কিংবা দুধের দুইগুণ গম। অপর রিওয়ায়তে صاعا من طعام او صاعا من تمر (এক সা' খাদ্য কিংবা এক সা' খেজুর) বর্ণিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত কারণে হানাফীগণ বলেন مصراة -এর হাদীছের বাহ্যিক অর্থ মর্ম নহে। তবে আলোচ্য হাদীছের সহীহ মর্ম কি? এই ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের মতানৈক্য হইয়াছে।

(ক) শামসুল আয়িম্মা আল্লামা সারাখসী (রহঃ) বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত خيار عيب দ্বারা উদ্দেশ্য নহে; বরং خيار شرط উদ্দেশ্য। কাজেই ক্রেতা যদি শর্ত করে তাহা হইলে خيار شرط -এর ভিত্তিতে خيار লাভ হইবে خيار عيب হিসাবে নহে। কেননা, হাদীছে তিন দিনের خيار দেওয়া হইয়াছে যাহা পরবর্তী রিওয়ায়তে আসিতেছে। অথচ خيار عيب -এর জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয় না। দিন-ক্ষণ নির্ধারণ সাধারণত خيار شرط -এর মধ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে খেজুর কিংবা খাদ্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আপোষ (صلح) -এর ভিত্তিতে বলা হইয়াছে, ফায়সালা (قضاء) -এর ভিত্তিতে নহে।

(খ) আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশমীরী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'ফয়যুল বারী ৩য় খন্ড ২৩১ পৃষ্ঠায় বলেন, আলোচ্য হাদীছখানা দ্বীনদারী (ديانة) -এর উপর নির্ভরশীল। আর তাহা এই জন্য যে, تصرية এক প্রকার ধোঁকা। কাজেই বিক্রেতা দ্বীনদারীর চাহিদার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয় যে, সে ক্রেতার সহিত اقالة (مبيع নিয়া

মূল্য ফেরত দেওয়া-এর ব্যবস্থা) করিবে এবং ক্রেতাকে যতখানি সম্ভব ধোঁকার ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবে। (যেমন تلقى جلب -এর মধ্যেও অনুরূপ হুকুম দেওয়া হইয়াছে) কাজেই হানাফীগণ আলোচ্য হাদীছের উপর দ্বীনদারী (ديانة) -এর ভিত্তিতে আমল করেন, ফায়সালা (قضاء) -এর ভিত্তিতে নহে। আর খেজুর দ্বারা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আপোষ-রফা (مصالحة) -এর ভিত্তিতে হইবে।

(গ) আল্লামা জাফর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিবাদমান ঝগড়া-বিবাধ দূর করিবার জন্য কখনও এই হাদীছের উপর আমল করিতে চাহিলে করিতে পারিবেন।

বলাবাহুল্য ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এই হাদীছের সার্বিক বিরোধিতাও করেন নাই এবং ইহার উপর আমল করা ছাড়িয়াও দেন নাই; বরং অন্যান্য উসূল ও কানূনের ভিত্তিতে প্রকৃত মর্ম নির্ণয় করিয়া উহার উপর আমল করেন। -(তাকমিলা, ১ম - ৩৩৯-৩৪৪)

(৩৭১৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(৩৭১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ জমাকৃত বকরী ক্রয় করিবে। তিন দিন পর্যন্ত তাহার জন্য অবকাশ (خيار) থাকিবে। ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারে, আর যদি ফেরত দেয় তবে সে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছে ক্রেতাকে তিন দিনের خيار দেওয়া হইয়াছে, কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী এই মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন مصراة -এর দোষের কারণে ক্রেতার জন্য তিন দিন অবকাশ থাকিবে। কাজেই সে তিন দিন অতিক্রম করিবার পূর্বে ফেরত দিতে পারিবে না এবং তিন দিনের বেশী রাখিতেও পারিবে না। তিন দিনের বেশী যদি ক্রেতা নিজের কাছে রাখে তবে مصراة কে আর ফেরত দিতে পারিবে না। আর ইহা কতক হাম্বলী মতাবলম্বীগণেরও অভিমত। তাহারা আরো বলেন شارع (শরীয়াত প্রবর্তক) তিন দিনের অবকাশ এই জন্য প্রদান করিয়াছেন যে, যাহাতে উহার বাস্তব অবস্থা বুঝা যায়। তিন দিন অতিক্রম করিবার পূর্বে ইহা বুঝা সম্ভব নহে। কেননা, প্রথম দিনের দোহনে জমাকৃত দুধ রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় দিন হয়তো জন্তু জানোয়ারটি খাওয়া দাওয়া ও স্থান পরিবর্তনের কারণে দুধ কম হইতে পারে। অনুরূপ তৃতীয় দিনেও। অতঃপর যখন তিন দিন অতিক্রম করিবে তখন ওলান ফুলান জন্তুজানোয়ারটির আসল অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং কতখানি দুধ দেয় তাহা প্রকাশিত হইবে। -(তাকমিলা, ১ম - ৩৪৫-৩৪৬)

উল্লেখ্য যে, আহনাফের মতে আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত خيار দ্বারা خيار عيب মর্ম নহে ; বরং خيار شرط মর্ম। কেননা, خيار عيب -এর জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ থাকে না। অধিকন্তু হাদীছে বকরীর কথা এই জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহার বেচা-কেনা অত্যধিক হয়। অন্যথায় ওলান ফুলান গাভী, উষ্ট্রী, প্রভৃতি সকল জন্তু-জানোয়ারের হুকুম একই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীছ নং ৩৭১৩ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭১৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ قَالَ نَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِيَّ قَالَ نَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

(৩৭১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত

করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ জমাকৃত বকরী ক্রয় করিবে, তিন দিন পর্যন্ত তাহার জন্য অবকাশ থাকিবে। সে যদি উক্ত বকরী ফেরত দেয় তবে ইহার সহিত এক সা’ খাদ্যদ্রব্যও ফেরত দিবে, তবে উৎকৃষ্ট গম দেওয়া জরুরী নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (হাদীছ নং ৩৭১৪ ও ৩৭১৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭১৬) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

(৩৭১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওলানে দুধ জমাকৃত বকরী ক্রয় করিবে তাহার জন্য উভয় দিক অবকাশ রহিয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে ক্রয় বহাল রাখিবে কিংবা ফেরত দিবে। তবে ফেরৎ দিলে এক সা’ খেজুর সহ ফেরত দিতে হইবে - ইহাতে উৎকৃষ্ট গম দেওয়া জরুরী নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (হাদীছ নং ৩৭১৩ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭১৭) وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

(৩৭১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ খানা বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ) তিনি .... আইয়ূব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (ওলান ফুলান) বকরী ক্রয় করিবে তাহার জন্য অবকাশ (خيار) আছে। (অর্থাৎ شاة -এর স্থলে) غنم (বকরী) রিওয়ায়ত করিয়াছেন)।

(৩৭১৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا قَالَ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(৩৭১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি’ (রহঃ) তিনি হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত হাদীছসমূহের একটি এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যদি ওলানে দুধ জমাকৃত উষ্ট্রী কিংবা বকরী ক্রয় করে তবে দুধ দোহনের পরে তাহার জন্য অবকাশ (خيار) থাকিবে। সে ইচ্ছা করিলে রাখিয়া দিবে কিংবা এক সা’ খেজুরসহ ফেরত দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (হাদীছ নং ৩৭১৩ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিলে বিক্রয় বাতিল হইবে-এর বিবরণ।

(৩৭১৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

(৩৭১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রাবী' আতাকী ও কুতায়বা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে সে উহা হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আর আমি মনে করি যে, সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই অনুরূপ হুকুম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (সে উহা হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না)। প্রসিদ্ধ মতে الاستفاء এবং القبض একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কতক লোক এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, الاستفاء হইতেছে শুধু দ্রব্যটি পাত্র দিয়া, পাথর দিয়া পরিমাপ কিংবা সংখ্যা গণনা করিয়া নেওয়া। ইহাতে ক্রেতা হস্তগত করিয়া স্বীয় যিম্মায় নেওয়া জরুরী নহে। আর القبض হইতেছে ক্রেতা হস্তগত করিয়া স্বীয় যিম্মায় নিয়া নেওয়া। -(ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় الفتح গ্রন্থের ৪-২৯৩ পৃষ্ঠায় অনুরূপ লিখিয়াছেন)। আর আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত الاستفاء দ্বারা القبض অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নাই। -(ZvKwgjv, ১ম - ৩৫০)

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (আর আমি মনে করি যে, সকল বস্তুর ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম)। এই স্থানে مثله এর ه সর্বনামটি طعام -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে- অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের অনুরূপ অন্যান্য সকল বস্তুই قبل القبض (হস্তগত করিবার পূর্বে) বিক্রয় করা বাতিল। কাজেই খাদ্যদ্রব্য হউক কিংবা অন্য কোন বস্তু হউক قبل القبض বিক্রয় করা হারাম। তবে এই মাসআয়ালায় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) আল্লামা উছমান আল-বাত্তি (রহঃ)-এর মতে قبل القبض (হস্তগত করিবার পূর্বে) বিক্রয় করা সকল প্রকার বস্তুতে জায়িয। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে খাদ্যদ্রব্য قبل القبض বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমার ধারণা যে, উছমান আল বাত্তি (রহঃ)-এর নিকট আলোচ্য হাদীছ পৌঁছে নাই। কাজেই তাহার অভিমতের দিকে ভ্রুক্ষেপ করা চাই না। -(আর মুগনী লি ইবন কুদামা ৪র্থ - ১১৩)

(২) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) বলেন, সকল বস্তুই قبل القبض বিক্রয় করা হারাম। খাদ্যদ্রব্য হউক কিংবা অন্য কোন বস্তু, স্থানান্তর যোগ্য হউক কিংবা স্থানান্তর যোগ্য না হউক। আর ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর প্রকাশ্য অভিমত। আর অনুরূপ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) হইতেও ইবন উকায়ল (রহঃ)-এর এক রিয়ায়ত রহিয়াছে। (ঐ)

(৩) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অধিক জাহিরি রিওয়ায়ত মতে বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্যই قبل القبض (হস্তগত করিবার পূর্বে) পুনরায় বিক্রয় করা নিষেধ। কাজেই খাদ্যদ্রব্য قبل القبض বিক্রয় করা জায়িয নাই। আর তাহা ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মধ্যে জায়িয আছে। (ঐ)

(৪) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যেইগুলি مكيل (পাত্র দ্বারা পরিমেয়) এবং موزون (বাটখারা দ্বারা পরিমেয়) সেইগুলি قبل القبض বিক্রয় করা নিষেধ।

(৫) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, স্থানান্তরযোগ্য সকল বস্তু قبل القبض বিক্রয় করা নিষেধ। তবে ঐ জমি যাহা ধ্বংস হইবার আশংকা নাই তাহা قبل القبض বিক্রয় করা জায়িয। -(ফতহুল কাদীর, ৪ - ৩৬৬)

দলীলসমূহ ঃ হাম্বলী মতাবলম্বীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এই হাদীছে শুধু খাদ্যদ্রব্য قبل القبض বিক্রয় করিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে অপর রিওয়ায়তে আছে যে, আমি জান্নাতুল বাকীতে স্বর্ণ মূদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রয় করিতাম। তখন (স্বর্ণ মূদ্রার স্থলে) রৌপ্য মূদ্রা গ্রহণ করিতাম। আর কখনও আমি রৌপ্য মূদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিতাম এবং স্বর্ণ মূদ্রা গ্রহণ করিতাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি জবাবে ইরশাদ করিলেন لا باس بالقيمة মূল্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের আদান-প্রদানে কোন ক্ষতি নাই।

শাফিয়া ও হানাফীয়াগণের উপর উপর্যুক্ত ২য় দলীল কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না। কেননা, এই স্থানে مبيع (বিক্রয়কৃত বস্তু) কে قبل القبض (হস্তগত করিবার পূর্বে) পুনরায় বিক্রয় করা হইতেছে না; বরং এক মূদ্রার স্থলে অন্য মূদ্রা গ্রহণ করা হইতেছে। আর আমরা ইহাকে জায়িয বলি। কেননা, মূদ্রা প্রদানের বিষয়টি অনির্ধারিত থাকিবার কারণে মূল্য ধ্বংস হইয়া প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর আমাদের আলোচনা তো সেই সকল مبيع (বিক্রয়কৃত বস্তু)-এর বিক্রয়ের ব্যাপারে যাহা ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ ইবন উকায়ল এবং তাহাদের অনুসারীগণ ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞার প্রবক্তা। অর্থাৎ সকল প্রকার বস্তু قبل القبض বিক্রয় করা নিষেধ। তাহাদের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ ঃ

(1) عن ابن عمر قال ابتعت زيتا فى السوق - فلما استوجبته لقينى رجل فاعطانى به ربحا حسنا - فاردت ان اضرب على يده - فأخذ رجل من خلفى بذراعى - فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك - فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار الى رحالهم -

(হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি বাজারে কিছু তৈল ক্রয় করিলাম অতঃপর বিক্রয় সংঘটিত হইবার পর (উহা হস্তগত করিবার পূর্বে) অপর ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার নিকট হইতে উক্ত তৈল ভাল মুনাফা দিয়া ক্রয় করিতে প্রস্তাব দিলেন, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার পিছন হইতে আমার বাহুতে ধরিলেন, আমি সেই দিকে তাকাইলাম। তখন প্রত্যক্ষ করি যে, হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ)। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, مبيع হস্তগত করিয়া তোমার যিম্মায় আনার পূর্বে এইভাবে বিক্রয় করিবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ী ক্রেতা مبيع (ক্রয়কৃত বস্তু) কে হস্তগত করিয়া নিজ আয়ত্বে আনিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। এই হাদীছে খাদ্যদ্রব্যকে নির্দিষ্ট না করিয়া সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিষেধের হুকুম দিয়াছেন।

(2) عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله ! انى ابتاع هذه البيوع فما يحل لى منها وما يحرم على ؟ قال يا ابن اخى - لا تبيعن شيئا حتى تقبضه -

(হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো এই সকল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি। কাজেই আমার জন্য কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম হইবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হে ভাতিজা! হস্তগত করিবার পূর্বে কোন বস্তুই বিক্রয় করিও না)।

এই হাদীছে شيئا বলিয়া সকল প্রকার বস্তুকে قبل القبض বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, কতক রিওয়ায়তে من اتباع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه -এর স্থলে حتى يكتال له

শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। তাই তিনি مكيلات و موزونات (খাদ্যদ্রব্যে) এর মধ্যে নিষেধাজ্ঞার বিধানকে খাস করেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হুবহু ঐ সকল হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন যাহা দ্বারা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ দলীল পেশ করিয়াছেন। তবে নিষেধের ব্যাপকতা (عموم) হইতে ভূমিকে ব্যতিক্রম করেন। কেননা قبل القبض বিক্রয় নিষেধ হইবার আসল কারণ হইতেছে প্রথম বিক্রেতার হাতে مبيع (বিক্রয়কৃত বস্তু) ধ্বংস হইবার আশংকা থাকা। আর এই আশংকা যেহেতু স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর মধ্যে হইয়া থাকে সেহেতু এইগুলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভূমির মধ্যে এই প্রকারের আশংকা খুবই কম তাই نهى -এর হুকুম হইতে ইহা ব্যতিক্রম হইবে। অবশ্য কোন জমি যদি সমুদ্র কিংবা নদীর তীরে হয় তাহা হইলে তারফায়নের মতেও এই প্রকার ভূমি قبل القبض বিক্রয় করা জায়িয হইবে না। কেননা, ইহা নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

قبل القبض বিক্রয় নিষিদ্ধ হইবার হিকমত।

প্রকাশ থাকে যে, ক্রেতা হস্তগত না করা পর্যন্ত مبيع (বিক্রয়কৃত বস্তু)-এর সহিত বিক্রেতার সম্পর্ক থাকে। এখন যদি ক্রেতা ইহা দ্বারা লাভবান হইতে চায় তাহা হইলে বিক্রেতা ইহাকে সহজভাবে মানিয়া নিতে নাও পারে। তখন সে হয়তো কোন প্রকার বাহানায় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করিতে চাহিবে। ইহাতে বাদানুবাদ ও ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হইবার প্রবল আশংকা থাকে। তাই مبيع কে হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমাদের যুগে ইহার অপর একটি হিকমতও প্রকাশিত হইয়াছে যে, قبل القبض বিক্রয়ের অনুমতি দিলে জিনিসের মূল্য অনেকগুণে বৃদ্ধি পাইবে। আমদানিকৃত জিনিস সমুদ্রে জাহাজে থাকিতেই বারবার বিক্রয় হইতে থাকিবে। এক ব্যবসায়ীর কাছে হইতে অপর ব্যবসায়ী, তাহার হইতে অপর ব্যবসায়ী, এইভাবে দশ বারও লেনদেন হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। ফলে বাজারে জিনিস পৌঁছিবার পূর্বেই উহার মূল্য কয়েকগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ইহা দ্বারা কতক লোক লাভবান হইলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই কারণেও قبل القبض বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম- ৩৫০-৩৫৪)

(৩৭২০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالا نَا سُفْيَانُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ كِلاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৭২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ ওমর, আহমদ বিন আবাদা (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) তাঁহারা ... আমর বিন দীনার (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৭২১) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَا و قَالَ الْآخَرَانِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

(৩৭২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে সে উহা হস্তগত

করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমার ধারণা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেই হুকুম, অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭১৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭২২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجًأً

(৩৭২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়মা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে, সে তাহা (পাত্র দ্বারা) পরিমাপ (করিয়া হস্তগত) করার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। রাবী তাউস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, লোকজন স্বর্ণ ও খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে? রাবী আবূ কুরায়ম مرجا (বাকী) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- حَتَّى يَكْتَالَهُ (যতক্ষণ না পাত্র দ্বারা পরিমাপ করিয়া নিবে)। ইহা যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে ক্রয় করা হইয়া থাকে। অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় করিলে পরিমাপ করা ওয়াজিব নহে। তবে ক্রেতা হস্তগত করিয়া নিজের যিম্মায় নিয়া নেওয়া ওয়াজিব। -(তাকমিলা - ১ম- ৩৫৭)

أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًأٌ (তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, লোকজন স্বর্ণ ও খাদ্যদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে)? ক্রয়কৃত বস্তুকে হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধের কারণ হইতেছে যে, ইহা স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে কম-বেশী করিয়া বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি একশত দীনার দিয়া খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহার মূল্য বিক্রেতার কাছে পরিশোধ করিয়া দিল কিন্তু খাদ্য হস্তগত করিল না; বরং বিক্রেতার নিকটই রহিল। অতঃপর ক্রেতা উহাকে অন্যের নিকট একশত বিশ দীনারে বিক্রয় করিয়া মূল্য নিয়া নিল। অথচ খাদ্য প্রথম বিক্রেতার নিকট রহিয়াছে। ফলে সে যেন একশত দীনারকে একশত বিশ দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কথার এই ব্যাখ্যা হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী ৪ - ২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। -(তাকমিলা - ১ম - ৩৫৪)

(৩৭২৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا مَالِكٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

(৩৭২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেহ খাদ্য বস্তু ক্রয় করিলে তাহা পূর্ণভাবে হস্তগত করিবার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে।

(৩৭২৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

(৩৭২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতাম। তখন তিনি এই মর্মে নির্দেশ দিয়া আমাদের নিকট লোক পাঠাইতেন যে, এই মাল বিক্রয় করিবার পূর্বেই যেন ক্রয়ের স্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা হয়।

(৩৭২৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِه

(৩৭২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) তাঁহারা ..... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে সে উহা পূর্ণাঙ্গ হস্তগত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা কাফেলা হইতে (পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা ব্যতীত) খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা (ক্রয়ের স্থান হইতে) স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে বিক্রয় করিতে আমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৭২৬) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ

(৩৭২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না যতক্ষণ না (ক্রয়কৃত দ্রব্য) হস্তগত করে এবং নিজের যিম্মায় নিয়া আসে।

(৩৭২৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ أَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

(৩৭২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে সে উহা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قبض (হস্তগত করা)-এর পদ্ধতি। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন قبض (হস্তগত) করার পদ্ধতি হইতেছে ক্রেতা বিক্রেতা হইতে مبيع (ক্রয়কৃত দ্রব্য)-কে নিজ আয়ত্ত্বে নিয়া আসিবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, مبيع কে হস্তগত করার বিষয়টি হাদীছ শরীফে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন হাদীছে يستوفيه কোন হাদীছে [illegible] কোন হাদীছে يقبضه আর কোন হাদীছে يكتاله শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই ইহা দ্বারা قبض (হস্তগত) করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির দিকে ইশারা রহিয়াছে। কোনটিতে হাত রাখা দ্বারা, কোনটিতে স্থানান্তরিত করার দ্বারা, আর কোনটিতে বিক্রেতার اختيار উঠাইয়া নেওয়ার দ্বারা قبض প্রমাণিত হয়।

(৩৭২৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ

(৩৭২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু AvjvBwn ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অনুমান করিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করার পূর্বে বিক্রি করিলে লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হইত।

(৩৭২৯) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ

(৩৭২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... সালিম বিন আবদুল্লাহ হইতে। তাহার পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লোকেরা অনুমান করিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিত এবং নিজেদের বাসস্থানে না নিয়াই ক্রয় করিবার স্থলে তাহা বিক্রয় করিয়া দিত। এই কারণে তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইত। রাবী ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, আমার নিকট উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা (আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)) অনুমান করিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। অতঃপর তাহা বহন করিয়া পরিবার বর্গের কাছে নিয়া আসিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- جزافا (অনুমান করিয়া)। جزافا শব্দটি ج বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আর কেহ ج বর্ণে পেশ দ্বারা পড়েন। আর কেহ ج বর্ণে যবর দ্বারা পাঠ করেন। তবে ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনই অধিক সহীহ। ইহার অর্থ পাত্র কিংবা বাটখারা দ্বারা পরিমাপ ব্যতীত অনুমান করিয়া খাদ্যদ্রব্যের স্তূপ ক্রয় করা।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুমান করিয়া খাদ্যস্তূপ ক্রয় করা জায়িয। কেননা, হাদীছে অনুমান করিয়া ক্রয় করিতে নিষেধ করা হয় নাই। তবে قبل القبض বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অনুমান করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়িয হইলেও এক জাতীয় বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মতানৈক্য হইয়াছে।

হানাফীগণের মতে الاموال الربويه একজাতীয় বস্তু বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুমান করিয়া জায়িয আছে। আর الاموال الربوية যদি একজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হয় তবে অনুমান করিয়া বিক্রয় জায়িয নাই।

কেননা, تفاصل (কম-বেশী) হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা সূদ। কাজেই ইহা নিষেধ। -(ZvKwgjv, ১ম - ৩৫৬)

(৩৭৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ مَنْ ابْتَاعَ

(৩৭৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিবে সে উহা পরিমাপ (করিয়া হস্তগত) করার পূর্বে বিক্রি করিতে পারিবে না।

রাবী আবূ বকর (রাঃ)-এর বর্ণনায় (من اشترى এর স্থলে) من ابتاع (যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে) রহিয়াছে।

(৩৭৩১) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ انَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ

(৩৭৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি .... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি একদা মারওয়ানকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি সূদী ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করিয়া দিয়াছেন? মারওয়ান জবাবে বলিলেন, না, আমি তাহা করি নাই। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি রেশন কার্ড বিক্রি বৈধ করিয়া দিয়াছেন? অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যদ্রব্য (ক্রয়ের পর) হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর মারওয়ান এক বক্তৃতায় তাহা বিক্রি করিতে লোকদেরকে নিষেধ করিয়া দিলেন, রাবী সুলায়মান (রহঃ) বলেন, আমি দেখিলাম যে, সরকারী কর্মচারীগণ (বিক্রয়কৃত স্বীয়) রেশন কার্ড মানুষের নিকট হইতে ফিরাইয়া নিতেছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ (আপনি কি রেশন কার্ড বিক্রি করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন?) الصكاك শব্দটি صك-এর বহুবচন। الصك-এর আভিধানিক অর্থ كتاب (লিখিত দলীলপত্র) (কামূস)। আর صك শব্দটি মূলতঃ ফারসী چك হইতে معرب হইয়াছে। আর ইহা এমন প্রত্যেক দলীল পত্রের উপর ব্যবহৃত হয় যাহাতে কর্জ কিংবা মালের ওয়াদা লিপিবদ্ধ থাকে। আর الارزاق (বেতন ভাতাদি) কেও صكاك (চেকসমূহ) নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা লিখিতভাবে বরাদ্দ হয়। আল্লামা আল-রাজী (রহঃ) বলেন, চেক হইতেছে সেই দলীল পত্র যাহাতে সরকারের পক্ষ হইতে লোকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য কিংবা অন্য বস্তুসমূহ অনুদান (ভাতাদি) হিসাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়। চেক সাধরাণতঃ দুইভাবে প্রদান করা হয়। (ক) কাযী ও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করা হয়। (খ) কর্মছাড়া দুঃস্থ ও অভাবী লোকদেরকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ চেক (বা রেশনকার্ড) বিক্রি করা হারাম হওয়ার উপর সুস্পষ্ট দলীল। কেননা, ইহা قبل القبض (হস্তগত করা)-এর পূর্বে কিংবা ما ليس عند الانسان (মানুষের

মালিকানাধীন নহে এমন) খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ চেকওয়ালা ব্যক্তি অনুদানের মালিক কেবল হস্তগত করার পরেই হইয়া থাকে। ইহা হানাফী মতাবলম্বীগণের মত।

আর শাফেঈ মতাবলম্বীগণের মতে চেক বিক্রি করা জায়িয। তবে চেকওয়ালা হইতে চেক ক্রয় করিয়া নেওয়ার পর চেকের ক্রেতা চেকে উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্য (সরকারী গুদাম হইতে) উত্তোলন করিয়া হস্তগত করিবার পূর্বে অপর কাহারও কাছে বিক্রয় করিতে পারিবে না। শারেহ নওয়াভী (রহঃ) শাফেঈগণের পক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের তাভীল করিয়া বলেন যে, এই হাদীছ দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নহে। আল্লামা বায়হাকী (রহঃ) অনুরূপ তাভীল করিয়াছেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, শাফেঈ মতাবলম্বীগণের পক্ষে শারেহ নওয়াভী ও বায়হাকীর ব্যাখ্যা যথার্থ নহে। এইরূপ তাভীল (ব্যাখ্যা) হাদীছের শব্দ হইতে অনেক দূরে। কেননা, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ব্যাপকভাবে চেক বিক্রয় হারাম প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা, ১ম -৩৬০-৩৬১)

(৩৭৩২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا رَوْحٌ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

(৩৭৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি .... আবূ যুবায়র (রহঃ) হইতে, তিনি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, তুমি যখন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় কর তখন উহা পূর্ণাঙ্গভাবে হস্ত গত করিবার পূর্বে বিক্রি করিও না।

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিমাণ না জানা স্তুপীকৃত খুরমার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমা বিক্রি করা হারাম

(৩৭৩৩) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ

(৩৭৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারাহ (রহঃ) তিনি .... আবূ যুবায়র (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে স্তুপীকৃত খেজুর বিক্রি করিতে যাহার পরিমাপ জানা নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ (স্তুপীকৃত খেজুরকে বিক্রি করিতে ....)। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরকে নির্দিষ্ট পরিমাপ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর নাসাঈ শরীফের শব্দ হইতেছে- 'স্তুপীকৃত খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে স্তুপীকৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করিও না'- "আর না নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে স্তুপীকৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবে।" ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, খেজুর যদি খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করিতে হয় তাহা হইলে উভয় খেজুরের পরিমাণ পরিমাপের মাধ্যমে সমান হইতে হইবে। কাজেই দুইটি স্তুপের একটি যদি অনুমানকৃত হয় যাহার পরিমাপ জানা নাই আর অপর স্তুপের পরিমাপ

জানা থাকে তাহা হইলে এতদুভয় স্তুপের খাদ্যদ্রব্য কমবেশী হইবার সম্ভাবনা থাকে যাহা সূদ হিসাবে গণ্য। আর ইহা হইতে ফকীহগণ একটি কানূন উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, সূদের অনুচ্ছেদে الجهل بالمماثلة (উভয় দিক বরাবর হইবার বিষয়টি না জানা থাকা) حقيقة المفاضلة (প্রকৃত কমবেশী হইবার বিষয়টি জানা থাকা)-এর অনুরূপ হয়। অর্থাৎ اشياء ربوية (সূদজাতীয় বস্তু) ক্রয়-বিক্রয় বা হাত বদল করার জন্য যেই مماثلت (বরাবর হওয়া) শর্ত সেই مماثلت অজ্ঞাত থাকাই প্রকৃত পক্ষে مماثلت (বরাবর) না হওয়ার অনুরূপ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الاسواء بسواء (তবে সমানের বিনিময়ে সমান তথা বরাবর হইতে হইবে)। আর পরিমাপ জানা ব্যতীত নিশ্চিতভাবে مساواة (বরাবর) হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর সূদ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিশ্চিতভাবে বরাবর হওয়ার বিষয়টি জানা থাকিতে হইবে। আর এই হুকুম কেবল খেজুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; বরং সকল সূদজাতীয় বস্তু তথা গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব-এর একই হুকুম, যখন উহা কতকের বিনিময়ে কতক বিক্রি করিবে। -(নওয়াভী (রহঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। -(তাকমিলা- ১ম, ৩৬৬-৩৬৭)

(৩৭৩৪) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ التَّمْرِ فِى آخِرِ الْحَدِيثِ

(৩৭৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি .... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপভাবে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে রাবী রাওহা (রহঃ) হাদীছের শেষ অংশ তথা من التمر (খেজুরের) উল্লেখ করেন নাই।

بَاب ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য খিয়ারে মজলিস থাকার বিবরণ

(৩৭৩৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

(৩৭৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই একে অপরের উপর (ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা ভঙ্গ করার) এখতিয়ার থাকিবে, যতক্ষণ না তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়। তবে খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়)। আলোচ্য হাদীছের এই অংশ দ্বারা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য খিয়ারে মজলিস প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দলীল দিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, হাদীছ শরীফে التفرق (পৃথক) দ্বারা التفرق بالابدان (শারীরিকভাবে উভয়ে পৃথক হওয়া) মর্ম। আর তাহাদের মতে বিক্রয় শুধু ايجاب (সম্মতি) قبول (গ্রহণ করা)-এর দ্বারা অত্যাবশ্যক হয় না ; বরং ইজাব-কবূল-এর পর مجلس البيع (বিক্রয় মজলিস) হইতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত المتبايعين (ক্রেতা বিক্রেতা)-এর জন্য এখতিয়ার থাকিবে। শারীরিকভাবে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের

কেহ ইচ্ছা করিলে বিক্রয় فسخ (নষ্ট) করিয়া দিতে পারিবে। আর বিক্রয় সংঘটিত হইবার পর তাহারা যখন বিক্রয় স্থল হইতে উভয়ে পৃথক হইয়া যাইবে তখন বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে। ইহা সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, যুহরী, আতা, তাউস, শুরাইহ, শা'বী, আওযায়ী, ইবন আবী যিব, সুফয়ান বিন উয়ায়না, ইবন আবী মুলায়কা, হাসান বাসরী, ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহঃ) এবং আহলে যাহির প্রমুখের অভিমত।

হানাফীয়া ও মালিকিয়া মতাবলম্বীগণ خيار مجلس এর প্রবক্তা নহেন। তাঁহাদের মতে ইজাব-কবূল-এর পর বিক্রয় সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর তাহাদের কাহারও জন্য এখতিয়ার থাকিবে না, তবে যদি - خيار رويت خيار شرط কিংবা خيار عيب থাকে তবে ভিন্ন কথা। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, Bgvg মালিক বিন আনাস, সুফয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী এবং রবীআতুর রায় (int) প্রমুখের অভিমত। কিতাবুল বুয়ূ’

হানাফী ও মালিকীগণ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। (১) يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। - সূরা মায়েদা- ১) ইজাব কবূলের নাম আকদ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা متعا قدين (দুই আকদকারী)কে তাহা পূর্ণ করার হুকুম দিয়াছেন। আর خيار مجلس হইতেছে আকদ পূর্ণ করার বিপরীত। (২) يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। শুধু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তাহা বৈধ। - সূরা নিসা- ২৯) এই আয়াতে ‘সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ আহার করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা (التجارة بالتراضى) ইজাব কবূলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই (ক্রেতা-বিক্রেতা) এতদুভয়ের কেহ অপরের সন্তুষ্টি ছাড়া বিক্রয় ভঙ্গ (فسخ) করার এখতিয়ার থাকিতে পারে না। সুতরাং এই আয়াতেও خيار مجلس -এর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া ইজাব-কবূলের পর ক্রয়-বিক্রয়কে পূর্ণতা দেওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

(৩) واشهدوا اذا تبايعتم (আর তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। - সূরা বাকারা-২৮২) ইজাব কবূলের নামই হইতেছে تبايع (বিক্রয় সম্পাদন)। আর আয়াতে সাক্ষী রাখিয়া ইহাকে সুদৃঢ় করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, এখন যদি ইজাব-কবূলের দ্বারা بيع সম্পূর্ণ না হয় এবং خيار مجلس -এর সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সাক্ষী রাখিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। কাজেই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় خيار مجلس এর কোন অবকাশ নাই।

অধিকন্তু নিম্নলিখিত হাদীছ ও আছার দ্বারাও خيار مجلس -এর অবকাশ না থাকার উপর দলীল পেশ করিয়াছেন। (১) যেমন পূর্বে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীছ বর্ণিতে হইয়াছে যে, من ابتاع فلا يبيعه حتى يستوفيه (যেই ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে সে যেন তাহা পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তগত করিবার পূর্বে অপরের নিকট বিক্রয় না করে)। এই হাদীছে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার পর ইহাকে হস্তগত করিবার পূর্বে পুনরায় বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আল্লামা তহাভী (রহঃ) স্বীয় ‘শরহে মাআনিল আছার’ গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা خيار مجلس না থাকার উপর দলীল পেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ক্রেতা যখন مبيع কে হস্তগত করিয়া নিবে তখন পুনরায় অপরের কাছে তাহা বিক্রি করা হালাল হইবে। ক্রেতার এই হস্তগত করাটা تفرق بالابدان (ক্রেতার শরীর বিক্রেতার শরীর হইতে পৃথক) হইবার আগেও হইতে পারে। যদি خيار مجلس বাকী থাকিত তবে শুধু হস্তগত (قبض) করার দ্বারা বিক্রি করার অধিকার লাভ করিতে পারিত না; বরং মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত।

(২) ইমাম বুখারী (রহঃ) باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا অনুচ্ছেদে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে একখানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন যাহা শেষ অংশে রহিয়াছে ঃ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া

ইরশাদ করিলেন, এই উটটি আমার কাছে বিক্রি কর। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহা আপনাকে দেওয়া হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার নিকট উটটি বিক্রি কর। তখন উটটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিক্রয় করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, ইহা তোমাকে দেওয়া হইল, ইহাকে তুমি যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার কর।)

এই হাদীছ দ্বারা প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা জাফর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় اعلاء السنن গ্রন্থের ১৪ ঃ ১৬ পৃ. خيار مجلس না থাকার উপর দলীল দিয়াছেন, তিনি বলেন, তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না যে, সায়্যিদিনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে উটটি ক্রয় করিয়া দৈহিকভাবে পৃথক হইবার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)কে তাহা হেবা করিয়া দিলেন। আর تفرق بالابدان-এর পূর্বে যদি তিনি উটটির পূর্ণ মালিক না হইতেন; বরং خيار مجلس বাকী থাকিত তাহা হইলে تفرق (পৃথক) হইবার পূর্বে তাহা হেবা করিতেন না; বরং تفرق بالابدان (দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া) পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে এমন ধারণা করা সমীচীন নহে যে, তিনি এমন জিনিস হেবা করিবেন যাহার মধ্যে অন্যের হক (خيار مجلس) রহিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের জবাব ঃ

আহনাফ ও মালিকীগণের পক্ষ হইতে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ ঃ البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

(১) تفرق (পৃথক) দুই প্রকার ঃ (ক) تفرق بالابدان (দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া) (খ) تفرق بالكلام (কথার মাধ্যমে পৃথক হওয়া)। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত تفرق দ্বারা تفرق بالكلام মর্ম تفرق بالابدان মর্ম নহে। আর تفرق بالكلام-এর অর্থ হইতেছে একজন بعت এবং অপরজন اشتريت বলা। কাজেই হাদীছে خيار قبول এর প্রতি ইশারা করা হইয়াছে خيار مجلس নহে। অর্থাৎ একজনের ايجاب (প্রস্তাব) দেওয়ার উপর অপরজনের قبول (গ্রহণ) করা না করার এখতিয়ার রহিয়াছে। অনুরূপভাবে প্রস্তাব দাতাও স্বীয় মত قبول (গ্রহণ) করার পূর্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করার এখতিয়ার রহিয়াছে। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় ব্যক্তি কবূল করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কবূল করিয়া ফেলিলে تفرق بالكلام (কথার পৃথকতা) হইয়া যাইবে এবং উভয়ের ইখতিয়ার শেষ হইয়া যাইবে।

تفرق দ্বারা تفرق بالكلام তথা تفرق بالاقوال মর্ম হওয়ার উপর হানাফীগণ অনেকগুলি আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة (আর অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হইয়াছে তাহা হইয়াছে, তাহাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আগমনের পরেই। -সূরা বায়্যিনাহ-৪) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (আর তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। -সূরা আলে ইমরান- ১০৩) হাদীছ শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন افترقت بنوا اسرائيل على ثنتين و سبعين فرقة و ستفرق امتى على ثلث وسبعين ملة (বনী ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল আর অচিরেই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছে উল্লিখিত تفرق দ্বারা تفرق بالاقوال মর্ম تفرق بالابدان নহে।

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ এবং কাযী ঈসা বিন আবান (রহঃ) হইতে ইমাম তহাভী (রহঃ) হাদীছ শরীফে উল্লিখিত تفرق-এর দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত تفرق দ্বারা تفرق بالابدان ই মর্ম تفرق بالكلام নহে। কিন্তু خيار দ্বারা خيار قبول মর্ম خيار مجلس নহে। কাজেই হাদীছ শরীফের অর্থ হইতেছে متبايعين (ক্রেতা-বিক্রেতা) -এর একজনের ايجاب (প্রস্তাব)-এর পর মজলিসে থাকা অবস্থাতেই (تفرق بالابدان হইবার পূর্বে) অপরজনের قبول (গ্রহণ) করা না করার এখতিয়ার রহিয়াছে। تفرق

بالابـدان (দৈহিক পৃথক) হওয়া মাত্রই ايـجاب (প্রস্তাব) বাতিল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় জনের উক্ত ايـجاب (প্রস্তাব) قبـول (গ্রহণ) করার এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকিবে না; বরং নতুনভাবে ايـجاب (প্রস্তাব) এর প্রয়োজন হইবে।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের সারসংক্ষেপ হইতেছে হাদীছ শরীফে উল্লিখিত خيار দ্বারা خيار قبـول মর্ম خيار مـجلـس নহে। আর এই ব্যাখ্যার তায়ীদে নিম্নোক্ত দুইটি দলীল পেশ করা যায়।

(১) হাদীছ শরীফে البـيـعان শব্দটি اسـم فاعـل -এর صـيـغـة ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এই صـيـغـة টি কর্ম সম্পাদনের ওয়াক্ত ব্যতীত ব্যবহার হয় না। হ্যাঁ কোন সময় যদি কর্ম সম্পাদনের পরের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তাহা مـجاز হিসাবে করা হয়। কাজেই البـيـعان শব্দটি ঈজাব-কবূলের ওয়াক্তে حـقـيـقـى (প্রকৃত) অর্থ ক্রেতা-বিক্রেতার উপর প্রয়োগ হয়। আর ঈজাব কবূল তথা عـقـد সম্পাদিত হইবার পর بـيـعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) বলা مـجاز (রূপক) অর্থে বলা যাইতে পারে। সুতরাং হাদীছ শরীফকে যদি خيار مـجلـس -এর উপর প্রয়োগ করা হয় তবে البـيـعان শব্দটি مـجازى (রূপক) অর্থ প্রদান করিবে আর যদি خيار قبـول -এর উপর প্রয়োগ করা হয় তবে حـقـيـقى (প্রকৃত) অর্থ প্রদান করিবে। আর حقيقة অর্থ مجازى অর্থ গ্রহণের অপেক্ষা উত্তম।

(২) আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আমর বিন শুয়ায়ব (রহঃ), তিনি তাহার পিতা, তিনি তাহার দাদা হইতে একখানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন উহার শেষ দিকে রহিয়াছে ولا يـحـل لـه ان يـفـارق صاحبـه خـشـيـة ان يـسـتـقـيـلـه (তাহার সাথী ইকালা করিবার প্রস্তাব দিতে পারে এই ভয়ে তাহার কাছ হইতে পৃথক হওয়া হালাল নহে)। এই হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ক্রেতা-বিক্রেতা) মসজিসে থাকাকালীন বিক্রয় ভঙ্গ (فـسـخ الـبـيـع) করাকে اقـالـة নামকরণ করিয়াছেন। আর বিক্রয় পূর্ণ হইবার পরই اقـالـة হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় মজলিস ভঙ্গ হইবার পূর্বেই বিক্রয় (بـيـع) পূর্ণাঙ্গভাবে হইয়া যায়। যদি بـيـع পূর্ণ না হইত তবে اقـالـة -এর প্রয়োজন হইত না। আর ইজাব কবূলের পর যদি خيار مـجلـس থাকিত তাহা হইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে اقـالـة বলিয়া নামকরণ করিতেন না। -(তাকমিলা, ১ম - ৩৬৮-৩৭১)

الا بـيـع الـخـيـار (তবে খেয়ারে (শর্ত)-এর ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকিলে ভিন্ন কথা)। এই اسـتـثـنـاء (ব্যতিক্রম)-এর ব্যাখ্যায় উলামা কিরামের মতানৈক্য রহিয়াছে। হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের প্রত্যেকেই স্বীয় মতের পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হানাফীগণ এই বাক্যে خيار দ্বারা خـيـار شـرط মর্ম গ্রহণ করেন। হানাফীগণের মতে হাদীছের মর্ম হইবে تـفـرق (উভয় মাযহাবের ব্যাখ্যা মতে পৃথক) হওয়ার দ্বারা বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে। তবে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার কেহ خيار شـرط করিয়া থাকে তবে বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইবে না এবং পৃথক হইবার পরও নির্ধারিত তিন দিন কিংবা ইহার কম নির্ধারিত দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকিবে আর কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। -(ফতহুল বারী ৪র্থ - ২৮০)

শারেহ নওয়াভী আরও দুইটি প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। আকদ পূর্ণ হইবার পর মজলিস পৃথক না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ার থাকিবে। তবে যদি এতদুভয় মজলিসের মধ্যে বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া নেয় অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে বিক্রয়কে জারী করে তবে বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইবে এবং পৃথক না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ার থাকিবে না।

(৩) ইহা দ্বারা সেই বিক্রয় মর্ম যাহাতে خيار مـجلـس না থাকার শর্ত করা হয়। এই অবস্থায় মজলিসের মধ্যে বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে এবং এখতিয়ার থাকিবে না। তবে এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি সেই মুজতাহিদের মতে সহীহ হইবে যিনি শর্তের সহিত বিক্রয়কে জায়িয বলেন। আর আমাদের (শাফেয়ী) মাযহাব মতে এই শর্তের সহিত বিক্রয় বাতিল হইয়া যায়। -(নওয়াভী ২য় -৬)

خـيـار -এর অর্থ ও অন্যান্য প্রকার

خـيـار -এর অর্থ ঃ خيار শব্দটি خ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত, ইহা اخـتـيـار বা تـخـيـيـر -এর اسـم আর خيار বলা হয় طـلـب خـيـر الامـريـن مـن امـضـاء الـبـيـع او فـسـخـه (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বহাল রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা এতদুভয় বিষয়ের যেইটি কল্যাণকর সেইটি তলব করা)।

ফকীহগণ প্রায় উনিশ প্রকার خـيـار -এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েক প্রকার خـيـار উল্লেখ করা হইল।

(১) خيار شرط ঃ বিক্রয় চুক্তির সময় ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিক্রয় বহাল কিংবা বাতিল করার অধিকার থাকা।

(২) خيار عيب ঃ ক্রয় করিবার পর খরিদা বস্তুর মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়িলে ক্রেতা তাহা গ্রহণ করা কিংবা না করার এখতিয়ার থাকাকে خيار عيب বলে।

(৩) خيار رؤيت ঃ না দেখা অবস্থায় কোন বস্তু বিক্রয় করিলে দেখার পর এই বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা না রাখার এখতিয়ার থাকাকে خيار رؤيت বলে।

(৪) خيار قبول ঃ ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা কিংবা না করার এখতিয়ারকে خيار قبول বলে।

(৫) خيار ايجاب ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন কবূল করার পূর্বে সেই প্রস্তাব বহাল রাখা কিংবা না রাখার এখতিয়ারকে خيار ايجاب বলে।

(৬) خيار مجلس ঃ ইজাব-কবূলের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পূর্ণ হইবার পর মজলিসে অবস্থানকালীন সময়ে আকেদায়নের কোন একজন অপরজনের সন্তুষ্টি ব্যতীত বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকাকে خيار مجلس বলে। হানাফীগণ এই خيار مجلس এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

(৭) خيار غبن ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন একজন প্রতারিত হইলে যে خيار লাভ হয় তাকে خيار غبن বলে।

(৩৭৩৬) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا نَا إِسْمَعِيلُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا نَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَا نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ انَا الضَّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

(৩৭৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী ও আবূ কামিল (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মাছান্না ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহঃ) তিনি .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপর্যুক্ত রাবী নাফি' (রহঃ) হইতে রাবী মালিকের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৭৩৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

(৩৭৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহারা যতক্ষণ একে অপরের কাছ হইতে পৃথক না হয়; বরং একত্রিত থাকে ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেকেরই (ক্রয় বিক্রয় বাতিল করার) ইখতিয়ার থাকিবে। কিংবা যদি একজন অন্যজনকে বেচা-কেনা বাতিল করিবার ইখতিয়ার প্রদান করে এবং এই শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাহা হইলে এই ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকিবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর তাহারা উভয়ে একজন অপরজন হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং উভয়ের কেহ-ই ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান না করে থাকে তাহা হইলেও বিক্রয় অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে।

 ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ হাদীছ নং ৩৭৩৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৭৩৮) وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

(৩৭৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা .... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা একে অপরের নিকট হইতে পৃথক না হইয়া যায়। কিংবা যদি ক্রয়-বিক্রয় খেয়ারের শর্তে হইয়া থাকে তবে খেয়ার বহাল থাকিয়া বিক্রয় ওয়াজিব হইয়া যাইবে। আর রাবী ইবন আবী ওমর স্বীয় রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী নাফি' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) যখন কোন ব্যক্তির সহিত কেনা-বেচা করিতেন এবং তিনি চাহিতেন যে, ক্রয়-বিক্রয় যেন বাতিল না হয় তখন তিনি বিক্রয় স্থান হইতে কিছু দূর চলিয়া যাইতেন (যাহাতে বিক্রয়ের পর মজলিস আলাদা হইয়া যায়) অতঃপর তাহার কাছে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭৩৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

(৩৭৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা এবং ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা .... আবদুল্লাহ বিন দীনার হইতে, তিনি হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায়। তবে খেয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হইলে ভিন্ন কথা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭৪০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(৩৭৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন আলী (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য পরস্পর পৃথক হইয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকিবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিয়া দেয় তবে তাহাদের কেনা-বেচায় বরকত হইবে। আর যদি তাহারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাহাতে বরকত থাকিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করিয়া দেয়) অর্থাৎ বিক্রেতা বস্তুর ব্যাপারে ক্রেতার কাছে দোষ-গুণ সত্যসহকারে বর্ণনা করিয়া দেয় এবং ক্রেতাও মূল্য (ثمن) -এর গুণাবলী ও দোষ-ত্রুটি বিক্রেতার কাছে সত্যসহকারে বর্ণনা করিয়া দেয়। তাতে কেনা-বেচায় বরকতময় হইবে। আর যদি উহা গোপন করে তবে ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত থাকিবে না। -(তাকমিলা, ১ম -৩৭৭)

(3741) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِى جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

(৩৭৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী (রহঃ) তিনি .... হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন, ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন, হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) পবিত্র কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে ভূমিষ্ট হন এবং তিনি একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন।

ফায়দা ঃ- হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) হইলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আসহাবে ফীলের ঘটনার তের বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। যুরায়ব বিন বুকার-এর বর্ণনা মতে তিনি পবিত্র কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে ভূমিষ্ট হন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে এবং পরে উভয় সময় বন্ধু ছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিয়াছেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। দারুন নাদওয়া তাহার হাতেই প্রতিষ্ঠিত। শেষ জীবনে তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিজরী ৫০ ও ৬০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন ইহার অর্ধেক জাহিলিয়াত যুগে এবং অর্ধেক ইসলামী যুগে। -(ইসাবা থেকে সংক্ষিপ্ত)

بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা খাওয়া

(৩৭৪২) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاخِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ

(৩৭৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানাইল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে তাহাকে প্রতারিত করা হয়। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করিবে তখন তাহাকে বলিয়া দিবে কোন প্রকার প্রতারণা চলিবে না। অতঃপর যখনই সে কিছু খরিদ করিত, তখনই বলিয়া দিত কোন প্রকার প্রতারণা থাকিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَكَرَ رَجُلٌ (এক ব্যক্তি জানাইল)। এই রিওয়ায়তে লোকটির নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মুসনাদে আহমদের রিওয়ায়তে ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একজন আনসারী ব্যক্তি ছিলেন। এবং বায়হাকী স্বীয় সুনান গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহার নাম হিব্বান বিন মুনকিয। আর ইবন মাজাহ ও বায়হাকী গ্রন্থে ইবন ইসহাক-এর সূত্রে তাহার নাম (হিব্বানের পিতা) মুনকিয বিন আমর লিখিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় তারীখুল কবীর গ্রন্থে ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক জিহাদে মুশরিক কর্তৃক পাথর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মাথা ও যবানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই কারণেই তাহার বুদ্ধি কিছুটা লোপ পাইয়াছিল এবং যবান ভারী হইয়া গিয়াছিল। তবে ভালমন্দ যাচাই করার শক্তি হারান নাই। অধিকন্তু তাঁহার বয়সও হইয়াছিল ১৩০ বৎসর। -(তাকমিল, ১ম - ৩৭৮-৩৭৯ ও অন্যান্য)

لاخلَابَةَ শব্দের অর্থ ঃ لاخِلَابَةَ শব্দটির বিধেয় উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ لا خديعة فى الدين فانه نصيحة (দ্বীনের মধ্যে কোন প্রতারণা নাই; বরং ইহাতে সম্পূর্ণই অপরের কল্যাণ কামনা। কাজেই خلابه শব্দটি خديعة (ধোঁকা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকটির যবান ভারী হইয়া যাওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে خديعة -এর বদলে خلابة বলার নির্দেশ দেন যাহাতে উচ্চারণে সহজ হয়। কিন্তু এই আনসারী সাহাবী لاخلابة শব্দটিও সহীহরূপে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; বরং لام কে ياء দ্বারা পরিবর্তন রূপে لاخيابة বলিতেন। অন্যথায় خيابة শব্দটি خلابة এবং خديعة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু লোকটির যবানে জড়তা থাকার দরুনই خيابة উচ্চারণ করিয়াছেন। আর কোন কোন রিওয়ায়তে لاخيانة ও বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে خذابة বর্ণিত হইয়াছে। মূলতঃ উল্লিখিত সাহাবী (রাযিঃ) যবানে জড়তা থাকার কারণে রাবী যেইরূপ শুনিয়াছেন সেই মুতাবিক বর্ণনা করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম -৩৭৯)

خيار المغبون -এর আলোচনা

হাম্বলী মতাবলম্বী ও কতক মালিকী মতাবলম্বীগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা خيارالمسترسل المغبون শরীআতসম্মত বলিয়া প্রমাণিত করেন। আর مسترسل مغبون বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে পণ্যের মূল্য ভালভাবে জানে না এবং সুষ্ঠভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি প্রতারিত হইলে বিক্রয় فسخ (বাতিল) করিবার ইখতিয়ার লাভ করিবে কি না এ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে।

(ক) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এবং কতক মালিকী মতাবলম্বী বলেন- ঐ ব্যক্তি যদি অস্বাভাবিক ধোঁকা খায় তবে তাহার জন্য ইখতিয়ার লাভ হইবে। তাঁহার ইহার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ মূল্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কোন বস্তুর মূল্য আট টাকা কিন্তু সে ক্রয় করিয়াছে বার টাকা দিয়া, তাহা হইলে এই ব্যক্তির খেয়ার লাভ হইবে।

(খ) আহনাফ, শাফেয়ী এবং অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে مغبون (প্রতারিত) ব্যক্তির خيار লাভ হইবে না। চাই সে مسترسل হউক কিংবা না। কেননা, মুতাআকিদায়ন পরস্পরে সন্তুষ্টচিত্তে নির্ধারিত মূল্যের উপর ক্রয় সংঘটিত হইয়াছে আর তাহারা উভয়ই عاقل (বুদ্ধিসম্পন্ন) ব্যক্তি। কাজেই এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় تجارة عن تراض منهما (উভয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসা)-এর অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাদের কাহারো জন্য ইখতিয়ার থাকিবে না। আর তাঁহারা আলোচ্য হাদীছের দুইটি জবাব দিয়াছেন। প্রথমতঃ আলোচ্য হাদীছের হুকুমটি হযরত হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ)-এর সহিত বিশেষত। আর বিশেষতের দলীল হইতেছে মুসতাদরাকে হাকীম গ্রন্থে হযরত হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني فى بيعى (নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিক্রয়ের মধ্যে আমাকে ইখতিয়ার দিয়াছেন)।

দ্বিতীয়তঃ তাহাকে যেই خيار দেওয়া হইয়াছে তাহা خيار مغبون নহে; বরং خيار شرط ছিল। ইহাই আমাদের কাছে নিম্নের দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য।

(১) ইবন মাজাহ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, اذا انت بايعت فقل لا خلابة ثم انت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلث ليال (তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করিবে তখন বলিবে কোন ধোঁকা থাকিবে না। অতঃপর তুমি ক্রয়কৃত বস্তুতে তিন দিনের খেয়ার লাভ করিবে) এই হাদীছে ثلث ليال বলিয়া তিন দিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা خيار شرط- এর দলীল। কেননা, خيار مغبون -এর প্রবক্তাগণও এই خيار- এর ক্ষেত্রে তিন দিনের শর্তারোপ করেন না। সুতরাং বুঝা গেল ইহা দ্বারা خيار مغبون মর্ম নহে; বরং দিনের সহিত শর্ত সংশ্লিষ্ট خيار شرط ই মর্ম।

(২) আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ من بايعت فقل لاخلابة (তুমি যাহার সহিত কেনা-বেচা করিবে তাহাকে বলিয়া দাও لا خلابة (কোন প্রকার ধোঁকা থাকিবে না) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা خيار مغبون নহে। কেননা, خيار مغبون যদি শরীআত সম্মত হইত তাহা হইলে لا خلابة বলার প্রয়োজন হইত না। যাঁহারা (হাম্বলী ও মালিকী মতাবলম্বী) خيار مغبون- এর প্রবক্তা তাঁহারাও বলেন خيار ছাবিত করিবার জন্য لا خلابة বলার প্রয়োজন নাই। এতদসত্ত্বেও হযরত হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ) কে যখন لا خلابة বলা হইল তখন বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শর্তের সহিত خيار -এর নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর ইহাকেই خيارشرط বলে। তবে متاخرين احناف (পরবর্তী যুগের হানাফীগণ) এই ফতোয়া দিয়াছেন যে, বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারণার কারণে যদি ক্রেতা প্রতারিত হয় আর এই প্রতারণা সীমাতিরিক্ত হয় তাহা হইলে ক্রেতার জন্য خيار লাভ হইবে। যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, ইহার মূল্য এত। অতঃপর সে মুতাবিক ক্রেতা ক্রয় করিয়া নিল অতঃপর প্রকাশ হইল যে, ইহার মূল্য অনেক কম তখন বস্তুটি ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ধোঁকা না দেয়; বরং ক্রেতা নিজে নিজেই প্রতারিত হয় তবে ক্রেতার জন্য খেয়ার লাভ হইবে না। মুফতী সদরুশ শহীদ অনুরূপ ফতোয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু বিক্রেতা যদি অনুরূপ প্রতারিত হয় তাহা হইলে বিক্রেতার জন্যও ইখতিয়ার থাকিবে। -(তাকমিলা, ১ম -৩৭৯-৩৮১)

خيار شرط- এর আলোচনা

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা خيارشرط -এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। আর এই বিষয়ে ফকীহগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। خيارشرط ও خيارعيب -এর ভিত্তিতে বিক্রিত বস্তু ফেরৎ দেওয়ার বিষয়ে আহলে ইলমের কাহারও দ্বিমত নাই। তবে ইমাম ছাওরী, ইবন শুবরুমা এবং কতক আহলে যাহির ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন خيارشرط বলিতে কিছু নাই। তাঁহাদের মতে خيارشرط -এর কারণে বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যায়। বলাবাহুল্য সম্ভবতঃ خيارشرط সম্বলিত হাদীছ তাহাদের হস্তগত হয় নাই। তাই তাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন।

অতঃপর খেয়ারের সময়ের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য হইয়াছে। আর ইহাতে তিনটি মত প্রসিদ্ধ।

(১) ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (রহঃ)-এর মতে খেয়ারের সময় তিন দিন, ইহার বেশী নহে। **(২)** ইমাম আহমদ, ইবনুল মনযর, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) প্রমুখের মতে خيارشرط -এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সময় নাই; বরং ক্রেতা ও বিক্রেতা যেই সময়ের ব্যাপারে ঐকমত্য হয় সেই কয়দিনই خيارشرط -এর সময় চাই কম হউক কিংবা বেশী। **(৩)** ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর বিভিন্নতার কারণে সময়ও বিভিন্ন হইবে। কাজেই বাড়ী এবং ভূমির ক্ষেত্রে ৩৬ দিন, গোলামের ক্ষেত্রে ১০ দিন, পণ্যসামগ্রীসমূহের ক্ষেত্রে ৫ দিন এবং জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে ২ দিন। তিনি ইহাকে خيارالتروى (দেখিয়া-শুনিয়া চিন্তা ভাবনা করিবার ইখতিয়ার) নামকরণ করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, خيار شرط শরীআত সম্মত এই জন্য হইয়াছে যাহাতে مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর ব্যাপারে চিন্তা-ফিকর করিয়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কাজেই مبيع -এর বিভিন্নতার কারণে সময়ের মধ্যেও বিভিন্নতা থাকা প্রয়োজন। সকল বস্তুর জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নাই। আর দ্বিতীয় মাযহাবের প্রবক্তাগণ তথা ইমাম আহমদ, ইমাম ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন خيار شرط হইতেছে ক্রেতা-বিক্রেতার হক এবং তাহাদের সন্তুষ্টির বিষয়। কাজেই সময় নির্ধারণ ও তাহাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হইবে, চাই কম হউক বা বেশী। আর হানাফী

ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দলীল নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ ঃ

(1) عن انس رض ان رجلا اشترى عن رجل بعيرا واشترط الخيار اربعة ايام فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة ايام -

(হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি হইতে একটি উট ক্রয় করিয়াছিল এবং তাহাতে চার দিনের خيارشرط রাখা হইয়াছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বিক্রয়কে বাতিল করিয়া দিয়া ইরশাদ করিলেন خيارشرط -এর সময় তিন দিন (ইহার বেশী নয়))।

(2) عن ابن عمر رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الخيار ثلثة ايام

(ইবন ওমর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, খেয়ারের সময় তিন দিন)।

(3) عن طلحة بن يزيد انه كلم عمر بن الخطاب فى البيوع قال ما اجدلكم شيئا اوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ انه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة ايام ان رضى اخذ وان سخط ترك

(হযরত তালহা বিন ইয়াযীদ (রহঃ) হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর সহিত বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই প্রশস্ততা প্রদান করিয়াছিলেন ইহার চাইতে অধিক প্রশস্ততা আমি তোমাদের জন্য প্রত্যক্ষ করিতেছি না। কেননা, হযরত হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ) দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন মাযূর ব্যক্তি ছিলেন, ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য তিন দিনের খেয়ার প্রদান করিয়াছিলেন। এই তিন দিনের মধ্যে ইচ্ছা করিলে রাখিয়া দিবে অন্যথায় ফেরত দিবে)।

এই তৃতীয় নম্বরে উল্লিখিত হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ)কে তিন দিনের খেয়ার দিয়াছিলেন। যদি তিন দিনের বেশী পরিমাণের অবকাশ থাকিত তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাযূর ব্যক্তি হযরত হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ)কে ইহা হইতে মাহরূম করিতেন না।

বলাবাহুল্য خيار شرط শরীআত সম্মত হওয়ার বিষয়টি যুক্তির পরিপন্থী। কেননা, ইহা বিক্রয় চূড়ান্ত হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী। এতদসত্ত্বেও হিব্বান বিন মুনকিয (রাযিঃ) এবং ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা خيار شرط -এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। ফলে শরীয়ত বর্ণিত পরিমাণই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আর কোন হাদীছেই خيار شرط -এর ক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক প্রদান করা হয় নাই। কাজেই ইহার মুদ্দত তিন দিনই হইবে ইহার অধিক নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা, ১ম -৩৮১-৩৮৩)

(৩৭৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ

(৩৭৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে এই কথাটি নাই যে, "তারপর হইতে যখনই সে কিছু খরিদ করিত তখনই বলিয়া দিত কোন প্রকার প্রতারণা থাকিবে না।"

بَاب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ

(৩৭৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

(৩৭৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিষেধ করিয়াছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- আলোচ্য হাদীছে প্রধানতঃ তিনটি আলোচনা রহিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) بدو صلاح -এর ব্যাখ্যা

البدو শব্দটি ب বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিন এবং و হালকাভাবে পঠিত। আর البدو শব্দটি ب এবং د বর্ণে পেশ এবং و বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। উভয়টি مصدر শাব্দিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া। আর صلاح শব্দটি فساد এর বিপরীত অর্থ প্রকাশক অর্থাৎ যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া, পরিপক্ক হওয়া প্রভৃতি। بدو صلاح الثمرة (ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়া)-এর তাফসীরে ইমামগণের মতানৈক্য রহিয়াছে।

(ক) আহনাফের মতে ان تامن الثمرة العاهة والفساد বলা হয় بدو صلاح (ফল প্রাকৃতিক যাবতীয় দুর্যোগ এবং ক্ষতি হইতে মুক্ত হওয়া)। -(ফতহুল কাদীর ৫ম -৪৮৯)

(খ) শাফেয়ীগণের মতে ظهور مبادى النضج والحلاوة বলা হয় بدو صلاح ফলে মিষ্টতা ও পাকার আলামত প্রকাশ পাওয়া। যেমন লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙ ধারণ করা। তাহাদের দলীল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (ফলের পরিপক্কতা হইতেছে লাল ও হলুদ রঙ ধারণ করা)। আর হাদীছে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফল সুস্বাদু হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। অন্য হাদীছে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন যেই পর্যন্ত না উহা হইতে কিছু আহার করা হয় কিংবা (অপরকে) আহার করানোর উপযোগী হয়)।

আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, উপরিউক্ত হাদীছসমূহের দ্বারা বুঝা যায়, ফল ব্যবহারের উপযোগী হইতেছে ফল দুর্যোগ ও বিপদমুক্ত হওয়া। যেমন হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর হাদীছ حتى يبيض ويأمن

العاهة (যতক্ষণ না সাদা হইবে এবং দুর্যোগ হইতে নিরাপদ হইবে)। অপর রিওয়ায়তে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে حتى يبدو صلاحه و تذهب عنه الافة (এমনকি ফল ব্যবহারোপযোগী হইবে এবং বিপদমুক্ত হইবে)।

হানাফীগণ তাহাদের উপস্থাপিত হাদীছসমূহের জবাবে বলেন, এই সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, بدو صلاح- এর মর্ম হইল ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ক্ষতি হইতে মুক্ত হওয়া। আর এই মুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে। কাজেই ফলে মিষ্টতা ও পাকার আলামত প্রকাশ পাওয়া, লাল হওয়া কিংবা হলূদ হওয়া কতক ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বটে। এই কারণেই কোন কোন হাদীছ শরীফে বিশেষ ফলের ক্ষেত্রে এই আলামত উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় আসল কারণ (علة) হইল ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে নিরাপদ হওয়া।

(২) ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে (قبل بدو الصلاح) বিক্রয় করার হুকুম। قبل الظهور (প্রকাশ হইবার পূর্বে) ফল বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল ও নাজায়িয। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কেননা, ইহা بيع المعدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি করা)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর بيع المعدوم নাজায়িয। আর بعد الظهور قبل بدو الصلاح (ফল প্রকাশ হইবার পর এবং ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে) বিক্রয়ের ব্যাপারে তিনটি পদ্ধতি রহিয়াছে।

মুসলিম ফর্মা -১৫-৪/১

প্রথম পদ্ধতি ঃ قبل بدو الصلاح (ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে) এই প্রকারের ফল যদি (বিক্রয়ের পর) গাছে না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া নেওয়া হয় তবে চার ইমাম ও জমহুরে উলামার সর্বসম্মত মতে জায়িয। তবে হাফিয স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম ইবন আবী লায়লা (রহঃ) এবং ইমাম ছাওর (রহঃ) বলেন, এই পদ্ধতিতেও বিক্রয় বাতিল হইবে। চার ইমাম ও জমহুরে ওলামা বলেন, ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকিবার কারণে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া নিলে সেই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে না বলে জায়িয।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ ক্রেতা যদি ফল পূর্ণভাবে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্তে ক্রয় করে তবে ইহা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হইবে। এই প্রকারের বিক্রয় কাহারও মতে জায়িয নাই। কেননা, بيع -এর সহিত শর্ত করা হইয়াছে। আর بيع مشروط না জায়িয। কেবল ইবন তাইমিয়া (রহঃ)-এর মতে জরুরতের সময় এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়িয। আর তিনি আলোচ্য হাদীছকে পরামর্শ প্রদানের উপর প্রয়োগ করেন, হারামের উপর নহে। অর্থাৎ হারাম বর্ণনা করিবার জন্য নহে।

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ البيع مطلقا অর্থাৎ কাটিয়া নেওয়া কিংবা গাছে রাখিয়া দেওয়া কোনরূপ শর্ত করা ব্যতীত ফল ক্রয়-বিক্রয় করা। এই পদ্ধতিতে বৈধতার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে দ্বিতীয় পদ্ধতির বিক্রয়ের ন্যায় এই বিক্রয়ও বাতিল ও নাজায়িয। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, প্রথম পদ্ধতির বিক্রয়ের ন্যায় এই পদ্ধতিতে বিক্রয় জায়িয। আর বিক্রেতার জন্য জায়িয আছে যে, সে ক্রেতাকে তৎক্ষণাৎ ফল কাটিয়া নেওয়ার নির্দেশ দিবে।

আয়িম্মায়ে ছালাছা-এর দলীল হইতেছে, আলোচ্য হাদীছের হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছে بدو صلاح -এর পূর্বে مطلقا (শর্তহীন) ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর ইহাতে ঝগড়ার আশংকা থাকে। তবে প্রথম পদ্ধতির বিক্রয় নিষেধাজ্ঞা হইতে ব্যতিক্রম। কেননা, উহাতে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া কোন প্রকার ঝগড়ার আশংকা থাকে না। কেননা, কাটিয়া নেওয়ার শর্ত করায় ইহা بيع الثمرة المقطوعة -এর মধ্যে গণ্য হইবে আর হাদীছে নিষেধ করা হইয়াছে بيع التمر المعلق কে। কাজেই নাজায়িযের আওতা হইতে কেবল প্রথম পদ্ধতির বিক্রয় ব্যতিক্রম থাকিবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতির বিক্রয় বাদ থাকার কোন কারণ নাই।

আর আমাদের (আহনাফের) মতে বিনা শর্তে (مطلقا) ক্রয়-বিক্রয় হইলেও ইহা বস্তুতঃভাবে প্রথম পদ্ধতি তথা بيع بشرط القطع এর অন্তর্ভুক্ত। কেবল শব্দ (لفظ) শর্তহীন বটে, কিন্তু হুকুমের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত। কেননা, বিক্রেতা নির্দেশ দিলে ক্রেতা ফল কর্তন করিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে। ইহাতেও যেন কর্তনের শর্ত করা হইয়াছে। তবে যদি বিক্রেতা ফল কর্তন করিয়া নেওয়ার নির্দেশ না দেয় তাহা হইলে ক্রেতার জন্য ফল কাটিয়া নেওয়া ওয়াজিব নহে। আর তখন ইহা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার জন্য কিছু সহজ করিয়া দেওয়া হইল। যেমন ফল কর্তন করিয়া নেওয়ার শর্তেই ফল বিক্রি করা হইয়াছে কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রেতা কিছুটা ছাড় দিয়া দিল এবং ফল তৎক্ষণাৎ কর্তন করিয়া নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকিল। আর এই পদ্ধতি সকলের মতে জায়িয। কাজেই ফলাফলের দিক বিবেচনায় প্রথম এবং তৃতীয় পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ উভয় পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় জায়িয।

হানাফীগণ আলোচ্য হাদীছের জবাব বিভিন্নভাবে দিয়াছেন।

(ক) শায়খ ইবনুল হুমাম (রহঃ) তাহাদের দলীলের জবাব অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দিয়া বলেন যে, হাদীছের এই নিষেধাজ্ঞা بشرط الترك (বিক্রয়ের পর ফল গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্ত)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আমরাও এই হাদীছের উপর আমল করিয়া থাকি। যেমন দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনায় গিয়াছে। আর হাদীছের ব্যাপক শব্দের (عموم الفاظ) উপর তাহারাও আমল করেন না। কেননা, তাহারা ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে গাছ হইতে কাটিয়া নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা জায়িয বলেন, যেমন প্রথম পদ্ধতির বিক্রয়ে আলোচিত হইয়াছে। অথচ ইহা হাদীছে ব্যাপক (عموم الحديث) -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হ্যাঁ, তাহারা

হাদীছের نـهى (নিষেধাজ্ঞা) কে খাস করেন مالـم يـشـتـرط فيـه القـطـع (যাহাতে ফল কাটিয়া নেওয়ার শর্ত করা হয় নাই)-এর সহিত। আর আমরা نـهى কে খাস করি ما اشـتـرط فيـه الـتـرك (গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্ত)-এর সহিত। সুতরাং কেহই ব্যাপক হাদীছ (عـمـوم الـحـديـث) -এর উপর আমলের প্রবক্তা নাই। আর আমরা যখন কেহই عـمـوم الـحـديـث -এর আমল করি না, তখন আমরা তৃতীয় পদ্ধতিকে نهى (নিষেধ) হইতে আলাদা করিয়া প্রথম পদ্ধতির সহিত হুকুমকে শর্তযুক্ত করিয়া জায়িয বলি তাহাতে কোন দোষ থাকার কথা নহে।

(খ) ইমাম তহাভী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছের সম্পর্ক সকল প্রকার বিক্রয়ের সহিত নহে; বরং শুধু بـيـع سـلـم -এর সহিত সম্পর্ক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পূর্বে মদীনা বাসীগণ এক বছর, দুই বছর প্রভৃতি সময়ের জন্য بـيـع سـلـم করিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিলেন। তবে যদি بـيـع سـلـم -এর মধ্যে مـسـلـم فيـه -এর পরিমাণ সঠিকভাবে জানা থাকে এবং চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে তবে তাহা জায়িয হইবে। অধিকন্তু بـيـع سـلـم সহীহ হইবার জন্য অপর একটি শর্ত হইতেছে بـدو صـلاح -এর পরে হইতে হইবে। দুর্যোগ মুক্ত হইতে হইবে যাহাতে চুক্তির সময় مـسـلـم فيـه -এর কোন সংকট না থাকে; বরং ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। কেননা, بـدو صـلاح -এর পূর্বে ইহা مـعـدوم (অস্তিত্বহীন)-এর অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে بـيـع سـلـم জায়িয নাই। সারকথা, আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে শুধু بـيـع سـلـم করিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করেন নাই।

(গ) ইমাম তহাভী (রহঃ) কতক বিশেষজ্ঞ আলিমের উদ্ধৃতিতে আলোচ্য হাদীছের জবাব দিয়াছেন যে, আমরা যদি স্বীকার করিয়া নেই যে, আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা بـيـع سـلـم -এর সহিত খাস নহে; বরং সকল প্রকার বিক্রয় ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং ইহাও স্বীকার করি হাদীছে ফল গাছ হইতে কর্তনের শর্তে হউক কিংবা গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্তে হউক সকল ধরণের ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা تـحـريـم (হারামমূলক) ছিল না; বরং উপদেশ ও পরামর্শ হিসাবে ছিল। যেমন বুখারী শরীফে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লোকেরা ফল বেচা-কেনা করিত। অতঃপর ক্রেতা বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উপস্থাপন করিয়া দাবী করিত যে, ফলে দুর্যোগ দেখা দিয়াছে ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অতঃপর ঝগড়া-বিবাদ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বিচার প্রার্থী হইত। ইহা প্রবল আকার ধারণ করিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে পরামর্শ দিলেন, কেহ যেন ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রি না করে। (সহীহ বুখারী) তখন রাবী হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, এই স্থানে নিষেধাজ্ঞা (نهى) হারাম বুঝানোর জন্য নহে; বরং এই নিষেধাজ্ঞা ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসার লক্ষে পরামর্শমূলক ছিল।

আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, উপর্যুক্ত তিনটি জবাবই সহীহ। আর এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিষেধাজ্ঞার ইরশাদটি একবার বলেন নাই; বরং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করিয়াছেন। এই কারণেই, হযরত ইবন ওমর, ইবন আব্বাস, আলী বিন আবী তালিব, আনাস বিন মালিক, জাবির বিন আবদিল্লাহ, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা এবং হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে এই নিষেধাজ্ঞার হাদীছখানা বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ)-এর হাদীছ তো ইমাম বুখারীর সূত্রে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আর অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীছসমূহ আমরা الفـتـح الربـانـى গ্রন্থের ১৫ খণ্ড, ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় পাইয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, এই নিষেধাজ্ঞাটি তাহারা একবার শ্রবণ করেন নাই; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করিয়াছেন। কাজেই হয়তো তিনি কখনও بـدو صـلاح -এর পূর্বে গাছে রাখার শর্তে ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবার কখনও তিনি ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে بـيـع سـلـم করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ইমাম তহাভী (রহঃ) দুই রিওয়ায়ত উপস্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আবার কখনও بـدو صـلاح -এর পূর্বে مـطـلـقـا (ব্যাপকভাবে) চাই কাটিয়া নেওয়ার শর্তে হউক কিংবা গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্তে হউক বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর এই সর্বশেষ প্রকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল পরামর্শ ও উপদেশ হিসাবে

হারাম হিসাবে নয়। যেমন বুখারী (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। এইরূপেই বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ হাদীছসমূহে সামঞ্জস্য হইয়া যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা ১ম -৩৮৬-৩৯১)

(৩) بعد بدو صلاح (ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পর) ফল বিক্রির হুকুম ঃ ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পর বিক্রি করার পদ্ধতিও তিনটি। (১ম) গাছ হইতে কাটিয়া নেওয়ার শর্তে (بشرط القطع) ফল বিক্রি করা। (২য়) গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্তে (بشرط الترك) ফল বিক্রয় করা এবং (৩য়) কাটিয়া নেওয়া কিংবা রাখিয়া দেওয়া কোন প্রকার শর্ত ছাড়া (مطلقا) ফল বিক্রি করা।

ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে উপর্যুক্ত তিন পদ্ধতিই জায়িয। তবে যদি কোন প্রকার শর্ত ছাড়া (مطلقا) ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তবে ক্রেতা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গাছে ফল রাখিতে পারিবে। আর তাহারা এই অনুচ্ছেদের হাদীছের مفهوم مخالف (বিপরীত মর্ম গ্রহণে) দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন। হাদীছে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে কয়েদ উল্লেখ পূর্বক ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেহেতু ব্যবহারোপযোগী হইবার পরে (بعد بدو صلاح) ব্যাপকভাবে (مطلقا) ফল বিক্রি জায়িয হইবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন بدو صلاح -এর পর গাছ হইতে কাটিয়া নেওয়ার শর্তে এবং কোন প্রকার শর্ত ছাড়া (مطلقا) ফল বিক্রয় করা জায়িয। তবে গাছে ফল রাখিয়া দেওয়ার শর্তে (بشرط الترك) বিক্রি করা নাজায়িয। অবশ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়া (مطلقا) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ফল কাটিয়া নিতে বলিলে ক্রেতার জন্য ফল কাটিয়া নেওয়া ওয়াজিব হইবে। -(তাকমিলা, ১ম -৩৯১)

বর্তমান যুগের ফল বিক্রির হুকুম

ফল বিক্রির ব্যাপারে ফিকহী মাসআলাসহ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এখন মানুষ যেইভাবে ফল ক্রয়-বিক্রয় করে উহার হুকুম বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কেননা, বর্তমান যুগে ফল গাছে থাকা অবস্থায় ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে এমন কি প্রকাশ পাইবার পূর্বেও বিক্রি করে এবং ক্রেতা কর্তৃক পরবর্তীতে তাহা গাছে রাখিয়া দেওয়ার প্রথা চালু রহিয়াছে। ইহা হইতে লোকদের বিরত রাখা খুবই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। আর যদি এই ধরণের বিক্রয়কে নাজায়িয ফতোয়া দেওয়া হয় তবে বাজারে কোন ফল কিংবা তাজা ফল পাওয়া যাইবে না যাহা আহার করা হালাল হইতে পারে। এই কারণেই ফকীহগণ শরয়ী কানূনের ভিত্তিতে এই মাসআলায় ইজতিহাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহাতে লোকদের জন্য জায়িয হওয়ার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায়।

আর এই প্রকারের বিক্রয় বিভিন্নভাবে হইতে পারে। (১) ফল প্রকাশ হইবার পূর্বে (قبل الظهور) বিক্রয় করা কাহারও মতে জায়িয নাই। যদিও তাহা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হউক না কেন ? আর الظهور (প্রকাশ পাওয়া) দ্বারা মর্ম হইতেছে ফুলের মধ্যে ছোট আকারে হইলেও ফলের গুটি ধরা। আর ইহাকে জরুরতের উপর স্থাপন করিয়া بيع سلم -এর উপর কিয়াস করা যায় না। কারণ بيع سلم -এর শর্তসমূহ এই স্থানে বিদ্যমান নাই। হানাফীগণের মতে بيع سلم সহীহ হইবার জন্য عقد (চুক্তি)-এর সময় হইতে নিয়া আদায় করার সময় পর্যন্ত مبيع (চুক্তির বস্তু) টি বাজারে বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। সেই সাথে مبيع -এর পরিমাণ এবং আদায়ের ওয়াক্তটিও সুনির্ধারিত হওয়া জরুরী। ফলে بيع سلم -এর উপর কিয়াস করিয়া এই প্রকার বিক্রয়কে জায়িয বলা যায় না।

(২) গাছের মধ্যে ফলের কিছু প্রকাশ পাওয়া এবং কিছু অপ্রকাশিত থাকা অবস্থায় গাছের কিংবা বাগানের ফল বিক্রয় করা। এই সম্পর্কে হানাফী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। প্রকাশ্য মাযহাব মতে এই প্রকার বিক্রিও নাজায়িয। তবে শামসুল আয়িম্মা আল-হালওয়ানী (রহঃ) ফতোয়া দিয়াছেন যে, যদি ফলের অধিকাংশ প্রকাশ পাইয়া যায় তবে সকলের ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়িয হইবে। অনুরূপ ফতোয়া ইমাম ফযলী (রহঃ)ও দিয়াছেন। তবে তিনি বেশী অংশ প্রকাশের শর্তারোপ ব্যতীতই এই প্রকার বেচাকেনা জায়িয বলিয়াছেন; বরং প্রকাশিত অংশকে আসল এবং বদবাকী অপ্রকাশিত অংশকে تابع ধরিয়া তিনি এই ফতোয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, লোকজন এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে আর তাহাদেরকে ইহা হইতে বিরত রাখা

কঠিন বিধায় ইসতিহসানান জায়িয হইবে। আর আমার দৃষ্টিতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়ত খানাও দলীল হইতে পারে যে, وهو بيع الورد على الاشجار (আর তিনি গাছে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ফুল বিক্রি করা জায়িয বলিয়াছেন) অথচ গোলাপ ফুল এক সাথে সবগুলি প্রকাশ পায় না; বরং একের পর এক পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি সকল বস্তুতে এই পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়িয বলিয়াছেন। আর ইহা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অভিমতও।

মোট কথা, এই পদ্ধতির বিক্রয় যদিও আসল মাযহাব মতে না জায়িয। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি (عموم بلوى)-এর বিবেচনায় ইহাকে জায়িয বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহঃ) বলেন, ফল এইভাবে ক্রয়-বিক্রয় লোকদের মধ্যে জরুরত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আর আমাদের দেশে যেহেতু এই ধরণের বিক্রয়ের রেওয়াজ চালু হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বিরত রাখাও দুষ্কর হইয়াছে। ফলে আমাদের শহরসমূহে ফল আহার করা হারাম পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইবে। তাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরতের কারণে بيع سلم কে بيع معدوم হওয়া সত্ত্বেও রুখসত দিয়াছেন। আর অনুরূপ জরুরত এই প্রকার বিক্রয়ের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তবে ইহার পক্ষে কোন নস না থাকার কারণে ইহা ইসতিহসানান জায়িয ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) গাছের সমস্ত ফল প্রকাশ পাইয়াছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা উপকৃত হইবার মত উপযোগিতা লাভ করে নাই যে, ইহা নিজে আহার করিবে কিন্তু জন্তু-জানোয়ারকে আহার করাইবে। এই প্রকারের ফল বিক্রির ব্যাপারেও হানাফী শায়খগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। কাযী খা (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই প্রকারের ফল বিক্রি করা অধিকাংশ হানাফী শায়খ তথা বিশেষজ্ঞের মতে জায়িয নাই। কিন্তু ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, সহীহ কওল মতে বিক্রি করা জায়িয।

(৪) গাছের ফল যদি নিজে খাওয়া কিংবা জন্তু-জানোয়ারকে খাওয়ানোর উপযোগী হয় তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে তাহা বিক্রয় করা জায়িয। আর ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে কিংবা পরে বিক্রয়ের ব্যাপারে ইতোপূর্বে ফকীহগণের মতানৈক্যসহ আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা ১ম -৩৯২-৩৯৪)

(৩৭৪৫) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৭৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭৪৬) وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

(৩৭৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সাদী ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গাছের খেজুর পরিপক্ক হইবার পূর্বে, দানা শক্ত হইয়া সাদারূপ ধারণ করতঃ ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে নিরাপদ হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- حَتَّى يَزْهُوَ (পরিপক্ক হইবার পূর্বে) الزهو শব্দটি باب نصر হইতে ظهور الثمر (ফল প্রকাশিত হওয়া) মর্ম। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ফল লাল ও হলুদ রঙ হওয়া। আর আলোচ্য হাদীছে

بدو الصلاح والا من الافات يزهو দ্বারা (ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুক্ত হওয়া) মর্ম। কেননা, কতক হাদীছ কতক হাদীছের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ১ম -৩৯৬)

وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ইহার অর্থ হইতেছে يشتد حبه وهو بدو صلاحه (এবং দানা শক্ত হইয়া সাদারূপ ধারণ করতঃ ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। -(শরহে নওয়াভী ২য় -৭)

وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে নিরাপদ হইবার পূর্বে)। العاهة হইতেছে দুর্যোগ যাহা ফসল ও ফলের উপর পতিত হইয়া তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। - (নওয়াভী ২য় -৭)

(৩৭৪৭) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ

(৩৭৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা খেজুর আহার যোগ্য হইবার পূর্বে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে নিরাপদ হইবার পূর্বে বিক্রি করিও না। রাবী বলেন, খেজুর আহার যোগ্য হইবার অর্থ লাল ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা।

(৩৭৪৮) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَا نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

(৩৭৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন আবূ ওমর (রহঃ) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া (রাযিঃ) সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেন যতক্ষণ না তাহা আহার যোগ্য হয়। ইহার পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৭৪৯) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ أَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ

(৩৭৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রাফি' (রহঃ) তিনি ... ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী আবদুল ওহ্হাব (রহঃ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৭৫০) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ

(৩৭৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক ও উবায়দুল্লাহ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৭৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

(৩৭৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা খেজুর পরিপক্ক হইবার পূর্বে বিক্রি করিও না।

(৩৭৫২) و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ

(৩৭৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা .... শুবা (রহঃ)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহঃ) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী শু'বা (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, কেহ হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন صلاحه (ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার অর্থ) কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়া যাওয়া।

(৩৭৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

(৩৭৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন ইউনুস (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন কিংবা রাবী বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন ফল সুস্বাদু (পরিপক্ক) হইবার পূর্বে বিক্রয় করিতে।

(৩৭৫৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ ح قَالَ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا رَوْحٌ قَالَا نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

(৩৭৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান নাওফলী (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ফল আহারযোগ্য হইবার পূর্বে তাহা বিক্রি করিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৭৫৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

(৩৭৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহঃ) তাঁহারা .... আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট খেজুর গাছের ফল বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন যেই পর্যন্ত না উহা হইতে নিজে আহার করা হয় কিংবা আহার করিবার উপযোগী হয় এবং ওযন করা হয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি

তাহাকে (ইবন আব্বাসকে) জিজ্ঞাসা করিলাম ওযন কিভাবে করিবে? তখন তাহার পাশে উপবিষ্ট জনৈক ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, যেই পর্যন্ত না পরিমাপ করিবে (পরিপক্ক হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهى عَنْ بَيْعِ النَّخْـلِ (খেজুর গাছ (-এর ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে) বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন) এই স্থানে بيـع الـنخـل (খেজুর গাছ বিক্রি)-এর দ্বারা بيـع ثـمـر الـنخـل (খেজুর গাছের ফল বিক্রি) মর্ম। হুবহু খেজুর গাছ মর্ম নহে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছ বিক্রির অনুমতি দিয়াছেন যদিও উহাতে ফল প্রকাশিত না হয়। (আইনী) -(তাকমিলা ১ম -৩৯৯)

حَتَّى يُحْزَرَ (যেই পর্যন্ত না পরিমাপ করিবে) يـحـزر শব্দটি ر এর পূর্বে ز হইবে। ইহা الـخـرص (অনুমান)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইল ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রয় করা হালাল নহে। আর অনুমানকারীরা খেজুরকে তখনই অনুমান করে যখন উহা ব্যবহারোপযোগী হয়। আর অনুমান করার দ্বারা ফায়দা হইতেছে যে, ফলের মালিক নিজে ব্যবহার করিবার পূর্বে ফকীরদের হক-এর পরিমাণ অবগত হয়। আর আল্লামা আইনী (রহঃ) স্বীয় الـعـمـدة গ্রন্থে লিখেন, প্রকাশ থাকে যে, الـخـرص ، الاكـل এবং الـوزن প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ফল আহারযোগ্য হওয়ার বিষয়টি রূপকভাবে বুঝানো হইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম -৪০০)

(৩৭৫৬) حَدَّثَنِى أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

(৩৭৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফল খাওয়ার উপযোগী হইবার পূর্বে তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করিও না।

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِى الْعَرَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু 'আরায়া' হারাম নহে।

(৩৭৫৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالا نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعَ

(৩৭৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমাদের নিকট হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়তে أَنْ تُبَاعَ শব্দটি অতিরিক্ত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِـالتَّمْرِ (আর শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আর এই হাদীছে الـثـمـر (ফল) দ্বারা الـرطـب (রসযুক্ত তাজা খেজুর) মর্ম। প্রকাশ থাকে যে, এই স্থলে শুকনা

খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করার দুইটি পদ্ধতি হইতে পারে। **(প্রথম পদ্ধতি)** গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত শুকনা খেজুর বিক্রি করা। আর ইহাকে مزابنة বলে। এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে عرايا ধরনের বেচা-কেনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিয়াছেন। আর عرايا -এর ব্যাখ্যা মতানৈক্যসহ বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা আসিতেছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত তাজা খেজুর বিক্রি করা। এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আয়িম্মায়ে ছালাছা (রহঃ) বলেন, এই পদ্ধতি ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয, চাই সমান সমান হউক কিংবা কমবেশী করিয়া হউক। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) অনুরূপ মত পোষন করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় যদি সমান সমান হয় এবং নগদ হয় তবে জায়িয। আর যদি কম বেশী করিয়া এবং বাকীতে লেনদেন হয় তবে হারাম।

আয়িম্মায়ে ছালাছা আলোচ্য হাদীছের ব্যাপক (عموم) মর্ম দ্বারা দলীল দিয়াছেন যে, হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর হাদীছে কোন প্রকার কয়েদ ছাড়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থে যায়দ, আবী আয়্যাশ (রহঃ), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই হাদীছের শেষ দিকে আছে, "হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আমি শ্রবণ করিয়াছি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাজা খেজুর কি শুকাইলে কমিয়া যায়? সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন জী হ্যাঁ, তখন তিনি এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দলীল হইতেছে যাহা আল্লামা ইবনুল হুমাম স্বীয় ফাতহুল কদীর গ্রন্থের ৫ম - ২৯২ পৃষ্ঠায় باب الربا (সূদ অনুচ্ছেদ)-এ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর একটি ঘটনা নকল করিয়াছেন, একদা তিনি বাগদাদ নগরীতে গমন করিলেন। বাগদাদের লোকজন তাঁহার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাহাদের ধারণা এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব হাদীছের বিরোধীতা করিতেছেন। ফলে তাহারা খেজুর (تمر) কেনা-বেচা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, الرطب (তাজা খেজুর) হয়তো খেজুর (تمر) হইবে কিংবা না, যদি تمر হয় তবে التمر بالتمر -এর হাদীছ মতে رطب (তাজা খেজুর)কে تمر (শুকনা খেজুর)-এর বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয হইবে। আর যদি تمر না হয় তবে اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم (দুই জাতীয় বস্তু হইলে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বিক্রি কর) হাদীছ মতে জায়িয হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দলীলের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের বিনিময়ে খেজুরকে সমান সমান এবং নগদে বিক্রি করা জায়িয বলিয়াছেন। আর দুই জাতীয় বস্তু কমবেশী হইলেও যদি নগদে হয় তবে জায়িয বলিয়াছেন। কাজেই الرطب কে যদি تمر এর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় তবে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং বিক্রয়ের সময় সমান সমান হইলে জায়িয হইবে। আর যদি رطب কে ثمر পর্যায়ভুক্ত না করি তবে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কমবেশীতে বিক্রয় জায়িয হইবে। উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে الرطب (তাজা খেজুর) تمر (খেজুর)-এর পর্যায়ভুক্ত। ফলে رطب -এর বিনিময়ে تمر কে কমবেশী করিয়া এবং বাকীতে বিক্রয় করা হারাম। আর رطب যে تمر -এর পর্যায়ভুক্ত ইহার দলীল একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে رطب (তাজা খেজুর) হাদীয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, او كل تمر خيبر هكذا (খায়বারের সকল تمر (খেজুর) কি অনুরূপ?) এই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الرطب কে تمر বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) الرطب এবং تمر একই জাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ التمر بالتمر (খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ...) অনুযায়ী তিনি رطب -এর বিনিময়ে تمر কে সমান সমান এবং নগদে বিক্রি করা জায়িয বলেন। এই দলীলের উপর প্রশ্ন উপস্থাপন

করা হইয়াছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) খোসাবিহীন পরিষ্কার গমের বিনিময়ে খোসাবিশিষ্ট গম বিক্রি করা না জায়িয বলেন। অথচ উভয়টিই গম। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الحنطة بالحنطة (গমের বিনিময়ে গম ...) অনুযায়ী বিক্রি করা জায়িয বলা সমীচীন ছিল। যেমন رطب (তাজা খেজুর)-এর বিনিময়ে تمر (শুকনা খেজুর) বিক্রি করা জায়িয। ইমাম আযম (রহঃ)-এর পক্ষে ইমাম ইবন হুমাম (রহঃ) জবাব দিয়াছেন যাহার সারসংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ مثلا بمثل (সমান সমান)। ইহা চুক্তি (عقد) এর সময় উভয়টি সমান হওয়া। আর খোসাবিহীন পরিষ্কার গম এবং খোসাবিশিষ্ট (শীষ বিশিষ্ট) গম চুক্তির সময় পরিমাপ করিলে সমান সমান হইবে না। খোসা হইতে পরিস্কার করিলে তাহা কমিয়া যাইবে। তাই সমান সমান ফওত হইয়া যাইবে এবং বিক্রয় হারাম হইবে। পক্ষান্তরে رطب এবং تمر এই দুইটি চুক্তি (عقد) -এর সময় সমান সমান থাকিবে। অবশ্য ইহা পরে শুকাইবার কারণে হ্রাস পাইবে। ফলে কম বেশী চুক্তি (عقد) -এর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষ নাই। চুক্তি (عقد) -এর সময় সমান থাকা শর্ত।

আয়িম্মায়ে ছালাছার প্রদত্ত দলীলের জবাব

অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বিপরীতে দলীল হয় না। কেননা, হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, কর্তিত শুকনা খেজুর (التمر المقطوع) -এর বিনিময়ে গাছে অবস্থিত তাজা খেজুর (الرطب المعلق) বিক্রি করা হারাম। আর ইহাকেই مزابنه বলা হয়, যাহা সর্বসম্মত মতে হারাম। কাজেই আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই নহে যে, কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম। আর ইহার উপর দুইভাবে দলীল পেশ করা যায় ঃ

(১) হাদীছ শরীফে بيع الثمر بالتمر কে নিষেধ করিয়া ইহা হইতে عرايا কে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। আর عرايا কেবল কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর বিক্রিতেই হয়।

(২) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং مزابنه কে بيع الثمر بالثمر বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, সহীহ বুখারী শরীফের **১**ম খন্ডের ৩২০ ও ৩২১ পৃষ্ঠায় كتاب المساقاة- এর শেষে ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত রাফি' বিন খাদীজ এবং সাহল বিন আবী খাছামা (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا - فاذن لهم (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা তথা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে আসহাবে আরায়া ব্যতিক্রম। কেননা, তাহাদেরকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে)। এই হাদীছে مزابنة -এর তাফসীর بيع الثمر بالتمر দ্বারা করা হইয়াছে। আর مزابنة তো কেবল কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর বিক্রয় করাকেই বলে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবন ওমর (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ الثمر দ্বারা الرطب المعلق (গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর)-ই মর্ম, الرطب المقطوع (কর্তিত তাজা খেজুর) মর্ম নহে। ফলে আলোচ্য হাদীছ ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর বিপরীতে নহে; বরং অনুকূলে রহিয়াছে।

আর তাহাদের দ্বিতীয় দলীল হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর হাদীছ। এই সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) স্বীয় 'ফাতহুল কদীর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাগদাদ নগরীতে যখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সহিত এই হাদীছ নিয়া মুনাযারা হইয়াছিল তখন তিনি বলিলেন, এই হাদীছের ভিত্তি রাবী যায়েদ আবী আইয়্যাশ-এর উপর। আর যায়েদ আবূ আইয়্যাশ এমন রাবী যাহার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নহে। আর হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় التهذيب গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৪২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) আরও বলেন, انه مجهول (তিনি অপরিচিত রাবী)। আর যদি এই হাদীছকে সহীহ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় তবেও ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতের বিপরীতে দলীল হয় না। কেননা, ইহাতে বাকী বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। নগদ বিক্রি করিতে নিষেধ করা হয় নাই। ইহার দলীল হইতেছে যাহা আবূ দাউদ এবং বায়হাকী স্বীয় সুনান গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানান আবদুল্লাহ (রহঃ), তাহাকে আবূ আইয়্যাশ জানাইয়াছেন যে, তিনি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিতে

শ্রবণ করিয়াছেন نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বাকীতে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। সুতরাং এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, নিষেধাজ্ঞার হাদীছ বাকী বিক্রির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে নগদ বিক্রির ক্ষেত্রে নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(তাকমিলা ১ম - ৪০০-৪০৪)

(৩৭৫৮) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(৩৭৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ফল ক্রয় করিও না খাওয়ার উপযোগী হইবার পূর্বে এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করিও না। রাবী ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালিম বিন আবদিল্লাহ বিন ওমর হইতে, তিনি তাহার পিতা (আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হুবহু অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭৫৯) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ و قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِ ذَلِكَ

(৩৭৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ) তিনি .... সায়ীদ বিন মুসায়্যিব (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইল গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকালা হইল, ক্ষেতের শস্য অনুমান করিয়া সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং প্রস্তুত করা গমের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া। রাবী ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, আর আমাকে জানাইয়াছেন সালিম বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ), তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ফল পরিপক্ক হইবার পূর্বে বিক্রয় করিও না। আর তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি করিও না। রাবী সালিম (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) জানান, তিনি হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর তিনি তাজা খেজুর কিংবা শুকনা খেজুরের 'আরায়া' ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দিয়াছেন। আর ইহা (খেজুর) ছাড়া অন্য কোন ফলের ক্ষেত্রে তিনি আরায়া-এর অনুমতি প্রদান করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ (মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন) মুযাবানা হইল কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা। প্রকাশ থাকে যে, গাছে ঝুলন্ত তাজা

খেজুর পরিমাপ করা যায় না; বরং অনুমানের ভিত্তিতেই বিক্রয় করা হয়। আর একই জাতীয় বস্তু অনুমান করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কমবেশী হইবার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। আর যেই সকল বস্তুতে সূদ হয় সেই সকল বস্তুতে কমবেশী সম্ভাবনা থাকিলেই সূদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তাই মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয়ে সূদের সম্ভাবনা থাকার কারণে হারাম।

المزابنة শব্দটি زبن ক্রিয়ামূলের باب مفاعلة -এর মাসদার। অর্থ الدفع الشديد (কঠোরভাবে বারণ করা)। ইহা হইতেই الحرب কে الزبون নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, যুদ্ধের মধ্যে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হইয়া থাকে। আর এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে মুযাবানা নামকরণের কারণ হইতেছে এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপরের হক আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে কিংবা এই জন্য যে, ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন যখন এই ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া অবগত হয় তখন সে এই বিক্রয় বাতিল করিবার জন্য ইচ্ছা করে কিন্তু অপরজন তখন তাহার ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি করিয়া বিক্রয়কে বহাল রাখিবার জন্য কঠোর হইয়া উঠে। -(তাকমিলা ১ম - ৪০৬)

ونهى عن بيع المحاقلة অর্থাৎ المحاقلة (এবং মুহাকালা ক্রয়-বিক্রয় হইতেও নিষেধ করিয়াছেন)। المحاقلة শব্দটি حقل ক্রিয়ামূলের باب مفاعلة -এর মাসদার। ইহার শাব্দিক অর্থ শস্য। শস্যক্ষেত্র চাষাবাদ এবং কৃষিকাজ প্রভৃতি। ইহার সংজ্ঞায় ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ তাফসীর হইতেছে যে, কর্তিত পরিষ্কার গমের বিনিময়ে শীষে থাকা গম ক্রয়-বিক্রয় করা। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গাছের ফলফলাদির ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুযাবানা হয় এবং ক্ষেতের শস্যের মধ্যে محاقلة হয়। সূদের সম্ভাবনা থাকার কারণে মুহাকালা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ (এবং প্রস্তুত করা গমের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া)। ইহা محاقلة -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ। কাজেই তাঁহার মতে আলোচ্য হাদীছ শর্তহীন ব্যাপক মর্মের উপর প্রয়োগ হইবে। আর জমহুরে ওলামা এবং তাহাদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) রহিয়াছেন। তাহারা বলেন, যদি নির্ধারিত ফসল (তথা ২০০ / ৩০০ কেজি)-এর বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া হয় তবে ইহা হারাম হইবে। আর যদি উৎপাদিত ফসলের جزء شائع (অনির্ধারিত অংশ), যেমন ثلث (এক তৃতীয়াংশ) কিংবা ربع (এক চতুর্থাংশ)-এর বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয় তাহা হারাম নহে; বরং জায়িয। হানাফীগণের ফতোয়া ইহার উপরই। সুতরাং জমহুরের মতে আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা প্রথম পদ্ধতির সহিত শর্তায়িত।

رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ (অতঃপর তিনি তাজা খেজুর কিংবা শুকনা খেজুরে 'আরিয়্যা' ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন) প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন হাদীছে মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং عرايا -এর রুখসত তথা অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে মুযাবানা হারাম এবং 'আরায়া' জায়িয। আর عرايا শব্দটি عرية -এর বহুবচন। عرية -এর ব্যাখ্যায় ফকীহগণ ইখতিলাফ করিয়াছেন। ইহার প্রধানতম পাঁচটি ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কওল। তাহার মতে عرايا হইতেছে হুবহু মুযাবানা তথা কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর পাঁচ ওয়াসাক-এর কমের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি উহা পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাক-এর বেশীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তবে ইহা মুযাবানা হইবে যাহা হারাম। (প্রকাশ থাকে যে, সাড়ে তিন সের-এ এক সা' হয় আর ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়)।

(২) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে আরায়া হইল জনৈক ব্যক্তিকে একটি গাছের খেজুর দান করা। অতঃপর উক্ত খেজুর দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিয়া দেওয়া। তাঁহার মতে পাঁচ ওয়াসাক-এর কমের মধ্যে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয।

(৩) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ মতে 'আরায়া' হইল কোন এক ব্যক্তি স্বীয় বড় বাগানের দুই একটি গাছের খেজুর কোন একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করা। অতঃপর দানসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তি বাগানে যাতায়াতের কারণে

দাতার কিছু অসুবিধা দেখা দিল। তখন দাতা হেবাকৃত গাছের ঝুলন্ত খেজুরকে অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া নেওয়া জায়িয আছে। কিন্তু এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় কেবল চারটি শর্তে জায়িয। (ক) ফল পরিপক্ক হইতে হইবে। (খ) পাঁচ ওয়াসাক কিংবা ইহার কমের মধ্যে হইতে হইবে। ইহার বেশীতে জায়িয নাই। (গ) যেই শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর ক্রয় করা হইয়াছে। উহা গাছের খেজুর কর্তন করিবার সময় দিবে। আগে দিয়া দিলে জায়িয হইবে না। আর শুকনা খেজুরগুলি ثمر العرية -এর প্রকারের হইতে হইবে।

(৪) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে عرايا -এর তাফসীর উহাই যাহা ইমাম মালিক (রহঃ) করিয়াছেন। তবে পার্থক্য হইতেছে যে, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে হেবার মধ্যে موهوب له (দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি) হস্তগত করা শর্ত নহে; বরং কথার দ্বারা সে মালিক হইয়া যায়। তাই দাতা অসুবিধা হইতে বাঁচার জন্য শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত খেজুর ক্রয় করিতে পারিবে এবং ইহাকে بيع বলা হইবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে হেবা পরিপূর্ণ হইবার জন্য হস্তগত (কব্জা) করা শর্ত। কাজেই গাছের খেজুর কর্তন করিয়া موهوب له (হেবা তথা দান প্রাপ্ত ব্যক্তি) কে প্রদানের পূর্বে সে উহার মালিক হয় না; বরং দাতাই উহার মালিক থাকে। তাই পরে যখন দাতা গাছের তাজা খেজুরকে নিজের পরিবারের জন্য রাখিবার ইচ্ছা করে তখন তিনি ফকীরকে উক্ত পরিমাণ শুকনা খেজুর দান করেন। ইহা মূলত بيع (ক্রয়-বিক্রয়) নহে; বরং ইহা استبدال موهوب بموهوب اخر قبل ان يقبضه الموهوب له (দান প্রাপ্ত ব্যক্তি কব্জা করিবার পূর্বে দাতা কর্তৃক এক (তাজা খেজুর) দানের বদলায় অপর (শুকনা খেজুর) দান করা মাত্র। অবশ্য লেন-দেনের আকারটি بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর সাদৃশ্য হওয়ায় হাদীছ শরীফে রূপকভাবে بيع العرايا বলা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, 'আরায়া' بيع (ক্রয়-বিক্রয়) হইলে ইমাম মালিক (রহঃ) ইহা জায়িয হইবার জন্য চারটি শর্তে শর্তায়িত করিতেন না; বরং مطلقا (ব্যাপকভাবে) জায়িয বলিতেন।

(৫) ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম বিন সালাম (রহঃ)-এর মতে আরায়া হইল, কোন ব্যক্তি নিজের বাগানের ফল বিক্রয়ের সময় নির্দিষ্ট করিয়া কয়েকটি গাছের ফল বিক্রি হইতে বাদ রাখিল। যাহাতে সে এই নির্দিষ্ট গাছের তাজা ফল নিজে এবং পরিবারের লোকজন খাইতে পারে। আর এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী عرايا কে عرايا এই জন্য বলা হয় যে, তাহা বিক্রিত ফলদার গাছসমূহ হইতে আলাদা রাখা হইয়াছে।

عرايا -এর অনুমতি দেওয়ার হিকমত ঃ দুঃস্থ ও মিসকীন লোকজন যাহাদের অর্থকড়ি নাই। অথচ তাজা খেজুরের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ থাকিত প্রচুর। আর তাহাদের কোন গাছ না থাকিবার কারণে তাজা খেজুর থাকিত না। তবে তাহাদের কাছে শুকনা খেজুর থাকিত। ফলে খেজুরের মৌসূমে তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিয়া মনের চাহিদা প্রকাশ করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করার অনুমতি দিলেন। যাহাতে তাহারা অন্যান্য ধনী লোকদের সহিত তাজা খেজুর খাওয়ার মধ্যে অংশীদার হইতে পারে। এই কারণেই ব্যবসা কিংবা সঞ্চয় করার জন্য এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই।

সারসংক্ষেপ ঃ আয়িম্মায়ে ছালাছা এবং ইমাম আবূ উবায়দ (রহঃ) তাহারা সকলেই মনে করেন, হারাম মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয় হইতে আরায়া লেনদেনকে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে এইরূপ লেনদেন যদি পাঁচ ওয়াসাকের বেশী কিংবা পাঁচ ওয়াসাক হয় তবে مزابنه হিসাবে বিবেচিত হইবে। আর পাঁচ ওয়াসাকের কম হইলে আরায়া হইবে। আর ইমাম আহমদ (রহঃ) ইহাকে موهوب له (দান প্রাপ্ত ব্যক্তি) দানকৃত বস্তুকে দাতা ছাড়া অন্য কাহারও নিকট বিক্রি করার সহিত খাস করিয়াছেন। আর ইমাম মালিক (রহঃ) ইহাকে দান প্রাপ্ত ব্যক্তি দাতার কাছে বিক্রি করার সহিত খাস করেন। আর ইমাম আবূ উবায়দা (রহঃ) ইহাকে কোন ব্যক্তি নিজ বাগানের ফলদার গাছ বিক্রির সময় নির্দিষ্ট কয়েকটি গাছ বিক্রি হইতে বাদ রাখিয়া নিজ ও পরিবারের জন্য রাখিয়া দেওয়ার সহিত খাস করেন। অতঃপর তাহার জন্য জায়িয আছে যে, ইহাকে কোন দরিদ্রের কাছে অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে এই তাজা খেজুর বিক্রি করিয়া দেওয়া।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, বস্তুতভাবে عرايا ক্রয়-বিক্রয়ই নহে। ইহা কেবল আকার আকৃতিতে بيع (ক্রয়-বিক্রয়)। মূলতঃ ইহা এক (তাজা খেজুর) দানের বদলায় অপর (শুকনা খেজুর) দান স্বরূপ (استبدال موهوب بموهوب اخر حقيقة)। কাজেই মুযাবানা হইতে আরায়াকে যে استثناء (ব্যতিক্রম) করা হইয়াছে। ইহা আয়িম্মায়ে ছালাছার মতে استثناء متصل আর আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে استثناء منقطع হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তাফসীরের প্রাধান্যতা

لغة - رواية এবং دراية সকল দিকের বিবেচনায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাখ্যাই প্রাধান্য প্রাপ্ত।

عرايا শব্দটি عرية- -এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী النخلة يعطى ثمرها لمحتاج (খেজুর গাছের ফল কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করা)ই হইতেছে আরিয়্যা। ইমাম আবূ উবায়দা (রহঃ) বলেন, আরিয়্যা হইতেছে সেই খেজুর গাছ যাহাকে উহার মালিক কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে তাজা ফল খাওয়ার জন্য প্রদান করা। আর কেহ বলেন, আরায়া হইল কোন ধনী ব্যক্তি কোন এক ফকীর ব্যক্তিকে বলিল, এই একটি কিংবা দুইটি খেজুর গাছের ফল তোমাকে প্রদান করা হইল। তবে মূল গাছ আমারই থাকিবে। আল্লামা আযহারী (রহঃ) বলেন, আরায়া হইতেছে কোন ধনী ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে খেজুর গাছের তাজা ফল আহার করার জন্য আলাদা করিয়া দেওয়া। ইহা بيع (বিক্রয়) নহে; বরং অনুগ্রহ করা এবং কল্যাণ কামনা করা। সালিহ বিন আহমদ (রহঃ) স্বীয় পিতা আহমদ হইতে নকল করেন যে, আরায়া হইতেছে নিকটাত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীকে তাজা ফল খাওয়ার জন্য খেজুর গাছ আলাদা করিয়া দেওয়া। ইহাতে সদকা ওয়াজিব হয় না।

উপরিউক্ত আহলে লুগাতের কথাসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খেজুর গাছের ফল হেবা করাকেই عرية বলে। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অভিমতের স্বপক্ষে তাকাললুফ ছাড়া আহলে লুগাতের কোন কওল পাওয়া যায় না।

رواية- -এর দিক দিয়া ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা প্রাধান্য রহিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি রিওয়ায়ত উদ্ধৃত করা হল।

(ক) আলোচ্য অনুচ্ছেদের আগত হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়তে আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا -

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া পদ্ধতির অনুমতি দিয়াছেন। বাড়ীর মালিক 'আরায়া' করা ফল অনুমান করিয়া খুরমার বিনিময়ে রাখিতে পারে তাজা রসযুক্ত খেজুর খাওয়ার জন্য)। এই রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, তাজা খেজুর গ্রহীতা হইল বাগানের মালিক। তাহারাই শুকনা খেজুর দিয়া তাজা খেজুর নিয়া থাকে। এই রিওয়ায়ত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতের স্বপক্ষের দলীল। কেননা, তাজা খেজুরের গ্রহীতা বাগানের মালিককে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে তাজা খেজুর গ্রহীতা ফকীর মিসকীন, বাগানের মালিক নহে।

(খ) তহাভী শরীফের রিওয়ায়তে আছে -

عن زيد بن ثابت رض رخص فى العرايا فى النخلة او النخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصها تمرا-

(হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক দুইটি খেজুর গাছের ফল আরায়া করিবার অনুমতি দিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি হেবা করিয়া দিবে। অতঃপর অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয় করিয়া নিবে)। ইমাম তহাভী (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) সেই সকল রাবীদের একজন যাহারা 'আরায়া' রুখসত তথা অনুমতির হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা হেবা তথা দান। (ক্রয়-বিক্রয় নহে)।

(গ) সহীহ বুখারী শরীফে হযরত সাহল বিন হাছমা হইতে বর্ণিত আছে -

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر و رخص فى العرية ان تباع بخرصها يأكل اهلها رطبا -

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আরিয়্যা-এর অনুমতি দিয়াছেন যে, দাতা স্বীয় পরিবার বর্গ তাজা ফল খাওয়ার জন্য অনুমানের ভিত্তিতে খুরমার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিবে)। এই হাদীছে الاهل (পরিবার) শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় খেজুর গাছের মালিকই তাজা খেজুর আহারকারী। আর এই ব্যাখ্যা কেবল ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা মতে প্রযোজ্য হয়। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা মতে তাজা খেজুর আহারকারী অন্য লোক, খেজুর গাছের মালিক নহে।

(ঘ) অনেক হাদীছ ও আছার দ্বারা প্রমাণিত যে, বাগানের ফল ফলাদিতে অনুমানের ভিত্তিতে যেই পরিমাণ সদকা ওয়াজিব হইত উহার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রেরণ করিয়া এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, আনুমানিক হিসাবকরণ হইতে যেন আরিয়্যাকে ব্যতিক্রম রাখে। কেননা, ইহাতে সদকা ওয়াজিব হয় না। সদকা হইতে আরিয়্যাকে استثناء (ব্যতিক্রম) রাখার যথার্থতা ঐ সময় প্রমাণিত হইবে যখন ইহার ঐ ব্যাখ্যা করা হইবে যেই ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) করিয়াছেন। কেননা এতদুভয় হযরাতের মতে আরিয়্যা হইল মালিক কর্তৃক ফকীর মিসকীনকে হেবা (দান) করা। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عريه কে صدقه হইতে استثناء করিয়াছেন। কেননা, ইহা স্বস্থানে (ফকীর-মিসকীনদের হাতে) পৌছিয়া গিয়াছে। ফলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা মতে এই استثناء -এর কোন অর্থ থাকে না।

درايت (রিওয়ায়তকে যুক্তিগত ধাচে পেশ করার মূলনীতি)-এর দিক দিয়াও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় প্রাধান্য রহিয়াছে। কেননা, مزابنه হইতেছে ربا (সূদ)-এর প্রকারসমূহের এক প্রকার। আর ربا (সূদ) হারাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদ ও মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত। আর সুদের মুআমালায় কম ও বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কমও হারাম বেশীও হারাম। আর শরীআতে এমন কোন উদাহরণ নাই যে, শুধু খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খাওয়ার জন্য ربا (সূদ) হালাল হইয়া যাইবে। সুতরাং ইহা কীভাবে হইতে পারে যে, একই ধরণের লেনদেন পাঁচ ওয়াসাকের কম হইলে আরিয়্যা হিসাবে জায়িয হইবে আর পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচ ওয়াসাকের বেশী হইলে مزابنه ক্রয়-বিক্রয় হইয়া হারাম এবং সূদ হইবে। অথচ সূদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যুদ্ধের ঘোষণা রহিয়াছে। যদি কোন খবরে ওয়াহিদসমূহের দ্বারা ربا (সূদ)-এর মুআমালায় হালাল বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক যথার্থ তাভীল করা ওয়াজিব হইবে। যদিও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তাহা তাভীলে বায়ীদ হয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাখ্যাই অভিধান, রিওয়ায়ত এবং দিরায়াত-এর দৃষ্টিতে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ - (তাকমিলা ১ম - ৪০৭-৪১৪)

(৩৭৬০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ

(৩৭৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যার মালিককে এই অনুমতি দিয়াছেন যে, সে আরায়াকৃত গাছের তাজা খেজুর অনুমান করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করিতে পারিবে।

(৩৭৬১) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

(৩৭৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরায়া’ পদ্ধতির অনুমতি দিয়াছেন। বাড়ীর মালিক আরায়াকৃত গাছের ফল অনুমান করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রাখিতে পারিবে। তাজা খেজুর আহার করার জন্য।

(৩৭৬২) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৭৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... নাফি’ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭৬৩) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

(৩৭৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, খেজুর গাছের ‘আরিয়্যা’ হইল নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছের খেজুর কোন কওমকে দান করা। অতঃপর তাহারা উক্ত গাছগুলির খেজুর অনুমান করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ (নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছের খেজুর কোন কওমকে হেবা তথা দান করা)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আরিয়্যা হইতেছে হেবা, বিক্রয় নহে। তবে এই স্থানে ক্রেতা নির্দিষ্ট নাই। কাজেই ক্রেতা যদি দাতা হন তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার পক্ষে দলীল। আর যদি অন্য কেহ হয় তবে ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার পক্ষে দলীল। -(তাকমিলা ১ম -৪১৭)

(৩৭৬৪) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

(৩৭৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহঃ) তিনি ... হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরিয়্যা’ পদ্ধতির লেনদেন (গাছের খেজুর) অনুমানের ভিত্তিতে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। রাবী ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, আরিয়্যা হইতেছে নিজ পরিবার পরিজনকে তাজা খেজুর খাওয়ানোর জন্য গাছে ঝুলন্ত খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাপ করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া রাখা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ (রাবী ইয়াহইয়া বলেন, আরিয়্যা হইতেছে নিজ পরিবার পরিজনকে .... ক্রয় করিয়া রাখা)। এই শব্দটি যদিও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার পক্ষে দলীল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। -(তাকমিলা ১ - ১৭)

(৩৭৬৫) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلا

(৩৭৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে গাছের তাজা খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া পরিমিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করার অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- بِخَرْصِهَا كَيْلًا অর্থাৎ ان التمر يعطى كيلا والرطب خرصا (শুকনা খেজুর দিবে পরিমাপ করিয়া এবং গাছের তাজা খেজুর দিবে অনুমান করিয়া)। কেননা, খুরমা কর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে আর তাজা খেজুর রহিয়াছে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায়। -(তাকমিলা ১ম -৪১৭)

(৩৭৬৬) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا

(৩৭৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহঃ) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহঃ) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, তাহা অনুমান করিয়া গ্রহণ করিবে।

(৩৭৬৭) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا قَالَ نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِيه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

(৩৭৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' ও আবূ কামিল (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহঃ) তিনি ... নাফি' (রহঃ) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরায়া' পদ্ধতির লেনদেন অনুমানের ভিত্তিতে করার অনুমতি দিয়াছেন।

(৩৭৬৮) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

(৩৭৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহঃ) তিনি ... সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরের বিনিময়ে (গাছে ঝুলন্ত) তাজা খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ইহাই সূদ, ইহাই মুযাবানা। তবে তিনি আরিয়্যাকৃত দুই একটি খেজুর গাছের তাজা খেজুর বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। বাড়ীর (বাগানের) মালিক গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুরের পরিমাণ অনুমান করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রাখিয়া দিবে এবং তাহারা গাছের তাজা খেজুর খাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اهل دارهم অর্থাৎ বনী হারিছা আর دار দ্বারা মহল্লা মর্ম। (নওয়াভী) -(তাকমিলা ১ম - ৪১৮)

مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ (তাহাদের মধ্যে সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ))। حـثـمـة নামটি ح বর্ণে যবর এবং ث বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। হযরত আবূ হাছমা (রাযিঃ) বাবলা গাছের নীচে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদর ছাড়া সকল জিহাদে তিনি উপস্থিত ছিলেন। উহুদের রাত্রিতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। আর তাহার ছেলে হযরত সাহল (রাযিঃ) ছোট সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের দিন তাহার বয়স ছিল আট বৎসর। (তাহযীব) -(তাকমিলা ১ম -৪১৮)

(৩৭৬৯) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا

(৩৭৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... বুশায়র বিন ইয়াসার (রহঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী হইতে। তাঁহারা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরিয়্যাকৃত খেজুর গাছের তাজা খেজুর অনুমান করিয়া শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

(৩৭৭০) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرِّبَا الزَّبْنَ و قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ الرِّبَا

(৩৭৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা .... বুশায়র বিন ইয়াসার (রহঃ) হইতে, তিনি স্বীয় মহল্লায় বসবাসকারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন সাহাবী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সুলায়মান বিন বিলাল (রহঃ)-এর বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইসহাক ও ইবন মুছান্না (রহঃ) الربا (সূদ)-এর স্থলে الزبن (বাধা) বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ ওমর (রহঃ) الربا (সূদ) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الزبن -এর অর্থ الدفع (বাধা দেওয়া, বারণ করা, প্রতিহত করা, দূর করা ও প্রত্যাখ্যান করা প্রভৃতি)। এই অনুচ্ছেদের প্রথমে ৩৭৫৯ নং হাদীছের অধীনে مزابنه শব্দের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। -(ZvKwgjv 1g -419)

ফায়দা

عن الثقفى (ছাকাফী হইতে) তিনি আবদুল ওহ্হাব আছ-ছাকাফী বিন আবদুল মজীদ বিন সালত (রহঃ)। তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মদ। -(তাকমিলা - -৪১৮)

(৩৭৭১) وحَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(৩৭৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন নুমায়র (রহঃ) তাহারা .... সাহল বিন আবূ হাছমা (রহঃ) হইতে, তিনি নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপর্যুক্ত বর্ণনাকারীগণের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৭৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالا نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

(৩৭৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও হাসান হুলওয়ানী (রহঃ) তাঁহারা .... রাফি' বিন খাদীজ ও সাহল বিন আবূ হাছমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা তথা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আসহাবে আরায়া ব্যতীত। কেননা, তিনি তাহাদেরকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন।

(৩৭৭৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِــى خَمْسَةِ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ قَالَ نَعَمْ

(৩৭৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া পদ্ধতির লেনদেনে তাজা ফলের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে পাঁচ ওয়াসাকের কম কিংবা পাঁচ ওয়াসাকের মধ্যে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। রাবী দাউদ (রহঃ)-এর এই ব্যাপারে সন্দেহ যে, কথাটি এইভাবে বলিয়াছেন - পাঁচ ওয়াসাক কিংবা পাঁচের কম। তখন রাবী মালিক (রহঃ) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৫৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭৭৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

(৩৭৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহঃ) তিনি ... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইল গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমিত খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং গাছের ঝুলন্ত তাজা আঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমিত শুকনা আঙ্গুর তথা কিসমিসের বিনিময়ে বিক্রি করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَــيْلا অর্থাৎ পরিমিত ওযনের কর্তিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত থাকা তাজা ফল অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা। -(তাকমিলা ১ম -৪২১)

بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَـيْلا (অর্থাৎ পরিমিত ওযনের কর্তিত শুকনা আঙ্গুরের বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত তাজা আঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা)। الـكـرم শব্দটি ر বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত অর্থ আঙ্গুর গাছ। এই স্থানে আঙ্গুর গাছের ফল মর্ম। -(তাকমিলা ১ম -৪২১)

(৩৭৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالا نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

(৩৭৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর মুযাবানা হইল গাছে থাকা তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। পরিমিত কিসমিসের বিনিময়ে গাছের তাজা আঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা এবং ঘরে থাকা পরিমিত গমের বিনিময়ে ক্ষেতের গম অনুমান করিয়া বিক্রি করা।

(৩৭৭৬) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৭৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭৭৭) حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِه

(৩৭৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন মাঈন, হারুন বিন আবদুল্লাহ ও হুসায়ন বিন ঈসা (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইল পরিমিত খুরমার বিনিময়ে গাছে থাকা তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা এবং পরিমিত কিসমিসের বিনিময়ে গাছে থাকা তাজা আঙ্গুর অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা। আর সকল ধরণের ফল অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুযাবানা শুধু খেজুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং প্রত্যেক ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। কাজেই যাবতীয় ফল মুযাবানার পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম হইবে। তবে আরায়াও কি সকল ফলের ক্ষেত্রে বৈধ হইবে, না শুধু খেজুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ? এই সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ আছে। ইমাম আহমদ, লায়ছ এবং আহলে যাহিরের মতে খেজুর ছাড়া অন্যান্য ফলের মধ্যে আরায়া জায়িয নাই। হ্যাঁ, যদি কোন ফলের মধ্যে সূদের হুকুম জারী না হয় তবে উহাতে আরায়া জায়িয। তাহাদের দলীল হইতেছে যে, হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) বর্ণিত (অনুচ্ছেদের ৩৭৫৯ নং) হাদীছের শেষে বলা হইয়াছে ولـم يـرخص فى غـيـر ذلـك (আর ইহা (খেজুর) ছাড়া অন্য কোন ফলের ক্ষেত্রে তিনি আরায়া-এর অনুমতি দেন নাই)। শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতাবলম্বী কতক ফকীহ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাশহুর মতে খেজুরের সহিত আঙ্গুরও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কাজেই তাহাদের মতে খেজুর ও আঙ্গুরের মধ্যে আরায়া জায়িয আছে ও অন্য কোন ফলে জায়িয নাই। কেননা, যাকাত ওয়াজিব হইবার দিক দিয়া আঙ্গুর হইতেছে তাজা খেজুরের মত। আর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে খেজুরের সহিত সেই সকল ফলের মধ্যেও আরায়া জায়িয

যাহা গুদামজাত করা যায়। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন, সকল ফলের মধ্যে আরায়া জায়িয। আর হানাফীগণের মতে আরায়া চুক্তি যেহেতু بيع (ক্রয়-বিক্রয়) নহে এবং মুযাবানাও নহে। তাই সকল ধরণের ফলের মধ্যে ইহা জায়িয। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ - ৪২১-৪২২)

(৩৭৭৮) حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِى رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ

(৩৭৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর আস সা'দী ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইল নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর গাছের চূড়ায় ঝুলন্ত তাজা খেজুরের পরিমাণ অনুমান করিয়া বিক্রি করা- এই শর্তে যে, যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা আমার থাকিবে। আর যদি কম হয় তবে সেই ক্ষতি আমার উপরই বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- إِنْ زَادَ فَلِى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (যদি কম হয় তবে উহা আমার থাকিবে আর যদি বেশী হয় তাহা হইলে সেই ক্ষতি আমার উপরই বর্তাইবে)। ইহা বিক্রেতার কথা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার ক্রেতার কথা হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বিক্রেতার কথা হইলে زاد শব্দের সর্বনাম التمر المجذوذ (গাছ হইতে কর্তিত শুকনা খেজুর)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, কর্তিত শুকনা খেজুরের পরিমাণ যদি অনুমান দ্বারা পরিমাণ নির্ধারিত গাছের মাথায় থাকা তাজা খেজুর হইতে বেশী হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত শুকনা খেজুর আমার থাকিবে। ক্রেতাকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে না। আর যদি কম হয় তবে এই কম নিয়াই থাকিব ক্রেতার নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিব না। আর যদি কথাটি ক্রেতার হয় তাহা হইলে زاد -এর সর্বনাম الثمر المخروص (গাছে থাকা তাজা ফল)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। মর্ম হইবে, গাছে ঝুলন্ত থাকা অনুমিত তাজা খেজুর যদি পরিমিত কর্তিত শুকনা খেজুর হইতে বেশী হয় তবে অতিরিক্ত আমার হইবে। বিক্রেতাকে ইহার ক্ষতিপূরণ দিব না। আর যদি কম হয় তবে কম নিয়াই থাকিব। বিক্রেতার কাছে ক্ষতিপূরণ চাহিব না। ফয়যুলবারী ৩য়- ২৪০ - উমদাতুলকারী ৫ম -৫৩১ -(তাকমিলা ১ম -৪২২)

(৩৭৭৯) وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৭৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী' ও আবূ কামিল (রহঃ) তাঁহারা ... আইয়্যূব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭৮০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ و حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ انَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا

(৩৭৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাগানে যদি খেজুর গাছ থাকে তবে উহার তাজা খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাপ করিয়া পরিমিত খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি আঙ্গুর গাছে থাকে তবে উহার তাজা আঙ্গুর অনুমান দ্বারা পরিমাপ করিয়া পরিমিত কিসমিসের বিনিময়ে

ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি ক্ষেতের শস্য হয় তাহা হইলে উহা অনুমান দ্বারা পরিমাপ করিয়া ঘরে সংগৃহীত সেই জাতীয় পরিমিত শস্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। এ সকল ক্রয়-বিক্রয় হইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। আর কুতায়বা (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে আছে او كان زرعا (অথবা শস্য ক্ষেত হয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثمر حائطه (তাহার বাগানের তাজা ফল)। এই স্থানে الحائط দ্বারা البستان (বাগান) মর্ম। ইহার বহুবচন حوائط হয়। আর الحائط যাহা الجدار (দেয়াল)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় উহার বহুবচন حيطان আসে। -(তাকমিলা ১ম -৪২২)

بكيل طعام অর্থাৎ من جنس الزرع (এক জাতীয় শস্য হইতে হইবে)। কেননা, এক জাতীয় শস্য না হইলে নগদে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয আছে। আর ঘরে সংগৃহীত পরিমিত শস্যের বিনিময়ে ক্ষেতের শস্য অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে মুহাকালা বলে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৭৫৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ১ম -৪২৩)

(৩৭৮১) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ ح قَالَ وحَدَّثَنِى ابْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ ح قَالَ وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(৩৭৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফী' (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা .... নাফি' (রহঃ) হইতে এই সনদে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ফলন্ত খেজুর গাছ বিক্রি করার বিবরণ

(৩৭৮২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

(৩৭৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পরাগযুক্ত কোন খেজুর গাছ বিক্রি করে সেই গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য। অবশ্য ক্রেতা যদি খেজুর নেওয়ার শর্ত করিয়া থাকে তবে খেজুর তাহার হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ أُبِّرَتْ (পরাগযুক্ত)। أبرت শব্দটি التابير হইতে مجهول-এর সীগা। تابير বলা হয়, নর খেজুর গাছের রেণু মাদী খেজুর গাছের রেণুর সহিত সংযুক্ত করা যাহাতে ফল বেশী হয়। أبرت শব্দটি مجرد باب-এর نصر হইতে এবং مزيد فيه এর باب تفعيل হইতে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের অর্থ একই।

فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ (সেই গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য)। আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে আলিমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যদি পরাগযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা হয় তাহা হইলে বিক্রেতা এই খেজুরের মালিক থাকবে। তবে ক্রেতা যদি চুক্তির সময় খেজুরের শর্ত করে তবে সে খেজুরের প্রাপ্য হইবে। আর যদি পরাগযুক্ত করিবার পূর্বে খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ইহার হুকুম সম্পর্কে হানাফিয়া এবং শাফিইয়্যার মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে এই পদ্ধতিতে খেজুরের প্রাপ্য ক্রেতা হইবে। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছের

مـفـهـوم مـخـالـف (বিপরীত মর্ম)-এর দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন যে, পরাগযুক্ত করিবার পরে বিক্রি করিলে যেহেতু খেজুরের প্রাপ্য বিক্রেতা হয় সেহেতু (বিপরীত মর্মে) পরাগযুক্ত করিবার আগে বিক্রি করিলে খেজুরের প্রাপ্য ক্রেতা হইবে। আর হানাফিয়া মতাবলম্বীগণ ও ইমাম আওযায়ী (রহঃ)-এর মতে এই পদ্ধতিতেও বিক্রেতাই খেজুরের মালিক থাকিবে। ইহাদের মতে مـفـهـوم مـخـالـف দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কাজেই হানাফীগণের মতে পরাগযুক্ত করিবার আগে এবং পরের হুকুম একই। বিক্রেতাই ইহার মালিক থাকিবে। তবে ক্রেতা ফলের শর্ত করিলে ভিন্ন কথা। আর এই মতানৈক্যের আলোচনা খুবই দীর্ঘ বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আহনাফ ও শাফেয়ীর মতে তেমন কোন বিরোধ নাই। ইহা نـزاع لـفـظـى (শাব্দিক মতানৈক্য) মাত্র। কেননা, শাফেয়ীগণের মতেও হাদীছ শরীফে تـابـيـر (পরাগযুক্ত) দ্বারা ظـهـور ثـمـره (ফল প্রকাশ হওয়া) মর্ম। অর্থাৎ ফল যদি প্রকাশ পাইয়া যায় চাই পরাগযুক্ত করিবার দ্বারা কিংবা পরাগযুক্ত ছাড়া তাহা হইলে খেজুর বিক্রেতার থাকিবে। তবে ক্রেতা শর্ত করিলে সে খেজুরের মালিক হইবে। আর অধিকাংশ হানাফীগণও تـابـيـر দ্বারা ظـهـور ثـمـره ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কাজেই হানাফীগণের মতে ফল প্রকাশ পাইয়া থাকিলেই উহা বিক্রির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর প্রকাশ পাইবার পূর্বে বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কাজেই বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই মাসআলায় উভয় মাযহাবের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। -(তাকমিলা ১ম - ৪২৩-৪২৪)

إِلَّا أَنْ يَـشْتَرِطَ الْمُبْتَـاعُ (তবে ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে তবে সে পাইবে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন শর্ত যদি عـقـد (বিক্রয়)-এর চাহিদার খেলাফ না হয় তবে বিক্রয় ফাসিদ হইবে না। কেননা, খেজুর গাছ বিক্রয়ের মধ্যে ফলের শর্তটি বস্তুতভাবে مـبـيـع (বিক্রিত বস্তু তথা খেজুর গাছ)-এর মধ্যে অতিরিক্ত। ফলে عـقـد الـبـيـع (বিক্রয় চুক্তি)-এর চাহিদার খেলাফ নহে। কাজেই এইরূপ শর্ত করা জায়িয। -(তাকমিলা ১ম -৪২৫)

(৩৭৮৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَـالَ نَـا أَبِـى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نَـا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِىَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِى اشْتَرَاهَا

(৩৭৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন পরাগযুক্ত খেজুর গাছ যদি মূলসহ কেহ ক্রয় করে এবং ক্রেতা যদি খেজুর পাওয়ার শর্তারোপ না করিয়া থাকে তবে উহার খেজুর পরাগযুক্তকারীই প্রাপ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (হাদীছ নং ৩৭৮২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৭৮৪) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِى أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

(৩৭৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে পরাগযুক্ত

(تابير) করিবার পর মূল গাছটি বিক্রয় করিলে ঐ গাছের খেজুর পরাগযুক্তকারী পাইবে। তবে ক্রেতা খেজুর পাওয়ার শর্ত করিয়া থাকিলে সে খেজুর পাইবে।

(৩৭৮৫) وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৭৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী ও আবূ কামিল (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... নাফি’ (রহঃ) হইতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৭৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالا انَا اللَّيْثُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

(৩৭৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি পরাগযুক্ত খেজুর গাছ খরিদ করিবে সে যদি উক্ত গাছের খেজুর পাওয়ার শর্ত না করে তাহা হইলে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার থাকিবে। আর কেহ যদি মালদার গোলাম খরিদ করে এবং উক্ত গোলামের মাল পাওয়ার শর্ত না করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই মাল বিক্রেতারই থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ (উক্ত গোলামের মাল সেই ব্যক্তির থাকিবে যে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে)। অর্থাৎ ক্রেতা মাল পাওয়ার শর্তারোপ না করিলে বিক্রেতা মুনীবই মালের মালিক থাকিবে। এই স্থলে দুইটি মাসআলা রহিয়াছে।

(১) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর قول قديم অনুযায়ী আলোচ্য হাদীছে যে مال (মাল)কে غلام (কৃতদাস)-এর দিকে اضافت (সম্বন্ধ) করা হইয়াছে। ইহা ملكيت (মালিক হওয়া)-এর দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। অর্থাৎ গোলামও কোন বস্তুর মালিক হইতে পারে যখন তাহার মুনীব তাহাকে মালিক বানাইয়া দেয়। অবশ্য গোলামকে কোন বস্তুর মালিক করিয়া দেওয়ার পর যদি মুনীব উক্ত গোলামটিকে বিক্রি করে তবে মাল বিক্রেতা মুনীবেরই প্রাপ্য। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা মালের শর্তারোপ করে তবে ক্রেতা মালের প্রাপ্য হইবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর قول جديد অনুযায়ী গোলাম কোন বস্তুর মালিক হইতে পারে না। কাজেই এই হাদীছের اضافت (সম্বন্ধ) ملكيت (মালিক হওয়া)-এর দৃষ্টিতে নহে; বরং মুনীবের সম্মতিতে কিছু মাল দ্বারা বিশেষভাবে সে উপকৃত হয় এবং তাহার যিম্মায় রহিয়াছে বলিয়া বাহ্যিকভাবে তাহাকে মালদার বলা হইয়াছে। যেমন বলা হয় سرج الفرس ও جل الدابة ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে মুনীবের কিছু মাল গোলামের হাতে রহিয়াছে। কাজেই গোলাম বিক্রির সময় উক্ত মাল বিক্রেতা মুনীবেরই থাকিয়া যাইবে। হ্যাঁ, ক্রেতা যদি উক্ত মালের শর্তারোপ করে তবে ক্রেতা পাইবে। কেননা, শরীয়ত গোলামের মালিকানা স্বীকৃতি দেয় না। সে নিজেই তো মুনীবের মালিকানাধীন (مملوك)। ফলে তাহার মালের মালিকও মুনীবই হইবে।

(২) এই বিষয়ে একমত যে, বিক্রির সময় গোলামের কাছে যদি কোন মাল (মালিকানারূপে (যেমন ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন) কিংবা কজায় (যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে) থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা

তথা মুনীব উহার মালিক থাকিবে। আর যদি ক্রেতা বিক্রয় চুক্তির সময় মালের শর্তারোপ করে তাহা হইলে ক্রেতা প্রাপ্য হইবে। তবে ক্রেতার শর্ত কিরূপ হইবে? ইহার ব্যাখ্যায় ফকীহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, ব্যাপকভাবে (مطلقا) শর্তারোপ করা যাইবে। চাই গোলামের মাল মূল্য (ثمن) জাতীয় হউক কিংবা অন্য কিছু, চাই তাহার মাল তাহার মূল্য হইতে কম হউক কিংবা বেশী। কেননা, আলোচ্য হাদীছ কয়েদহীন ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আর আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, এমন শর্তারোপ করা জায়িয আছে যাহাতে সূদ (ربا) -এর সম্ভাবনা না থাকে। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি গোলামের কাছে দিরহাম থাকে তাহা হইলে গোলাম ও গোলামের মাল দিরহামসমূহকে দিরহামসমূহ দ্বারা ক্রয় করা যাইবে না; বরং দীনারসমূহ দ্বারা ক্রয় করিতে হইবে। আর যদি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সমূহ থাকে তাহা হইলে গোলাম ও গোলামের দীনারসমূহকে স্বর্ণ মুদ্রা (দীনার) দ্বারা ক্রয় করা যাইবে না। -(নওয়াভী ও ফতহুল বারী) আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, গোলামের কাছে সংরক্ষিত মাল যদি ثمن (মূল্য) জাতীয় ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহা হইলে ব্যাপক (مطلقا) শর্ত করা জায়িয। আর যদি সংরক্ষিত মাল ثمن (মূল্য) জাতীয় হয় যেমন গোলামের কাছে দিরহাম আর তাহাকে বিক্রি করা হইতেছে দিরহামের বিনিময়ে তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে ক্রেতার শর্তারোপ করার জন্য শর্ত আছে। শর্ত হইতেছে গোলামের কাছে সংরক্ষিত উক্ত মাল তাহার মূল্য ثمن হইতে কম হইতে হইবে যাহাতে মূল্য ثمن -এর কিছু অংশ তাহার মালের মুকাবালায় সমান পরিমাণ করা যায়। আর বাদবাকী অংশ গোলামের মূল্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে। যেমন গোলামের কাছে সংরক্ষিত মাল আছে পাঁচশত দিরহাম আর তাহাকে বিক্রি করা হইতেছে ছয়শত দিরহামে তাহা হইলে বিক্রয় (بيع) সহীহ হইবে। তখন একশত দিরহাম গোলামের মূল্য (ثمن) হইবে আর বাকী পাঁচশত দিরহাম হইবে তার কাছে রক্ষিত পাঁচশত দিরহামের মুকাবালায়। কিন্তু যদি গোলামের কাছে সংরক্ষিত মাল এবং তাহার মূল্য (ثمن) সমান সমান হয় কিংবা তাহার কাছে সংরক্ষিত মাল তাহার মূল্য (ثمن) হইতে বেশী হয় তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে সূদ হইবার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যাইবে। যেমন গোলামের কাছে সংরক্ষিত মাল আছে পাঁচশত দিরহাম কিংবা ছয়শত দিরহাম এখন যদি গোলামকে তাহার মালসহ পাঁচশত দিরহামে বিক্রি করা হয় তাহা হইলে পাঁচশত দিরহামের মুকাবালা পাঁচশত দিরহাম দেওয়া হইল। এই অবস্থায় গোলাম মূল্য ব্যতীত থাকিয়া কিংবা গোলাম ও একশত দিরহাম বিনিময় ব্যতীত থাকিয়া সূদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ১ম - ৪২৬-৪২৭)

(৩৭৮৭) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ انَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৭৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবী শায়বা এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৭৮৮) وحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

(৩৭৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি।

بَاب النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে ফল বিক্রি ও মুআওমা অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্য ক্রয় বিক্রয় নিষেধ-এর বিবরণ

(৩৭৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

(৩৭৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আরায়া ছাড়া দীনার ও দিরহামের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْمُخَابَرَةِ (এবং মুখাবারা হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। উল্লেখ্য যে, মুযাবানা, মুহাকালা ও بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -এর ব্যাখ্যা হাদীছ নং ৩৭৫৭ এবং ৩৭৫৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আর مخابرة এবং مزارعة একই অর্থ। আলোচ্য হাদীছে এতদুভয়ের মর্ম হইতেছে যে, উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশের বিনিময়ে জমিন বর্গা দেওয়া। কেহ কেহ مخابرة ও مزارعة- এর মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, জমিনের মালিক বীজ সরবরাহ করিলে مزارعة আর যদি বর্গাচাষী নিজে বীজ সংগ্রহ করে তবে مخابرة বলে। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহঃ) এই পার্থক্য খন্ডন করিয়া বলেন, সহীহ অভিমত হইতেছে উভয়টি একই অর্থ বহন করে। ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

অতঃপর مخابرة শব্দটি خبر হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ জমি চাষ করা। আর কেহ বলেন, ইহা الخبار (خ বর্ণে যবর দ্বারা) হইতে গঠিত। অর্থ নরম জমিন। আর কেহ বলেন, ইহা الخبرة (خ বর্ণে পেশ দ্বারা) হইতে গঠিত। ইহার অর্থ نصيب (অংশ)। আর ইবনুল আ'রাবী (রহঃ) বলেন, مخابرة শব্দটি خيبر হইতে গঠন করা হইয়াছে। কেননা, এই পদ্ধতির মুআমালা সর্বপ্রথম খায়বর এলাকায় সংঘটিত হইয়াছিল। مخابرة এবং مزارعة এর হুকুম পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইনশা আল্লাহু তা'আলা বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (আর আরায়া ছাড়া দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাইবে না)। ইহা الحصر الاضافى بالنسبة الى الجنس المبيع হইয়াছে। আর ইহার মর্ম হইতেছে যে, গাছে ঝুলন্ত ফল অনুমান দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া সেই জাতীয় সংগৃহীত পরিমিত ফলের বিনিময়ে ক্রয় করা জায়িয নহে। কেননা, ইহাতে বেশী কম হইয়া সূদের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। হ্যাঁ, যদি এক জাতীয় ফলের বিনিময়ে অন্য জাতীয় ফল নগদে বিক্রয় করে তবে বিক্রয় জায়িয হইবে। আর যদি عروض (মুদ্রার) দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করে তবে বাকীতেও জায়িয। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে শুধু দীনার (ذهب) এবং দিরহাম (فضة) উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, লোকেরা সাধারণতঃ এই সকল মুদ্রা দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। অন্যথায় সকল প্রকার عروض (মুদ্রা)-এর বিনিময়ে ফল ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবার বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। -(তাকমিলা ১ম - ৪২৯)

(৩৭৯০) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ انَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ انَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

(৩৭৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৭৯১) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ انَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ الثَّمَرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِى الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

(৩৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম আল হানযালী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা, মুহাকালা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হইবার পূর্বে ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আরায়া ছাড়া দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাইবে না। রাবী আতা (রহঃ) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের উক্ত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে হযরত জাবির (রাযিঃ) আমাদেরকে ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। মুখাবারা হইল এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খালি জমিন প্রদান করা। অতঃপর সে উহাতে ফসল উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন ফসলের অংশ (মালিক) গ্রহণ করে। আর মুযাবানা হইল গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমিত শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকালা হইল ফসলের মধ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতে লেনদেন করা অর্থাৎ ক্ষেতের বিদ্যমান শস্যকে অনুমানের ভিত্তিতে সংগৃহীত পরিমিত শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ (খালি জমিন) অর্থাৎ শস্যহীন শূন্য ক্ষেত। -(তাকমিলা ১ম - ৪২৯)

(৩৭৯২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ انَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ قَالَ نَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

(৩৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা

করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা এবং খেজুর মেটে লাল কিংবা হালকা হলুদ বর্ণ কিংবা খাওয়ার উপযোগী হইবার পূর্বে খরিদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মুহাকালা হইল ক্ষেতের শস্য অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। মুযাবানা হইল গাছের ঝুলন্ত অনুমিত তাজা খেজুরের বিনিময়ে কয়েক ওয়াসাক শুকনা খেজুর বিক্রি করা। আর মুখারাবা হইল এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ কিংবা অনুরূপ নির্দিষ্ট কোন অংশ ফসলের বিনিময়ে বর্গাচাষ করা। রাবী যায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি আতা বিন আবূ রাবাহ (রহঃ)কে জিজ্ঞসা করিলাম, আপনি কি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى تُشْقَهَ (এমনকি মেটে লাল কিংবা হালাকা হলুদ বর্ণ)। অন্য রিওয়ায়তে حَتَّـى تُـشْقِحَ বর্ণিত হইয়াছে। উভয়টি باب الافعـال হইতে। অভিধানে উভয়টি জায়িয। ইহা হইতে الـشـقـح (ش বর্ণে পেশ এবং ق বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত)। হাদীছের রাবী এতদুভয় শব্দের ব্যাখ্যা بالاحمـرار والاصـفـرار দ্বারা করিয়াছেন। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা كـمال الـحـمـرة او الـصـفـرة (পূর্ণ লাল কিংবা পূর্ণ হলুদ) মর্ম নহে; বরং ইহা দ্বারা হালকা লাল ও হালকা হলুদ মর্ম। -(তাকমিলা ১ম -৪২৯)

(৩৭৯৩) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَ نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

(৩৭৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা, মুহাকালা, মুখাবারা এবং ফল পরিপক্ক হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, আমি সাঈদ (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম পরিপক্কের অর্থ কি? তিনি জবাবে বলিলেন, হালাকা লাল বর্ণ কিংবা হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করা এবং ইহা হইতে কিছু আহার করা হইয়াছে।

(৩৭৯৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا

(৩৭৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন ওমর আল-কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুযাবানা, মুআওমা এবং মুখাবারা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী উভয়ের একজন বলেন, কয়েক বৎসরের জন্য বিক্রি করিবার নাম মুআওমা। তিনি নিষেধ করিয়াছেন (مـبـيـع -এর) কিছু অংশ (বিক্রয় হইতে) বাদ দেওয়া হইতে এবং আরায়া করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

والـمـعـاومـة (এবং মুআওমা হইতে)। مـعـاومـة শব্দটি عام হইতে بـاب مـفـاعـلـة -এর মাসদার। অর্থ الـسـنـة (বৎসর)। যেমন مـسـانـهـة শব্দটি الـسـنـة হইতে এবং مـشـاهـرة শব্দটি شـهـر হইতে উদ্ভূত। بـيـع مـعـاومـة বলা হয় নির্দিষ্ট কতগুলি গাছের ফল এক বৎসর কিংবা ইহার হইতে অধিক সময়ের জন্য বিক্রি করা যে, এই নির্ধারিত সময়ে এই নির্দিষ্ট গাছগুলির মধ্যে যেই পরিমাণ ফল আসিবে সবগুলি বিক্রি করা হইল। بـيـع مـعـاومـة ও بـيـع

السنين এতদুভয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, ইহা প্রতারণামূলক বিক্রয় (بيع غرر) যাহা নাজায়িয। অধিকন্তু ইহা এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় যাহাকে আল্লাহ তা'আলা এখনও সৃষ্টি করেন নাই। (বযলুল মজহুদ -৫ ঃ ২৫১) -(তাকমিলা ১ম -৪৩১)

وعن الثنياء (এবং কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইতে)। আর তিরমিযী শরীফে সহীহ সনদে আরও কিছু অতিরিক্তসহ وعن الثنياء الا ان تعلم (এবং কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইতে তবে যদি উহা জ্ঞাত থাকে)। الثنياء শব্দটি ث বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত استثناء (ব্যতিক্রম বুঝানো)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইল বিক্রিত বস্তু হইতে অনির্ধারিত অংশ ব্যতিক্রম রাখা। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ বলা যে, بعتك هذه الصبرة الابعضها (কিছু বাদে এই খাদ্যস্তুপ তোমার কাছে বিক্রি করিলাম)। কিংবা এইরূপ বলা بعتك وهذه الثياب الابعضها (কতক কাপড় বাদে এই কাপড়গুলি তোমার কাছে বিক্রি করিলাম)। এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল বলিয়া গণ্য। হ্যাঁ, যদি ব্যতিক্রম তথা বাদ দেওয়া অংশ নির্ধারিত হয় এবং বিক্রিত বস্তুও সুনির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; বরং জায়িয হইবে। কেননা, তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে আছে الا ان تعلم (তবে যদি জানা থাকে) যেমন এইরূপ বলা যে, بعتك هذه الثياب الا هذا المعين (এই নির্দিষ্ট কাপড়টি বাদে এই কাপড়গুলি তোমার কাছে বিক্রি করিলাম)। এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

আর যদি বাদ দেওয়া (استثناء) অংশ নির্ধারিত বটে কিন্তু এই বাদ দেওয়ার দ্বারা যদি বিক্রিত বস্তু (مبيع) -এর পরিমাণ অজ্ঞাত হইয়া যায় তাহা হইলে এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। যেমন কেহ এইরূপ বলিল بعتك هذه الصبرة من الطعام الا صاعا واحدا (এক সা' খাদ্য ব্যতীত এই খাদ্যের স্তুপ তোমার কাছে বিক্রি করিলাম)। استثناء (বাদ দেওয়া) কৃত অংশ এক সা' যদিও নির্ধারিত বটে কিন্তু مبيع তথা স্তুপের খাদ্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। এই পদ্ধতির বিক্রয় ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং জমহুরে উলামা (রহঃ)-এর মতে ফাসিদ হইয়া যাইবে। কেননা, استثناء (বাদ দেওয়া)-এর পর যাহা বাকী রহিয়াছে তাহা অজ্ঞাত। তবে যদি استثناء (বাদ দেওয়া) অংশ (এর- مبيع) جزء شائع তথা অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি হয়। যেমন এইরূপ বলা بعتك هذه الصبرة الا نصفها (অর্ধেক বাদে এই খাদ্যস্তুপ তোমার কাছে বিক্রি করিলাম) তাহা হইলে بيع জায়িয হইবে। কেননা, استثناء (বাদ দেওয়া)-এর পর যাহা বাকী রহিয়াছে তাহা জ্ঞাত। আর ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, প্রথম পদ্ধতির বিক্রয়ও সহীহ হইবে যদি استثناء (বাদ দেওয়া) অংশ مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। জমহুরে ওলামা (রহঃ)-এর প্রমাণ بيع -এর মধ্যে استثناء করা হইতে নিষেধ করিবার علة (কারণ) হইতেছে مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়া। ইহার দলীল হইতেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الا ان تعلم (তবে যদি জানা থাকে)। সুতরাং যখনই استثناء (বাদ দেওয়া)-এর দ্বারা مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর جهالة (অজ্ঞতা) অত্যাবশ্যক করে তখনই بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হইয়া যাইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম -৪৩১-৪৩২)

(৩৭৯৫) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ

(৩৭৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আলী ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি "কয়েক বছরের জন্য বিক্রি করিবার নাম মুআওমা"-এর উল্লেখ করেন নাই।

بَاب كِرَاءِ الأَرْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ জমি বর্গা দেওয়া-এর বিবরণ

(৩৭৯৬) وحَدَّثَنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ نَا رَبَاحُ بْنُ أَبِى مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ

(৩৭৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে, কয়েক বছরের জন্য বিক্রি করিতে এবং ফল পরিপক্কতা লাভের পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন)। প্রকাশ থাকে যে, এক ব্যক্তির জমি অন্য ব্যক্তির শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের তিনটি পদ্ধতি হইতে পারে।

প্রথম পদ্ধতি ঃ জমি এক ব্যক্তির শ্রম অপর ব্যক্তির। এতদুভয়ে চুক্তি করিল যে, জমি হইতে উৎপাদিত শস্যের নির্ধারিত এক অংশের উপর। যেমন জমির মালিক বর্গাচাষীকে জমি প্রদান করিল এই শর্তে যে, জমি হইতে উৎপাদিত শস্যের দশ মন আমাকে দিবে। এই পদ্ধতি শরীআতের দৃষ্টিতে বাতিল এবং কোন ফকীহ জায়িয মনে করেন বলিয়া আমার জানা নাই। কেননা, ইহার মধ্যে সূদের সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকন্তু জমিতে শস্য উৎপন্ন হইবে কি না তাহা কাহারও জানা নাই। যেমন জানা নাই কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে। তাহা ছাড়া জমিতে কোন কিছু উৎপন্ন না হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে কিংবা উৎপাদন তো হইয়াছে বটে, কিন্তু দশ মনের কম কিংবা শুধু দশ মণ। আর এই নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত করাতে প্রতারণার পর্যায়ভুক্ত সূদের দিকে নিয়া যাইবে।

অথবা জমির মালিক বর্গাচাষীর সহিত জমির এক নির্ধারিত অংশের ফসলের উপর শর্ত করিল যে, জমির অমুক অংশের ফসল আমার, আর বাদ বাকী যাহা থাকিবে তাহা তোমার। ইহাও ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে বাতিল। কেননা, জমির উক্ত নির্ধারিত অংশে ফসল উৎপন্ন হইবার ব্যাপারে সন্দেহাতীত নহে; বরং কেহই জানে না ইহাতে ফসল হইবে কি না? কিংবা বাকী অন্য অংশে শস্য হইবে কি না? এই কারণে ইহা না জায়িয।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ জমি ইজারা দেওয়ার মাসআলা- জমি হইতে উৎপন্ন হইবে না এমন বস্তুর বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কেহ তাহার জমি স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা কিংবা কাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে ইজারা দিল। ইহা চারি ইমাম এবং জমহুরে ফকীহগণ (রহঃ)-এর সর্বসম্মত মতে জায়িয।

পক্ষান্তরে ইমাম তাউস, হাসান বাসরী, ইবন হাযম, আতা, ইকরামা এবং মুজাহিদ প্রমুখের মতে ইজারা ব্যাপকভাবে না জায়িয হারাম। তাঁহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। এই হাদীছে ব্যাপকভাবে জমি বর্গা দেওয়া নিষেধ করা হইয়াছে।

আর জমহুরে ফুকাহা (রহঃ)-এর দলীল এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী ৩৮৩২ নং হাদীছ অর্থাৎ হানযালা বিন কায়স (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তখন আমি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি নিষেধ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হইলে কোন দোষ নাই। তাহা ছাড়া এই অনুচ্ছেদের ৩৮৩৩ নং ৩৮৩৪ নং হাদীছেও স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া বৈধ প্রমাণিত হয়।

উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ نَهِىعَنْ كِرَاءِ الْــأَرْضِ (বর্গাচাষ নিষেধ করা)-এর তাফসীর। আর বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার হাদীছখানা বর্গাচাষের এক বিশেষ পদ্ধতি তথা প্রথম পদ্ধতির লেনদেনের উপর প্রয়োগ হইবে। যাহা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়িয। আর স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি মুদ্রা ও খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড়ের বিনিময়ে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেন নাই; বরং এই অনুচ্ছেদের ৩৮৩৫ নং হাদীছ তথা ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি .... আবদুল্লাহ বিন সায়িব হইতে, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মা'কাল (রহঃ)-এর নিকট হাযির হইলাম এবং মুযারাআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলেন, হযরত ছাবিত (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারাআ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ইজারা দিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ জমি হইতে উৎপাদিত ফসলের جـزء شائـع (অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ)-এর বিনিময়ে বর্গা চাষ করা। যেমন জমির মালিক বর্গাচাষীকে এইরূপ বলা যে, اعطيتك هذه الارض للزراعة على ان ثلث الخارج او ربعه او نصفه لى (আমি তোমাকে এই জমি চাষ করিবার জন্য এই শর্তে দিলাম যে, উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ কিংবা অর্ধেক আমার হইবে)। আর বাদ বাকী তোমার হইবে। এই পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেওয়া জায়িয কি না ফকীহগণের ইখতিলাফ হইয়াছে। আর ইহাতে চারিটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) ইমাম আহমদ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ইহা ব্যাপকভাবে (مطلقا) জায়িয। আর কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী যেমন ইবনুল মানযার, খাত্তাবী এবং মাওয়ারদী (রহঃ) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা আলী, ইবন মাসউদ, সা'দ (রাযিঃ), ওমর বিন আবদুল আযীয, কাসিম বিন মুহাম্মদ, ওরওয়া বিন যুবায়র, আলে আবী বকর, আলে আলী, ইবন সীরীন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, তাউস, আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ, মূসা বিন তালহা, ইমাম যুহরী এবং আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা (রহঃ) প্রমুখের অভিমত। আর ইহা হযরত মুআয (রাযিঃ), হাসান এবং আবদুর রহমান বিন হায়যীদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইমাম ইবন হাযম (রহঃ)-এর অভিমত ইহাই।

দলীল নিম্নোক্ত সহীহ মুসলিম শরীফের ৩৮৪৩ নং হাদীছ ঃ

عن ابن عمر رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع

(হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরবাসীদের উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেকভাগের শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়াছিলেন)। হানাফীগণের ফতোয়া সাহেবায়নের কওলের উপরই। আর نهى (নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহকে مزارعة -এর এক বিশেষ পদ্ধতি তথা প্রথম পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে।

(২) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম যুফার (রহঃ)-এর মতে ইহা ব্যাপকভাবে (مطلقا) না জায়িয। আর ইহা ইমাম ইকরামা, মুজাহিদ এবং ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের দলীল অত্র অনুচ্ছেদের সেই সকল হাদীছসমূহ যাহা عدم جواز المزارعة (মুযারাআ না জায়িয হওয়া) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, مزارعة এবং محاقله প্রতিশব্দ একই মর্ম।

আর সাহেবায়ন (রহঃ)-এর উল্লিখিত خيبر -এর বর্গাচাষ জায়িয হইবার দলীলের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জবাবগুলি শক্তিশালী নহে বলিয়া প্রশ্ন জবাবের মাধ্যমে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা হইল না।

বলাবাহুল্য হানাফী আলিমগণ এই মাসয়ালায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতের বিপরীতে সাহেবায়ন ও জমহুরে সাহাবা ও তাবেঈনের অভিমতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হইতে অদ্যাবধি مزارعة ও مساقات -এর পদ্ধতিতে বর্গাচাষ উম্মতের মধ্যে চালু রহিয়াছে। শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহঃ) স্বীয় ফয়যুল বারী ৩য় -২৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, হিদায়া গ্রন্থকার مزارعة অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন لا تجوز المزارعة والمساقاة عند ابى حنيفة (ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-

এর মতে مزارعة এবং مساقاة জায়িয নহে)। অতঃপর তিনি এই বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়নের বিরোধ সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ নকল করিয়াছেন। হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্যটি আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে যদি বর্গাচাষের এই পদ্ধতি না জায়িযই হয় তবে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারভেদ ও মাসয়ালা মাসায়িল আলোচনা করার প্রয়োজন কিসের? আর ইহা অনেক দিন পর্যন্ত আমার বুঝে আসিতেছিল না। ফলে আমি দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা করিতেছিলাম। এক পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব حاوى القدسى অধ্যয়ন করিয়া দেখিলাম যে, উহাতে আছে যে, كرهما ابوحنيفة ولم ينه عنها اشد النهى (ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ইহাকে মাকরূহ মনে করিতেন এবং খুব তাকীদের সহিত নিষেধ করিতেন না)। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ইহাকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন না। শুধু তিনি মাকরূহ মনে করিতেন।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়িয। যেমন–

(১ম) مزارعة (জমি বর্গাচাষ) مساقات (বাগান বর্গা)-এর অধীনে হইতে হইবে। অর্থাৎ বাগানের গাছসমূহের পার্শ্বের খালি জমি হইতে হইবে। আর খালি জমিকে مساقات -এর অধীনে বর্গাচাষের জন্য দেওয়া জায়িয হইবে। (مساقات হইতেছে বাগানের গাছ এই শর্তে বর্গা দেওয়া যে, ইহা পরিচর্যা ও সেচ কাজ করার বিনিময়ে উহার উৎপাদিত ফলের অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ দেওয়া হইবে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আসিবে)

(২য়) مزارعة ও مساقات উভয়ের বর্গাচাষী (عامل) একই ব্যক্তি হইতে হইবে।

(৩য়) مساقات এবং مزارعة -এর চুক্তি (عقد) আলাদা হইতে পারিবে না; বরং উভয়ের চুক্তি এক সঙ্গে হইতে হইবে। কাজেই কেহ যদি প্রথমে বাগানের গাছের অর্ধেক ফলের শর্তে مساقات -এর চুক্তি করে। অতঃপর বাগানের খালি জমি مزارعة -এর চুক্তি করে তাহা হইলে مزارعة জায়িয হইবে না।

(৪র্থ) চুক্তি ও সময় مزارعة কে مساقات -এর উপর যেন مقدم (আগে) না করা হয়।

(৫ম) গাছের পরিচর্যা ও সেচ কার্য (مساقات) পৃথকভাবে করা এবং খালি জমিতে শস্য উৎপন্ন (مزارعة) পৃথকভাবে করা দুঃসাধ্য হইতে হইবে।

(৬ষ্ঠ) مزارعة -এর ক্ষেত্রে বীজ জমির মালিক দিতে হইবে, বর্গাচাষী নহে।

(৭ম) আর কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী সপ্তম একটি শর্ত করেন যে, مزارعة -এর জমি مساقات -এর জমি হইতে কম হইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সহীহ মতে এই শর্তটি নাই।

(৪) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে مساقات এর অধীনে হইলে مزارعة জায়িয। তবে শর্ত হইতেছে যে, مزارعة -এর জমি مساقات -এর জমির এক তৃতীয়াংশের বেশী না হওয়া। প্রকাশ থাকে যে, শাফেয়ী মাযহাব এবং মালিকী মাযহাবের মধ্যে বড় কোন পার্থক্য নাই; মাত্র সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা, উভয়ের মতে مزارعة জায়িয হইবার জন্য مساقات -এর অধীনে হওয়া শর্ত করা হইয়াছে। তবে ইমাম মালিক مزارعة -এর জমি কম হইবার শর্ত করিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সহীহ মতে ইহার কোন শর্ত নাই। -(তাকমিলা ১ম -৪৩২-৪৪৩ পৃঃ সংক্ষিপ্ত)

(৩৭৯৭) وحَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

(৩৭৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল আল জাহদারী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৭৯৮) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ قَالَ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

(৩৭৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার কাছে জমি আছে সে যেন উহা চাষাবাদ করে। যদি সে নিজে চাষাবাদ না করে তবে যেন তাহার কোন (অভাবী) ভাইকে চাষাবাদ করিতে দিয়া দেয়।

(৩৭৯৯) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا هِقْلٌ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

(৩৭৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তাহা চাষাবাদ করে কিংবা তাহার কোন (দুঃস্থ) ভাইকে চাষাবাদ করিয়া উপকৃত হইবার জন্য (করজে হাসান) দেয়। আর যদি সে তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার জমি সে আটকাইয়া রাখুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ (কিংবা তাহার কোন ভাইকে (চাষাবাদ করিতে দিবে)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশ মুস্তাহাব ও উপদেশমূলক। ইহা দ্বারা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি প্রকাশিত হয়। কাজেই জমির মালিকের জন্য সমীচীন, তিনি যদি কোন কর্মক্ষম দুঃস্থ মানুষ দেখেন তখন তিনি স্বীয় জমিকে কোন প্রকার (পার্থিব) বিনিময় ছাড়া (আখিরাতের ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) তাহাকে (চাষাবাদ করিয়া উপকৃত হইবার জন্য ধার হিসাবে) দিবে এবং জমি দ্বারা সহযোগিতা করিবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে এই সুন্নত প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর কোন জমির মালিককেই দেখা যায় না যে, সে স্বীয় জমি অন্য কাহাকেও বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করিয়া উপকৃত হইবার জন্য ধার হিসাবে প্রদান করেন। চাই সে যত বেশীই জমির মালিক হউক না কেন এবং সম্পদের মালিক হউক না কেন। সুতরাং আলোচ্য হাদীছকে সাধারণ মুসলমানের সামনে পৌঁছাইয়া দেওয়া ওলামায়ে কিরামের উপর ওয়াজিব দায়িত্ব হিসাবে বর্তাইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, ৪৪৫)

জমির ব্যক্তি মালিকানা

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের কতক লোক বলেন, "আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত অপর ভাইকে জমি চাষাবাদ করিবার জন্য প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, জমির ব্যক্তি মালিকানা নাই।" তাহাদের এই অভিমত বাতিল। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন মুসলমান এইরূপ মত পোষণ করেন না।

বস্তুতভাবে আলোচ্য হাদীছ জমির ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে জোরালো দলীল। আর তাহা বিভিন্নভাবে ঃ-

(ক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন من كان له ارض (যাহার জমি আছে)। এই স্থানে জমি এক ব্যক্তির বলা হইয়াছে। আর সম্বন্ধ করা হইয়াছে ل দ্বারা, যাহা মালিক হইবার উপর প্রমাণ করে। ইহা ব্যক্তি মালিকানার বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ।

(খ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ليمنحها اخاه (তাহার কোন ভাইকে চাষাবাদ করিতে ধার দেয়)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি স্বীয় জমি তাহার কোন ভাইকে المنيحة দেওয়ার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন। আর অভিধানে المنيحة শব্দটি العارية (ধার দেওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই মালিকানা বস্তুই ধার দেওয়া হয়।

(গ) সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৩৮০৭ নং হাদীছে হযরত আবূ সুফয়ান (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, "যেই ব্যক্তির জমি আছে সে যেন তাহা হেবা করে কিংবা সে যেন তাহা (চাষাবাদ করার জন্য) ধার দেয়।" এই হাদীছে الهبه এবং العارية স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর ব্যক্তি মালিকানা বস্তুতেই কেবল الهبه (দান করা) এবং العارية (ধার দেওয়া) বৈধ। সুতরাং আলোচ্য হাদীছ জমির ব্যক্তিমালিকানার বিপক্ষে নহে; বরং পক্ষে শক্তিশালী দলীল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম - ৪৪৫-৪৪৬)

(৩৮০০) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ قَالَ انَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

(৩৮০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজরতের ভিত্তিতে কিংবা উৎপাদিত ফসলের অংশের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৮০১) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ

(৩৮০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার জমি আছে সে যেন উহাতে চাষাবাদ করে। উহা যদি সে না পারে এবং চাষাবাদ করিতে অক্ষম হয় তবে সে যেন তাহার অপর কোন মুসলমান ভাইকে (চাষাবাদ করিতে) ধার দেয়। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের অংশের বিনিময়ে বর্গা দিবে না।

(৩৮০২) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ

(৩৮০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহঃ) তিনি হাম্মাম (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, সুলায়মান বিন মূসা (রহঃ) আতা (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট কি হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যাহার জমি আছে সে যেন তাহা চাষাবাদ করে কিংবা তাহার অপর কোন (দুঃস্থ) ভাইকে চাষাবাদ করিবার জন্য দেয়, উহা বর্গা দিবে না। তিনি জবাবে বলিলেন, হ্যাঁ।

(৩৮০৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ

(৩৮০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ উৎপাদিত ফসলের অংশের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়াকে مخابرة বলে।

(৩৮০৪) وحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِى الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ

(৩৮০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহঃ) তিনি .... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন উহা চাষাবাদ করে কিংবা তাহার অপর কোন ভাইকে আবাদ করিবার জন্য (ধার) দেয়। তোমরা উহা বিক্রি করিও না। (রাবী বলেন) আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা বিক্রি করিও না ইহার অর্থ কি বর্গা দেওয়া? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৩৮০৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

(৩৮০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জমি বর্গা নিতাম এবং প্রাপ্য হিসাবে শস্য মাড়াই করিবার পর ছড়ায় যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা এবং এই প্রকারের নগণ্য কিছুর ভাগ পাইতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার জমি আছে সে উহা চাষাবাদ করুক কিংবা তাহার অপর কোন ভাইকে আবাদ করিবার জন্য (ধার) দিবে। অন্যথায় সে নিজেই উহা ধরিয়া রাখুক (তবুও বর্গা লেনদেন করিবে না)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنُصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ (এবং প্রাপ্য হিসাবে শস্য মাড়াই করিবার পর ছড়ায় যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা)। القصرى শব্দটি ق এবং ر বর্ণে যের দ্বারা এবং ص বর্ণে সাকিন ও ى বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। সহীহ হইতেছে যে, ইহা القبطى -এর ওযনে ব্যবহৃত। আর কেহ বলেন ইহা قتلى -এর ওযনে ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত আর কেহ বলেন حبلى -এর ওযনে। সহীহ হইতেছে প্রথমটি। ইহার অর্থ ما بقى الحب فى السنبل مما لا يتخلص بعد الدياس (শস্য মাড়াই করিবার পর ছড়ায় যাহা কিছু দানা অবশিষ্ট থাকিত তাহাও প্রাপ্য হিসাবে ভাগ নিতাম)। (নিহায়া ৩য় -৩৮৯ -তাকমিলা ১ম -৪৫২-৪৫৩)

(৩৮০৬) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا

(৩৮০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যুগে নদীর পার্শ্ববর্তী উর্বর জমিতে এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গা নিতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় দন্ডায়মান হইয়া ইরশাদ করিলেন, জমি যাহার সেই যেন উহাতে চাষ করে। আর সে যদি উহাতে চাষাবাদ না করে তবে যেন সে তাহার কোন (অভাবী) ভাইকে বিনিময় ব্যতীত (আবাদ করিতে) দেয়। অতঃপর যদি সে তাহার কোন (অভাবী) ভাইকে বিনিময় ব্যতীত উহা না দেয় তবে সে যেন উহা আটকাইয়া রাখে। (তাহা সত্ত্বেও যেন বর্গা না দেয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- بِالْمَاذِيَانَات শব্দটি ذ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। এই রিওয়ায়ত ছাড়া অন্যত্র যবর দ্বারা পড়া হয়। ইহা الماذيان -এর বহুবচন। আর ইহা হইল বড় নদী ও জলস্রোত। আর ইহা سوادية শব্দ عربية নহে। (নিহায়া ৪- ৯২) ইহার অর্থ হইতেছে যে, জমির মালিক এই শর্ত করা যে, নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানে উৎপাদিত ফসলের অংশ আমাকে দিতে হইবে। এই প্রকার শর্ত করা ফাসিদ যেমন পূর্বে আলোচনা গিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে হযরত জাবির (রাযিঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, নদীর পার্শ্ববর্তী জমিতে তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গা নিতাম। ইহাতে সম্ভবতঃ জমির মালিক পূর্ণ জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ নিজের জন্য শর্ত করিয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, জমির মালিক নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানে উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ নিজে পাওয়ার শর্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রতারণা থাকিবার কারণে এই সকল শর্ত ফাসিদ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (তাকমিলা ১ম -৪৫৩-৪৫৪)

(৩৮০৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ نَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا

(৩৮০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তির জমি আছে সে যেন উহা হেবা করে কিংবা সে যেন উহা ধার দেয়।

(৩৮০৮) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ نَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا

(৩৮০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহঃ) তিনি .... আ'মাশ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, সে যেন উহা চাষাবাদ করে কিংবা অন্যকে চাষাবাদ করিতে দেয়।

(৩৮০৯) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

(৩৮০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বুকায়র (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি বর্গা দিতাম। অতঃপর রাফি' বিন খাদীজ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ শ্রবণের পর উহা বর্জন করিলাম।

(৩৮১০) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ انَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

(৩৮১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি জমি দুই কিংবা তিন বছরের জন্য বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৯৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮১১) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ

(৩৮১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর ইবন আবী শায়বা (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে আছে - কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৮১২) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

(৩৮১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল হুলওয়ানী (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহার জমি আছে সে যেন উহা চাষাবাদ করে কিংবা তাহার অপর কোন ভাইকে উহা আবাদ করিতে দেয়। ইহাতে সে যদি সম্মত না হয় তাহা হইলে তাঁহার জমি যেন সে আটকাইয়া রাখে (বিনিময় নিয়া বর্গা না দেয়)।

(৩৮১৩) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

(৩৮১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান আল-হুলওয়ানী (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুযাবানা ও হুকুল হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ)

বলেন, মুযাবানা হইল (গাছে ঝুলন্ত) তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি করা। আর 'হুকূল' হইতেছে জমি বর্গা দেওয়া।

ফায়দা ঃ الحقول দ্বারা المحاقلة মর্ম। এ সম্পর্কে আরায়া অনুচ্ছেদে ইখতিলাফসহ আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩৮১৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

(৩৮১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৭৫৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮১৫) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِى رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

(৩৮১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইল খেজুর গাছের মাথায় ঝুলন্ত তাজা ফল খরিদ করা। আর মুহাকালা হইল জমি বর্গা দেওয়া।

(৩৮১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ نَا وقَالَ يَحْيَى قَالَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

(৩৮১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা লেনদেনে কোন দোষ মনে করিতাম না। এইভাবে প্রথম বছর গত হইল, অতঃপর রাফি' বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৮১৭) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ ح قَالَ وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ

(৩৮১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহঃ) তিনি .... ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা .... আমর বিন দীনার হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইবন উয়ায়না (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে অতিরিক্ত আছে যে, অতঃপর এই কারণে আমরা উহা বর্জন করি।

(৩৮১৮) وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

(৩৮১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহঃ) তিনি .... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাফি' (রাযিঃ) আমাদেরকে আমাদের জমি হইতে (বর্গা দেওয়ার মাধ্যমে) লাভবান হইতে বাধাদান করিয়াছেন।

(৩৮১৯) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى إِمَارَةِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِى آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا

(৩৮১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন ওমর (রাযিঃ) স্বীয় জমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইজারা দিতেন এবং হযরত আবূ বকর, ওমর, উছমান ও মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফতের প্রথম যুগ পর্যন্ত। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁহার কাছে এই খবর পৌঁছিল যে, রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) তাহার কাছে হাযির হইলেন। আমিও তাহার সহিত ছিলাম, অতঃপর তিনি তাহার নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) উহা পরিত্যাগ করেন। তারপর হইতে যখন তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন- ইবন খাদীজ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৮২০) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا

(৩৮২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবুর রবী ও আবূ কামিল (রহঃ) তাঁহারা .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহঃ) তিনি .... আইয়্যূব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইবন উলাইয়্যা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আইয়্যূব (রহঃ) এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, ইহার পর ইবন ওমর (রাযিঃ) উহা বর্জন করেন। অতঃপর আর কখনও জমি বর্গা দেন নাই।

(৩৮২১) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

(৩৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি .... নাফি' (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর সহিত রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম, বালাত নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে জানান যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ بلاط - 'বালাত' মদীনা শরীফের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা পাথর দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর উহা মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে দুইজন ইয়াহুদীকে যিনা করিবার কারণে রজম দেওয়া হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১ম -৪৫৭)

(৩৮২২) وحَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى خَلَف وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّــهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِــيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ খালফ ও হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত রাফি' (রাযিঃ)-এর কাছে আগমন করিলেন, তখন হযরত রাফি' (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

(৩৮২৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِى مَعَهُ إِلَيْــهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْــأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ

(৩৮২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি .... নাফি' (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) জমি বর্গা দিতেন। নাফি' (রহঃ) বলেন, অতঃপর রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ তাহাকে জানানো হইল। রাবী নাফি' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) আমাকে সাথে নিয়া হযরত রাফি' (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। তিনি জনৈক চাচার সূত্রে হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তারপর হইতে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) ইহা বর্জন করেন। অতঃপর আর কখনও তিনি জমি বর্গা দেন নাই।

ফায়দা ঃ

عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِه ঃ (জনৈক চাচা হইতে)। العمومة শব্দটি العم -এর বহুবচন। সিবওয়াই বলেন ইহাতে ة অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে تانيث বুঝানোর জন্য। আর العم -এর বহুবচন عموم এবং اعمام ও আসে। -(ZvKwgjv 1g -458)

(৩৮২৪) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَــالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি .... ইবন আওন (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী বলেন অতঃপর তিনি তাহার জনৈক চাচার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন।

(৩৮২৫) و حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْــرِي

أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِى ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

(৩৮২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ বিন সা'দ (রহঃ) তিনি .... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) নিজের জমি বর্গা দিতেন। অতঃপর তাহার নিকট এই খবর পৌঁছিল যে, রাফি' বিন খাদীজ আনসারী (রাযিঃ) জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবন খাদীজ! জমি বর্গা দেওয়ার বিষয়ে আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন? রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কে বলিলেন, আমি আমার দুইজন চাচার নিকট শুনিয়াছি- যাহারা বদর জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা স্বীয় পরিবার পরিজনের কাছে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি ভালভাবে জানিতাম যে, জমি বর্গা দেয়া যায়। অতঃপর আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আতঙ্কিত হইলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত এমন কিছু ইরশাদ করিয়াছেন যাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কাজেই তিনি জমি বর্গা দেওয়া বর্জন করেন।

ফায়দা ঃ

سمعت عمى (আমি আমার দুই চাচা হইতে শুনিয়াছি)। দুইয়ের একজনের নাম- যুহায়র বিন রাফি' এবং দ্বিতীয় জনের নাম মুহায়র (রহঃ) -(তাকমিলা ১ম -৪৫৯)

(৩৮২৬) وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

(৩৮২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা .... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জমি মুহাকালা-এর ভিত্তিতে দিতাম এবং এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বর্গা দিতাম। অতঃপর একদা আমার এক চাচা আমাদের

নিকট আসিয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন একটি লেনদেন নিষেধ করিয়াছেন যাহা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করা আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর হইবে। তিনি আমাদেরকে জমি মুহাকালার ভিত্তিতে দিতে এবং এক তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর জমির মালিককে নিজে চাষাবাদ করিতে কিংবা অপর কোন ভাইকে আবাদ করিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন এবং জমি বর্গা ও উহার অনুরূপ দিতে মাকরূহ মনে করিতেন।

(৩৮২৭) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

(৩৮২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মুহাকালার ভিত্তিতে জমি দিতাম এবং এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের উপর বর্গা দিতাম। অতঃপর রাবী ইবন উলাইয়্যা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৮২৮) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৮২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন আলী (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম তাঁহারা .... ইয়ালা বিন হাকীম (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮২৯) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ

(৩৮২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... ইয়ালা বিন হাকীম (রহঃ) হইতে এই সনদে রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তাহার জনৈক চাচার কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৩৮৩০) حَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِى النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ أَتَانِى ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ

نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

(৩৮৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি .... রাফি' (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহায়র বিন রাফি' (রাযিঃ) তাহার চাচা হন। রাফি' (রাযিঃ) বলেন, একদা যুহায়র (রাযিঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি লেনদেন হইতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আমি বলিলাম উহা কি? তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা ইরশাদ করিয়াছেন তাহাই তো হক। তিনি বলিলেন, একদা আমার কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কিভাবে মুহাকালা কর? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নদীর পার্শ্ববর্তী জমির ফসলের শর্তে কিংবা খুরমা কিংবা যবের কয়েক ওয়াসাক প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়া থাকি। তিনি ইরশাদ করিলেন, এইরূপ আর করিও না। তোমরা নিজেরা চাষাবাদ কর কিংবা অপরকে চাষাবাদ করিতে দাও কিংবা আটকাইয়া রাখ। (তবুও বর্গা দিবে না)

(৩৮৩১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ

(৩৮৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি .... রাফি' (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে তাহার চাচা যুহায়র (রাযিঃ)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

(৩৮৩২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(৩৮৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হানযালা বিন কায়স (রহঃ) তিনি হযরত রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তখন আমি আরয করিলাম ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি নিষেধ? তিনি ইরশাদ করিলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হইলে কোন দোষ নাই।

ফায়দা ঃ এই হাদীছ জমি ইজারা দেওয়া জায়িয হইবার প্রমাণ।

(৩৮৩৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(৩৮৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক (রহঃ) তিনি .... হানযালা বিন কায়স আল-আনসারী হইতে, তিনি বলেন আমি রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ)কে স্বর্ণ ও

রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লোকেরা নদীর পার্শ্ববর্তী জমির উর্বর অংশ, নালার অগ্রভাগের উৎপাদিত অংশ এবং জমির অন্যান্য স্থলে উৎপাদিত নির্দিষ্ট শস্যের শর্তে জমি বর্গা দিত। ইহাতে কখনও এই অংশ বিনষ্ট হইত এবং অপর অংশ ভাল থাকিত। আবার কখনও এই অংশ ভাল থাকিত এবং অপর অংশ বিনষ্ট হইত। আর এই পদ্ধতির বর্গা প্রদানের মধ্যে প্রতারণা ছাড়া কিছুই হইত না। তাই তিনি ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে কোন দোষ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (আর নালার অগ্রভাগের সিক্ত স্থলে উৎপাদিত শস্যের শর্তে)। الا قبال শব্দটি قبل (ق-এর ও ب বর্ণের পেশ দ্বারা পঠন)-এর বহু বচন। ইহা হইতেছে প্রত্যেক বস্তুর সামনের অংশ। এই স্থানে নালার অগ্রভাগের সিক্ত স্থানে উৎপাদিত শস্য মর্ম। (সেচের সুবিধায় ফলন ভাল হয়)। وعلى اشياء من الزرع অর্থাৎ اشياء معينة من الزرع (ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধার স্থলে উৎপাদিত নির্দিষ্ট ফসলের শর্তে বর্গা দেওয়া)। এই সকল পদ্ধতি বর্গা দেওয়ার মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকায় জায়িয নহে। (বিস্তারিত ৩৭৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -তাকমিলা ১ম -৪৬১)

(৩৮৩৪) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا

(৩৮৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহঃ) তিনি .... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরাই সর্বাধিক পরিমাণ জমির মালিক ছিলাম। আমরা এই শর্তে জমি বর্গা দিতাম যে, এই অংশে উৎপাদিত শস্য আমাদের এবং ঐ অংশে উৎপাদিত শস্য তাহাদের। অতঃপর অনেক সময় দেখা যাইত যে, এই অংশে শস্য উৎপন্ন হইত আর ঐ অংশে কিছুই হইত না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতির জমি বর্গা দেওয়া হইতে আমাদেরকে নিষেধ করিয়া দেন। পক্ষান্তরে রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দিতে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই।

(৩৮৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৮৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহঃ) তাহারা .... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ

(৩৮৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তাঁহারা .... আবদুল্লাহ বিন সায়িব

(রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মা'কাল (রহঃ)-এর নিকট মুযারাআ (জমি বর্গা দেওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিলেন, ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাযিঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারাআ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর ইবন আবী শায়বা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে نهى عنها (তিনি উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। তিনি আরও বলেন, আমি ইবন মা'কাল (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আর তিনি আবদুল্লাহির নাম উল্লেখ করেন নাই।

(৩৮৩৭) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

(৩৮৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি .... আবদুল্লাহ বিন সায়িব (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ বিন মা'কাল (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া মুযারাআ (জমি বর্গা দেওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি জানান, ছাবিত (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারাআ হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ইজারা নিতে হুকুম করিয়াছেন আর ইরশাদ করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

(৩৮৩৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

(৩৮৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... আমর (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) তাউস (রহঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাদের সহিত ইবন রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ)-এর কাছে চলুন এবং তাঁহার পিতার সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হাদীছখানা শ্রবণ করুন। রাবী আমর (রহঃ) বলেন, তখন তাউস (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ)কে ধমক দিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম ! আমি যদি জানিতাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দেওয়া হইতে নিষেধ করিয়াছেন তবে আমি উহা কখনও করিতাম না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী তথা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার কোন জমি অপর কোন (দরিদ্র) ভাইকে বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করিতে দেওয়া তাহার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে দেওয়া হইতে উত্তম।

(৩৮৩৯) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

(৩৮৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ) তিনি .... তাউস (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুখাবারা (জমি বর্গা) দিতেন। রাবী আমর (রহঃ) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান (তাউসের কুনিয়ত)! আপনি যদি এই মুখাবারা করা ত্যাগ করিতেন (তবে ভাল হইত)। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম মনে করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তিনি জবাবে বলিলেন, হে আমর! তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ আলিম তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ), তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে নিষেধ করেন নাই। তবে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমাদের কেহ স্বীয় জমি তাহার কোন (দরিদ্র) ভাইকে বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করিতে দেওয়া তাহার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে দেওয়া হইতে উত্তম।

(৩৮৪০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وحَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(৩৮৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা .... ইবন আব্বাস (রাযিঃ), সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮৪১) وحَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدٌ أَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ

(৩৮৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ) তাঁহারা .... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ স্বীয় জমি তাহার অপর কোন ভাইকে বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করিতে দেওয়া তাহার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে দেওয়া হইতে উত্তম। রাবী বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ইহাকেই বলা হয় 'হাকল' আর ইহাকে আনসারগণের পরিভাষায় 'মুহাকালা' বলে।

(৩৮৪২) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ

(৩৮৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহঃ) তিনি .... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে

বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির জমি আছে সে যদি উহা অপর ভাইকে বিনিময় ব্যতীত চাষাবাদ করিয়া উপকৃত হইতে দেয় তাহা হইলে তাহার জন্য উহা খুবই উত্তম।

Π

كِتَاب الْمُسَاقَاة وَالْمُزَارَعَة

অধ্যায় ঃ মুসাকাত ও মুযারাআ সম্পর্কে

مساقات শব্দটি سقى হইতে باب مفاعلة -এর মাসদার। ইহার অর্থ পান করানো, বাগান ও ক্ষেতে সেচ করানো। আর ফকীহগণের পরিভাষায় গাছে ফলের নির্ধারিত কিছু অংশ (তথা এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক) ইত্যাদির বিনিময়ে কাহাকেও বাগানের গাছ বর্গা দেওয়া যাহাতে সে সেচ প্রভৃতির মাধ্যমে গাছগুলি পরিচর্যা করিয়া উৎপাদন করিতে পারে। যেমন জমির শস্যের নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে মুযারাআ (জমি বর্গা) দেওয়া হয়। مساقات কে معاملة ও বলা হয়। হানাফীগণের নিকট مساقات -এর হুকুম مزارعة -এর অনুরূপ। অর্থাৎ সাহেবাঈনের মতে জায়িয আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে মাকরূহ। (বিস্তারিত ৩৭৯৬ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -(তাকমিলা ১ম ৪৬৫)

(৩৮৪৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا نَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

(৩৮৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তাঁহারা .... ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরবাসীদের পরিশ্রমে উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বরের জমি বর্গা দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ (খায়বারবাসীদের পরিশ্রমে ...)। এই হাদীছ দ্বারা জমহুরে ফুকাহা মুসাকাত জায়িয হইবার উপর দলীল দিয়া থাকেন। আর ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহঃ)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা ও যুফার (রহঃ) মুযারাআ-এর ন্যায় মুসাকাতকেও নাজায়িয মনে করেন। এতদুভয় আলোচ্য হাদীছের তাভীল করিয়া বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ট্যাক্স তথা خراج مقاسمة হিসাবে ইয়াহুদীদের সহিত এই লেনদেন করিয়াছেন। মুসাকাত কিংবা মুযারাআ হিসাবে নহে। خراج مقاسمة হইতেছে জমি চাষাবাদ করিয়া ইহার উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের কিছু অংশ নিজেদের পরিশ্রমের বিনিময়ে গ্রহণ করা আর বাদবাকী অংশ ট্যাক্স হিসাবে বায়তুল মালে জমা দেওয়া। তবে হাদীছের এই তাভীল যথাযথ নহে। কেননা, খেরাজ আদায় করা হয় সেই সকল জমি হইতে যাহার মালিক অমুসলমানরা। আর খায়বারের জমির মালিক ছিল মুসলমানগণ, ইয়াহুদীরা নহে। কাজেই ইহা দ্বারা خراج مقاسمة মর্ম নেওয়া যায় না।

খায়বার বিজয়ের পর তথাকার জমির মালিক মুসলমানগণ হইয়াছিলেন। যেমন মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৩৮৪৮ নং হাদীছে আছে وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ (খায়বর যখন বিজয় হইল তখন উহা আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রসূল ও মুসলমানগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়)।

আল্লামা উছমানী থানুভী (রহঃ) স্বীয় ইলাউস সুনান গ্রন্থের ১৭ খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, প্রবল ধারণা যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) মুসাকাত লেনদেনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল বলেন নাই; বরং ইহাকে মাকরূহ মনে করিতেন। এই কারণেই তিনি ইহা হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন নাই। আর তিনি ইহাকে মুযারাআ-এর ন্যায় মাকরূহ মনে করিতেন। যাহা হউক এই বিষয়ে ৩৭৯৭ নং হাদীছে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে যে, এই মাসআলায় জমহুরে ফকীহগণের দলীল শক্তিশালী হইবার কারণে হানাফী মুফতীগণ সাহেবাঈন এবং জমহুরে উলামার অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর মুসাকাত জায়িযের প্রবক্তাগণের মধ্যে কিছুটা ইখতিলাফ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাওলে জাদীদ অনুযায়ী মুসাকাত শুধু খেজুর ও আঙ্গুর বাগানে জায়িয। ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়ত অনুরূপ রহিয়াছে। দাউদ যাহিরী (রহঃ)-এর মতে ইহা কেবল খেজুর গাছের মধ্যে জায়িয। আর ইমাম মালিক, আহমদ, শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাউলে কাদীম, আবূ ইউসুফ, ছাওরী ও জমহুরে আলিমগণের মতে মুসাকাত সকল প্রকার গাছেই জায়িয। নির্দিষ্ট কোন গাছের সহিত খাস নহে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাউলে জাদীদ অনুযায়ী মুসাকাত জায়িয হওয়ার দলীল হইতেছে যে, ইহার অনুমতি (رخصت) রহিয়াছে। কাজেই হাদীছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহার সহিত খাস হইবে। অর্থাৎ খেজুর গাছের সহিত নির্দিষ্ট হইবে। তবে আঙ্গুর গাছে মুসাকাত এই জন্য জায়িয হইবে যে, খায়বরের ঘটনায় মুসাকাত-এর মধ্যে আঙ্গুর গাছও ছিল। অধিকন্তু খেজুর গাছের সহিত আঙ্গুর গাছের কিয়াস করার বিষয়টি শক্তিশালী কিয়াস। কেননা, যাকাত উসূলের ক্ষেত্রে খেজুর গাছের ফল এবং আঙ্গুর গাছের ফল অনুমানের ভিত্তিতে যাকাত কি পরিমাণ ওয়াজিব হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য কর্মকর্তা প্রেরণ করা হইত। -(wbnvqvZzj gynZvR- ৫ ঃ ২৪৪)

আর জমহুর (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের ব্যাপক শব্দ ثمر (ফল) দ্বারা দলীল দেন। কেননা, ثمر (ফল)-এর মধ্যে সকল প্রকার ফল অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, খায়বরের জমিতে খেজুর গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছও ছিল। যেমন বায়হাকী স্বীয় সুনান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খন্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন ইহাতে রহিয়াছে যে, فاعطاهم خيبر على ان لهم الشطر من كل زرع و نخل وشئ (খায়বরের জমি তাহাদের উৎপাদিত ফসল, ফল এবং অন্যান্যের অর্ধেকের শর্তে বর্গা দিয়াছিলেন)। আর হাফিয স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় এই শব্দে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, كل زرع و نخل و شجر (প্রত্যেক শস্য ক্ষেত, খেজুর বাগান ও গাছ)। نخل (খেজুর গাছ)-এর পর এককভাবে شجر (গাছ) উল্লেখ করিবার কারণে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা দ্বারা খেজুর গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছ মর্ম। আর এতদুভয়ের উপরই চুক্তি সংঘটিত হইয়াছে।

তবে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের অধিকাংশ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাওলে কাদীম যাহা জমহুরের মাযহাবের অনুরূপ ইহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কেননা, عموم الثمر (সকল ফল) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, কিয়াস দ্বারা নহে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৬৬-৪৬৭)

(৩৮৪৪) و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ نَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ

يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ

(৩৮৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর আস-সা'দী (রহঃ) তিনি .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জমিতে উৎপাদিত ফল ও শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে বর্গা দিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিবিগণকে প্রতি বছর (খোরপোষ বাবত) একশত ওসক দিতেন। তন্মধ্যে আশি ওসক খুরমা এবং বিশ ওসক যব। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন খলীফা হইলেন তখন তিনি খায়বরের জমি বন্টন করিয়া দেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভূমি ও পানি (তথা নিজ দায়িত্বে আবাদের ব্যবস্থা) নিবেন। কিংবা বার্ষিক হারে ওসক গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভূমি ও পানি নিলেন আর কেহ বার্ষিক হারে ওসক গ্রহণ করিলেন। হযরত আয়িশা ও হযরত হাফসা (রাযিঃ) ভূমি ও পানি নিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَـــهُ (তিনি স্বীয় বিবিগণকে দিতেন। অর্থাৎ বিবিগণের খোরপোষ বাবত দিতেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজন মাফিক সঞ্চয় রাখা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৬৭)

فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَـــرَ (অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন খলীফা হন তখন তিনি খায়বরের জমি বন্টন করিয়া দেন) অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযিঃ) খলীফা হইবার পর খায়বর হইতে ইয়াহুদীদেরকে বহিষ্কার করিলেন। অতঃপর খায়বরের জমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়াছেন। আর ইয়াহুদীদেরকে খায়বর হইতে দেশান্তরিত করিবার কারণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের আগত রিওয়ায়তসমূহের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইবে। -(ZvKwgjv, 1g, - 468)

خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ (তিনি নবী সহধর্মিনীগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন যে, ...)। হযরত ওমর (রাযিঃ) খলীফা হইবার পর খায়বর হইতে ইয়াহুদীদের বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের কাছে লোক পাঠাইলেন যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বের মত বার্ষিক হারে খেজুর বাগান হইতে আনুমানিক একশত ওসক শুকনা খেজুর এবং ফসলের ক্ষেত হইতে আনুমানিক বিশ ওসক যব পাইবেন। আর যাহারা ইচ্ছা করেন ভূমি এবং পানি নিতে পারেন এবং নিজেদের দায়িত্বে চাষাবাদের ব্যবস্থা করিবেন। আল্লামা আইনি বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) উম্মুহাতুল মুমিনীনকে এই ইখতিয়ার দিয়াদিলেন যে, তাঁহারা খায়বরের জমির ভাগ নিতে পারেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে যেইভাবে তাঁহাদেরকে দেওয়া হইত সেইভাবে নিতে পারেন। তবে তাঁহারা জমির মালিক হইবেন না। কেননা, খায়বরের জমি সায়্যিদানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহারা উত্তরাধিকারীণীরূপে প্রাপ্ত নহেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব কোন সম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া যান নাই। ফলে উম্মুহাতুল মুমিনীনের মধ্যে যাহারা ভূমি ও পানি নিয়াছিলেন তাঁহাদের ওফাতের পর উক্ত জমি ওয়াকফ খাতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। উল্লেখ্য হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাদেরকে এইজন্য দিতেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة (আমার বিবিগণের খোরপোষ ছাড়া আর যাহা কিছু আছে তাহা সদকা)। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৬৮)

(৩৮৪৫) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّـــهِ بْـــنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ

وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَاءَ

(৩৮৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি .... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জমি খায়বরবাসী শ্রমিকদেরকে উহার উৎপাদিত শস্য ও ফলের অর্ধেকের শর্তে বর্গা দিয়াছিলেন। অতঃপর হাদীছখানা আলী বিন মুসহির (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই কথাটি উল্লেখ করেন নাই যে, হযরত আয়িশা ও হযরত হাফসা (রাযিঃ) ভূমি ও পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) নবী সহধর্মিনীগণকে ইখতিয়ার দেন জমি নিতে। আর তিনি এইখানে পানির কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৩৮৪৬) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ

(৩৮৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বর বিজয়ের পর ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবেদন করে যে, তাহাদের শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে তাহাদেরকে তথায় থাকিতে দেওয়ার জন্য এই শর্তে যে, উহার উৎপাদিত ফল ও শস্যের অর্ধেক তাহারা পাইবে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উপর্যুক্ত শর্তে যতদিন আমরা চাহিব ততদিনের জন্য থাকিবার অনুমতি দিলাম। অতঃপর উবায়দুল্লাহ (রহঃ)-এর সূত্রে ইবন নুমায়র ও ইবন মুসহির (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, খায়বরের প্রাপ্ত অর্ধেক ফলকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইত। আর উহা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। (নিজ ও নিজের বিবিগণের খরচের জন্য আর বাদবাকী সবই মুসলমানগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا (উপর্যুক্ত শর্তে যতদিন আমরা চাহিব ততদিনের জন্য থাকিবার অনুমতি দিলাম)। আর মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে اقركم ما اقركم الله (আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাহেন ততদিন থাকিবার অনুমতি দিলাম)। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বিজয় করিয়া তথাকার ইয়াহুদীদের দেশান্তরিত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন করিল যে, আমরা চাষাবাদে অভিজ্ঞ তাই আমাদেরকে মুসাকাত ও মুযারাআ-এর দ্বারা জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে থাকার অনুমতি দেওয়া হউক। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্তভাবে অনুমতি দিলেন। যেহেতু কাফিরদেরকে আরব ভূ-খন্ড (হিজায) হইতে বহিষ্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা কতক আহলে যাহির প্রমাণ পেশ করেন যে, مساقات জায়িয হইবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা শর্ত নহে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাকাতের লেনদেনে কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়া

দেন নাই। কিন্তু জমহুরে ওলামায়ে কিরাম, আর তাহাদের মধ্যে হানাফিয়াগণও আছেন। তাহাদের মতে মুসাকাতের মধ্যে সময় নির্ধারণ Kiv ব্যতীত জায়িয নহে। জমহুর আলোচ্য হাদীছের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

(১) শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এইরূপ করা জায়িয ছিল। বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য। পরবর্তীতে এই হুকুম মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথাযথ নহে। কেননা, মানসূখ হওয়ার কোন দলীল নাই।

(২) আল্লামা আইনী (রহঃ) স্বীয় উমদাতুল কারী গ্রন্থে লিখেন, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী নাযিল হইত সেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি করা তাঁহার জন্য জায়িয ছিল। অন্যের জন্য জায়িয হইবে না। কিন্তু এই জবাবেও এতমিনানে কলব হয় না।

(৩) আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে সর্বাপেক্ষা সহীহ জবাব যাহা শারেহ নওয়াভী (রহঃ) সর্বশেষে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে খায়বরের এই চুক্তির সময় অনির্ধারিত ছিল না; বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন এবং اقركم فيها على ذلك ماشئنا (আমাদের যতদিন ইচ্ছা ততদিন তোমাদের এই স্থানে থাকার অনুমতি দিলাম) ইরশাদ-এর উদ্দেশ্য হইতেছে মেয়াদ শেষ হইলে আমাদের ইচ্ছা মাফিক আমরা পুনরায় চুক্তিও করিতে পারি কিংবা এই স্থান হইতে তোমাদেরকে বহিষ্কারও করিতে পারি। এই কারণেই হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খেলাফতকালে ইয়াহুদীদেরকে খায়বর হইতে বহিষ্কার করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের সহিত প্রত্যেক বছর চুক্তি নবায়ন করা হইত। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৬৯-৪৭০)

وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَـى السُّهْمَانِ (খায়বরের প্রাপ্ত অর্ধেক ফলকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইত)। سهمان শব্দটি سهم (অংশ, ভাগ)-এর বহুবচন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, খায়বরের জমিগুলি গণীমতের সম্পদ হিসাবে প্রাপ্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই প্রত্যেকেই এক একটি নির্ধারিত অংশের মালিক ছিলেন। আর ইয়াহুদীদের সহিত মুসাকাতের মুআমালা হইয়াছিল তাহা সকলের সম্মতিক্রমেই ছিল। অতঃপর যখন খায়বরের জমিতে উৎপাদিত অর্ধেক ফল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিত তখন তিনি সকল প্রাপ্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। আর উহা হইতে এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য নিতেন। যেমন গণীমতের মালের হুকুম রহিয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭০)

(৩৮৪৭) وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَـى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

(৩৮৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইবন রুমহ (রহঃ) তিনি .... ইবন ওমর (রাযিঃ) সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি খায়বরের বাগান ও জমি খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে বর্গা দিয়াছিলেন যে, তাহারা নিজেদের অর্থে উহাতে উৎপাদন করিবে আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার ফল ও ফসলের অর্ধেক পাইবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْـوَالِهِمْ (তাহারা নিজেদের শ্রম ও অর্থে উহাতে উৎপাদন করিবে)। প্রকাশ্য যে, বীজ, বলদ, শ্রম সকল কিছুই ইয়াহুদীদের ছিল। আর জমি ছিল মুসলমানগণের। কাজেই এই হাদীছে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মুযারাআ (তথা জমি বর্গা দেওয়া) জায়িয প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭০)

(৩৮৪৮) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا نَا عَبْدُ الـــرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَـــى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَــرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَـــأَرَادَ إِخْـــرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

(৩৮৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে হিজাযের ভূখন্ড হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর জয় করেন তখন তিনি তাহাদের খায়বর হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়া ছিলেন। খায়বর যখন বিজয় হয় তখন উহা আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রসূল ও মুসলমানগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে তিনিই ইয়াহুদীদেরকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তথায় তাহাদের থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করে এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তাহারা শ্রম বিনিয়োগ করিবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক পাইবে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যতদিন এই শর্তের উপর আমাদের ইচ্ছা থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বীয় খিলাফতযুগে তাহাদেরকে তায়মা ও আরীহায় বিতাড়িত করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা তথায় ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ (খায়বর যখন বিজয় হয়)। এই স্থানে الظهور-এর অর্থ الغلبة (বিজয়)। على দ্বারা متعدى হওয়ার কারণে। আর ظهر -এর সর্বনাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭০)

حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا বাক্যে ظهر শব্দটি ظ বর্ণে পেশ দ্বারা مجهول হিসাবে পঠিত। অর্থাৎ حين غلب عليها المسلمون মুসলমান যখন খায়বরের ইয়াহুদীদের উপর বিজয় হইল)। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭১)

لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ (তখন উহা আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রসূল ও মুসলমানগণের সম্পত্তিতে পরিণত হইল)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণ ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ করিবার পর খায়বরের জমি ইয়াহুদীদের মালিকানায় বাকী ছিল না; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জমি গণীমত প্রাপ্তগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন, ফলে মুসলমান মুজাহিদগণ উহার মালিক হইয়াছিল। আর আল্লাহ ও তাঁহার রসূল মালিক হইবার মর্ম হইতেছে উহার কতক ভাগ বায়তুল মালে জমা হইয়াছিল।

উল্লেখ্য যে, আবূ দাউদ শরীফে كتاب الخراج والفئ -এ বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের ভূমিসমূহ দুইটি সমঅংশে বন্টন করেন। বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) আতিথেয়তা এবং দৌত্যকার্য প্রভৃতি ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আর অবশিষ্ট অর্ধেক ভূমি সেই সকল মুজাহিদগণের মধ্যে সমান বন্টন করিয়া দেন, যাহারা উক্ত অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। পদাতিক সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট চৌদ্দশত এবং দুই শত ছিল অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদিগকে অশ্বের খরচাদিসহ পদাতিকদের

দ্বিগুণ পরিমাণ দিতে হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র সংখ্যার হিসাব দাঁড়াইয়াছিল আঠার শত। সুতরাং অর্ধেক ভূমি আঠার শত অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক মুজাহিদকে এক এক অংশ করিয়া হিসাব মতে প্রদান করা হয়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাধারণ মুজাহিদগণের সমান এক অংশই প্রাপ্য হন ان النبى صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم احدهم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদের সহিত ছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের ন্যায় তিনিও এক অংশ প্রাপ্ত হইলেন)। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭১)

حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (এমনকি হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বীয় খিলাফত যুগে ইয়াহুদীদেরকে খায়বর হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন)। হযরত ওমর (রাযিঃ) ইয়াহুদীদেরকে খায়বর হইতে বহিষ্কার করিবার বিভিন্ন কারণ ছিল। ইহার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) মুসলমানগণের অধীনে যখন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল তখন খায়বরের জমি চাষাবাদ করিবার শক্তি অর্জন করিল তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) ইয়াহুদীদেরকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

(২) হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)-কে তাহাদের মালের হিসাব নিতে পাঠাইলেন। তখন তাহারা নিজেদের উৎপাদিত ফল-ফসল গোপন করিয়া রাখিল এবং উহা ঘরের উপরে রাখিয়া দিল এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় গৃহের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে। ফলে তাহার হস্তপদ মচকাইয়া যায়। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) খুৎবা দিয়া বলিলেন, এই স্থানে তাহাদের ছাড়া আর কেহ আমাদের দুশমন নাই; বরং তাহারাই আমাদের চরম শত্রু। অতঃপর তিনি ইয়াহুদীদের বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। অধিকন্তু অনুরূপভাবে ইয়াহুদীরা অহরহ গোলযোগ এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যে লিপ্ত থাকিত। অনন্যোপায় হইয়া হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাদিগকে সিরিয়ার বিভিন্ন জেলায় দেশান্তর করিয়া দেন। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭১-৪৭২ ও অন্যান্য)

إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ (তায়মা ও আরীহায় বিতাড়িত করিলেন)। এতদুভয় স্থানই সিরিয়ায় অবস্থিত।

শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে جزيرة العرب (আরব ভূখন্ড) হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা মর্ম কতক আরব ভূখন্ড হইতে। আর তাহা হইতেছে হিজায। কেননা, তায়মা جزيرة العرب (আরব ভূখন্ড)-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা হিজাযের মধ্যে নহে। আল্লামা আইনী (রহঃ) ওয়াকেদী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তেহামা এবং নজদ-এর মধ্যবর্তী স্থান হইতেছে হিজায। আর হিজাযকে এই নামে নামকরণের কারণ হইতে ইহা তেহামা ও নজদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছে। বলাবাহুল্য, আরবের ভূখন্ডের মধ্য হইতে মক্কা, মদীনা ও তায়িফকেই হিজায বলে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭২-৪৭৩ ও অন্যান্য)

بَاب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফলবান বৃক্ষ রোপন ও ফসল ফলানোর ফযীলত

(৩৮৪৯) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

(৩৮৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করিবে- উহা হইতে যাহা কিছু আহার করা হয় তাহা তাহার জন্য সদকা স্বরূপ, যাহা কিছু চুরি হয় তাহাও সদকা স্বরূপ, বন্য জন্তু-জানোয়ার যাহা খায় তাহাও সদকা স্বরূপ, পাখি যাহা

খায় তাহাও সদকা স্বরূপ, ইহা হইতে যদি কেহ হ্রাস (ক্রটি) করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাও তাহার জন্য সদকা স্বরূপ হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْـرِسُ غَرْسًـا (যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করিবে ...) আমি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীছকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ইহাতে কেবল মুসলমান রোপনকারীই ফযীলত লাভ করিবে। যেমন উম্মু মুবাশশির (রাযিঃ)-এর ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশ্নের ভিত্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয়। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু মুবাশশির (রাযিঃ)-এর বাগানে তাশরীফ আনেন এবং একটি খেজুর গাছ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই খেজুর গাছ রোপন করিয়াছে? মুসলমান না কি কাফির?"

তিনি (জবাবে) আরয করিলেন; বরং মুসলমান। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا (যে কোন মুসলমান গাছ রোপন করে কিংবা ক্ষেত করে ...)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাওয়াব পাওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী। কিন্তু কতক বিশেষজ্ঞ এই ফযীলতকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ মুসলমান কাফির সকলেই ছাওয়াব পাইবে। তাহারা বলেন, ইহার কারণে কাফিরদের উপর জাহান্নামের আযাব কিছুটা লাঘব করা হইবে। তাহারা দলীল দিয়া থাকেন যে, কোন কোন রিওয়ায়তে مسلم (মুসলমান)-এর স্থলে ما من عبد (যে কোন বান্দা) বর্ণিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা বাহ্যিকভাবে এই কথা বুঝা যায় যে, কাফিররাও ছাওয়াবের অধিকারী হইবে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, مطلق (ব্যাপক) রিওয়ায়তকে مقيد (বিশেষ)-এর উপর প্রয়োগ করা হইবে। সেই দলীলের ভিত্তিতে যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। আর আযাব হালকা হইবার বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইলে দলীল প্রয়োজন। কিন্তু ইহার কোন দলীল নাই। আল্লামা ইবন হাজার স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা বলা যাইতে পারে যে, কাফিরদের ছাওয়াব পাইবার অর্থ হইতেছে যে, দুনইয়াতে তাহাদের রুযি রোজগারে প্রাচুর্য্য হইবে এবং বালা মুসীবত হইতে রেহাই পাইবে। -(তাকমিলা, ১ম, - ৪৭৮)

مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً (উহা হইতে যাহা কিছু আহার করা হয় তাহা তাহার জন্য সদকা স্বরূপ)। অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি গাছ রোপন করে সেই গাছের যে ফল খাওয়া হয় ইহার কারণে সে ব্যক্তি সদকার ছাওয়াব লাভ করিবে। আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানুভী (রহঃ) মাসআলা উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি কোন নেক কাজের 'মাধ্যম' হয় যাহার দ্বারা অন্যান্যরা উপকৃত হয় সে ইহার দ্বারা ছাওয়াব লাভ করিবে। যদিও সে ছাওয়াবের নিয়্যতে করে নাই। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ انما الاعمال بالنيات। সেই সকল আ'মালের উপর প্রয়োগ হইবে যাহা اعمال اختيارى , এই আ'মালের ছাওয়াব লাভের জন্য নিয়্যত জরুরী। কিন্তু নেক কাজের মাধ্যম হইবার জন্য নিয়্যত জরুরী নহে। সারকথা সৃষ্ট জীবের কল্যাণের নিয়্যতে যেই মুসলমান গাছ রোপন করিবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ছাওয়াব লাভ করিবে। অতঃপর ইহার দ্বারা যখন কোন সৃষ্ট জীব উপকৃত হইবে তখন পৃথক ছাওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে সৃষ্ট জীবের কল্যাণের নিয়্যত ব্যতীত গাছ রোপন করিলে রোপনকারী তাৎক্ষণিক ছাওয়াব লাভ করিবে না, তবে পরে যদি সৃষ্ট জীবের কেহ ইহা দ্বারা উপকৃত হয় তবে উহার ছাওয়াব সে লাভ করিবে। কেননা, সে তো এই উপকৃত হইবার 'মাধ্যম' হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। অতঃপর আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, গাছ রোপন করিলেই রোপনকারী ছাওয়াবের অধিকারী হইবে, যদিও সে ছাওয়াবের নিয়্যত না করে। -(উমদাতুল কারী, ৫ম, -৭১১)

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় الفتح গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ৩য় পৃষ্ঠায় আল্লামা তীবী (রহঃ) হইতে নকল করেন যে, হাদীছ শরীফে مسلم শব্দটি نكره এবং ইহাকে نفى-এর পর উল্লেখ করা হইয়াছে। আর نكرة تحت النفى ব্যাপকতার ফায়দা দেয়। আর ইহার সহিত من কে استغراقية হিসাবে অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে। যাহাতে পরোক্ষভাবে এই কথা বুঝায় যে, যে কোন মুসলমান চাই সে গোলাম হউক কিংবা আযাদ,

নেককার হউক কিংবা বদকার এই মুবাহ কর্মটি করিবে যাহার দ্বারা সৃষ্ট জীব চাই মানুষ হউক কিংবা অন্য কোন প্রাণী উপকৃত হউক তাহা হইলে সে ছাওয়াব লাভ করিবে।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) মুযারাআ-এর প্রথম দিকে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্থায়ীভাবে সে ইহার ছাওয়াব পাইতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত এই গাছ ও ক্ষেত হইতে আহার করিবে। যদিও গাছ রোপনকারী ও ফসল উৎপন্নকারী মৃত্যুবরণ করে। আর যদি গাছের মালিকানা হস্তান্তর হইয়া যায় তাহা হইলেও প্রকৃত রোপনকারী ছাওয়াব পাইতে থাকিবে। -(তাকমিলা ১ম, ৪৭৩-৪৭৪)

وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (আর ইহা হইতে কেহ যদি ক্ষতিগ্রস্ত তথা হ্রাস করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাও তাহার জন্য সদকা স্বরূপ হইবে)। يرزؤ শব্দটি মূলতঃ رزء ছিল। ইহার অর্থ ক্ষতি করা, হ্রাস করা, ত্রুটি সাধন করা, লোকসান হওয়া। আর কোন ব্যক্তির সম্পদ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন বলা হয় رزء الرجل ماله (লোকটির সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কম করিয়া দিয়াছে)। সম্ভবতঃ এই স্থানে ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা পোকা মাকড় ইত্যাদির কারণে ফল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মর্ম। কেননা, চুরির মাধ্যমে সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা মূলতঃ تعميم بعد التخصيص (খাসভাবে একটি বিষয় উপস্থাপন করিবার পর ব্যাপকভাবে সেইটাকে উপস্থাপন করা)। হাদীছের মর্ম হইতেছে, যে কোন ভাবে ফলের ক্ষতিসাধন হউক না কেন তাহাতেও রোরপনকারী উহার ছাওয়াব লাভ করিবে। -(তাকমিলা ১ম, ৪৭৬)

দুই হাদীছের মধ্যে সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছ ও অন্যান্য অনেক হাদীছ শরীফে বৃক্ষ রোপন ও চাষাবাদের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। আর উহা হইতে সৃষ্ট জীবের যে কেহ উপকৃত হয় উহা দান স্বরূপ হইবে এবং রোপনকারী ছাওয়াব লাভ করিবে। শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, ঐ গাছ ও শস্য হইতে অপর গাছ ও শস্য উৎপন্ন হইবে এইভাবে সে কিয়ামত পর্যন্ত ছাওয়াব লাভ করিতে থাকিবে।

পক্ষান্তরে কতক রিওয়ায়তে চাষাবাদকারীদের নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি চাষাবাদের কিছু সরঞ্জাম প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل (যেই সম্প্রদায়ের ঘরে ইহা (কৃষিকাজের সরঞ্জাম) প্রবেশ করে সেই ঘরে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেন)। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে ওলামায়ে কিরাম বলেন, চাষাবাদের নিন্দাবাদ সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যাহা দ্বারা মানুষকে দ্বীন হইতে গাফিল করিয়া দেয়। আর ইহা শুধু চাষাবাদের সহিত খাস নহে; বরং দুনইয়ার যাবতীয় পেশা ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য যে, যদি ইহা অর্জনের জন্য এমনভাবে মশগুল হইয়া পড়ে যাহার কারণে আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং তাহার জন্য দুর্ভোগের কারণ হইবে। অন্যথায় প্রয়োজনের তাগিদে হালাল রুযী অন্বেষণ কিংবা সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য কৃষিকাজ করে তবে তাহা প্রশংসনীয় এবং ছাওয়াব লাভ করিবে।

আর আল্লামা বায্যার (রহঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ছিকাহ রাবীগণের মাধ্যমে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে যেই হাদীছ নকল করিয়াছেন উহা দ্বারাও বৃক্ষ রোপন ও চাষাবাদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। রিওয়ায়তখানা এই যে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال و ان قامت الساعة وفى يد احدكم نسيلة (اى نخلة صغيرة) فليغرسها

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহারও হাতে খেজুরের চারা থাকা অবস্থায় যদি কিয়ামত কায়িম হইয়া যায় তবে যেন সে চারাটি রোপন করিয়া যায়)। -(তাকমিলা ১ম, ৪৭৬)

কোন্ উপার্জন উত্তম

কোন্ উপার্জন সর্বোত্তম এই বিষয়ে আলিমগণের ইখতিলাফ আছে। শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, চাষাবাদ সর্বোত্তম উপার্জন। আর কেহ বলেন, হাতের কাজ তথা হস্তশিল্প সর্বোত্তম উপার্জন। আর কেহ বলেন, ব্যবসার

উপার্জন সর্বোত্তম। আর অধিকাংশ হাদীছে كسب باليد (হাতের উপার্জন) সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লামা হাকিম (রহঃ) স্বীয় মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত আবূ বুরদাহ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি জবাবে ইরশাদ করিলেন, মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত মাল সর্বোত্তম এবং প্রত্যেক সহীহ বেচা-কেনার উপার্জন উত্তম। আর কেহ বলেন, হস্ত শিল্প ও কারিগরির মাধ্যমে উপার্জিত মালের মধ্যে সন্দেহজনক বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটে না বলিয়া সর্বোত্তম হালাল উপার্জন। আর চাষাবাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে মাখলূক উপকৃত হয় বলিয়া সর্বোত্তম উপার্জন। ইহার উপকার অন্যেরা ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃভাবে শ্রেষ্ঠত্বের এই ভিত্তি নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতার উপর। কাজেই যেই স্থানে চাষাবাদের বেশী প্রয়োজন সেই স্থানে চাষাবাদ করাই আফযল তথা সর্বোত্তম। আর যেই স্থানে ব্যবসার প্রয়োজন সেই স্থানে ব্যবসা সর্বোত্তম এবং যেই স্থানে হস্তশিল্পের প্রতি মানুষের প্রয়োজন বেশী সেই স্থানে শিল্পকর্ম সর্বোত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।-(তাকমিলা ১ম, ৪৭৫)

(৩৮৫০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِى نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

(৩৮৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা উম্মু মুবাশশির আল-আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে তাশরীফ নিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এই খেজুর কে রোপণ করিয়াছে? মুসলমান না কি কাফির? মহিলা জবাবে বলিলেন; বরং মুসলমান। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, যে কোন মুসলমান বৃক্ষ রোপন করে কিংবা শস্য ক্ষেত করে। আর উহা হইতে মানুষ, জীবজন্তু কিংবা কোন প্রাণী খায় তাহা হইলে উহা তাহার জন্য সদকার ছাওয়াব হইবে।

(৩৮৫১) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ قَالَا نَا رَوْحٌ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ و قَالَ ابْنُ أَبِى خَلَفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ كَذَا

(৩৮৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইবন আবূ খালফ (রহঃ) তাঁহারা ... জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি গাছ রোপন করে কিংবা জমিতে শস্য উৎপাদন করে। আর উহা হইতে কোন হিংস্র জন্তু, পাখী কিংবা অন্য কেহ খায় তবে ইহার জন্য সে ছাওয়াব পাইবে। আর রাবী ইবন আবী খালফ (রহঃ) বলিয়াছেন, পাখি ও এমন কোন কিছু।

(৩৮৫২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ

مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(৩৮৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু মা'বাদ (রাযিঃ)-এর বাগানে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উম্মু মা'বাদ! এই খেজুর গাছ কে রোপন করিয়াছে? সে কি মুসলমান কিংবা কাফির? সে (মহিলা জবাবে) আরয করিলেন; বরং মুসলমান। তিনি ইরশাদ করিলেন, কোন মুসলমান যদি কোন গাছ রোপন করে, আর উহা হইতে মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পাখি আহার করে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উহা তাঁহার জন্য সদকা স্বরূপ থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ (উম্মু মা'বাদ-এর ...)। কতক রিওয়ায়তে ام مبشر او ام معبد (উম্মু মুবাশশির কিংবা উম্মু মা'বাদ) রাবীর সন্দেহসহ বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে দৃঢ়ভাবে ام مبشر (উম্মু মুবাশশির) এবং কতক রিওয়ায়তে দৃঢ়ভাবে ام معبد (উম্মু মা'বাদ) বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে امرأة زيد بن حارثه (যায়েদ বিন হারিছা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী) বর্ণিত হইয়াছে। একই মহিলার দুইটি উপনাম (كنيت) -এ প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর কেহ তাহার নাম خليدة বলিয়াছেন। কিন্তু শারেহ নওয়াভী (রহঃ) তাহার নাম خليدة হওয়ার বিষয়টি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১ম, - ৪৭৭)

مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ (কে এই গাছ রোপন করিয়াছে?) হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় الفتح গ্রন্থে হাদীছ শরীফের এই অংশ হইতে মাসআলা উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপন করিবে কিংবা ক্ষেত করিবে সে সদকায়ে জারিয়ার ছাওয়াব পাইতে থাকিবে। যদিও সে উহা পরে বিক্রি করিয়া দেয় কিংবা মালিকানা হস্তান্তর হইয়া যায়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন যে, এই বাগানটির মালিক উম্মু মা'বাদ (রাযিঃ)। কিন্তু তিনি খেজুর গাছের রোপনকারী কে? তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বাগানের মালিক উম্মু মা'বাদ (রাযিঃ)কে ছাওয়াবের সুসংবাদ দেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, - ৪৭৭)

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (কিয়ামত দিন পর্যন্ত)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বৃক্ষ রোপনের ছাওয়াব স্থায়ীভাবে (সদকায়ে জারিয়া হিসাবে) রোপনকারী পাইতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত গাছের ফল এবং ফসল সৃষ্ট জীব আহার করিবে এবং উপকৃত হইবে। আর ইহা এইভাবে যে, ঐ গাছ ও শস্য বীজ হইতে আরেক গাছ ও আরেক শস্য উৎপন্ন হইবে। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ছাওয়াব পাইতে থাকিবে। যদিও গাছ রোপনকারী কিংবা ফসল উৎপাদনকারী মৃত্যুবরণ করে। এমনিভাবে গাছের মালিকানা হস্তান্তর হইলেও পূর্বের রোপনকারী ছাওয়াব পাইতে থাকিবে। -(তাকমিলা ১ম, - ৪৭৭)

(৩৮৫৩) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرٌو فِى رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِى رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ فَقَالَا عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِى رِوَايَةِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِى الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

(৩৮৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন শায়বা (রহঃ) তিনি ... জাবির হইতে, আমর (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়তে বলিয়াছেন আম্মার হইতে আর আবূ কুরায়ব (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়তে আবূ মুআবিয়া হইতে, তাহারা উম্মু মুবাশশির (রাযিঃ) হইতে, আর ইবন ফুযায়ল (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ)-এর স্ত্রীর নাম সংযোজন করা হইয়াছে। আর রাবী মুআবিয়া হইতে ইসহাক (রহঃ)-এর যেই রিওয়ায়ত উহাতে তিনি কখনও এইভাবে বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উম্মু মুবাশশির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন। আর কখনও বা তাহার নাম উল্লেখ ছাড়াই বর্ণনা করেন। আর তাহারা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আতা, আবু যুবায়র ও আমর বিন দীনার (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৮৫৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

(৩৮৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন উবায়দ আল-গুবারী (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর উহা হইতে পাখী, মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু আহার করে তবে ইহা তাহার পক্ষ হইতে সদকা স্বরূপ হইবে।

(৩৮৫৫) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ نَا قَتَادَةُ قَالَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

(৩৮৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী মহিলা উম্মু মুবাশশির-এর বাগানে প্রবেশ করিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খেজুর গাছ কে রোপন করিয়াছে? কোন মুসলমান না কি কোন কাফির? তাঁহারা জবাবে আরয করিলেন, মুসলমান। অতঃপর উপর্যুক্ত রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَاب وَضْعِ الْجَوَائِحِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছাড় দেওয়া

(৩৮৫৬) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ح قَالَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

(৩৮৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তুমি তোমার অপর ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর। (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যদি তোমার অপর ভাইয়ের কাছে ফল বিক্রি কর। অতঃপর উহা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ নহে। কীভাবে তুমি তোমার ভাইয়ের সম্পদকে অবৈধভাবে গ্রহণ করিবে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করা তোমার জন্য বৈধ নহে)। কোন ব্যক্তি যদি গাছে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত হইয়া উহা নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ফলের ক্ষতিপূরণ ক্রেতা বহন করিবে, না কি বিক্রেতা বহন করিবে? এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতি হইতে পারে।

(১) গাছে রাখিবার শর্তে যদি ফল পরিপক্ক হইবার পূর্বে বিক্রয় করা হয়। অতঃপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে উহা নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ইহার ক্ষতির দায়ভার সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতা বহন করিবে। ক্রেতার কাছে মূল্য চাহিতে পারিবে না। কেননা, এই বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ বলিয়া গণ্য।

(২) ফল কাটিয়া নেওয়ার শর্তে বিক্রি করা চাই উহা পরিপক্ক তথা আহার যোগ্য হইবার পূর্বে হউক কিংবা পরে। আর বিক্রেতা উহাকে ক্রেতার যিম্মায় দেয় নাই এবং ক্রেতাও উহা হস্তগত করে নাই। এমতাবস্থায় ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হইয়া গেলে ইহার ক্ষতির দায়ভারও সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতাই বহন করিবে। (তবে এই পদ্ধতিতে যদি ক্রেতার যিম্মায় বুঝাইয়া দেওয়া হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতাকেই ইহার ক্ষতির দায়ভার বহন করিতে হইবে)

(৩) ফল পরিপক্ক হইবার পূর্বে কিংবা পরে বিক্রি করা হইয়াছে এবং কাটিয়া নেওয়ার শর্তও আছে তবে ফল কাটিয়া নেওয়ার সময় দুর্যোগ কবলিত হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই ক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতা এই ক্ষতির দায়ভার বহন করিবে এবং বিক্রেতা ক্রেতার কাছে মূল্য তলব করিতে পারিবে।

(৪) ফল পরিপক্ক হইবার পর তৎক্ষণাৎ কাটিয়া নেওয়ার শর্ত ব্যতীত বিক্রি করা হইয়াছে এবং বিক্রেতা বিক্রিত ফলকে ক্রেতার যিম্মায় বুঝাইয়া দিয়াছে। অতঃপর দুর্যোগ কবলিত হইয়াছে এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ কে বহন করিবে এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ হইয়াছে।

(ক) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জাদীদ কওল মতে مطلقا (ব্যাপকভাবে) ইহার ক্ষতিপূরণ ক্রেতা বহন করিবে। আর তাহাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। আর ইহা ইমাম লায়ছ বিন সা'দ, আবূ জাফর তাবারী, ইমাম দাউদ, ইমাম ছাওরী ও জমহুরে উলামায়ে সালাফ (রহঃ)-এর অভিমতও।

(খ) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, ফল যদি এক-তৃতীয়াংশের কম নষ্ট হয় তবে ক্রেতা ইহার ক্ষতির দায়ভার বহন করিবে আর যদি এক তৃতীয়াংশ কিংবা ইহা হইতে অধিক নষ্ট হয় তাহা হইলে ইহার ক্ষতির ভার বিক্রেতা বহন করিবে। আর ইহা ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী (রহঃ) ও মদীনাবাসী সকলের অভিমত।

(গ) ইমাম আহমদ বিন হাম্মল (রহঃ), আবী উবায়দ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাদীম কওল অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ যতখানিই হউক না কেন বিক্রেতাকেই ইহার ক্ষতির দায়ভার বহন করিতে হইবে। তবে যদি ক্ষতির পরিমাণ এমন নগণ্য হয় যাহাকে ক্ষতি বলিয়া গণ্য করা হয় না তাহা হইলে ইহার দায়ভার ক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দলীল

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম ও বেশীর এবং এক তৃতীয়াংশ কিংবা ইহার কমের কোন প্রকার তারতম্য করা ব্যতীতই বিক্রেতাকে মূল্য গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছেন।

আর ইমাম মালিক (রহঃ)ও আলোচ্য হাদীছ দ্বারাই দলীল পেশ করেন তবে তিনি এক তৃতীয়াংশ কমের মধ্যে ব্যতিক্রম (استثناء) করিয়াছেন। আর শরীআতে এক তৃতীয়াংশকে অধিক-এর মধ্যে গণ্য করিয়াছে। ইহার দলীল হইতেছে ওয়াসিয়্যাত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ (ثلث) কে অধিক (كثير) -এর সীমার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় এক তৃতীয়াংশই বেশী (كثير) -এর সর্বনিম্ন সীমা।

আহনাফ ও শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল

(ক) আহনাফ ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দলীল হইতেছে সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী অনুচ্ছেদের (৩৮৬২নং) আবূ সাঈদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তির ক্রয়কৃত ফল দুর্যোগ কবলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবার কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহাকে সাহায্য কর। সাহাবাগণ তাহাকে সাহায্য করিল কিন্তু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হইল না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওনাদারদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যাহা তোমরা পাইয়াছ তাহাই গ্রহণ কর। ইহার অতিরিক্ত আর পাইবে না।

ইমাম তহাভী (রহঃ) এই হাদীছ দ্বারা এইভাবে দলীল পেশ করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওনাদারদেরকে অল্প অল্প করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন অথচ বিক্রেতার কাছ হইতে মূল্য ফিরাইয়া নেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্রেতার যিম্মায় আসিয়া নষ্ট হইলে সে-ই ইহার দায়ভার বহন করিবে। বিক্রেতা নিজ প্রাপ্ত মূল্য হইতে কিছু ছাড় দিতে বাধ্য নহে।

আল্লামা তকী ওছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর হাদীছ তখনই দলীল হিসাবে গণ্য হইবে যদি ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়। কিন্তু হাদীছে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত নাই। কাজেই এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ক্রেতা ফল কর্তন করিয়া নিয়া ব্যবসা করিবার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর হাদীছখানা দলীল হইবে না।

(খ) সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী অনুচ্ছেদের (৩৮৬৪নং) হাদীছে আছে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, اين المتالى على الله لا يفعل المعروف قال انا يا رسول الله فله اى ذلك احب (পূণ্যের কাজ না করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার নামে শপথকারী কোথায়? একজন আরয করিলেন আমি ইয়া রসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি তাহার জন্য ইহাই পছন্দ করিলেন)। এই হাদীছে পূণ্যকাজ না করিবার শপথ করার বিষয়টি অসম্মতি প্রকাশ করিলেও মূল্য ছাড় দেওয়া (وضع الجائحة) -এর জন্য বাধ্য করেন নাই। যদি মূল্য কমানো ওয়াজিব হইত তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাহাকে এই কাজে বাধ্য করিতেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মূল্য কম নেওয়া ইহসানের পর্যায়ে।

(গ) আহনাফ ও শাফেয়ী (রহঃ)-এর অভিমত প্রতিষ্ঠিত উসূলের পুরাপুরি অনুকূলে বটে। কেননা, বিক্রেতা যখন বিক্রিত বস্তুকে ক্রেতার হাতে অর্পণ করিয়া দেয় তখন ইহার যাবতীয় দায়ভার ক্রেতার উপরই চলিয়া যায়। এই সময় ক্ষতি হইলে ক্রেতার হইবে। বলাবাহুল্য, ফল ব্যতীত অন্যান্য বস্তু এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতেও ক্রেতাই ক্ষতির দায়ভার বহন করিবে। কাজেই ফলের ব্যাপারে ভিন্ন হুকুম হইবে কেন? বরং একই হুকুম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দলীলের জবাব।

আহনাফ ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছখানা সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যখন গাছের ফল প্রকাশ পাইবার পূর্বে বিক্রয় করা হয় কিংবা গাছে ঝুলন্ত ফল পরিপক্ক হইবার পূর্বে গাছে রাখিয়া দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হয় কিংবা ক্রেতা ফল হস্তগত করিবার পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়।

ইহার দলীল পরবর্তী (৩৮৫৮) হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছে ঝুলন্ত খেজুর রং পরিবর্তন (পরিপক্ক) হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রং পরিবর্তন হইবার মর্ম কি? তিনি বলিলেন, লাল রং কিংবা মেটে লাল রং ধারণ করা। বলতো দেখি ان منع الله الثمرة بم تستحل مال اخيك (আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করিয়া দেন তবে কোন অধিকারে তোমার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করিতে পার?) ইহা হুবহু আলোচ্য (৩৮৫৬নং) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের শেষ অংশ بم تأخذ مال اخيك بغير حق (কিভাবে তুমি তোমার ভাইয়ের সম্পদকে অবৈধভাবে গ্রহণ করিবে?)-এর অনুরূপ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যখন ফল পরিপক্ষ হইবার পূর্বে বিক্রয় করা হইবে। আর ক্রেতা উহাকে হস্তগত করে নাই।

তবে যে, এই অনুচ্ছেদের আগত (৩৮৬১নং) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক দুর্যোগে

ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য গ্রহণ না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন) ইহার তিনটি ব্যাখ্যা হইতে পারে।

(১) মূল্য কমানোর নির্দেশটি ওয়াজিব হিসাবে নহে বরং মুস্তাহাব হিসাবে। যেমন মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থে হযরত আমরা বিনতে আবদুর রহমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে لا مألى ان لا يفعل خيرا (ভাল কাজ না করিবার জন্য শপথ করিবে না)

(২) নির্দেশটি ওয়াজিব হিসাবেই বটে, কিন্তু ইহা সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যেই ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ফল হস্তগত করিবার পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়। আর এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতার উপর ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার বর্তাইবে।

(৩) ইমাম তহাভী (রহঃ) স্বীয় শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এ স্থলে সেই وضع الجوائح (মূল্য ছাড় দেওয়া)-এর দ্বারা মর্ম হইতেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মালিকদের নিকট হইতে উহার ট্যাক্স (خراج) আদায় না করা। আর এই হিসাবে সংশ্লিষ্ট মাসআলার সহিত অত্র হাদীছের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, - ৪৮০-৪৮৪)

(৩৮৫৭) وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৮৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহঃ) তিনি .... ইবন জুরায়জ (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮৫৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

(৩৮৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব, কুতায়বা ও আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের ফলের রং পরিবর্তন (পরিপক্ক) হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী হুমায়দ (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমরা হযরত আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহার রং পরিবর্তন হওয়ার মর্ম কি ? হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন, লাল রং কিংবা মেটে রং ধারণ করা। বল তো দেখি,

আল্লাহ যদি ফল নষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে কোন অধিকারে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করা হালাল মনে করিতে পার?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৭৪৪ নং এবং ৩৮৫৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮৫৯) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِىَ قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

(৩৮৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি .... হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের রং পরিবর্তন (পরিপক্ক) হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, রং পরিবর্তন হওয়ার মর্ম কি? তিনি জবাবে বলিলেন, লাল রং ধারণ করা। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে কোন বস্তুর বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করা হালাল মনে করিতে পার?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৭৪৪ নং হাদীছ ও ৩৮৫৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮৬০) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

(৩৮৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহঃ) তিনি .... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যদি ফলের পূর্ণতা না পৌঁছান তাহা হইলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেহ অপর ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করা হালাল মনে করিতে পারে?

(৩৮৬১) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا

(৩৮৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন হাকাম, ইবরাহীম বিন দীনার ও আব্দুল জাব্বার বিন আলা (রহঃ) তাঁহারা .... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য গ্রহণ না করিতে হুকুম দিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ছাত্র আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্দুর রহমান বিন বিশর (রহঃ) তিনি সুফয়ান (রহঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য গ্রহণ না করিতে হুকুম দিয়াছেন) অর্থাৎ ক্রেতা হইতে মূল্য গ্রহণ না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইতোপূর্বে ৩৮৫৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যার শেষ দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে যে, হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি ওয়াজিব হিসাবে নহে; বরং মুস্তাহাব হিসাবে। কিংবা وضع الجائحة (দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছাড় দেওয়া)-এর দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, এই হুকুমটি সেই ক্ষেত্রে

প্রয়োগ হইবে যেই ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ফল কব্জা করিবার পূর্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল ধ্বংস হইয়া যায়। কিংবা ইহা দ্বারা "প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মালিক হইতে ট্যাক্স (خـراج) আদায় না করা" মর্ম। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৫)

টীকা ঃ جوائـح শব্দটি جائـحـة -এর বহুবচন। ফলের উপর যেই দুর্যোগ আসিয়া ফলকে নষ্ট করিয়া দেয় সেই দুর্যোগকে جائـحـة বলেন। وضـع الـجـوائـح দ্বারা মর্ম হইল বিক্রেতা কর্তৃক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য মওকূফ করিয়া দেওয়া। -(তাকমিলা ১ম, -৪৭৯)

بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنْ الدَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋণ মওকূফ করা মুস্তাহাব

(৩৮৬২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

(৩৮৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তির ক্রয়কৃত ফল দুর্যোগে বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সে অনেক ঋণী হইয়া যায়, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহাকে সাহায্য কর। লোকেরা তাহাকে সাহায্য করিল কিন্তু ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরিমাণ হইল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পক্ষ হইতে পাওনাদারদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যাহা তোমরা পাইয়াছ উহা গ্রহণ কর। ইহার অতিরিক্ত আর পাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُصِيبَ رَجُلٌ (এক ব্যক্তির (ক্রয়কৃত ফল) দুর্যোগে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ...)। কেহ বলেন, এই ব্যক্তি হইলেন হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)। ইমাম নওয়াভী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর কাছে এক ইয়াহুদী ঋণ প্রাপ্য ছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের সহিত এই বিষয়ে কথা বলিলেন যে, তাহারা যেন প্রাপ্য ঋণ হইতে কিছু হ্রাস করিয়া দেয় কিংবা মওকূফ করিয়া দেন। তাহারা অস্বীকার করিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ হুকুম দিলেন। আর আল্লামা আবদুর রাজ্জাক স্বীয় মুসান্নাফ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায় ৫১৭৭ নং হাদীছে হযরত কা'ব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর কিছু মাল আনিয়া বিক্রি করতঃ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লামা আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) দীর্ঘ এক ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু এই ঘটনা এবং আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত ঘটনা এক নহে। কেননা, আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য সাহাবাগণকে সদকা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অথচ আল্লামা আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) কর্তৃক হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর ঘটনায় ইহার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু আল্লামা বায়হাকী (রহঃ) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই স্থানেও হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর ঘটনায় নাই যে, তিনি ফল ক্রয় করিয়া উহা নষ্ট হইবার কারণে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল উভয়টি এক ঘটনা নহে। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৫-৪৮৬)

تَـصَدَّقُوا عَلَيْـهِ (তোমরা তাহাকে সদকা কর) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির সহযোগিতা করা এবং তাহাকে সাহায্য করা খুবই ফযীলতের কাজ। -(ঐ)

خُذُوا مَـا وَجَـدْتُمْ (যাহা তোমরা পাইয়াছ উহা গ্রহণ কর)। ইহা হইতে ফকীহগণ দেউলিয়ার হুকুম উদ্ভাবন করিয়াছেন। আর ঋণ দাতাদের জন্য জায়িয আছে যে, তাহারা ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়ার কাছ হইতে যাহা পাইবে তাহা নিয়া নিবে। তবে ইহা কাযীর মাধ্যমে নিতে হইবে। আরও উল্লেখ্য যে, তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিধেয় কাপড় প্রভৃতি বাদ দিয়া অন্য সকল বস্তু নিতে পারিবে। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৬)

وَلَيْسَ لَكُـمْ إِلَّـا ذَلِـكَ (আর ইহার অতিরিক্ত আর পাইবে না) আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) স্বীয় মাআলিমুস সুনান গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় লিখেন, আলোচ্য হাদীছে বাগানের মালিককে তাহার বিক্রিত ফলের মূল্যের এক তৃতীয়াংশ কিংবা ইহার কম কিংবা বেশী মাওকূফ করিবার জন্য নির্দেশ দেন নাই; বরং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য লোকদেরকে হুকুম দিয়াছেন, যাহাতে তাহার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রাপ্য হক পরিশোধ করিয়া দেন। অতঃপর যতখানি পাওয়া গিয়াছে ততখানি তাহাদেরকে দিয়া ইহার উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য হুকুম দিয়াছেন। আর প্রত্যেক দেউলিয়া (ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যশূন্য)-এর ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রয়োগ হইবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, ঋণদাতা দেউলিয়াকে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া নেওয়া জায়িয আছে। অতঃপর তাহার উপার্জনের অতিরিক্ত অংশ ঋণ পরিশোধ খাতে দিতে পারিবে। আর সাহেবাঈন (রহঃ) বলেন, কেহ দেউলিয়া হইয়া যাওয়ার পর (ঋণ আদায় করিয়া নেওয়ার জন্য) তাহাকে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া নেওয়া জায়িয নাই। (বিস্তারিত হিদায়া দ্রষ্টব্য) -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৬)

(৩৮৬৩) حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْـنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৮৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহঃ) তিনি .... বুকায়র বিন আশাজ্জ (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৮৬৪) وحَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِى شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَـلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ

(৩৮৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমাদের একাধিক সাথী, তাঁহারা .... আবুর রিজাল মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার মা আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন, আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার নিকটে দুই ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠে ঝগড়া শুনিতে পান। তাহাদের একজন অপরজনের নিকট কোন বস্তু মওকূফ করিয়া দেওয়ার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিতেছে। আর অপরজন বলিতেছে যে, আল্লাহর কসম, আমি উহা করিতে পারিব না। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনিয়া তাহাদের দুই জনের কাছে গেলেন এবং ইরশাদ করিলেন, ভাল কাজ না

করিবার জন্য আল্লাহর নামে শপথকারী কোথায়? একজন (জবাবে) আরয করিল, আমি, ইয়া রসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি তাহার জন্য ইহাই পছন্দ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى الرِّجَـالِ (পুরুষগণের পিতা হইতে)। আবুর রিজাল হইতেছে রাবীর লকব তথা উপাধী। কুনিয়্যাত (উপনাম) নহে। তিনি আবুর রিজাল উপাধীতে ভূষিত হইবার কারণ হইতেছে যে, তাঁহার দশজন পুত্র সন্তান ছিল কোন মেয়ে ছিল না। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হারিছা বিন নো'মান (রহঃ)। তাঁহার দাদা হযরত হারিছা (রাযিঃ) বদরী সাহাবী ছিলেন। আবুর রিজাল (রহঃ)-এর কুনিয়াত আবূ আবদুর রহমান। তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৭)

عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ (আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান), তিনি হইলেন, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ আল-আনসারীয়া আল-মাদানীয়া। তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সহিত থাকিতেন। আল্লামা ইবন হিব্বান (রহঃ) বলেন, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছসমূহের সর্বাধিক বড় আলিমা ছিলেন। হযরত সুফয়ান (রহঃ) বলেন, আমরাহ সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ সর্বাধিক প্রমাণিত। আল্লামা ইবন সা'দ (রহঃ) বলেন, তিনি আলিমা ছিলেন। আর হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) মদীনার প্রশাসক ইবন হাযম (রহঃ)কে পত্রযোগে হুকুম দিলেন তিনি যেন তাহার জন্য 'আমরাহ' (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছগুলি লিখিয়া দেন। -আত-তাহযীব, ১২ - ৪৩৮) -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৭)

وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِـى شَـىْءٍ (তাহাদের একজন অপরজনের নিকট কোন বস্তু মওকূফ করিয়া দেওয়ার ...)। অর্থাৎ অপরজনের কাছে তাহার প্রাপ্য ঋণ হইতে কিছু মওকূফ করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছে। আর و يسترفقه (আর স্বীয় প্রাপ্য) ঋণের তাগাদার ক্ষেত্রে অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবেদন করিতেছে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋণের কিছু অংশ ছাড় দেওয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবেদন করা জায়িয আছে। কিন্তু মালিকী মতাবলম্বীগণ ইহাকে মাকরূহ মনে করেন। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৯)

أَيْـنَ الْمُتَـأَلِّى عَلَـى اللَّـهِ (আল্লাহর নামে শপথকারী লোকটি কোথায়?) المتألى -এর অর্থ কসমের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা। আর متألى শব্দটি ألية (হামযাহ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) হইতে উদগত। ইহার অর্থ কসম খাওয়া। -(তাকমিলা ১ম, -৪৮৯)

(৩৮৬৫) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ

(৩৮৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... কা'ব বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একবার মসজিদের মধ্যে ইবন আবূ হাদরাদ নামে এক ব্যক্তির কাছে স্বীয় প্রাপ্য ঋণের

তাগাদা করেন। ইহাতে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে থাকে। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মোবারক ঘর হইতে সেই আওয়ায শুনিতে পাইলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার পর্দা উঠাইয়া বাহিরে তাশরীফ আনিলেন এবং তাহাদের কাছে গেলেন। তিনি কা'ব বিন মালিক (রাযিঃ)কে ডাক দিয়া বলিলেন, হে কা'ব! তিনি আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাযির আছি। অতঃপর তিনি স্বীয় মুবারক হাতের ইশারায় তাহাকে তাহার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক অংশ মওকূফ করিয়া দিতে বলিলেন। হযরত কা'ব (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অনুরূপ করিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইবন আবূ হাদরাদকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, উঠ, উহার অবশিষ্ট পরিশোধ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- دَيْنًا كَـانَ لَـهُ عَلَيْـه (তাহার নিকট স্বীয় প্রাপ্য ঋণ)। অন্য রিওয়ায়তে ইমাম যুহরী হইতে বর্ণিত আছে যে, ঋণের পরিমাণ ছিল দুই উকিয়া। اوقيه (উকিয়াহ) হইতেছে রৌপ্যের ওযন। এক তোলা সাত মাশা তথা এক আউন্স পরিমাণ। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯১)

فِى الْمَسْجِدِ (মসজিদের মধ্যে) ইহা تقاضى (তাগাদা)-এর সহিত متعلق (সম্পর্ক)। অর্থাৎ طلب دينه فى المسجد (তিনি মসজিদের মধ্যে স্বীয় প্রাপ্য ঋণ পরিশোধের জন্য তলব করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনে মসজিদের মধ্যে কথা বলা জায়িয আছে। (ফয়যুল বারী লি শাহ আনোয়ার (রহঃ) ১ম - ৫৬) আর শায়খ ইবনুল হুমাম (রহঃ) স্বীয় الفتح গ্রন্থে বলেন, মসজিদে কথা বলার দ্বারা পূণ্যসমূহ ধ্বংস করিয়া দেয়। যদি কথা বলার জন্য মসজিদে গিয়া থাকে। আর যদি নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসে এবং প্রয়োজনে

আলোচনায় ব্যস্ত হয় তাহা হইলে حسنات (পূণ্যকর্মসমূহ) নষ্ট হইবে না। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯১)

فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا (উভয়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে থাকে) অর্থাৎ এমন উচ্চ হইয়াছিল যাহা নিষিদ্ধের সীমায়

পৌঁছায় নাই। অর্থাৎ সাধারণ কথাবার্তায় যতখানি স্বর উচ্চ হইয়া থাকে। আর অতি উচ্চ কণ্ঠস্বর না হইলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আওয়ায এই কারণে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, মসজিদে নববী ছিল খুবই ছোট এবং হুজরা মুবারক ছিল অতি নিকটে। শায়খ গাঙ্গুহী (রহঃ) স্বীয় 'লামিউদ দুরারী' গ্রন্থের ১ম-১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, মসজিদে সীমাতিরিক্ত হট্টগোল করা নিষিদ্ধ ও হারাম। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯১)

كَشَفَ سِـجْفَ حُجْرَتِـه (স্বীয় মুবারক হুজরার পর্দা উঠাইয়া ...) السجف শব্দটি س বর্ণে যের এবং ج বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত অর্থ পর্দা (الستر)। কেহ বলেন, মধ্যভাগে চেরা দুই পাটের পর্দা। কোন দরজায় দুই পাটের পর্দা থাকিলে প্রত্যেক পাটকে سجف বলে। আর سجف -এর বহুবনে اسجاف ও سجوف আসে। কাযী ইয়ায (রহঃ) প্রমুখ বলেন, দুই পাল্লা বিশিষ্ট দরজার ন্যায় মধ্যখানে চেরা পর্দা ব্যতীত سجف বলা হয় না।

আলোচ্য হাদীছ দলীল যে, দুই পাট বিশিষ্ট পর্দা দরজায় লটকানো জায়িয আছে। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯২)

(৩৮৬৬) وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِى حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ **قَالَ مُسْلِم** وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

(৩৮৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি .... কা'ব বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদা ইবন আবূ হাদরাদ

(রাযি)-এর কাছে স্বীয় প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন। অতঃপর তিনি (উপর্যুক্ত) ইবন ওয়াহহাব (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, লায়ছ বিন সা'দ (রহঃ) তিনি .... কা'ব বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার কিছু মাল আবদুল্লাহ বিন আবূ হাদরাদ আসলামী (রাযিঃ)-এর কাছে ছিল। একদা তিনি আসলামী (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জোর তাগাদা করেন। এতদবিষয়ে তাহাদের পরস্পর কথাবার্তা হইল এবং এক পর্যায়ে আওয়ায কিছু উচ্চ হইয়া পড়িল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি কা'ব (রাযিঃ)কে ডাক দিয়া হাতের ইশারায় বলিলেন, অর্ধেক। ফলে হযরত কা'ব (রাযিঃ) ঋণের অর্ধেক গ্রহণ করেন এবং বাকী অর্ধেক ছাড়িয়া দেন।

ফায়দা ঃ- আবদুল্লাহ বিন হাদরাদ আর-আসলামী (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত ছিল আবূ মুহাম্মদ। আল্লামা ইবন সা'দ (রহঃ) বলেন, তিনি প্রথমে হুদায়বিয়া ও পরে খায়বরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ৮১ বৎসর বয়সে হিজরী ৭১ সনে ইনতিকাল করেন। তাহার নিকট হইতে ৪টি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯১)

দুই হাদীছের সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয়ের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। আর উপর্যুক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজরা মুবারকে ছিলেন। তাহাদের উচ্চস্বর শ্রবণ করিয়া বাহিরে তশরীফ আনলেন। এতদুভয় হাদীছের বাহ্যিক বিরোধের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, তাহারা মসজিদে কথাবার্তা বলিতেছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পাশ দিয়াই হুজরা মুবারকে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই; বরং স্বীয় হুজরায় প্রবেশ করেন। অতঃপর এক পর্যায়ে তাহাদের আওয়ায উচ্চ হইতে থাকিলে তিনি স্বীয় মুবারক হুজরার পর্দা উঠাইয়া তাহাদের কাছে আসিলেন। অতঃপর যাহা করার তিনি করিয়াছেন। আর এইরূপ সামান্য ইখতিলাফের কারণে হাদীছ সহীহ হইবার বিষয়ে কোন ক্ষতি করিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯৩)

بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রিত বস্তু দেওলিয়া ঘোষিত ক্রেতার কাছে কিছু পাওয়া গেলে বিক্রেতা উহা ফেরত নেওয়ার হুকুম

(৩৮৬৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

(৩৮৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কিংবা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত কোন লোকের নিকট তাহার মাল হুবহু পায় কিংবা কোন মানুষের কাছে পায়, যাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা হইলে সে তাহার মাল ফেরৎ পাওয়ার বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ أَفْلَسَ (দেউলিয়া ঘোষিত করা হইয়াছে)। الافلاس শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইল সম্পদ না থাকা। নিঃস্ব হইয়া যাওয়া। আর افلس শব্দটি فلوس হইতে। فلوس বলা হয় পয়সাকে। আর افلاس অর্থ পয়সা না থাকা। কেননা, باب افعال -এর همزه টি سلب مأخذ (বিপরীত অর্থ বুঝানোর) জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ سلبت فلوسه (তাহার পয়সা উধাও হইয়া গিয়াছে)। আর কেহ বলেন افلس শব্দের همزه টি এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়াকে বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ যখন কোন ব্যক্তি বহু দিরহামের মালিক হওয়ার পর এখন কেবল فلوس (পয়সা)-এর মালিক রহিয়া গিয়াছে তখন বলা হয় افلس الرجل (লোকটি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে)। আর ফকীহগণের পরিভাষায় مفلس ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার ঋণ তার সম্পদ হইতে বেশী। -(তাকমিলা ১ম, -৪৯৬)

فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (তাহা হইলে সে তাহার মাল ফেরৎ পাওয়ার বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অধিক হকদার)। আলোচ্য হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা জমহুরে ওলামা দলীল দিয়া থাকেন যে, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে কোন কিছু ক্রয় করিবার পর মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্বেই দেউলিয়া (مفلس) হইয়া গিয়াছে। অতঃপর বিক্রেতা যদি তাহার বিক্রিত মাল অবিকলভাবে দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাইয়া যায় তবে উহা বিক্রেতারই হইবে। বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে এবং বিক্রিত বস্তু ক্রেতা হইতে বিক্রেতা নিয়া নিবে। আর এই বিক্রিত বস্তুতে অন্যান্য ঋণ দাতারা অংশীদার হইবে না (যদিও সে অন্যান্য ব্যক্তির কাছে ঋণী থাকে)। ইহা ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অভিমত। আর এই মতের পক্ষে হযরত উরওয়া, আওযায়ী, আম্বরী, ইসহাক, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ রহিয়াছেন। আল্লামা ইবন কুদামা (রহঃ) স্বীয় 'আল মুগনী' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় কিতাবুল মুফলিস-এ উল্লেখ করিয়াছেন।

আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রেতাসহ সকল ঋণদাতা সমভাবে অংশীদার হইবে। (ঐ বস্তু বিক্রি করে পরিমাণ মত সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে)। বিক্রেতা এককভাবে উক্ত বিক্রিত বস্তু নিতে পারিবে না। এই মতের পক্ষে ইমাম হাসান, নাখয়ী, শা'বী, ইবন শুবরিম্মা, ওকী, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ রহিয়াছেন। (উমদাতুল কারী ৬ষ্ঠ - ৫৬) আর এই মতে রহিয়াছেন ইমাম ছাওরী (রহঃ)-ও (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৮ম - ২৬৬)।

জমহুরে উলামা (রহঃ)-এর দলীল অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ। আর তাহারা আলোচ্য হাদীছকে بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর উপর প্রয়োগ করেন। যেমন অনুচ্ছেদের পরবর্তী (৩৮৬৯ নং) ইবন আবী হুসায়ন (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে স্পষ্টভাবে بيع (ক্রয়-বিক্রয়)-এর কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, انه لصاحبه الذى باعه (তাহা হইলে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর প্রাপক)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) দলীল পেশ করেন যে, বিক্রি করিয়া দেওয়ার কারণে বিক্রিত বস্তু (مبيع) বিক্রেতার মালিকানা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইহাকে আটকাইয়া রাখার অনুমতি ছিল। তবে যখন বিক্রিত বস্তু ক্রেতার হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়াছে তখন বিক্রেতার মালিকানা রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু ক্রেতার যিম্মায় মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া আর কিছু ওয়াজিব থাকিল না। এখন ক্রেতা বিক্রেতার কাছে শুধু ঋণী থাকিল। কাজেই ঋণদাতা হিসাবে সে অন্যান্যদের সমান হকদার হইবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুল হুজ্জাত' ২য় - ৭১৬ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন عن على رض انه اسوة للغرماء (হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সে অন্যান্য ঋণদাতাদের সমান হকদার হইবে)। আর মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থের ৮ম - ২৬৬ পৃষ্ঠায় ১৫১৭০ নং রিওয়ায়ত হযরত আবূ সুফয়ান হইতে, তিনি ... হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন هو فيها اسوة الغرماء اذا وجدها بعينها (অবিকল সেই বস্তু পাইলেও সে অন্যান্য ঋণদাতাদের সমান হকদার হইবে)।

জমহুরের পেশকৃত দলীলের জবাব

হানাফীগণ অনুচ্ছেদের আলোচ্য হদীছ শরীফকে ছিনতাইকৃত মাল (غصب) , আমানতস্বরূপ গচ্ছিত মাল (وديعت) , ধার নেওয়া মাল (عاريت) এবং মাল ক্রয়ের জন্য দরদাম করা হইতেছে এমন বস্তু (المفوض على سوم الشراء)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই সকল মালের প্রকৃত মালিকই অন্যান্যদের তুলনায় অধিক হকদার হইবে। কেননা, এই সকল মাল তাহার মালিকানায় রহিয়াছে। হানাফীগণ এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে দুইভাবে দলীল দিয়াছেন।

(১) হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاع لاحدكم متاع او سرق له متاع فوجده فى يد رجل بعينه فهو احق به - ويرجع المشترى على البائع بالثمن (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যদি কোন বস্তু হারাইয়া ফেলে কিংবা চুরি হইয়া যায়। অতঃপর কোন ব্যক্তির কাছে অবিকলভাবে উক্ত বস্তুটি পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রকৃত মালিকই ইহার অধিক হকদার বলিয়া গণ্য হইবে। আর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য পরিশোধ করিবে)। এই হাদীছে বলা হইয়াছে যে, হারানো কিংবা চুরিকৃত মাল অবিকলভাবে কোন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার প্রকৃত মালিকই ইহার অধিক হকদার বলিয়া বিবেচিত হইবে। সামুরা (রাযিঃ) বর্ণিত এই হাদীছ এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের যোগসূত্র প্রায় এক ও অভিন্ন। তবে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ সংক্ষিপ্ত এবং হযরত সামুরা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত (مختصر) হাদীছকে হযরত সামুরা (রাযিঃ)-এর (مفصل) হাদীছের উপর প্রয়োগ করা হইবে যাহা যুক্তিসঙ্গত বটে।

(২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, من ادرك ماله بعينه (যে ব্যক্তি স্বীয় মাল অবিকলভাবে পাইবে)। এই স্থানে ماله (তাহার মাল) বলা হইয়াছে। আর ইহার অর্থ হইতেছে, সে মালের প্রকৃত মালিক। আর ইহা কেবল চুরি, ছিনতাই, আমানত এবং ধার প্রদত্ত মালের উপরই প্রয়োগ হয়। কেননা, এই সকল মাল প্রকৃত মালিকের মালিকানায় থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে বিক্রিত বস্তু (مبيع) ক্রেতার হাতে সোপর্দ করা হইলে বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। অধিকন্তু এই বিক্রিত বস্তু (مبيع) -এর উপর অবিকলভাবে (بعينه) শব্দ প্রয়োগ হয় না। কেননা, বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হইলে হুকুমও পরিবর্তন হইয়া যায়। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অপর হাদীছে আছে هى لك صدقة ولنا هدية (ইহা তোমার জন্য সদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া)। কাজেই আলোচ্য হাদীছের শব্দসমূহের উপর আমল করার লক্ষে চুরি, ছিনতাই, আমানত, ধার এবং ক্রয়ের জন্য ভাওকৃত বস্তুর উপর প্রয়োগ করা উত্তম। আর যদি জমহুরের অনুরূপ আমরাও এই হাদীছকে বিক্রিত বস্তু (مبيع) -এর উপর প্রয়োগ করি তাহা হইলে হাদীছের শব্দের প্রকৃত অর্থ (حقيقة) হইতে সরিয়া রূপক অর্থ (مجاز) গ্রহণ করিতে হয়। অথচ রূপক অর্থ (مجاز) হইতে প্রকৃত অর্থ (حقيقة) -এর উপর আমল করাই উত্তম।

তবে জমহুরের প্রদত্ত দলীলের দ্বিতীয় হাদীছ যাহা এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী ইবন আবী হুসায়ন (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ যাহার শব্দসমূহ انه لصاحبه الذى باعه (তাহা হইলে বিক্রেতাই বস্তুর প্রাপক) রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তো স্পষ্টভাবে بيع শব্দ উল্লেখ হইয়াছে। তাহা ছাড়াও অনেক রিওয়ায়তে بيع শব্দ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, যে সকল হাদীছে بيع -এর কথা উল্লেখ নাই সেইগুলি محفوظ (সংরক্ষিত) বিশুদ্ধ হাদীছ।

এই হাদীছে সনদের ব্যাপারে সারকথা হইতেছে যে, এই হাদীছ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে তাহার ছয়জন শিষ্য আবূ বকর বিন আবদুর রহমান, হিশাম মাখযুমী, বশীর বিন নাহয়ান, ইরাক, আবূ সালামাহ এবং ওমর বিন খলিদাহ (রহঃ) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ৪ জন কখনও بيع শব্দ উল্লেখ করেন নাই এবং ইহাতে তাহারা মতানৈক্যও করেন নাই। আর বাদ বাকী দুই জন ছাত্রের বর্ণিত রিওয়ায়ত বিরোধপূর্ণ। তাহাদের রিওয়ায়তের কোন কোন রাবী بيع শব্দ উল্লেখ করিয়াছে আর কেহ করেন নাই। কাজেই বিরোধপূর্ণ (مختلف فيه) রিওয়ায়তের উপর সর্বসম্মত (متفق عليه) রিওয়ায়ত প্রাধান্য হয়।

আর যদি হাদীছ শরীফে بيـع শব্দটির উল্লেখ হওয়াকে সহীহ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় তবে আমাদের হানাফীগণের জন্য অবকাশ রহিয়াছে যে, উহাকে ما قبضه المفلس على سوم الشراء (ক্রয়-বিক্রয়ের ভাও হইবার সময় এবং বিক্রয় সম্পন্ন হইবার পূর্বে দেওলিয়া (مفلس) ব্যক্তির হাতে থাকা مبيـع (বিক্রিত বস্তু)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আর এই পদ্ধতিতে الذى باعه (বিক্রেতা)-এর অর্থ الذى اراد بيعه (যে ব্যক্তি বিক্রয়ের ইচ্ছা করিয়াছে) হইবে। যাহাতে হাদীছখানা উসূলে ছাবিতার মুওয়াফিক হইয়া যায়। আর যাহাতে من ادرك ماله بعينه (তাহার মাল অবিকলভাবে পায়) কে হাকীকতের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। ফলে আলোচ্য হাদীছ এবং সামুরা বিন জুনদুব (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ ও হযরত আলী (রাযিঃ)-এর আছারের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকিবে না; বরং সমন্বয় হইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, অনুচ্ছেদের হাদীছ দ্বারা হানাফীগণের দলীল দেওয়ার সারসংক্ষেপ ইহাই। অবশ্য ইহা মুজতাহিদ ফিহ (উদ্ভাবনমূলক) মাসআলা। উভয় পক্ষেরই শক্তিশালী দলীল রহিয়াছে। সুতরাং জমহুরের মাযহাব হাদীছের শব্দের সহিত অধিক মুয়াফিক তথা সামঞ্জস্যশীল। আর হানাফী মাযহাব উসূলে ছাবিতা-এর অধিক মুয়াফিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা সংক্ষিপ্ত, ১ম, ৪৯৪-৫০০)

(৩৮৬৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِى هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ

(৩৮৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী' ও ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... তাঁহারা সকলে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) হইতে এই সনদে রাবী যুহায়র (রহঃ)-এর অনুরূপ মর্মের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে শুধু ইবন রুমহ (রহঃ) স্বীয় বর্ণনায় বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে।

(৩৮৬৯) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِى بَاعَهُ

(৩৮৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ ওমর (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, দেউলিয়া সাব্যস্ত লোকের নিকট যদি বিক্রিত বস্তু পাওয়া যায় এবং উহা হস্তান্তরিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রেতাই ঐ বস্তু পাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- وَلَـمْ يُفَرِّقْـهُ (আর উহা হস্তান্তরিত না হয়)। অর্থাৎ দেউলিয়া ক্রেতা উহাকে অন্যের সহিত কোন প্রকার মুআমালা না করিয়া থাকে কিংবা বিক্রয়, হেবা এবং আযাদ প্রভৃতির মাধ্যমে হস্তান্তর না

করিয়া থাকে। ক্রেতা এই সকল পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিলে উহা ফেরৎ আনিতে পারিবে না। কেননা, উহা ক্রেতার হাতে নাই। অতঃপর জমহুরে ওলামা অনুচ্ছেদের হাদীছ হইতে শাখা-প্রশাখা মাসআলা উদ্ভাবনে মতানৈক্য করিয়াছেন। (বিস্তারিত জানিবার জন্য উমদাতুল কারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) -(তাকমিলা, ১ম - ৫০১)

(৩৮৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

(৩৮৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কোন লোক দেউলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর কোন লোক স্বীয় বস্তু অবিকলভাবে তাহার নিকট পায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই উহার অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (হাদীছ নং ৩৮৬৭ ও ৩৮৬৯ -এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮৭১) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا سَعِيدٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ

(৩৮৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... সাঈদ হইতে (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... হিশাম (রহঃ) হইতে। তাঁহারা উভয়ে কাতাদাহ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর এতদুভয় রাবী (এতখানি অতিরিক্ত) বলিয়াছেন- সেই ব্যক্তিই অন্যান্য ঋণদাতাদের তুলনায় অধিক হকদার।

(৩৮৭২) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

(৩৮৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ, হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন লোক দেউলিয়া সাব্যস্ত হয়, আর তাহার নিকট কোন ব্যক্তির স্বীয় বিক্রিত বস্তু হুবহুভাবে প্রাপ্ত হয় তখন সে-ই উহার অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৮৬৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ والتجاوز فى الاقتضاء من الموسر والمعسر

অনুচ্ছেদ ঃ দুঃস্থ ঋণীকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং পাওনা আদায়ে ধনী-গরীব সকলের সহিত সদাচরণ প্রসঙ্গ

(৩৮৭৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِى أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ

(৩৮৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহঃ) তিনি .... হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইলে ফিরিশতাগণ তাহার রূহ কব্জা করিতে আসিয়া লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জীবনে কোন নেক আমল করিয়াছ? সে জবাবে বলিল, না। তাহারা বলিলেন, স্মরণ করিয়া দেখ তো! সে বলিল, আমি লোকদেরকে ঋণ প্রদান করিতাম, অতঃপর আমি আমার গোলামদের এই মর্মে নির্দেশ দিতাম তাহারা যেন অসচ্ছল লোকদের অবকাশ দেয় এবং সচ্ছল লোকদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা (ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য করে) ইরশাদ করেন, তোমরাও তাহাকে ছাড়িয়া দাও অর্থাৎ তোমরাও তাহার সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- فَآمُرُ فِتْيَانِى (আমি আমার খাদেমদের নির্দেশ দিতাম)। فتيانى শব্দটি ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। فتى -এর বহুবচন। অর্থ খাদেম। চাই আযাদ হউক কিংবা ক্রীতদাস। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৩)

أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ (যাহাতে তাহারা অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দেয়)। الانظار তথা الامهال অর্থ কর্জ পরিশোধে অবকাশ দেওয়া, সময় দেওয়া। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৩)

وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ (আর তাহারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিদের সহিত সদাচার করে)। আর ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে বুখারীর রিওয়ায়তে আছে ويتجاوزوا উভয়টির একই অর্থ। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে সাধু আচরণ করা, সহজ করা, পূর্ণ আদায় করা। আর কিছু ত্রুটি থাকিলে তাহাও গ্রহণ করা। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৩)

বলা বাহুল্য, কর্জ উসূলের ক্ষেত্রে অসচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দেওয়া এবং সচ্ছল ব্যক্তির সহিত সদাচার করা এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হইতে কিছু কম নেওয়া। সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহাও গ্রহণ করা, সম্পূর্ণ কিংবা কর্জের কিছু ক্ষমা করিয়া দেওয়া খুবই ছাওয়াবের কাজ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৩৮৭৪) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَا نَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنْ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي قَالَ أَبُومَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

(৩৮৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা .... রিবঈ বিন হিরাশ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ মাসঊদ (রাযিঃ) একত্রিত হইলেন, তখন হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলিলেন, এক ব্যক্তির আল্লাহ পাকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন আল্লাহ পাক তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, তুমি কি আমল করিয়াছ? সে (জবাবে) আরয করিল, আমি তেমন কোন নেক আমল করি নাই, তবে আমি একজন সম্পদশালী লোক ছিলাম। আমি লোকদের কাছে আমার প্রাপ্য কর্জ উসূলের ক্ষেত্রে এই তরীকা অবলম্বন করিতাম যে, সচ্ছলদেরকে অবকাশ দিতাম এবং অসচ্ছলদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা আমার বান্দার সহিত সদাচার কর অর্থাৎ আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

হযরত আবূ মাসঊদ (উকমা বিন আমর) (রাযিঃ) বলেন, অনুরূপই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৩৮৭৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِى السِّكَّةِ أَوْ فِى النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি .... হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, এক লোক মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, (দুনইয়াতে) তুমি কোন ধরণের আমল করিতে? রাবী বলেন, অতঃপর সে স্মরণ করে কিংবা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সে বলিল, আমি লোকদের সহিত (দুনইয়াতে) মাল ক্রয়-বিক্রয় করিতাম। তখন অসচ্ছল লোকদেরকে আমি অবকাশ দিতাম এবং সরকারী মোহরযুক্ত মুদ্রা (দীনার, দিরহাম) কিংবা টাকা-পয়সা (দোষ-ত্রুটিযুক্ত হইলেও গ্রহণ করতঃ তাহাকে) ছাড় দিতাম। এই কারণেই তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

তখন হযরত আবূ মাসঊদ (রাযিঃ) বলিলেন, আর আমিও এই হাদীছ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

ফায়দা

أَتَجَوَّزُ فِى السِّكَّةِ (উসূলের ক্ষেত্রে ছাড় দিতাম)। মোহরযুক্ত দিরহাম ও দীনারকে سكة বলে। নিহায়া গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, দিরহাম ও দীনারসমূহের প্রত্যেকটিকে লোহার সাহায্যে তৈরী করা হয় বলিয়া سكة

নামকরণ করা হইয়াছে। اوفی النقد (কিংবা নগদ টাকা, টাকা-পয়সা উসূলের ক্ষেত্রে ছাড় দিতাম) ইহা হাদীছের রাবীর সন্দেহ। ইহা দ্বারা মর্ম হইল انی کنت اتجاوز عن عیوب السکة او النقد (দোষ-ক্রটিযুক্ত মুদ্রা কিংবা টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে লোকদেরকে আমি ছাড় দিতাম, ক্ষমা করিয়া দিতাম) -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৪)

(৩৮৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِى الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِى فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (রহঃ) তিনি .... হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সমীপে তাঁহার এমন এক বান্দাকে হাযির করা হয়, যাহাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি দুনইয়াতে কি আমল করিয়াছ? রাবী বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার সমীপে কেহই কোন কথা গোপন রাখিতে পারে না। সে আরয করিল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ হইতে আমাকে দান করিয়াছিলেন। আমি লোকদের সহিত কেনা-বেচা করিতাম। আর আমার স্বভাব ছিল ছাড় দেওয়া (এবং মাফ করিয়া দেওয়া) কাজেই আমি সচ্ছল লোকদের সহিত সদাচার করিতাম এবং অসচ্ছল লোকদের সময় দিতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই ব্যাপারে আমি তোমার চাইতে অধিক যোগ্য। তোমরা আমার বান্দার সহিত সদাচার কর তথা মাফ করিয়া দাও।

তখন উকবা বিন আমির জুহানী ও আবূ মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) বলেন, অনুরূপই আমরা এই হাদীছ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যবান হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

ইলমী ফায়দা

فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ এই বাক্য সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। ইহা রাবীর وهم (ধারণা)। বস্তুতঃভাবে আবূ মাসঊদ বদরী আনসারী (রাযিঃ)-এর নাম উকবা বিন আমর। সুতরাং সনদ খানা অনুরূপ হইবে فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عمرٍو أَبُو مَسْعُودٍ (তখন উকবা বিন আমর আবূ মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আর এই وهم (ধারণা)-এ সমাবৃত হইয়া রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার (রহঃ) বলিয়া দিয়াছেন عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ (দারা কুতনী) -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৪)

(৩৮৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ

(৩৮৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ

মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে (ঈমান ছাড়া অন্য) কোন নেক আমল পাওয়া যায় নাই। তবে সে মানুষের সহিত লেন-দেন করিত এবং সে সচ্ছল ছিল। ফলে সে স্বীয় কর্মচারীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিত যে, তাহারা যেন অসচ্ছল লোকদেরকে ছাড় দেয় (প্রয়োজনে মাফ করিয়া দেয়)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই বিষয়ে আমি তাহার চাইতে অধিক হকদার। তোমরা তাহার সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ কর তথা মাফ করিয়া দাও।

ফায়দা

حُوسِبَ رَجُلٌ (এক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হয়)। প্রকাশ থাকে যে, এই ঘটনা ও হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীছের ঘটনা এক। সম্ভবতঃ ইহা সেই হিসাব নেওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যাহা হাশর-নশর-এর পরে অনুষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যতে অকাট্যভাবে অনুষ্ঠিত বস্তুকে অতীতের অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইবনুল মূলক (রহঃ) স্বীয় 'মুবারকুল আযহার' গ্রন্থের ২য় -২৩১ পৃষ্ঠায় অনুরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তির কিছু হিসাব হাশরের পূর্বে মৃত্যুর পরে নেওয়া হয়। আল্লামা আইনী (রহঃ) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৫ম- ৪২৪ পৃষ্ঠায় এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দিকেই মত পোষণ করেন। অধিকন্তু পূববর্তী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বর্ণিত (৩৮৭৩ নং) হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফিরিশতাগণ রূহ কব্জা করিবার সময়ই এই হিসাব নিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৫)

(৩৮৭৮) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

(৩৮৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মদ বিন জাফর বিন যিয়াদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি লোকদেরকে কর্জ দিত। অতঃপর সে স্বীয় গোলামকে এই মর্মে বলিয়া দিত যে, তুমি যখন কোন অসচ্ছল লোকের কাছে (কর্জ উসূলের জন্য) যাইবে তখন তাহাকে মাফ করিয়া দিবে। সম্ভবতঃ (ইহার উসীলায়) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও মাফ করিয়া দিবেন। অতঃপর সে আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

(৩৮৭৯) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

(৩৮৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৩৮৮০) حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى

مُعْسِرٌ فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

(৩৮৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুল হায়সাম খালিদ বিন খিদাশ বিন আজলান (রহঃ) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদাহ (রাযিঃ) একবার তাহার একজন কর্জ গ্রহীতাকে অনুসন্ধান করেন, সে তাঁহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাকে পাইলেন। সে বলিল, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ! সে বলিল, আল্লাহর শপথ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি এমন প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামত দিনের মহা বিপদসংকুল অবস্থা হইতে নাজাত দিন, সে যেন কর্জদার অক্ষম ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়ার পদক্ষেপ নেয় কিংবা কর্জ মওকূফ করিয়া দেয়।

(৩৮৮১) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৮৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... আইয়্যুব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ আদায়ের দায়িত্ব কোন ধনী ব্যক্তির উপর দেওয়া বৈধ এবং উহা গ্রহণ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৮৮২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ

(৩৮৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। যখন তোমাদের কোন একজন ধনী ব্যক্তির উপর ঋণ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তাহার দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা অত্যাচারের শামিল)। المطل শব্দের আসল হইল المد (টানা, লম্বা করা) যখন কোন লোহাকে লম্বা করিবার জন্য হাতুড়ি দ্বারা পেটানো হয় তখন বলে مطلت الحديدة امطلها مطل আর ইহা দ্বারা ঋণ পরিশোধের সময় দীর্ঘ করা, লম্বা করা এবং টালবাহানা মর্ম। আল্লামা আল আযহারী (রহঃ) বলেন المطل المدافعة অর্থাৎ مطل হইতেছে প্রতিহত করা, দূর করা। আল্লামা ইবন সায়্যিদাহ (রহঃ) স্বীয় 'আল মাহকাম' গ্রন্থে বলেন المطل শব্দটি باب نصر এবং باب مفاعلة উভয় হইতে ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা মর্ম হইতেছে, কোন ওযর ব্যতীত অপরের হক আদায়ে বিলম্ব করা।

আর "مطل الغنى " (সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা) বাক্যটি مصدر (ক্রিয়ামূল) কে নিজের فاعل (কর্তা) এর দিকে اضافت (সম্বন্ধ) করা হইয়াছে। সক্ষম ধনী ব্যক্তির জন্য ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে টালবাহানা করা হারাম। তবে অক্ষম ব্যক্তির হুকুম ভিন্ন। আর কেহ বলেন, এই স্থানে مصدر (ক্রিয়ামূল)কে নিজের مفعول (যাহার উপর কর্ম পতিত হয়, কৃত)-এর দিকে اضافت (সংযোগ) করা হইয়াছে। অর্থ কর্জ (নির্দিষ্ট সময়ে) পরিশোধ করা ওয়াজিব অযথা বিলম্ব করা জায়িয নাই। যদিও কর্জদাতা ধনী লোক হইয়া থাকে। আর ইহা হইতে মাসআলা উদ্ভাবিত হয় যে, কর্জদাতা যদি অসচ্ছল হয় তবে উত্তমভাবেই উপর্যুক্ত হুকুম বর্তাইবে। তবে এই ব্যাখ্যায় তাকাললুফ তথা লৌকিকতা রহিয়াছে। কাজেই প্রথম ব্যাখ্যাই উত্তম।

মোটকথা, হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, কর্জ গ্রহীতা ধনী হইলে যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিবে। তাহার জন্য বিলম্ব করার অবকাশ নাই। আর ধনী বলিতে এই স্থানে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে কর্জ আদায়ে সক্ষম। যদিও সে বাস্তবে ফকীর হউক না কেন? উপার্জন করিতে সক্ষম এমন ব্যক্তির কাছে যদি বর্তমানে কোন বস্তু না থাকে তবে তাহাকে ধনী লোক বলা যাইবে কি না? এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন, সে ধনী লোকের মধ্যে গণ্য হইবে। আর কেহ বলেন, ধনী লোকের মধ্যে গণ্য হইবে না। আর কতক বিশেষজ্ঞ উভয় অভিমতের সমন্বয়ে বলিয়াছেন, গুনাহের কাজের জন্য যদি সে কর্জ করিয়া থাকে তবে উপার্জন করিয়া উহা পরিশোধ করা তাহার উপর ওয়াজিব। বাস্তবে ফকীর হইলেও উপার্জনে সক্ষম হইবার কারণে তাহাকে ধনীর মধ্যে গণ্য করা হইবে। আর যদি সে কোন মুবাহ কর্মের প্রয়োজনে কর্জ করিয়া থাকে, অতঃপর কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তাহার কাছে কর্জ পরিশোধ করার মত মাল না হওয়া পর্যন্ত সে ধনী লোকের মধ্যে গণ্য হইবে না। -(উমদাতুল কারী সংক্ষিপ্ত, ৫ম -৬৬৩ এবং ফতহুল বারী ৪র্থ -৩৮১)

অতঃপর ধনী টালবাহানাকারীদের হুকুমে সেই সকল ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদের উপর অন্যের হক রহিয়াছে এবং এই হক আদায়ে তাহারা সক্ষমও বটে। যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর হক, মনীবের উপর গোলামের হক (অভিভাবকের উপর অধীনস্তদের হক) এবং দেশের প্রধানের উপর প্রজাবর্গের হক। আর এই হক চাই মালী হউক কিংবা অন্য প্রকারের হউক। ইহাতে কোন ব্যক্তি টালবাহানা করিলে হাকিম কর্তৃক তাহাকে বাধ্য করা জায়িয এবং প্রয়োজনে শাস্তি দিতে পারিবে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে الاقضية অনুচ্ছেদে شريد بن سويد ثقفى (রহঃ) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, ধনী টালবাহানাকারীর ইজ্জতের উপর আঘাত করা এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়া হালাল তথা বৈধ আছে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৭-৫০৮)

إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ (যখন তোমাদের কোন একজন ধনী ব্যক্তির উপর ঋণ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তাহার দায়িত্ব নেওয়া উচিত কিংবা যখন তোমাদের কাহাকেও কোন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ নিতে বলা হয় তবে (ঋণদাতা) তাহার নিকট হইতে নেওয়া উচিত)। اتبع শব্দটি باب افعال এর ماضى مجهول -এর সীগা। اكرم -এর ওযনে অর্থ আনুগত্য করা, দায়িত্ব নেওয়া। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) স্বীয় মুআলিমুস সুনান গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় এবং তাহার রিসালা 'ইসলাহু খাতায়িল মুহাদ্দিছীন' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আসহাবে মুহাদ্দিছীন اتبع শব্দটি باب افتعال হইতে ت বর্ণে তাশদীদ দ্বারা اتبع পাঠ করেন। ইহা ভুল; বরং সহীহ হইতেছে اكرم -এর ওযনে اتبع পঠনই। আর ملئ শব্দটি مهموز اللام সহ باب كرم -এর ওযনে (ملؤ - يملؤ) ملؤ الرجل হইতে উদ্ভূত। যখন সে সম্পদশালী হইয়া যায়। আর কতক বিশেষজ্ঞ ملى শব্দটিকে ى বর্ণে তাশদীদসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন الملى الغنى لفظا و معنا (শব্দ এবং অর্থের দিক হইতে ملى শব্দটি غنى -এর অনুরূপ)। আর فليتبع শব্দটির ى বর্ণে যবর এবং ت বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহা باب سمع হইতে امر -এর সীগা।

হাদীছ শরীফের এই অংশের মর্ম হইতেছে, কর্জ গ্রহীতা যদি বলেন, আমার নিকট পাওনা না চাহিয়া অমুক ধনী ব্যক্তির নিকট চাও। তখন উক্ত ধনী ব্যক্তির কর্জ আদায়ের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। আর কর্জদাতারও তাহা মানিয়া নেওয়া চাই। কেননা, সম্পদশালী ব্যক্তি টালবাহানা করিতে যাইবে না। আর যদি করেও তাহাতে অসুবিধা নাই। বিচারকের মাধ্যমে প্রাপ্য আদায় করা যাইবে।

আলোচ্য হাদীছ حوالة الدين (কর্জ আদায়ে অপরকে দায়িত্ব দেওয়া) শরীআত সম্মত হওয়ার আসল দলীল। এই বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা আছে -

১ম মাসআলা ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে حوالة (الحوالة فى الشرع)। حوالة -এর শাব্দিক অর্থ সোপর্দ করা, দায়িত্ব দেওয়া, পরিবর্তন করা, স্থানান্তরিত করা, অর্পন, বরাত ইত্যাদি। আর শরীআতের পরিভাষায় تحويل مطالبة الدين من ذمة المديون الى ذمة ملتزم اخر (ঋণ আদায়ের দায়িত্ব ঋণী ব্যক্তি হইতে সরাইয়া অপর কোন ব্যক্তির দায়িত্বে প্রদান করা। কাজেই এই মাসআলার বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের বিভিন্ন নামে পরিচিতি রহিয়াছে। মাসআলাটি আয়ত্বে আনার জন্য উহা জানা খুবই জরুরী। তাই বিভিন্ন ব্যক্তির আরবী পরিভাষা

এইরূপ- (১) مديون اصلى (আসল ঋণগ্রস্ত)কে محيل কিংবা اصيل বলা হয়। (২) دائن (ঋণদাতা)কে محال কিংবা محتال বলা হয়। (৩) ملتزم ثالث (তৃতীয় ব্যক্তি যাহার উপর ঋণ আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহা)কে محال عليه কিংবা محتال عليه বলা হয়। (৪) دين (ঋণ)কে محتال به বলা হয়।

২য় মাসআলা ঃ اختلاف الفقهاء (ফকীহগণের মতানৈক্য) ঃ حوالة সহীহ হইবার জন্য محتال (ঋণদাতা) কর্তৃক حوالة গ্রহণ করা শর্ত কি না এই বিষয়ে ফকীহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে।

(ক) জমহুরে ওলামা ও হানাফীগণের মতে حوالة সহীহ হইবার জন্য ঋণদাতার তাহা গ্রহণ করা শর্ত। আর ঋণদাতার জন্য সর্বদা حوالة গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে।

(খ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) জমহুরে ওলামার মতের বিপরীতে বলেন যে, حوالة সহীহ হইবার জন্য محتال (ঋণদাতা)-এর সন্তুষ্টি শর্ত নহে; বরং ঋণদাতা কর্তৃক সর্বাবস্থায় حوالة মানিয়া নেওয়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হইতেছে যে, محتال عليه (তৃতীয় ব্যক্তি যাহাকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব দেওয়া হয় সে) ঋণ পরিশোধ করিবার উপর সক্ষম হইতে হইবে। এই মতের পক্ষে দাউদ যাহেরী (রহঃ) ও আল্লামা ইবন হাযম (রহঃ) রহিয়াছেন। তাহারা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের فليتبع (সে যেন তাহা গ্রহণ করে) আদেশসূচক (صيغة الامر) দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। কেননা, امر (আদেশ)-এর হাকীকত হইতেছে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া। আল্লামা ইবন কুদামা (রহঃ) স্বীয় 'আল-মুগনী' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৫২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, আর আমাদের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (তোমাদের কাহারও প্রতি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব দিলে সে যেন তাহা গ্রহণ করে)। যেহেতু محيل (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি)-এর ইখতিয়ার আছে সে ইচ্ছা করিলে নিজে ঋণ পরিশোধ করিবে কিংবা তাহার পক্ষে ঋণ পরিশোধের জন্য ওকীল নিয়োগ করিবে সেহেতু محال عليه (দায়িত্ব গ্রহণকারী ওকীল ব্যক্তি) محيل (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির) স্থলাভিষিক্ত হইবে। ফলে محال (ঋণদাতা)-এর জন্য তাহা কবূল করা জরুরী।

আর জমহুর ও হানাফীয়াগণের দলীল হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ -

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تودى (اخرجه الترمذى و ابن ماجة و ابو داود والحاكم)

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাত যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা আদায় করা জরুরী) এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋণী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ যিম্মা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না যতক্ষণ না তাহার পক্ষ হইতে ঋণ আদায় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ইহা অত্যাবশ্যক করে যে, ঋণদাতার মঞ্জুরী ব্যতীত حوالة সহীহ হইবে না। আর এই সামুরা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের কারণেই জমহুরে ওলামা আলোচ্য আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছকে মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ করেন।

হিদায়া ও ফতহুল কদীর গ্রন্থকারদ্বয় (রহঃ) উপর্যুক্ত মাসআলায় যুক্তিপূর্ণ কিছু কারণ (علت) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঋণ হইল ঋণদাতার হক। আর দায়িত্বশীলতার দিক দিয়া মানুষের স্বভাব বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ টালবাহানা করে না, আবার কেহ কম করে, আর কেহ বেশী করে। এই সকল কারণে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই ঋণদাতার হক সংরক্ষণের জন্য حوالة ক্ষেত্রে তাহার মঞ্জুরী থাকা জরুরী। দ্বিতীয়তঃ বিনা শর্তে যদি ঋণদাতাকে حواله গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে যে, ঋণী ব্যক্তি কাহাকেও حوالة করিবার পর সে আবার অন্যের কাছে حوالة করিয়া দিবে। এইভাবে চলিতে থাকিবে আর ঋণদাতাও উহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, حوالة সহীহ হইবার জন্য ঋণদাতার মঞ্জুরী শর্ত।

৩য় মাসআলা ঃ محتال عليه (ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণকারী)-এর হুকুম ঃ হানাফীগণ বলেন حوالة সহীহ হইবার জন্য محتال عليه-এর মঞ্জুরী নেওয়াও শর্ত। আর ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, তাহার মঞ্জুরী নেওয়া শর্ত নয়। তবে পাওনাদার (محتال) যদি তাহার শত্রু হয় তবে মঞ্জুরী নেওয়া

জরুরী হইবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হইতে এই বিষয়ে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। (ক) আহনাফের অনুরূপ যে, মঞ্জুরী শর্ত। (খ) মঞ্জুরী শর্ত নয়।

৪র্থ মাসআলা ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, حوالة যদি সহীহ হয় তাহা হইলে محيل (ঋণী ব্যক্তি) সর্বদার জন্য যিম্মামুক্ত হইয়া যাইবে। ফলে محتال (পাওনাদার) আর কখনও محيل (আসল ঋণী)-এর নিকট পাওনা দাবী করিতে পারিবে না। তবে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, যদি محتال عليه (ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি) দেউলিয়া হয় এবং محتال (পাওনাদার)-এর তাহা জানা ছিল না তাহা হইলে محيل (আসল ঋণী ব্যক্তি)-এর দিকে রুজু করিতে পারিবে। আর যদি দেউলিয়া বলিয়া জানিবার পরও মঞ্জুরী দিয়া থাকে তবে রুজু করিতে পারিবে না।

আর যদি محتال (পাওনাদার) محتال عليه যে দেউলিয়া তাহা অবগত থাকে কিংবা محتال عليه ঋণী ছিল। পরে দেউলিয়া ঘোষিত হয় কিংবা حوالة পরে মৃত্যু হইয়া যায় তাহা হইলে কাহারও মতে محتال (পাওনাদার)কে محيل (আসল ঋণী ব্যক্তি)-এর দিকে রুজু করা সহীহ নহে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, محتال (পাওনাদার)-এর জন্য محيل (আসল ঋণী ব্যক্তি)-এর দিকে রুজু করা জায়িয আছে যদি محتال عليه (ঋণ আদায়ে দায়িত্ব গ্রহণকারী)-এর নিকট তাহার হক বরবাদ হইয়া যায়। আর তাঁহার মতে দুইভাবে হক বরবাদ হইতে পারে। (ক) যদি محتال عليه (ঋণ আদায়ে দায়িত্ব গ্রহণকারী) حوالة কে অস্বীকার করে। আর তাহার অস্বীকার করার পক্ষে সাক্ষী না থাকিবার কারণে হাকিমের সামনে শপথ করে। কিংবা (খ) সে যদি দেউলিয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, বরবাদ হওয়ার তৃতীয় একটি পদ্ধতি আছে। আর উহা হইতেছে যে, محتال عليه (ঋণ আদায়ের যিম্মাদার)-এর জীবদ্দশায় যদি বিচারক তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আযমের মতে বিচারক কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষণা করিলে দেউলিয়া প্রমাণিত হয় না। আর সাহেবাঈন (রহঃ)-এর মতে দেউলিয়া হয়।

আয়িম্মায়ে ছালাছা অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, হাদীছে محتال কে محتال عليه হইতে ঋণ নেওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। কাজেই সে আর محيل -এর দিকে রুজু করিতে পারিবে না। কেননা, حوالة -এর দ্বারা নিজের পক্ষ হইতে হক আদায়ের বিষয়টি স্থানান্তরিত করিয়া অন্যের উপর দেওয়া হইয়াছে। ফলে সে যিম্মামুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবে না। -(কিতাবুল উম লি শাফেয়ী (রহঃ) ৩য়, ২২৮-২২৯)

আহনাফের পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলীল রহিয়াছে। (১) হযরত ওছমান বিন আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন (ترمذى) ليس على مال امرء مسلم توى يعنى حوالة (কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল বরবাদ হইবে না অর্থাৎ حوالة -এর দ্বারা)।

(২) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس او يموت (مصنف عبد الرزاق) (দেউলিয়া কিংবা মৃত্যু না হওয়া ব্যতীত সে যেন (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির) দিকে রুজু না করে)।

(৩) হযরত হাসান বসরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ليس على حق رجل مسلم توى ان لم يقبضه رجع على صاحبه الذى احال ليه (مصنف عبد الرزاق)

(৪) হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, كان يقال : لا توى على مال مسلم - يرجع على عريمة الاول - هذا فى الاحالة

সুতরাং উপর্যুক্ত হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ), হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ), হাসান বসরী (রহঃ), ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহঃ) সকলেই বলেন, محال عليه (তৃতীয় ব্যক্তি) দেউলিয়া ঘোষিত হইলে কিংবা মৃত্যু বরণ করিলে পাওনাদার محيل (আসল ঋণী ব্যক্তি)-এর দিকে রুজু করিতে পারিবে। আর আমাদের জানা মতে সাহাবা কিরাম ও তাবেঈনের যুগে এই বিষয়ে কেহ মতানৈক্য করেন নাই।

আয়িম্মায়ে ছালাছা-এর দলীলের জবাব ঃ অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ তাঁহাদের দলীল হয় না। কেননা, হাদীছ শরীফে ধনী হইবার শর্তে তৃতীয় ব্যক্তি (محتال عليه)- এর কাছে ঋণ চাহিতে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ করে না যে, محتال (ঋণদাতা) কখনও محيل (আসল ঋণী ব্যক্তি)-এর দিকে রুজু করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫০৭-৫১৩)

(৩৮৮৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا قَالَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِى يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلاءِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাঠে অবস্থিত পানি যাহা চারণভূমির কাজে লাগে ঐ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা, উহা ব্যবহারে বাধা দেওয়া এবং উট দ্বারা পাল দিয়া মজুরী গ্রহণ করা হারাম

(৩৮৮৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

(৩৮৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করিতে ...) আর নাসাঈ শরীফে আতা বিন জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" এই রিওয়ায়তে فضل (অতিরিক্ত) শব্দ উল্লেখ নাই।

এই হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল প্রকার পানি বিক্রি করা নিষিদ্ধ। আল্লামা ইবন হাযম স্বীয় 'আল-মহল্লী' গ্রন্থে এবং শাওকানী (রহঃ) স্বীয় 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে এই মতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু সালাফি সালিহীনের কাহাকেও এই নিষেধাজ্ঞাকে প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিতে পাওয়া যায় নাই। †Kbbv, কলস, মটকা, পেয়ালা প্রভৃতি পাত্রে সংরক্ষিত পানি সর্বসম্মতিক্রমে মালিকানাধীন পানি হিসাবে গণ্য যাহা বিক্রয় করা জায়িয। সুতরাং হাদীছ শরীফে উল্লিখিত الماء (পানি) দ্বারা নদী এবং সমুদ্রের পানি মর্ম যাহা কাহারও একক মালিকানাধীন নহে; বরং সকল মানুষ ইহাতে সমভাবে অংশীদার। ইহা হইতে নিজে পান করা, প্রাণীকে পান করানো, চাষাবাদ ইত্যাদি সেচ করিবার ক্ষেত্রে সকলেই সমান হকদার। যেমন মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হযরত ইয়াস বিন আবদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করিও না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পানি বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী বলেন, লোকেরা ফুরাত নদীর পানি বিক্রি করিত। তখন তাহাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিষেধাজ্ঞাটি নদীর পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর সংরক্ষিত পানির মালিক হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এই হাদীছে বিশেষভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, অতিরিক্ত পানি বিক্রি নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত পানি বিক্রি করা মুবাহ। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) كتاب الشرب-এর মধ্যে সংরক্ষিত পানির মালিকানা প্রমাণে অনুচ্ছেদ কায়িম করিয়াছেন باب من رأى ان صاحب الحوض والقرابة احق بمائه এবং ইহার অধীনে কয়েকখানা হাদীছ শরীফ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার একটি হইতেছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, والذى نفسى بيده لاذودن رجالا عن حوضى كما تزاد العربية من الابل من الحوض (কসম সেই সত্তার যাঁহার কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ "নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) আমার হাউয (-এ কাউছার) হইতে কিছু লোককে এমনভাবে বিরত রাখা হইবে যেমন অপরিচিত উটকে (নিজ) হাউয হইতে বিরত রাখা হয়।" ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাউয (ছোট পুকুর)-এর মালিক ইহার পানির অধিক হকদার।

তাকমিল গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, কলস, পাত্র প্রভৃতিতে সংরক্ষিত পানির মালিকানা সত্ত্বের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত ইরশাদ দ্বারাও প্রমাণিত হয়- তিনি ইরশাদ করেন, "من احيا ارضا ميتة فهى له (যেই ব্যক্তি মালিকানাহীন পরিত্যক্ত জমির আবাদ করিবে সে-ই উহার মালিক)। পরিত্যক্ত মালিকানাবিহীন প্রত্যেকের জন্য মুবাহ। যে আবাদ করিবে সেই মালিক হইবে। যেমন বনের হালাল পশুপাখি মূলতঃ শিকার করা মুবাহ। শিকার করিবার দ্বারা শিকারি মালিক হইয়া যায়। অনুরূপ পানিকে উহার উপর কিয়াস করিবে। পানিও মূলতঃ সকলের জন্য মুবাহ। পাত্র প্রভৃতিতে সংরক্ষণের দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। -(তাকমিলা, ১ম, ৫২১-৫২২)

(৩৮৮৫) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট দ্বারা পাল দিয়া উহার বিনিময় গ্রহণ করিতে এবং পানি বিক্রি করিতে ও জমি বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। এইগুলির প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (উট দ্বারা পাল দিয়া উহার বিনিময় গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহঃ) স্বীয় 'জামিউল উসূল' ১ম- ৪৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন, ضرب الفحل الانثى বাক্যটি ঐ সময় বলা হয় যখন উটকে উষ্ট্রীর উপর সংগম করাইবার জন্য চড়াইয়া দেওয়া হয়। কাজেই بيع ضراب الجمل দ্বারা মর্ম হইল সংগম করাইবার জন্য উটকে ভাড়া দেওয়া। আর অন্য হাদীছে ইহার হইতে মজুরী গ্রহণ করিতে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। আহনাফ ও জমহুরের মতে ইহা না জায়িয। ইমাম মালিক এবং অন্যান্য কতক আলিম ইহাকে জায়িয হইবার পক্ষে রায় দিয়াছেন বলিয়া রিওয়ায়ত পাওয়া যায়। আর তাহারা বলেন, পাল দেওয়ার বিনিময়ে মজুরী নেওয়ার অনুমতি না দিলে চতুষ্পদ জন্তুর প্রজনন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকায় ইহাতে অনুমতি দেওয়া উচিত। তাহারা আলোচ্য হাদীছকে পবিত্রতা-এর উপর প্রয়োগ করে মাকরূহে তানযিহি বলেন।

وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ এই বাক্যের মর্ম হইতেছে نهى عن اجارة الارض للزرع (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি চাষাবাদের জন্য বর্গা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। (এই মাসআলা ৩৭৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আর এই স্থানে এতখানি উল্লেখ করিতেছি যে, জমহুরের মতে টাকার বিনিময়ে কিংবা উৎপাদিত ফসলের সুনির্দিষ্ট অংশ বিনিময়ের শর্তে জমি ইজারা দেওয়া জায়িয। আর তাহারা নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহকে 'মাকরূহে তানযিহি'-এর উপর প্রয়োগ করেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৫২২)

(৩৮৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

(৩৮৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করিতে কাহাকেও নিষেধ করা যাইবে না। কেননা, ইহা দ্বারা ঘাস খাওয়ানো বন্ধ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করিতে কাহাকেও নিষেধ করা যাইবে না। কেননা, ইহা দ্বারা ঘাস খাওয়ানো বন্ধ হইয়া যাইবে)। হাদীছ শরীফের এই বাক্যে মর্ম হইতেছে- মালিকানাহীন পরিত্যক্ত জমিতে কূপ খনন করিয়া উহাকে আবাদ করিয়া জমির মালিক হইল। অতঃপর খননকৃত কূপের আশেপাশে এমনিতেই ঘাস উদগত হইল। আর সেই স্থানে এই কূপ ব্যতীত অন্য কোন কূপ বা পানির ব্যবস্থা নাই। এই ক্ষেত্রে কূপের মালিক অন্যান্য লোকদের জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানো হইতে নিষেধ করা জায়িয নাই। কেননা, ইহাতে ঘাস খাওয়ানো হইতে নিষেধ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য যেইখানে এই কূপ ছাড়া অন্য কোন পানি নাই সেই স্থান যদি সে অন্যান্য লোকদের জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করাইতে বারণ করে তবে তাহারা পিপাসার ভয়ে সেই স্থানে জন্তু-জানোয়ার চরাইতে যাইবে না। ফলে পানি পান করানো হইতে বারণ করার দ্বারা ঘাস খাওয়ানো হইতে বারণ করা হইয়া যায়। অথচ ঘাস খাওয়ানো হইতে বারণ করা কাহারও জন্য জায়িয নাই।

ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা হারামমূলক না কি তানযিহিমূলক? আল্লামা তীবী (রহঃ) এই নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ তানযিহি-এর উপর প্রয়োগ করাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। التوضيح গ্রন্থকার (রহঃ) নকল করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইহাকে ব্যাপকভাবে (مطلقا) হারাম হওয়ার উপর প্রয়োগ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে, জন্তু-জানোয়ারকে অতিরিক্ত পানি পান করিতে দেওয়া ওয়াজিব। চাষাবাদের জন্য দেওয়া ওয়াজিব নহে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এরও অভিমত। আর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানো এবং চাষাবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না; বরং সকল ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পানি দেওয়া ওয়াজিব। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব মতে জন্তু-জানোয়ার ও চাষাবাদের মধ্যে পার্থক্যকরণের কারণ হইতেছে যে, জন্তু-জানোয়ার প্রাণবিশিষ্ট হওয়ায় পিপাসার কারণে মৃত্যুবরণ করিবার আশংকা আছে। কিন্তু চাষাবাদের ক্ষেত্রে সেই আশংকা নাই। -(উমদাতুল কারী ৬ষ্ঠ - ৮)

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ليمنع به الكلاء -এর মধ্যে ل বর্ণটি معاقبة -এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই নিষেধাজ্ঞার জন্য এই শর্ত নাই যে, পানি হইতে বারণ করিবার মধ্যে ঘাস হইতে বারণ নিয়্যত থাকিতে হইবে; বরং সর্বাবস্থায় (مطلقا) অতিরিক্ত পানি হইতে বারণ করা হারাম। আর ইহা হইতে উদ্ভাবিত হয় যে, পানি তিন প্রকার-

(এক) নদী এবং সমুদ্রসমূহের পানি। ইহার কেহ একক মালিক নাই; বরং সকল মানুষ ইহাতে সমভাবে অংশীদার। ইহা হইতে নিজে পান করা, প্রাণীকে পান করানো এবং চাষাবাদ ইত্যাদিতে সকল মানুষ সমান হকদার। কোন ব্যক্তি ইহা হইতে অন্য কাহাকেও বারণ করা জায়িয নাই।

(দুই) কলস, পাত্র, ট্যাংকি প্রভৃতিতে সংরক্ষিত পানি। সর্বসম্মতিক্রমে এইগুলি মালিকানাধীন পানি। অপারগ ব্যক্তি (مضطر) কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া ওয়াজিব নয়।

(তিন) নিজের মালিকানাধীন কূপ, চৌবাচ্চা ও ঝর্ণা প্রভৃতির পানি। চাই ইহা নিজের মালিকানাধীন জমিতে হউক কিংবা মালিকানাবিহীন পরিত্যক্ত জমিতে (নিজ দখলে) হউক। এই সকল পানির হুকুম সম্পর্কে ইখতিলাফ রহিয়াছে। কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে ইহা পাত্রের মধ্যে সংরক্ষিত পানির ন্যায় মালিকানাধীন পানি। আর হানাফী ও অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে ইহা তাহার হক, মালিক নহে। অর্থাৎ এই পানির মধ্যে সে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক হকদার। কিন্তু তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি যদি কেহ পান করিতে চায় তবে তাহাকে পান করিতে দেওয়া ওয়াজিব।

এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ যাহা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুল খেরাজ' গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন তাহা এই যে, কোন ব্যক্তির ঝর্ণা, কূপ ইত্যাদি থাকিলে উহা হইতে মুসাফিরকে পান করিতে, তাহার বাহন, উট, প্রভৃতিকে পানি পান করানো হইতে নিষেধ করিতে পারিবে না। আর ইহা হইতে الشفة -এর জন্য বিক্রি করিতে পারিবে না। আর আমাদের মতে الشفة হইতেছে বনী আদম এবং তাহাদের চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণীদের পান করিবার পানি। ইহা হইতে নিষেধ করিতে পারিবে না এবং বিক্রিও করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জমি, ক্ষেত ও বাগানে সেচ যোগ্য পানি। ইহা হইতে সে নিষেধ করিতে পারিবে। আর অন্য কেহ তাহার অনুমতি ব্যতীত এই পানি সেচ কাজের জন্য নিতে পারিবে না। যদি অনুমতি দেয় তবে নিতে পারিবে। আর যদি সে এই কূপ হইতে পানি বিক্রি করে তাহা জায়িয হইবে না। কেননা, مبيع (বিক্রিত পানি)-এর পরিমাণ অজ্ঞাত (مجهول) ফলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের জন্য এই লেনদেন হালাল নহে।

আর বড় পাত্র হইতে পরিমাণ মত পানি বিক্রি করাতে কোন ক্ষতি নাই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) কূপের পানি চাষাবাদের জন্য বিক্রয় করা হারাম বলিয়াছেন। مبيع (বিক্রিত পানি) পরিমাণ অজানা থাকার কারণে। তবে বর্তমান যুগে যন্ত্রের সাহায্যে পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। আর এই নির্ধারিত পানি কিংবা কূপ হইতে পাত্র দিয়া পরিমাপ করে সেচের জন্য বিক্রি করা জায়িয। -(তাকমিলা, ১ম, ৫২২-৫২৪)

(৩৮৮৭) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ

(৩৮৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ঘাস হইতে বারণ করিবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি হইতে বারণ করিও না।

(৩৮৮৮) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ

(৩৮৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান আন-নাওফালী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চাষাবাদ ছাড়া জমিতে উদগত ঘাস বিক্রির ছলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

لِيُبَاعَ بِـــهِ الْكَـــلاءَ (এমনিতে জন্ম হওয়া ঘাস বিক্রির ফন্দিতে ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রি করা হারাম হইবার হুকুম সেই অতিরিক্ত পানি যাহা পান করানোর জন্য চাওয়া হয়। কেননা, ইহা দ্বারা ঘাস বিক্রি অত্যাবশ্যক করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে চাষাবাদে সেচের ইচ্ছায় যেই পানি সেই পানি, ঘাস বিক্রি করা অত্যাবশ্যক করে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ প্রথম পদ্ধতির উপর প্রয়োগ হইবে দ্বিতীয় পদ্ধতির উপর নহে। -(তাকমিলা, ১ম, -৫২৫)

পরিত্যক্ত খাস জমিতে যেই ঘাস উৎপন্ন হয় উহাতে সকলেই শরীক এবং তথায় জীবজন্তু চরাইতে পারিবে। অধিকন্তু মালিকানাধীন জমিতে যদি এমনিতেই ঘাস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ইহাতেও সকল পশু চরাইতে পারিবে। হ্যাঁ, অন্যত্র ঘাস থাকিলে জমির মালিক নিজের ক্ষেত্রে অন্যকে বারণ করিতে পারিবে। আর যদি অন্যত্র ঘাস না থাকে তবে বারণ করিতে পারিবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীছে আছে, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান তিন জিনিস- পানি, ঘাস ও আগুনে সমান অংশীদার। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের মূল্য, গণকের গণনার মজুরী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারে উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ

(৩৮৮৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

(৩৮৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... আবূ মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জন এবং গণকের গণনার দ্বারা উপার্জন হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- نَهَى عَنْ ثَمَـــنِ الْكَلْـــبِ (কুকুরের মূল্য হইতে নিষেধ করিয়াছেন) হাদীছের এই অংশ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া এক জামাআত ফকীহ বলেন, কুকুর বিক্রি করা হারাম ও বাতিল। চাই শিকারী কুকুর হউক কিংবা না, চাই কুকুর পালন করা জায়িয হউক কিংবা না। ইহা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত। ইমাম হাসান, মুহাম্মদ বিন সীরীন, আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা, হাকম, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, রবীআ, আওযায়ী, ইসহাক, আবূ ছাউর, ইবন মানযির, আহলে যাহির (রহঃ)-এর অভিমত। -(উমদাতুল কারী ৪র্থ, ১১৮)

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, যেই সকল কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেইগুলি বিক্রি করা জায়িয এবং উহার মূল্য মুবাহ। আর অনুরূপ বলেন, আতা বিন আবী রিবাহ, ইবরাহীম আন-নাখয়ী, সাহেবায়ন, ইবন কিনানা, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়ত। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, অশিকারী কুকুর বিক্রি করা জায়িয নহে এবং ইহার মূল্যও মুবাহ নহে। -(উমদাতুল কারী ৪র্থ, ৬১০)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখের দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছ। এই হাদীছে ব্যাপকভাবে প্রত্যেক প্রকার কুকুরের মূল্য হারাম হইবার বিষয়ে ব্যাপক হুকুম রহিয়াছে।

আর হানাফী এবং যাহারা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন তাহাদের দলীল –

(১) সুনানু নাসাঈ গ্রন্থের ২য়- ১৯৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে আমাকে জানান ইবরাহীম বিন হাসান (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী কুকুর ছাড়া অন্যান্য কুকুর ও বিড়ালের মূল্য হইতে নিষেধ করিয়াছেন)।

(২) জামিউ তিরমিযী গ্রন্থের ১ম- ১৫৪ পৃষ্ঠায় হাম্মাদ বিন সালামা (রহঃ) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে তিনি বলেন, نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد (শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য সকল কুকুরের মূল্য হইতে নিষেধ করিয়াছেন)।

(৩) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে, তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمن كلب الصيد (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন)।

এই সকল হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, নিষেধাজ্ঞা হইতে শিকারী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যতিক্রম। এই সকল কুকুর বিক্রি করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করা এবং উহা ভোগ করা বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখের প্রদত্ত দলীলের জবাব ঃ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ সেই সকল কুকুরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যেই সকল কুকুর শিকারী ও প্রশিক্ষিত নহে এবং ইহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। ইমাম তহাভী (রহঃ) বলেন, যেই সকল হাদীছে নিষেধ করা হইয়াছে উহা সেই সময়ের কথা যখন ব্যাপকভাবে কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ ছিল না। অতঃপর যখন উহার দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ হইল তখন উহার বিক্রি মূল্যও বৈধ হইয়া গেল।

কতক হানাফিয়া (রহঃ) নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলিয়াছেন যে, কুকুরের মূল্য হারাম বুঝাইবার জন্য নহে; বরং ইহা যে নিকৃষ্ট সম্পদ তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার দলীল হইতেছে কতক রিওয়ায়তে ثمن الكلب (কুকুরের মূল্য)-এর সহিত كسب الحجام (রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন) হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে ثمن الكلب এর সহিত ثمن الهر (বিড়ালের মূল্য) হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। অথচ আয়িম্মায়ে আরবাআ (রহঃ)-এর কেহই রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন ও বিড়ালের মূল্য হারাম বলেন নাই। والله سبحانه تعالى اعلم । -(তাকমিলা, ১ম, ৫২৬-৫৩১)

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (আর পতিতাবৃত্তির উপার্জন হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। البغى শব্দটি ب বর্ণে যবর غ বর্ণে যের এবং ى বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। قوى -এর ওযনে ইহার অর্থ ব্যভিচারিণী। আর البغى শব্দটি غ বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে অর্থ হয় زنا (ব্যভিচার)। অনুরূপ البغاء এবং البغى শব্দদ্বয়ও الزانية (ব্যভিচারিণী)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূলতঃ (فعول -এর ওযনে) بغوى ছিল। আর مهر البغى হইতেছে ব্যভিচারিণী ব্যভিচারের দ্বারা গৃহীত মজুরী। ইহার উপর রূপক অর্থে مهر শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। (ব্যভিচার হারাম হইবার কারণে ইহার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম)। আর কতক রিওয়ায়তে كسب الاماء হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে الاماء দ্বারা الزنا (ব্যভিচার) মর্ম। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৩১-৫৩২)

وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (আর গণকের গণনা দ্বারা উপার্জন হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। حلوان অর্থ اجرة (মজুরী)। حلوان শব্দটি মূলতঃ حلاوة (মিষ্টি) ছিল। গণকের গণনার মজুরীকে মিষ্টির সহিত তাশবীহ দেওয়া হইয়াছে। কেননা সে কোন প্রকার শ্রম ব্যতীত মজুরী লাভ করে। তাই গণকের গণনার মজুরী যখন তাহাকে দেওয়া হয়, তখন حلوت الكاهن حلوانا বলা হয়। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা গণকের গণনার মজুরী হারাম বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আর كاهـن (গণক)। আর আরববাসীগণ كاهـن (গণক) শব্দটি ঐ সকল ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে যাহারা অদৃশ্য (غيـب) -এর খবর জানে বলিয়া দাবী করে। আর كاهـن এবং عـراف -এর মধ্যে পার্থক্য যাহা আল্লামা নওয়াভী এবং আল্লামা উবাই (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই যে, كاهـن হইল সেই ব্যক্তি যে ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করে। আর عـراف হইল সেই ব্যক্তি যে বর্তমানকালের বস্তুর গোপনীয় অবস্থান জানে বলিয়া দাবী করে এবং বলে। যেমন চুরিকৃত মাল ও হারানো মাল ইত্যাদি কোথায় আছে তাহা জানে বলিয়া দাবী করে ও বলে (তাহাদের ধারণাপ্রসূত কথা ঘটনাক্রমে দুই একটি সত্য হইলেও অধিকাংশ অবান্তর ও মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মানুষ তাহাদের কাছে প্রতারিত হয়)। আর কখনও عـراف -এর উপর كاهـن -এর প্রয়োগ হয়। আর গণক (كاهـن) -এর গণনার মজুরী ফকীহগণের সর্বসম্মতমতে হারাম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৩৮৯০) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ

(৩৮৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তাঁহারা ... যুহরী (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইবন রুমহ (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে রাবী লায়ছ (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে তিনি আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন।

(৩৮৯১) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

(৩৮৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, জঘন্যতম উপার্জন পতিতাবৃত্তির উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য আর শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

وَكَسْبُ الْحَجَّامِ (শিঙ্গা লাগানোর মজুরী) কতক আহলে জাহির বলেন, শিঙ্গা লাগাইয়া মজুরী গ্রহণ করা ব্যাপকভাবে (مطلقـا) হারাম। আর কতক আসহাবে হাদীছও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ। -(নায়লুল আওতার ৫ম- ২৪১)

আর আয়িম্মায়ে আরবাআ ও জমহুরে ওলামা (রহঃ)-এর সর্বসম্মতমতে শিঙ্গা লাগাইয়া মজুরী গ্রহণ করা জায়িয। পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিঙ্গা লাগানোর মজুরী ব্যাপকভাবে (مطلقـا) জায়িয। তাহারা আলোচ্য হাদীছকে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করেন। কেননা, রক্ত মোক্ষণকারী নাপাক রক্ত মুখে টানিয়া নেয়, ফলে ইহা সম্মানজনক পেশা নহে। (বিস্তারিত পরবর্তী ৩৯১৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৩)

(৩৮৯২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

(৩৮৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... রাফি’ বিন খাদীজ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের উপার্জন নিকৃষ্ট এবং রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৮৮৯ ও ৩৮৯১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮৯৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৮৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন কাছীর (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮৯৪) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ نَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৮৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... রাফি’ বিন খাদীজ (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৮৯৫) حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

(৩৮৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহঃ) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি (জবাবে) বলিলেন, এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

وَالسِّنَّوْرِ (আর বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে) অর্থাৎ হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বিড়ালের মূল্য ভোগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ), তাউস, মুজাহিদ (রহঃ) ও জাবির বিন যায়েদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, বিড়াল বিক্রি করা হারাম, ফলে ইহার মূল্য গ্রহণ করাও হারাম। কিন্তু তাহাদের ছাড়া অন্যান্য সকল ওলামায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে আরবাআ (রহঃ)-এর সর্বসম্মতমতে বিড়াল বিক্রি করা জায়িয। তাহারা আলোচ্য হাদীছকে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করেন। এই মাসআলায় যাহাকিছু বলা হইয়াছে ইহার মধ্যে ইহাই সর্বাধিক সহীহ কওল।

আর কতক ওলামা আলোচ্য হাদীছের অন্যভাবে উত্তর দিয়াছেন যে, কাহারও মতে আলোচ্য হাদীছে السِّنَّوْرِ (বিড়াল)-এর উল্লেখ করা যঈফ। কিন্তু আল্লামা নওয়াভী ও আইনী প্রমুখ আলোচ্য হাদীছের সনদ শক্তিশালী হইবার কারণে তাহার অভিমতকে খন্ডন করিয়া দিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য হাদীছ সেই হিংস্র বিড়ালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যেই বিড়ালকে বিক্রেতা ক্রেতার হস্তে তাসলীম করিতে সক্ষম নহে। আর কেহ কেহ বলেন, এই নিষেধাজ্ঞাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল যখন শরীয়তের হুকুমে বিড়াল নাজাসাত ছিল। অতঃপর যখন বিড়াল পবিত্র বলিয়া হুকুম বর্ণিত হইল তখন হইতে উহার মূল্য হালাল হইল। আর এই শেষোক্ত অভিমতদ্বয় ইমাম বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় সুনান গ্রন্থে ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিবার পর বলেন, এতদুভয় অভিমত পোষণকারী কাহারও পক্ষে স্পষ্ট কোন দলীল নাই। সুতরাং সহীহ উহাই যাহা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আলোচ্য হাদীছে নিষেধাজ্ঞা মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৩৪-৫৩৫)

بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর হত্যার নির্দেশ ও উহা মানসূখ হওয়া এবং শিকার, ফসল পাহারা কিংবা জীবজন্তু পাহারা কিংবা অনুরূপ জাতীয় কাজের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা

(৩৮৯৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

(৩৮৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়াছেন)। ইহা ইসলামের প্রথম যুগের হুকুম। তখন সকল শ্রেণীর কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ছিল। অতঃপর কুকুর হত্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে ক্ষতিকর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করিবার হুকুম বহাল রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, শিকারী ও পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য কুকুর হত্যা করা জায়িয। তাহার দলীল আলোচ্য হাদীছ। আর তাহার মতে কুকুর হত্যার হুকুম রহিত হয় নাই। তবে দংশনকারী ও ক্ষতিকারক কুকুর হত্যা করার বৈধতার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর যেই সকল কুকুর কোন ক্ষতি করে না সেই সকল কুকুর হত্যা করার ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, জায়িয আছে। আর জমহুরে ওলামার মতে জায়িয নাই। যেমন সামনে আসিতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কুকুর হত্যার হুকুম রহিত করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযিঃ) হইতে মারফূ রূপে বর্ণিত হইয়াছে لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها (رواه اصحاب السنن الاربعة) (কুকুর যদি অন্যান্য প্রাণী জাতির মত প্রাণী না হইত তাহা হইলে আমি এইগুলিকে (পূর্বের মত) হত্যা করিবার হুকুম দিতাম)।

হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা উভয়েই ঘন কালো কুকুর দ্বারা কৃত শিকারকে মাকরূহ মনে করেন। আর ইমাম আহমদ ও কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন, এইরূপ কুকুর যদি কোন প্রাণী শিকার করিতে যাইয়া হত্যা করে তাহা হইলে উহা খাওয়া জায়িয

নাই। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে খাওয়া জায়িয আছে। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৫)

(৩৮৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِى أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ

(৩৮৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করিবার জন্য হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি মদীনার চারপাশে লোক প্রেরণ করিলেন যে, কুকুর হত্যা করা হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৮৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৮৯৮) وحَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِى الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا

(৩৮৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাসয়াদা (রহঃ) তিনি ... হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। তারপর মদীনার অভ্যন্তরে এবং উহার চার পার্শ্বের কুকুর ধাওয়া করিতাম। আর যেই কুকুরকে পাইতাম উহাকে আমরা হত্যা করিয়া দিতাম। এমনকি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সহিত যেই কুকুর থাকিত উহাও আমরা হত্যা করিয়া দিতাম।

ফায়দা ঃ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ (দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সহিত থাকা কুকুর)। المرية শব্দটি م বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর এবং ى বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠিত। ইহা المرأة -এর تصغير ইহার اصل হইল المرياة (মাজমাউল বিহার) المرية-এর অর্থ অনেক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী (মিসবাহ)।

(৩৮৯৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِى هُرَيْرَةَ زَرْعًا

(৩৮৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী কুকুর, বকরী ও চতুষ্পদ জন্তু পাহারাদার কুকুর ছাড়া অন্যান্য সকল কুকুর হত্যা করিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)কে বলা হইল, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) তো শস্য ক্ষেত পাহারায় নিয়োজিত কুকুরকেও হত্যার হুকুম হইতে ব্যতিক্রম বলিয়াছেন। তখন হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর শস্য ক্ষেত আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ لِأَبِى هُرَيْرَةَ زَرْعًا (হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর শস্য ক্ষেত আছে)। এই কথার মর্ম হইতেছে যে, তিনি যেহেতু চাষাবাদ করিতেন সেহেতু ইহার হিফাযতের বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অধিক সংরক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যুগের কতক ইসলাম বিদ্বেষী আলোচ্য কথার ভিত্তিতে সমালোচনা করিয়া থাকে যে,

সাহাবাগণ পরস্পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ বর্ণনায় একে অপরকে সন্দেহ পোষণ করিতেন। আর এই তুহমত দিত যে, তাহারা নিজ স্বার্থের পক্ষে হাদীছ তৈরী করিয়া নিতেন। ফলে হাদীছ দলীল হিসাবে গৃহীত হইবে না। (নাউযুবিল্লাহ)

ইহার জবাবে শারেহ নওয়াভী (রহঃ) লিখেন, হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) এই কথা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে বলেন নাই আর না তাহার বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন; বরং ইহার মর্ম হইতেছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) চাষাবাদ করিতেন। তাই ইহার হিফাযতে যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে তিনি অধিক জ্ঞাত ছিলেন। ফলে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত এই শব্দ অধিক সংরক্ষণ করিয়াছেন আর আমাদের স্মরণ হইতে তাহা ছুটিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া শস্য ক্ষেত পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুকুর পালনের বৈধতার উপর শুধু হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতেই বর্ণিত হয় নাই; বরং এক জামাআত সাহাবা (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ইবন মুগাফ্ফাল ও হযরত সুফয়ান বিন আবূ যুহায়র (রাযিঃ) উপর্যুক্ত অতিরিক্ত অংশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইবন হাকাম (রহঃ) সনদে (৩৯০৯ নং) হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ كَلْـــبَ زَرْعٍ -এর উল্লেখ করিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে শ্রবণের পরই নিজে এই অতিরিক্ত অংশ اَوْ كَلْـــبَ زَرْعٍ (শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুর) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যদি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর উপর তাহার বিশ্বস্ততা না থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনও এই অংশ রিওয়ায়ত করিতেন না। কাজেই ইসলাম বিদ্বেষীদের সন্দেহ পোষণের কোন ভিত্তি নাই। ইহা তাহাদের কু প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৩৬-৫৩৭)

(৩৯০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ قَالَ نَا رَوْحٌ ح قَالَ وحَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُـــا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِى النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

(৩৯০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুকুর হত্যা করিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন। এমনকি কোন বেদুঈন মহিলা তাহার কুকুরসহ আসিলে সেই কুকুরকেও আমরা হত্যা করিতাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করিতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমাদের কর্তব্য হইল, কপালে সাদা দুই বিন্দু বিশিষ্ট ঘোর কালো বর্ণের কুকুরকে হত্যা কর। কেননা, ইহা শয়তান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِـــيمِ الـــخ (তোমাদের কর্তব্য হইল, কপালে সাদা দুই বিন্দু বিশিষ্ট ঘোর কালো বর্ণের ...) البـهـيـم -এর অর্থ ঘোর কালো। হাদীছের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ধরণের কুকুর হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর কেবল ঘোর কালো বর্ণের কুকুরের ব্যাপারে এই হুকুম বহাল থাকে। অতঃপর এই হুকুমও মানসূখ হইয়া যায়। তবে দংশনকারী ও ক্ষতিকারক কুকুর এখনও হত্যা করা জায়িয। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৮)

فَإِنَّـــهُ شَـــيْطَانٌ (কেননা, ইহা শয়তান)। শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, হাদীছের মর্ম এইরূপ নহে যে, উহা কুকুর জাতি হইতে বাহির হইয়া যাইবে; বরং এই কুকুর পাত্রে মুখ দিলে সেইভাবে ধৌত করা ওয়াজিব হইবে

যেইভাবে সাদা কুকুর পাত্রে মুখ দিলে ধৌত করা ওয়াজিব হয়। আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, ইহাকে শয়তান বলিবার কারণ হইতেছে যে, ইহার স্বভাব চরিত্র খুবই মন্দ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরণের কুকুরই দংশন করে এবং ক্ষতি করে। অতঃপর আল্লামা আইনী (রহঃ) আরও বলেন, ইহা এমন একটি বিষয় যাহা গবেষণার আওতাধীন নহে এবং কিয়াসও সেই পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই শরীআতের প্রবর্তক (شارع) যাহা বলিয়াছেন উহার উপরই আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৮)

(৩৯০১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ

(৩৯০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহঃ) তিনি ... ইবন মুগাফ্ফাল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করিবার হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের এবং কুকুরের কি হইল? অতঃপর শিকারী ও ছাগল পাহারার কুকুরের ব্যাপারে তিনি (হত্যা না করিয়া পালনের) অনুমতি দেন।

(৩৯০২) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِى حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ

(৩৯০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন ওলীদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা ... শু'বা (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইবন হাতিম (রহঃ) ইয়াহইয়া (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলেন, আর তিনি ছাগলের পাল পাহারা, শিকারী এবং শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুরের ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়াছেন।

(৩৯০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِى نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(৩৯০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি গৃহপালিত জীবজন্তু পাহারাদার কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পালন করিবে তাহার প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া আমল হ্রাস হইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- مَنْ اقْتَنَى (যেই ব্যক্তি পালন করিবে)। যদি কোন বস্তু সঞ্চয়ের জন্য রাখা হয় তখন বলা হয় اقتنى شئ -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৯)

أَوْ ضَارِى (কিংবা শিকারী কুকুর)। ইহা উহ্য বাক্য হইতেছে او كلب ضارى (কিংবা শিকারী কুকুর)। এই বাক্যে موصوف কে صفت -এর দিকে اضافت করা হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে او ضاريا বর্ণিত

হইয়াছে। আর الكلب الضارى বলা হয় ঐ কুকুরকে যাহা শিকারে অভ্যস্ত হইয়াছে তথা শিকার নিয়া মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৯)

نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ (তাহার আমল হইতে হ্রাস হইবে)। نقص শব্দটি لازم এবং متعدى হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানে لازم হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার দলীল হইতেছে قيراطان হালাতে رفع হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে قيراطين রহিয়াছে। সেই মুতাবিক متعدى হইবে। -(মাজমাউল বিহার) -(তাকমিলা, ১ম, -৫৩৯)

كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া)। قيراط হইতেছে এক দীনারের চল্লিশ ভাগের এক। ইহা অধিকাংশ শহরের মাপে। আর আহলে শামদের পরিভাষায় ২৪ভাগের এক ভাগ। -(মাজমাউল বিহার, ৩য় -১৩৪)। আর ইবন আবূ হারমালা (রহঃ)-এর রিওয়ায়তে قيراطان (দুই কীরাত)-এর স্থলে قيراط (এক কীরাত) বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুকুর দুই প্রকারের একটি অপরটির হইতে অধিক ক্ষতিকর। তাই অধিক ক্ষতিকরটি পালন করিলে দুই কীরাত হ্রাস হইবে আর কম ক্ষতিকরটি পালন করিলে এক কীরাত। আর কেহ বলেন, স্থানের পার্থক্য থাকিবার কারণে হুকুম পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই বিশেষভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় কুকুর পালন করিলে দুই কীরাত আমল হইতে হ্রাস হইবে। কেননা, মদীনার ফযীলত অনেক বেশী। মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়া অন্য স্থানে এক কীরাত হ্রাস হইবে। কিংবা শহরের কুকুরের জন্য দুই কীরাত এবং গ্রামের কুকুর পালনে এক কীরাত হ্রাস হইবে। কিংবা যুগের পরিবর্তনে প্রথম অবস্থায় এক কীরাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে পরবর্তীতে ঘৃণা বৃদ্ধিকরণের লক্ষে দুই কীরাত বলা হইয়াছে। -(নওয়াভী) অতঃপর হাফিয (রহঃ) স্বীয় আল-ফাতহ গ্রন্থে লিখেন, ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

অতঃপর দুই কীরাত হ্রাস হইবার স্থান (محل) -এর ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, দিনের আমল হইতে এক কীরাত এবং রাত্রের আমল হইতে এক কীরাত হ্রাস হইবে। আর কেহ বলেন, ফরয আমল হইতে এক কীরাত এবং নফল হইতে এক কীরাত হ্রাস হইবে। আল্লামা তকী ওছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, এই ব্যাপারে কিয়াস দ্বারা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই; বরং যেই ভাবে শ্রুত হইয়াছে উহার উপরই যথেষ্ট করা চাই। শরীআত প্রবর্তক (شارع) -এর উদ্দেশ্য হইতেছে যে, প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পালনের পরিণামে তাহার আমল হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত হ্রাস করা হইবে। কাজেই তাহাকে এই কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা ওয়াজিব। আর কীরাতের পরিমাণ নির্ধারণ করারও প্রয়োজন নাই; বরং ইহার দ্বারা মর্ম, আমলের কিছু অংশ হ্রাস হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪০)

আমল হ্রাস হওয়ার কারণসমূহ

শারেহ নওয়াভী (রহঃ) কুকুর পালন করিলে আমল হ্রাস হইবার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলেন, কুকুর থাকিবার কারণে ফিরিশতাগণ ঘরে প্রবেশ করে না বলিয়া ছাওয়াব হ্রাস হইবে। আর কেহ বলেন, পথচারীদের কষ্টে পতিত করে বলিয়া ছাওয়াবে হ্রাস হইবে। কেননা, কুকুর পথচারীদের আক্রমণ করে এবং ভীত সন্ত্রস্থ করে। আর কেহ বলেন, ইহা সেই ব্যক্তির শাস্তি যে নিষেধ করা সত্ত্বেও কুকুর পালন করে। আর কেহ বলেন, কুকুর মালিকের অসাবধানতার সুযোগে পাত্র ইত্যাদিতে মুখ দিয়া বসে। ফলে সে উহাকে মাটি ও পানি দ্বারা ধৌত না করিয়া ব্যবহার করার কারণে অপবিত্রতায় সমাবৃত হয়। -(blqvfx ২য়,-৩১)

ঘর-বাড়ী পাহারার জন্য কুকুর পালনের হুকুম

শিকারী কুকুর, ক্ষেতখামার, গৃহপালিত জীব জন্তু পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয, ইহার উপর কিয়াস করিয়া ঘরবাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালন করা জায়িয হইবে কি না এই বিষয়ে ইখতিলাফ আছে। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৫ম, ৬ষ্ঠ পৃ. উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাফেয়ীগণের সহীহ কওল মুতাবিক ঘরবাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালন করা জায়িয। আল্লামা আবদুল বার (রহঃ) বলেন, কুকুর পালন করিবার দ্বারা যদি ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া উপকৃত হওয়া যায় তবে উহা

পালন করা জায়িয। আর প্রয়োজন ছাড়া পালন করা মাকরূহ। আর ইহাই হানাফীগণের মাযহাব। 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' গ্রন্থের ৫ম, ৩৬১ পৃ. মাকরূহ অনুচ্ছেদে আছে যে, পণ্যদ্রব্য পাহারা দেওয়ার জন্য পালন করা জায়িয নাই। তবে যদি চোর ইত্যাদির ভয় থাকে তবে ভিন্ন কথা। বাঘ, সিংহ, হায়না এবং সকল প্রকার হিংস্র জীবজন্তুর একই হুকুম। আর ইহা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর কিয়াস। -(খুলাসা) আর জানা থাকা ওয়াজিব যে, পাহারার জন্য কুকুর পালন করা জায়িয। অনুরূপ ক্ষেত খামার ও গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালন করা জায়িয। (যখীরা) -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪১)

কুকুর পালন করা নিষেধ হইবার হিকমত ঃ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) বলেন, কুকুর পালন করা নিষেধ হইবার কারণ হইতেছে যে, কুকুর শয়তানের সাদৃশ্য। খেলাধুলা করা ও ক্রোধ থাকা তার স্বভাব, নাজাসাতের সংস্পর্শে থাকে, মানুষকে কষ্ট দেয়, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ইহারা গ্রহণ করে। আর ক্ষেতখামার, গৃহপালিত জীব-জন্তু, বাড়ী এবং শিকারের প্রয়োজন থাকায় সম্পূর্ণভাবে কুকুর পালন করা নিষেধ করা হয় নাই। কাজেই পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা রক্ষার শর্তে ইহা পালন করিতে হইবে।

'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থকার (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুকুর যবাইকৃত তাজা গোশত হইতে মৃতের

পেশিত আহার করিতে অধিক পছন্দ করে। নাপাক খায়, বমি করিয়া পুনরায় ভক্ষণ করে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী (রহঃ) কতক মাওয়ায়েযে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুকুর স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এক কুকুর অপর কুকুরকে সহ্য করিতে পারে না। একটি শক্তিশালী কুকুর এক স্থানে থাকিলে সেই স্থানে অন্য কুকুর আসিলে তাড়া করে। তাহা ছাড়া অনেক রোগ ও জীবাণু বহন করে। ইহার লালা মারাত্মক বিষাক্ত, যাহা মানুষের জন্য অতীব ক্ষতিকর। অতি প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পালন করা হইতে বিরত থাকা চাই। ইহাতে অনেক হিকমত রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৪১-৫৪২)

(৩৯০৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(৩৯০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা ... সালিম (রহঃ) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তুর পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির প্রতিদিনের ছাওয়াব হইতে দুই কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯০৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯০৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(৩৯০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা এবং ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা

গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির আমল হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

(৩৯০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ

(৩৯০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারার কুকুর কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির আমল হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, কিংবা শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুর।

(৩৯০৭) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ قَالَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ

(৩৯০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... সালিম (রহঃ) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির আমল হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে। সালিম (রহঃ) বলেন, আর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, কিংবা শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুর। আর তিনি ক্ষেতের মালিক ছিলেন।

(৩৯০৮) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(৩৯০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ঘরের মালিক গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর কিংবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ঘরের মালিকের আমল হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

(৩৯০৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

(৩৯০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশশার (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুর কিংবা বকরী পাল পাহারার কুকুর কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির ছাওয়াব হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৮৯৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯১০) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَبِى الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ

(৩৯১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত অবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যাহা শিকারী কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারার কিংবা ক্ষেত পাহারার উদ্দেশ্যে নহে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ছাওয়াব হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে। আর আবূ তাহির (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে "ক্ষেত পাহারার উদ্দেশ্যে" কথাটি উল্লেখ নাই।

(৩৯১১) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ

(৩৯১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এমন কুকুর রাখিবে যাহা গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারার কিংবা শিকারী কিংবা শস্য ক্ষেত পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ছাওয়াব হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে। রাবী যুহরী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর কথাটি উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। তিনি একজন শস্য ক্ষেতের মালিক ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৮৯৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯১২) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

(৩৯১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন, যেই ব্যক্তি শস্য ক্ষেত পাহারার কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশু পাহারার কুকুর ব্যতীত কোন কুকুর রাখিবে সেই ব্যক্তির আমল হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

(৩৯১৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৯১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯১৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا حَرْبٌ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৯১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মুনযির (রহঃ) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহঃ) হইতে, এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৯১৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ نَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

(৩৯১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শিকারী কিংবা বকরী পাল পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করিবে সেই ব্যক্তির আমল হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া হ্রাস হইতে থাকিবে।

(৩৯১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِى زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِى وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

(৩৯১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... সুফয়ান বিন যুহায়র (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, আর তিনি হইলেন শানুআহ সম্প্রদায়ের লোক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একজন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করিবে যাহা শস্য ক্ষেত পাহারা এবং গৃহপালিত পশু পাহারার কাজে লাগে না, সেই ব্যক্তির আমল হইলে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া

হ্রাস হইতে থাকিবে। রাবী বলেন, আপনি কি এই কথা নিজ কানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের রবের কসম।

ফায়দা

لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا (শস্য ক্ষেত পাহারা ও গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারার প্রয়োজন ছাড়া)। ضرعا শব্দ দ্বারা المواشى (গৃহ পালিত জীব,জন্তু) মর্ম। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৪)

(৩৯১৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِى زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৯১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... সায়িদ বিন ইয়াযীদ হইতে, তিনি বলেন, একদা সুফয়ান বিন আবূ যুহায়র আশ-শানুআহ (রাযিঃ) প্রতিনিধি হইয়া তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

بَاب حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিংগা লাগানোর মজুরী হালাল হওয়া-এর বিবরণ

(৩৯১৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ

(৩৯১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... হুমায়দ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে শিংগা লাগাইয়া মজুরী গ্রহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তায়বা (রাযিঃ)-এর দ্বারা শিংগা লাগাইয়া তাহাকে দুই সা' খাদ্য প্রদান করিতে নির্দেশ দেন এবং তাহার মালিকের সহিত আলোচনা করেন। ফলে তাঁহারা তাহার উপর হইতে খারাজ (ধার্যকৃত কর) কম করিয়া দেন। আর তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা যাহা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ কর সেইগুলির মধ্যে শিংগা সর্বোত্তম কিংবা (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) ইহা তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (আবূ তায়বা তাঁহাকে শিংগা লাগাইয়াছেন) সহীহ অভিমত অনুযায়ী আবূ তায়বা (রাযিঃ)-এর নাম নাফি'। ইমাম আহমদ (রহঃ) مسند محيصه ابن مسعود -এর মধ্যে নকল করেন যে, তাঁহার একজন শিংগা বৃত্তির গোলাম ছিল। তাহাকে বলা হইত নাফি' আবূ তায়বা। আর আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহঃ) নকল করিয়াছেন যে, তাহার নাম দীনার। তবে ইহা তাহার ধারণা। কেননা, দীনার নামে যেই শিংগা কর্মকারী (حجام) তাবেয়ী ছিলেন, তিনি আবূ তায়বা (রাযিঃ)-এর হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কাজেই আবূ তায়বা (রাযিঃ)-এর নাম দীনার নহে। আল্লামা বাগভী (রহঃ) স্বীয় معجم الصحابة গ্রন্থে যঈফ সনদে আবূ তায়বা (রাযিঃ)-এর নাম 'মায়সারা' লিখিয়াছেন। যাহা হউক প্রথম অভিমত সহীহ। হযরত আবূ তায়বা (রাযিঃ) ১৪৩ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (ফতহুল বারী) -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৫)

فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দুই সা' খেজুর দিতে হুকুম করিলেন)। بصاعين (দুই সা') অর্থাৎ من تمر (খেজুর হইতে)। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহার মজুরী প্রদান করিলেন। যেমন তিরমিযী ও ইবন মাজাহ-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিংগা লাগাইয়া মজুরী গ্রহণ করা জায়িয আছে। ইহা জমহুরে ওলামা (রহঃ)-এর অভিমত। (যেমন ৩৮৯১নং হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখা হইয়াছে)। আর জমহুরে ওলামা উক্ত হাদীছের নিষেধাজ্ঞাকে তানযিহী নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। কেননা, নাপাক রক্ত মোক্ষণ করিবার মাধ্যমে উপার্জন একটি নিকৃষ্ট ধরণের উপার্জন বটে। ইহা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নহে। তবে কোন মুসলমানের যদি ইহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে তবে তাহার উপকারার্থে বিনা মজুরীতে করিয়া দিবে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) দুই হাদীছ তথা كسب الحجام خبيث (রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন নিকৃষ্ট) এবং اعطاه الحجام اجرته (তিনি রক্ত মোক্ষণকারীকে তাহার মজুরী প্রদান করেন) এর সমাধানে লিখেন যে, নির্দিষ্ট কর্মের বিনিময়ে মজুরী প্রদান জায়িয হইবার দিক আর অজ্ঞাত কর্মের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ সতর্কতার দিক। আর অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, নিষেধাজ্ঞার হাদীছ রহিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রথম যুগে মজুরী গ্রহণ করা হারাম ছিল। অতঃপর জায়িয হইয়াছে। ইমাম তহাভী এই মতেই রহিয়াছেন। (ফতহুল বারী ৪র্থ - ৩৭৬)

فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (ফলে তাহারা তাহার উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস করিয়া দেন)। এই স্থানে خراج দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, মালিক গোলামকে বলিবে উপার্জন করিয়া দৈনিক নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ আমাকে প্রদান কর। নির্দিষ্ট ঐ পরিমাণকে ضريبة ও বলা হয়। ইবন আবী শায়বা (রহঃ) রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত মোক্ষণকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার খারাজ কত? সে জবাবে বলিল, দুই সা'। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করিয়া এক সা' (খেজুর) হ্রাস করিয়া দিলেন। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৬)

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ (তোমরা যেই সকল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা সেইগুলির মধ্যে সর্বোত্তম)। প্রকাশ্য যে, এই স্থানে উত্তম হওয়ার বিষয়টি শরীআতের দৃষ্টিতে নহে; বরং ইহা চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক। আর নাসায়ী শরীফে এইভাবে আসিয়াছে যে, خير ما تداويتم به الحجامة (তোমরা যেই সকল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিংগা সেইগুলির মধ্যে ভাল)।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে তিব অনুচ্ছেদে লিখেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আলোচ্য হাদীছে হিজাযবাসীগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং ইহার আশেপাশের গরম প্রধান শহরবাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, তাহাদের রক্ত পাতলা হইয়া থাকে। ফলে গরমের প্রভাবে রক্ত শরীরের বাহিরের অংশে জমা হইতে থাকে। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, এই হাদীছে যুবকদের সম্বোধন করা হইয়াছে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নহে। কেননা, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শরীরের তাপমাত্রা কম হইয়া থাকে। আল্লামা তাবারী (রহঃ) সহীহ সনদে ইবন সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বৎসরে পৌঁছিলে সে শিংগা লাগাইবে না।" -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৬)

(৩৯১৯) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

(৩৯১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ) তিনি ... হুমায়দ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর কাছে শিংগা বৃত্তির মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি উপর্যুক্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যেই সকল পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ কর শিংগা লাগানো ও কুসতুল বাহরী ব্যবহার সেইগুলির মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে যখম করিয়া কষ্ট দিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (কুসতুল বাহরী)। القسط শব্দটি ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহাকে كست ও বলা হয়। ইহা এক প্রকার সুগন্ধি যাহা লোবান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, القسط দুই প্রকার (১) হিন্দী, ইহার রং অতি কালো, (২) সামুদ্রিক, ইহার রং অতি সাদা। 'কুসতুল হিন্দী'-এর মধ্যে তাপের মাত্রা বেশী। হাদীছ শরীফে উভয় প্রকার 'কুসত'-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে 'কুসতুল বাহরী' এর কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর 'কুসতুল হিন্দী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) তিব অনুচ্ছেদে উম্মু কায়স (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন عليكم بهذا العود الهندى (তোমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারত হইতে আনীত এই সুগন্ধি কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার কর)। ইহা শিশুদের গলার বেদনায় ব্যবহারযোগ্য ও উপকারী।

وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ (সুতরাং তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে যখম করিয়া কষ্ট দিও না)। الغمز শব্দটির غ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ তোমরা শিশুদের عذرة (গলার রোগ) হইবার কারণে শিশুর গলায় যখম করিও না। উল্লেখ্য যে, আরবী রমণীগণ শিশুদের عذرة (গলার রোগ) হইলে ইহার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে

বাচ্চাদের গলায় যখম করিয়া দিত। العذرة শব্দটি ع বর্ণে পেশ ও ذ বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। গলার রোগ। সাধারণতঃ শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। আর কেহ বলেন, কান এবং হলকের মধ্যে ফোড়া হইলে উহাকে غذرة বলা হয়। আর কেহ বলেন, নাক এবং হলকের মধ্যে ফোঁড়া হইলে উহাকে عذرة বলা হয়। আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের عذرة রোগ হইলে যখম না করিয়া 'কুসতুল বাহরী' দ্বারা চিকিৎসা করিতে ইরশাদ করিয়াছেন। ইহা নিরাপদ ও কার্যকরী। অধিকন্তু ইহাতে শিশুদের কষ্ট লাঘব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৭)

(৩৯২০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ نَا شَبَابَةُ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ

(৩৯২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাসান বিন খিরাশ (রহঃ) তিনি ... হুমায়দ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একজন রক্ত মোক্ষণকারী বালককে ডাকিয়া নেন। অতঃপর সে তাঁহার পবিত্র শরীরে শিংগা লাগায়। তারপর তিনি (ইহার মজুরী হিসাবে) তাহাকে এক সা' কিংবা এক মুদ অথবা দুই মুদ পরিমাণ (খেজুর) প্রদান করিতে হুকুম দেন এবং (তাহার মালিকের সহিত) তাহার সম্পর্কে (ধার্য কর হ্রাস করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে) আলোচনা করেন। ফলে তাহার উপর হইতে ধার্য্য কর (ضريبة) হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯১৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯২১) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ

(৩৯২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগাইয়াছেন এবং শিংগা সম্পাদনকারীকে তাহার মজুরী প্রদান করিয়াছেন। আর নাকে ঔষধ ঢালিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاسْتَعَطَ (এবং নাকে ঔষধ ঢালিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন) واستعط শব্দটি باب افتعال -এর- ماضى -এর সীগা। ইহাতে س বর্ণটি মূল বর্ণ। অর্থাৎ استعمل السعوط আর السعوط শব্দটি س বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। নাকে ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া। استعاط -এর পদ্ধতি এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি তাহার মাথাকে পিঠের দিকে কাঁধের উপর ফেলিবে ইহাতে নাকের ছিদ্রদ্বয় উপরের দিকে উঠিয়া যায়। তখন উহাতে ঔষধ মিশ্রিত পানি কিংবা ঔষধ মিশ্রিত তৈল ঢালিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে উহা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া যায় এবং মস্তিষ্ক জাতীয় রোগ দোষিত বস্তু হাঁচির সহিত বাহির হইয়া যায় এবং উপশম হয়।

আর আলোচ্য হাদীছে استعاط (নাকে ঔষধ ঢালিয়া চিকিৎসা করা)-এর কথা সম্ভবতঃ এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উপর্যুক্ত হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু AvjvBwn Iqvmvj-vg-এর চিকিৎসা গ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাই হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম الحجامة (শিংগা লাগাইয়া) এবং الاستعاط (নাকে ঔষধ ঢালিয়া) চিকিৎসা গ্রহণ করিতেন। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৮)

(৩৯২২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৯২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বায়াযা সম্প্রদায়ের একটি গোলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিংগা লাগায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মজুরী প্রদান করেন এবং তাহার মালিকের সহিত (তাহার উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস করিয়া দেওয়ার জন্য) কথা বলেন। ফলে মালিক তাহার উপর হইতে ধার্যকৃত কর (ضريبة) হ্রাস করিয়া দেন। যদি উহা হারাম হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দিতেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ص (যদি উহা হারাম হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দিতেন না)। অর্থাৎ শিংগা লাগানোর মজুরী যদি হারাম হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দিতেন না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জমহুরের মাযহাব শক্তিশালী। কেননা, তাহারা শিংগা লাগানোর মজুরী হালাল বলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, -৫৪৯)

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ বিক্রি হারাম হওয়ার বিবরণ

(৩৯২৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ قَالَ نَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

(৩৯২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন ওমর আল কাওয়ারীরী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা দিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা মদের (দোষক্রটির) প্রতি ইশারা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অচীরেই এই বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দান করিবেন। কাজেই কাহারও নিকট উহার কিছু থাকিলে সে যেন তাহা বিক্রি করিয়া দেয় কিংবা ব্যবহার করিয়া ফেলে। রাবী বলেন, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহার নিকট এই আয়াত পৌঁছিবে এবং তাহার নিকট উহার কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে যেন তাহা পান না করে এবং বিক্রিও না করে। রাবী বলেন,

তখন যাহাদের কাছে উহা ছিল, উহা নিয়া তাহারা মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। অতঃপর উহাকে তাহারা (রাস্তায়) ঢালিয়া দিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُعَرِّضُ بِــالْخَمْرِ (আল্লাহ তা'আলা মদের (সমূহ অনিষ্টের) প্রতি ইশারা করিয়াছেন) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মদ্য পানকে স্পষ্টভাবে হারাম না বলিয়া উহার অনিষ্ট, দোষ, পাপ, অসুবিধা, ঘৃণা ও অপছন্দ করার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অচীরেই মদ হারাম করিয়া দেওয়া হইবে। আর এই প্রকারের ইঙ্গিত আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقــاً حَــسَناً (আর খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর ফল হইতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করিয়া থাক। - নাহল- ৬৭)-এ রহিয়াছে। কেননা, عطـف দ্বারা مغائـرت কে বুঝায়। অনুরূপ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْــمٌ كَبِيــرٌ وَمَنَــافِعُ لِلنَّــاسِ (তাহারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, এতদুভয়ের মধ্যে রহিয়াছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রহিয়াছে, তবে এইগুলির পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। - বাকারা- ২১৯) এই আয়াতেও স্পষ্টভাবে হারাম বর্ণনা না করিয়া কেবল উহা বর্জন করা মুস্তাহাব হইবার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কেননা, আকলের চাহিদা হইতেছে যে, যাহাতে উপকার হইতে ক্ষতি বেশী তাহা বর্জন করা সমীচীন।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই ভাল জানেন। তবে শরীআতের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীআত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করিতে গিয়া মানবীয় আবেগ অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যাহাতে মানুষ সেইগুলি অনুসরণ করিতে গিয়া কষ্টের সম্মুখীন না হয়। অধিকন্তু এই বিষয়ে শরীআতের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইত। এই রহস্যের ভিত্তিতেই মদ্যপান হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ। পবিত্র কুরআন মজীদে মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে উপর্যুক্ত সূরা বাকারা-এর ২১৯নং আয়াতখানাই সর্বপ্রথম নির্দেশ। ইহাতে মদ্যপানের দরুন যে সকল পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, উহার বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে। মদ্যপান হারাম করা হয় নাই; বরং এই আয়াতখানাকে এই মর্মে একটি পরামর্শ বলা যাইতে পারে যে, ইহা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করিবার নির্দেশ ইহাতে দেওয়া হয় নাই।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতখানা সূরা নিসায় ইরশাদ হইয়াছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাক, তখন নামাযের কাছেও যাইও না যতক্ষণ না বুঝিতে সক্ষম হও যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ। -সূরা নিসা- ৪৩)। এই আয়াতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রহিয়া গিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ان ربـكـم مـقـدم فـى تـحـريـم الـخـمـر (নিশ্চয় তোমাদের রব মদ হারাম করার ব্যাপারে উপক্রমণিকা নাযিল করিয়াছেন)। অতঃপর সূরা মায়িদাহ-এর আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَــنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُــونَ (হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এইগুলিই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এই সকল কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যাহাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিয়া দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায হইতে তোমাদেরকে বিরত রাখিতে, অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হইবে? - gv‡q`v,

90-91)। এই আয়াতদ্বয়ে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়। -(ZvKwgjv, ১ম, ৫৪৯-৫৫০)

فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِــعْ بِــهِ (কাজেই কাহারও নিকট মদের কিছু অবশিষ্ট থাকিলে সে যেন উহা বিক্রি করিয়া দেয়। কিংবা উহা দ্বারা উপকৃত হয়)। ইহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে মুসলমানদের জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক উপদেশ ছিল। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, মদ যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল থাকিবে ততক্ষণের মধ্যে তোমাদের মধ্যে যাহার কাছে মদ রহিয়াছে সে যেন ইহাকে বিক্রি করিয়া (কিংবা অন্য কোনভাবে) লাভবান হয়। হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তে কোন বস্তু সম্পর্কে হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর مبـاح -এর হুকুম বহাল থাকে। কেননা, ফিকহী উসূল হইল 'প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আসল হইল মুবাহ হওয়া।' -(তাকমিলা, ১ম, ৫৫০)

فَلا يَشْرَبْ وَلَــا يَبِــعْ (তাহা হইলে সে যেন তাহা পান না করে এবং বিক্রিও না করে)। অতঃপর যখন সূরা মায়িদা-এর আয়াত انمـا الخمـر الخ (নিশ্চয় মদ ...) নাযিল হয়। যাহাতে অকাট্য ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আদেশ নাযিল হওয়া মাত্র সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিলেন। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসায়িল ইনশা আল্লাহু তা'আলা كتـاب الاشـربـة (পানীয় অধ্যায়)-এ আলোচনা হইবে।

মদ বেচা-কেনা করা ফকীহগণের মতে হারাম। আল্লামা ইবন কুদামা (রহঃ) স্বীয় المغنى গ্রন্থের ৪র্থ, ২২৪ পৃষ্ঠায় ইহার উপর ইজমা নকল করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে মদ (خمر) হইতেছে هـى النىئ من ماء العنب فقط - اذا اشتد و غلا (আঙ্গুরের শুধু কাঁচা রস যখন টগবগ করে (এবং তীব্র ঝাঁজ সৃষ্টি হয়))। ইহাই প্রকৃত মদ। যাহা নাপাক ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম। (এই বিষয়ে বিস্তারিত كتـاب الاشـربـة -এ আসিবে)। আর অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরীকৃত হারাম মদ কিংবা অপর নেশাজাতীয় বস্তুর বিক্রয় সংঘটিত হইবে। কেননা, আলোচ্য হাদীছ শরীফে কেবল خمـر (মদ) বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর خمـر নামটি আঙ্গুরের তাজা রস দ্বারা তৈরীকৃত মদ ছাড়া অন্যান্য নেশাজাতীয় বস্তুর উপর প্রয়োগ হয় না, ফলে অন্যান্য পানীয় বস্তুতে উহার আসল হুকুম বহাল থাকিবে। আর সাহেবায়ন (রহঃ) বলেন, عـصير العنب (আঙ্গুরের রস জাল দেওয়ার পর দুই তৃতীয়াংশ শুকাইয়া যাওয়া نقيـع التمر (খেজুরের কাঁচা রস, যাহাতে নেশা আসে) এবং نقيـع الزبيب (ঐ পানি যাহাতে কয়েক দিন কিসমিস ভিজাইয়া রাখিবার কারণে তীব্রতা ও ঝাঁজ সৃষ্টি হয়) এই তিন প্রকার নেশা জাতীয় বস্তুও خمـر (মদ)-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই তিন ধরণের হারাম পানীয় বস্তুতেও বিক্রয় সংঘটিত হইবে না। হ্যাঁ, এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য হারাম পানীয় বস্তুতে বিক্রয় সংঘটিত হইবে। (ইহা হিদায়ার সংক্ষিপ্ত এবং ফতহুল কদীর ৮ম, ১৫৯-১৬০)। আর ইবন আবেদীন শামী (রহঃ) বলেন, বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া।

সার সংক্ষেপ এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মুখতার কওল মুতাবিক خمـر -এর বিক্রয় বাতিল। আর خمـر উহাই যাহা শুধু আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী করা হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য হারাম পানীয় ও নেশা জাতীয় বস্তুর বিক্রয় মাকরূহের সহিত সংঘটিত হইবে। আর প্রকাশ্য যে, এই মাকরূহও তখনই হইবে যদি কোন ব্যক্তি উহা শরীয়তসম্মত বস্তু ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আর যদি কেহ শরীয়তসম্মত কাজে ব্যবহার করে, যেমন চিকিৎসা, ঔষধ, মালিশ ও লোশন প্রভৃতি যাহাতে ব্যবহার করা জায়িয। সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় করা মাকরূহ নহে।

এলকোহল-এর হুকুম

আজকাল ঔষধ, সেন্ট প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে নেশাজাত (ALCOHALS) দ্রব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা তরল পদার্থ দীর্ঘায়ূ হয়। আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত অনেক বস্তু ইহা ছাড়া হয় না। ফলে ইহা আম বালুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কওল মুতাবিক ইহার হুকুম খুবই সহজ। কেননা, ইহা

যদি আঙ্গুরের কাঁচা রস দিয়া তৈরী না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার মতে ইহা বিক্রি করা হারাম নহে। আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার গবেষণা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, এলকোহল আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী করা হয় না; বরং অন্য বস্তু দিয়া তৈরী করা হয়। আমি একবার دائـرة الـمـعـارف الـبـريـطـانـيـة প্রকাশনা ১৯৫০ ইং বইয়ের ১ম খণ্ড ৫৪৪ পৃষ্ঠায় এলকোহল তৈরীর উপকরণসমূহ দেখিয়াছি। মোটামুটিভাবে উহাতে মধু, পাকানো ঘন শিরা, দানা, যব, আনারস-এর রস, গন্ধক ও তৈল দ্বারা তৈরী করা হয়। ইহাতে আঙ্গুর এবং খেজুরের কথা নাই।

যাহা হউক এলকোহল আঙ্গুর এবং খেজুর দ্বারা প্রস্তুত না হইলে ইহা রসায়নিক পদার্থ হিসাবে বিক্রি করা ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহঃ)-এর সর্বসম্মত মতে জায়িয। আর যদি খেজুর কিংবা আঙ্গুরের পাকানো রস দিয়া তৈরী করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে বিক্রি জায়িয এবং সাহেবায়নের মতে জায়িয নহে। আর যদি আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী হয় তাহা হইলে সকলের মতে বিক্রি করা হারাম। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এলকোহল সাধারণতঃ আঙ্গুর ও খেজুর দ্বারা তৈরী করা হয় না। ফলে ইহাতে নেশা না হইলে আহনাফের আলিমগণের সর্বসম্মত মতে উহা ঔষধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে মাদক জাতীয় হারাম পানীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা জায়িয নাই। হ্যাঁ, অন্য কোন ঔষধে যদি উপকার না হয় এবং কাহারো মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ইহা দ্বারা চিকিৎসা করিলে উপশমের প্রবল আশা করা যায় তবে ইহা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা জায়িয হইবে। -(ZvKwgjv, 1g -৫৫১)

فَـسَفَكُوهَا (অতঃপর উহাকে তাহারা (রাস্তায়) ঢালিয়া দিল) ইহা দ্বারা আয়িম্মায়ে ছালাছা তথা ইমাম মালিক, আহমদ ও শাফেয়ী (রহঃ) মদকে সিরকায় রূপান্তর করা নাজায়িয হইবার উপর দলীল দিয়া থাকেন।

আর ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন (রহঃ) ও জমহুরে আহলে ফূকা (রহঃ)-এর মতে মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করা জায়িয আছে। বিস্তারিত মাসআলা ইনশা আল্লাহু তা'আলা كـتـاب الاشـربـة -এর মধ্যে আসিতেছে। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫১-৫৫২)

(৩৯২৪) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْـدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَـارَرْتَهُ فَقَـالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا

(৩৯২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহঃ) তাঁহারা আবদুর রহমান বিন ওয়ালাতা আস-সাবাঈ মিশরী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট আঙ্গুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক মশক মদ হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা উহা হারাম করিয়া

দিয়াছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহার সহিত গোপনে কথা বলিল। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে গোপনে কী বলিয়াছ? উক্ত ব্যক্তি জবাবে আরয করিল, আমি তাহাকে বিক্রি করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় সেই মহান সত্তা যিনি ইহা পান করা হারাম করিয়া দিয়াছেন তিনিই ইহা বিক্রি করাও হারাম করিয়া দিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর সে মশকের মুখ খুলিয়া দিল এবং ইহার মধ্যে যাহা ছিল সমস্তই পড়িয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ رَجُــلا أَهْــدَى (এক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিল)। এই ব্যক্তির নাম আবূ আমির আস-সাকাফী (রাযিঃ)। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫২)

رَاوِيَــةَ خَمْــرٍ (এক মশক মদ)। الرواية হইল المزاده অর্থাৎ القرابة (মশক)। কেননা, ইহার মালিক ইহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া নিয়া যায়। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা البعير (উট) মর্ম। (মাজমাউল বিহার)। আল্লামা নওয়াভী (রহঃ) উভয় কওল নকল করিয়াছেন। অতঃপর প্রথম অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, বর্ণনাকারী হাদীছের প্রথমাংশে رواية এবং শেষাংশে مزادة (মশক)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫২)

দুই হাদীছের সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে فَفَــتَحَ الْمَــزَادَةَ (অতঃপর সে মশকের মুখ খুলিয়া দিল ...)। আর নাসাই শরীফে কুতায়বা বিন মালিক (রহঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ففتح المزادتين (অতঃপর সে মশকদ্বয়ের মুখ খুলিয়া দিল ...)। এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, আলোচ্য হাদীছে الف لام বর্ণদ্বয় جنس বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৩)

(৩৯২৫) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْــنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(৩৯২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯২৬) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ نَا قَالَ إِسْحَقُ أَنَا جَرِيرٌ عَــنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنْ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ

(৩৯২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি নাযিল হইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনেন এবং সেই আয়াতগুলি লোকদেরকে তিলাওয়াত করিয়া শোনান। অতঃপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি নাযিল হইবার পর ...)। আর্থাৎ ربا (সূদ)-এর আহকাম বর্ণিত আয়াতগুলি। যেমন পরবর্তী হাদীছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৪)

فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَــى (অতঃপর সেই আয়াতগুলি লোকদেরকে তিলাওয়াত করিয়া শোনান। অতঃপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন)। ইহা দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, সূদের আয়াতগুলি নাযিল হইবার পর মদের ব্যবসা হারাম করা হইয়াছে। কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াতে মদ হারাম ঘোষিত হইয়াছে, যাহা সূদের আয়াতের অনেক পূর্বে নাযিল হইয়াছিল। কেননা, সূদ হারাম সম্পর্কিত আয়াত সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। ইহার জবাবে বলা যায় যে, সম্ভবতঃ মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ হইবার বিষয়টি মদ্যপান হারাম ঘোষিত হইবার পরে হইয়াছে। কিংবা ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপান হারাম হইবার সময়েই উহার বেচা-কেনা তথা ব্যবসা হারাম হইবার কথা জানাইয়াছিলেন। অতঃপর সূরা বাকারায় সূদ হারাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইবার পর দ্বিতীয়বার তাকীদস্বরূপ জানাইয়াছেন যে, হয়তো এমন লোকও মজলিসে উপস্থিত থাকিতে পারে যাহাদের কাছে মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা পৌঁছে নাই। তাই ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। (শারেহ নওয়াভী (রহঃ) এবং আইনী ও কুসতুলানী গ্রন্থকারদ্বয় (রহঃ)-এর জ্ঞানগর্ব ব্যাখ্যা ইহাই)।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, ফতহে মক্কার বৎসরই মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করার কথা প্রমাণিত। যেমন পূর্ববর্তী ৩৯২৩ নং হাদীছে রহিয়াছে। আর পরবর্তী হযরত জাবির (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ফতহে মক্কার বৎসরই মদ হারাম হইবার ঘোষণা দিয়াছিলেন।' ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, সূদ হারাম বর্ণিত আয়াতসমূহ নাযিলের অনেক পূর্বে মদের ব্যবসা হারাম করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া পূর্ববর্তী হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত (৩৯২৪ নং) হাদীছে আছে যে, إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُــرْبَهَا حَــرَّمَ بَيْعَهَــا (নিশ্চয় সেই সত্তা, যিনি ইহা (মদ) হারাম করিয়াছেন তিনিই ইহার বিক্রিও হারাম করিয়া দিয়াছেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় মদ্যপান হারাম ও মদ ক্রয়-বিক্রয় হারাম উভয় বিধান একই সময়ে হইয়াছিল। আর এই বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে রহিয়াছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন কায়স (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, "ছকীফ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি যাহার কুনিয়ত আবূ আমির (রাযিঃ) প্রত্যেক বৎসরই এক মশক মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিতেন। সেই মতে মদ হারাম হইবার বৎসরও পূর্বের ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে মদ হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আবূ আমির! আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করিয়া দিয়াছেন। কাজেই তোমার মদের আমার কোন প্রয়োজন নাই। হযরত আবূ আমির (রাযিঃ) আরয করিলেন, তাহা গ্রহণ করুন, অতঃপর বিক্রি করিয়া উহার মূল্য আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করুন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আবূ আমির! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ্যপান করা, বিক্রি করা এবং ইহার মূল্য আহার করা সকল কিছুই হারাম করিয়া দিয়াছেন।" (জামি' মাসনিদিল ইমাম লি হাওয়ারযমী (রহঃ) ২য় খন্ড - ৬১)। অধিকন্তু অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীছও অনুরূপ প্রমাণ বহন করে। "সুতরাং যাহার কাছে এই আয়াত পৌঁছিবে এবং তাঁহার নিকট ইহার (মদের) কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে যেন তাহা পান না করে এবং বিক্রি না করে।" এই বাক্যেও স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মদ্যপান ও উহা বিক্রি হারাম এক সাথেই হইয়াছে। আরও প্রমাণ বহন করে যে, সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) নিজেদের মদ্যসমূহকে রাস্তায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীমদের মদকে ঢালিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কাজেই তখনও যদি বিক্রি করা জায়িয থাকিত তাহা হইলে ইয়াতীমদের মালকে নষ্ট করিতে দিতেন না।

সুতরাং মদ্যপান হারাম হইবার পরবর্তীতে মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার অভিমত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রমাণিত নহে; বরং সহীহ হইতেছে মদ্যপান হারাম হইবার সহিতই মদ ক্রয়-বিক্রয় হারাম nBqv‡Q। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদের আয়াতসমূহ নাযিলের সময় ইহাকে উল্লেখ করিতে গিয়া পুনরায়

তাকীদের লক্ষে মদ্যের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথাটি ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন। -(ZvKwgjv, 1g -554-555)

(৩৯২৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِى كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ سহীহ মুসলিম শরীফ- ১৫তম খণ্ড

(৩৯২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার সূদ (-এর বিধান) সম্পর্কীত শেষের আয়তসমূহ অবতীর্ণ হইল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুজরা মুবারক হইতে) বাহির হইয়া মসজিদের দিকে তাশরীফ আনেন এবং মদের ব্যবসা হারাম হইবার কথা ঘোষণা করেন।

بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ, মৃত, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম হওয়ার বিবরণ

(৩৯২৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

(৩৯২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বৎসরে মক্কায় অবস্থানকালে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে হুকুম কি? কেননা, ইহা নৌকায় লাগানো হয়, চামড়ায় মালিশ করা হয় এবং লোকেরা ইহা দ্বারা আগুন জ্বালায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, উহা হারাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ইয়াহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন চর্বি হারাম করিয়াছিলেন তখন তাহারা উহা গলাইয়া বিক্রি করিয়াছে এবং উহার মূল্য ভোগ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ (নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁহার রসূল হারাম ঘোষণা করিয়াছেন)। কিয়াস মুতাবিক حرم শব্দটি দ্বিবচনে حرما হওয়া সমীচীন ছিল। আর অনুরূপ আল্লামা ইবন মারদুইয়া (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লায়ছ (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ রিওয়ায়তসমূহে একবচনের সীগা

(حـرم) ই ব্যবহার হইয়াছে। আর আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে ان الله حـرم (নিশ্চয় আল্লাহ হারাম ঘোষণা করিয়াছেন) রহিয়াছে। এই রিওয়ায়তে رسـولـه (তাঁহার রসূল) শব্দটি নাই।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় المفهـم গ্রন্থে লিখেন, আলোচ্য রিওয়ায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সহিত অত্যধিক আদব রক্ষা করিয়াছেন। তাই নিজ এবং আল্লাহ তা'আলা নামের মধ্যে দ্বিবচনের সীগা দ্বারা একত্রিত করেন নাই। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন বক্তা স্বীয় বক্তব্যে ومـن يـعـصـهـمـا فـقـد غـوى (আর যে ব্যক্তি উভয়ের নাফরমানী করে সে পথভ্রষ্ট) বলিবার কারণে তিনি তাহাকে বারণ করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কতই না মন্দ খতীব। যাহা হউক তুমি ومـن يـعـص الله ورسـولـه (যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে এবং তাঁহার রসূলেরও) বল।

হাফিয আইনী ও হাফিয কুসতুলানী (রহঃ) উক্ত ব্যাখ্যাকে খন্ডন করিয়া বলেন, আলোচ্য হাদীছ ছাড়া সহীহ

গ্রন্থের অন্যান্য হাদীছে দ্বিবচনের সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন সহীহায়ন গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে فـنـادى مـنـادى رسـول الله صـلـى الله عـلـيـه وسـلـم ان الله ورسـولـه يـنـهـيـانـكـم عـن لـحـوم الـحـمـر (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক আহবানকারী আহ্বান করিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক এবং তাঁহার রসূল এতদুভয়ই তোমাদেরকে গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করেন)। আর আবূ দাউদ (রহঃ) হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা পাঠের প্রারম্ভে ইরশাদ করিতেন الـحـمـد لله نـحـمـده و نـسـتـعـيـنـه শেষ পর্যন্ত অতঃপর রহিয়াছে যে, مـن يـطـع الله ورسـولـه فـقـد رشـد ومـن يـعـصـهـمـا فـانـه لا يـضـر الا نـفـسـه (যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের অনুগত্য করিল সে তো সৎপথ প্রাপ্ত এবং যে ব্যক্তি এতদুভয়ের নাফরমানী করিল ইহা দ্বারা সেই ব্যক্তি নিজেরই ক্ষতি করিল)। উপর্যুক্ত দুইখানা হাদীছেই দ্বিবচনের সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে।

অতঃপর দুই হাফিয (রহঃ) ই মূল প্রশ্নের জবাবে বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে একবচনের সীগা ব্যবহার করাও জায়িয। আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) স্বীয় তাকলিমা গ্রন্থে লিখেন, একবচন ও দ্বিবচন উভয়ই অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়িয। তবে দ্বিবচন ব্যবহার আসল এবং একবচন জায়িয। তাকমিলা গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক আমার অন্তরে উদয় করিয়া দিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শান প্রকাশিত হইত। তাঁহার মধ্যে যখন মহিমান্বিত আল্লাহর শানে আদব প্রাধান্য পাইত তখন তিনি দ্বিবচনের সীগা ব্যবহার করিতেন না এবং খতীবকেও তাহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং একবচন ব্যবহার করেন। অতঃপর আবার যখন তাঁহার অন্তরে বান্দার উপর আল্লাহ পাকের মাহাত্মপূর্ণ শানে রহমত প্রাধান্যের বিষয়টি প্রকাশিত হইত তখন তিনি দ্বিবচনের সীগা ব্যবহার করিতেন। কাজেই দুই পদ্ধতির কোনটিই কোন অবস্থায়ও হারাম নহে এবং নিষেধও নহে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৬-৫৫৭)

والـمـيـتـة (আর মৃত জন্তু)। الـمـيـتـة শব্দটি م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। শরীয়াত সম্মত উপায়ে যবেহ করা ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে مـيـتـة বলে। মৃত জন্ত-জানোয়ারের গোশত খাওয়া হারাম হইবার উপর এবং তাহা বিক্রি নাজায়িয হইবার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে অন্য হাদীছ দ্বারা মাছ এবং টিড্ডি এই হুকুম হইতে ব্যতিক্রম। মৃতের গোশত ব্যতীত অন্যান্য অংগ-প্রত্যঙ্গ যাহাতে প্রাণ বিচরণ করে না উহার ব্যাপারে উলামাগণের মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক বলেন, জন্তু-জানোয়ারের যেই সকল অংগ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রাণ বিরাজ করে না উক্ত সকল বস্তু মৃত্যুবরণের কারণে নাপাক হয় না। যেমন চুল, পশম, নখ, শিং, খুর এবং হাড্ডি প্রভৃতি, এইগুলি বিক্রয় করা এবং অন্য কোনভাবে উপকৃত হওয়া জায়িয।

আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে মৃত জন্তু-জানোয়ারের সকল অংশই নাপাক। কাজেই ইহা কোনভাবেই বিক্রি করা জায়িয নাই। চাই উহার গোশত হউক কিংবা চুল ইত্যাদি। তাঁহারা আলোচ্য হাদীছের ব্যাপক মর্ম দ্বারা দলীল পেশ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল মদ, মৃত জন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়াছেন।"

আল্লামা আইনী (রহঃ) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৬০৬ পৃষ্ঠায় হানাফী ও মালিকী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم كان له مشط من عاج (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাতির হাড়ের চিরুণী ছিল)। عاج হইতেছে হাতির হাড্ডি। ইহার গোশত আহারযোগ্য নহে; বরং হারাম। তাই যবেহ করা হয় না, স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃতের হাড্ডি ও অনুরূপ দাঁত, শিং প্রভৃতি পাক। তবে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের পক্ষ হইতে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, এই হাদীছে عاج দ্বারা মাছের হাড় মর্ম। আল্লামা আইনী (রহঃ) ইহার জবাবে বলেন, আল্লামা জাওহারী (রহঃ) বলেন العاج হইতেছে عظم الفيل (হাতির হাড্ডি)। তিনি العباب গ্রন্থে অনুরূপ বলিয়াছেন এবং المحكم গ্রন্থে বলেন, العاج হইতেছে انياب الفيل (হাতির দাঁতসমূহ) ناب (দাঁত) ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে عاج নামে নামকরণ করা হয় না। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, عاج দ্বারা মাছের হাড় মর্ম নেওয়া ভুল।

অধিকন্তু আল্লামা দারা কুতনী (রহঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত প্রাণীর গোশত হারাম করিয়াছেন। চামড়া, চুল, পশম ইত্যাদি ব্যবহারে কোন দোষ নাই)।

আল্লামা দারা কুতনী (রহঃ) হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بسمك الميتة اذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها و قرونها اذا غسل بالماء (আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মৃত জন্তু-জানোয়ারের (চামড়া) দাবাগত করিবার পর উহার মশক ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই। তদ্রুপ পশম, চুল ও শিং পানি দ্বারা ধৌত করিবার পর উহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই)। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৭-৫৫৮)

মানুষের শবদেহের হুকুম

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আরও দলীল পেশ করে বলেন যে, মানুষের শবদেহ সম্পূর্ণভাবে বিক্রি করা নাজায়িয, হারাম। চাই মুসলমানের শবদেহ হউক কিংবা কাফিরের। মুসলমানের লাশ সম্মানিত হইবার কারণে বিক্রি জায়িয নাই। এমনকি শবদেহের কোন অংশ তথা চুল, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়াও নাজায়িয, হারাম। আর কাফিরদের শবদেহের ব্যাপারে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, খন্দকের যুদ্ধে নাওফিল বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীরা খন্দক অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে মুসলমানগণ তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং তাহার লাশ নিজেদের আয়ত্বে রাখে। অতঃপর মুশরিকরা তাহার লাশ মুসলমানদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিতে আবেদন করিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, তাহার শবদেহ ও মূল্য কিছুই আমাদের প্রয়োজন নাই। আর তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে আছে عن ابن عباس ان المشركون ارادو ان يشتروا جسد رجل من المشركين فابى النبى صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, মুশরিকরা মুশরিকদের একটি লাশ ক্রয় করিয়া নেওয়ার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বিক্রি করিতে অস্বীকার করিলেন)। -(উমদাতুল কারী ৫ম, - ৬০৬)

কতক বিশেষজ্ঞ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া বলেন যে, মানুষের মৃতদেহ নাজাসাত তথা নাপাক। যেহেতু ইহা খাওয়া, বিক্রি করা এবং কোনভাবে উপকৃত হওয়া সবকিছুই হারাম। কিন্তু আল্লামা আইনী (রহঃ) তাহাদের অভিমত খন্ডন করিয়া বলেন, আলোচ্য ব্যাপক হাদীছ অন্য হাদীছ দ্বারা খাস হইয়াছে। তাহা হইতেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا تنجسوا موتاكم ، فان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا -(رواه الحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس) (তোমাদের মৃতদের শবদেহ নাজাসাত নহে। কেননা, মুসলমান জীবিত হউক কিংবা মৃত নাপাক নহে)। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৮-৫৫৯)

والخنزير) (এবং শুকর (বিক্রি হারাম করিয়াছেন))। আলোচ্য হাদীছের উপর আমলের ভিত্তিতে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, শুকর এবং উহার যাবতীয় অংগ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা নিষেধ ও হারাম। আল্লামা নওয়াভী (রহঃ) ও হাফিয স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ওলামায়ে কিরাম বলেন, মদ, মৃত এবং

শুকর বিক্রি নিষিদ্ধ হইবার কারণ (علـة) হইল নাজাসাত। ফলে ইহাতে সকল নাজাসাতের হুকুম বর্তাইবে। এই কারণেই আল্লামা আইনী (রহঃ) আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে হারাম নাজাসাত যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা বিক্রি করা জায়িয নাই। যেমন গোবর ও পায়খানা। ইহা ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অভিমতও। (المغنى لابن قدامة)

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ফুকীহ ওলামায়ে কিরাম এবং আল্লামা তাবারী (রহঃ)-এর মতে গোবর ও মলমূত্র বিক্রি করা জায়িয আছে, (উমদাতুল কারী)। আর রদ্দুল মুখতার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড, ১৬৬ পৃ. আছে প্রত্যেক সেই বস্তু যাহা দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ উহার বিক্রয় হালাল হইবার জন্য বিক্রিত বস্তু (مبيع) পাক হওয়া আহনাফের মতে শর্ত নহে; বরং বিক্রি হালাল হইবার ভিত্তি হইতেছে ইহা দ্বারা কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া যায় কি না? কাজেই যেই বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তাহা বিক্রি করা জায়িয। সুতরাং আহনাফের মতে মৃত, শুকর এবং মদ বিক্রি করা হারাম হইবার কারণ (علت) হইতেছে এই সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম।

অতঃপর শুকর এবং ইহার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাজাসাত, ইহার কোন কিছু দ্বারা উপকৃত হওয়া হালাল নহে। তবে হানাফী ফকীহগণ কোন এক সময়ে বিশেষ প্রয়োজনের লক্ষ্যে উহার পশম সেলাই কাজে ব্যবহার করা জায়িয বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন। কেননা, সেই সময় শুকরের পশম ছাড়া সেলাই কাজ করা সম্ভব ছিল না। হিদায়া গ্রন্থকার (রহঃ) باب بيع الفاسد -এ লিখিয়াছেন যে, "শুকরের পশমও আইনী নাজাসাত। কাজেই তুচ্ছার্থে উহাও বিক্রয় করা নাজায়িয। আর জুতা-মোজা সেলাইর জন্য প্রয়োজনবোধে শুকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয। কারণ এই কাজ ইহা ব্যতীত সাধারণতঃ হয় না। আর তাহা (ঘাস প্রভৃতির মত) বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া বেচা-কেনার প্রয়োজন হয় না।" কিন্তু ফকীহ আবূ লায়ছ (রহঃ) বলেন, "অত্যধিক প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুকে জায়িয করিয়া দেয়, তাই ক্রয় ছাড়া যদি ইহা হস্তগত করা সম্ভব না হয় তা হইলে ক্রয়ের অনুমতি ছিল।" তবে (মুসলিম) বিক্রেতার জন্য ইহার মূল্য ভোগ করা হালাল নহে। পরবর্তীতে যখন হইতে সেলাই কাজের জন্য শুকরের পশমের বিকল্প অনেক বস্তু আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে তখন হইতে ইহার প্রয়োজন না থাকার কারণে নাজায়িয হইয়া যায়। কেননা, শুকর অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি নস দ্বারা প্রমাণিত। ফলে এই বিষয়ে হুকুম ছাড় দেওয়ার কোন পন্থা নাই। আর আল্লামা মুকদ্দিমী (রহঃ) বলেন, আমাদের যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন না থাকিবার কারণে ইহাকে পবিত্রতার হুকুম দেওয়া এবং ব্যবহার করা জায়িয বলা বৈধ হইবে না। -(তাকমিলা, ১ম -৫৫৯-৫৬০)

والاصنام (এবং মূর্তি (বিক্রি হারাম করিয়াছেন))। الاصنام শব্দটি صنم -এর বহুবচন। আর ইহাকে وثن (প্রতিমা)-ও বলে। আর কতক বিশেষজ্ঞ صنم এবং وثن -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাটি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা মানুষ বা জীব-জন্তুর আকৃতি করিয়া তৈরীকৃত মূর্তিকে وثن বলেন। আর কাগজে অঙ্কিত জীব-জন্তুর ছবিকে صنم বলেন। এতদুভয়ের মধ্যে عموم خصوص من وجه -এর সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ মানবাকৃতিতে তৈরী মূর্তিকে وثن বলেন। আর মূর্তি ও ছবি উভয়কে صنم বলেন। আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে اصنام বিক্রি করা নাজায়িয। আর এই নিষেধাজ্ঞা সেই পদ্ধতিতে ছবি যদি ছবির উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা হয়, তবে যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং ইহার টুকরার অংশ দ্বারা উপকৃত হইবার ব্যবস্থা থাকে তবে কতক হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে বিক্রি করা জায়িয। (উমদাতুল কারী) -(তাকমিলা, ১ম -৫৬০)

মৃত জীব-জন্তুর চর্বি বিক্রির হুকুম

কেহ প্রশ্ন করিলেন যে, মৃত জীব-জন্তুর চর্বি দ্বারা তিন পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়া যেমন, (১) নৌকার তলায় মাখানো উহাকে মসৃণ করিবার জন্য যাহাতে সামুদ্রিক ঝড়ের ক্ষতি হইতে বাঁচা যায়। (২) চামড়া মজবুত করার জন্য ইহা মিলানো এবং (৩) বাতি জ্বালানো কাজে উপকৃত হওয়া যায়। কাজেই ইহা বিক্রি করা জায়িয হইবে কি ন। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন لا (না) هو حرام (উহা হারাম)। অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, এই হাদীছে هو সর্বনামটি بيع الشحم (চর্বি বিক্রি))-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে الانتفاع (উপকৃত হওয়া)-এর দিকে নহে। কাজেই তাহাদের মতে উল্লিখিত পদ্ধতি বা

তদনুরূপ অন্য কোন কাজে মৃতের চর্বি ব্যবহার করিয়া উপকৃত হওয়া জায়িয। কিন্তু বিক্রি করা জায়িয নাই। (নওয়াভী ও হাফিয অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। আর জমহুরে ওলামা যাহাদের মধ্যে হানাফীগণও রহিয়াছেন। তাহাদের মতে মৃতের চর্বি বিক্রি করা এবং ইহা দ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হওয়া জায়িয নাই। তাহাদের মতে উপর্যুক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে هـو সর্বনামটি الانتفاع (উপকৃত হওয়া)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আর ইবন মাজা গ্রন্থের রিওয়ায়তের শব্দ لا (না) هـن حـرام (উপকৃত হওয়াও হারাম)-এর দ্বারাও জমহুর ওলামার অভিমতের তায়ীদ হয়। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৬১)

তৈল ও ঘি'র মধ্যে বহিরাগত নাপাক মিশ্রিত হইলে ইহার হুকুম

তৈল, ঘি এবং অনুরূপ কোন বস্তুতে বাহিরের কোন নাজাসাত পতিত হইয়া নাপাক হইয়া গেলে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাইবে কি না? এই বিষয়ে ওলামাগণের মতানৈক্য হইয়াছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), আবদুল মালিক বিন মাজশুন ও আহমদ বিন সালিহ (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নাই। আর জমহুরে ওলামা বলেন, আহার করা ব্যতীত অন্যান্য কাজে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হওয়া জায়িয। এই অভিমতের পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ছাওরী এবং লায়ছ বিন সা'দ (রহঃ) রহিয়াছেন। আর অনুরূপ রিওয়ায়ত রহিয়াছে হযরত আলী, ইবন ওমর, আবূ মূসা (রাযিঃ), কাসিম বিন মুহাম্মদ ও সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতেও। (শরহে নওয়াভী)। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ফকীহ লায়ছ (রহঃ)-এর মতে এই প্রকারের নাপাক তৈল, ঘি-এর ব্যাপারে যদি ক্রেতার সামনে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বিক্রিও জায়িয হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাব মতে شحم الميتة (মৃতের চর্বি) এবং الزيت النجس (নাপাক তৈল)-এর মধ্যে পার্থক্য সম্ভবতঃ এইভাবে হইবে যে, মৃতের চর্বি দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি নস তথা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং ইহা অত্যধিক ঘৃণিত বস্তু বটে। আর বহিরাগত নাপাক মিশ্রিত তৈল দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন নস নাই। কাজেই ইহাকে شحم الميتة (মৃতের চর্বি)-এর উপর কিয়াস করা ঠিক হইবে না। কেননা, শরীআত মদ, শুকর ও মৃতের ব্যাপারে অত্যধিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে এবং এই সকল বস্তু প্রকৃত নাজাসাত (عين نجس) কাজেই অন্যান্য নাজাসাতের অনুরূপ নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম -৫৬১)

أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ (তখন উহাকে তাহারা গলাইয়া বিক্রি করিল)। اجملوه অর্থাৎ তাহারা উহাকে গলাইল। الجمل এবং الاجمال - التجميل শব্দগুলি باب نصر হইতে। অর্থাৎ اذا بة الشحم (চর্বি গলানো)। আরবী ভাষায় চর্বিকে গলানোর পূর্বে شحم বলে এবং পরে ودك বলে। ইয়াহুদীদের জন্য شحم (চর্বি) খাওয়া হারাম ছিল। তাই তাহারা ইহা গলাইয়া ودك করিয়া নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিক্রি করিয়া উহা ভোগ করিত। ইয়াহুদীদের এহেন অপকর্মের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দু'আ করিলেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু নাম পরিবর্তনের দ্বারা কোন বস্তু হালাল হওয়া এবং হারাম হইবার উপর প্রভাব করিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না হাকীকত পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং شحم এবং ودك উভয়টির হাকীকত এক থাকিবার কারণে হুকুমের পরিবর্তন হইবে না; বরং হারামই থাকিবে। -(ZvKwgjv, ১ম, ৫৬১-৫৬২)

(৩৯২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

(৩৯২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বৎসর রাবী লায়ছ (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ফায়দা ঃ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ (আতা (রহঃ) আমার কাছে লিখিলেন)। ইহাতে স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব (রহঃ) সরাসরি হযরত আতা (রহঃ) হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন নাই; বরং পত্র মারফত জানিয়াছেন। কাজেই পূর্ববর্তী عـن দ্বারা বর্ণিত সনদে كـتـابـة (পত্র যোগে জানা)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম -৫৬২)

(৩৯৩০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِى بَكْرٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

(৩৯৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত সামুরা (রাযিঃ) মদ বিক্রি করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ সামুরার সর্বনাশ করুন। সে কি অবগত নহে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির উপর লা'নত দিয়াছেন। তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা গলাইয়া (নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে) বিক্রি করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ سَـمُرَةَ بَـاعَ خَمْـرًا (হযরত সামুরা (রাযিঃ) মদ বিক্রি করিয়াছেন)। এই সামুরা হইতেছেন 'সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ)।

হযরত সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) কোন পদ্ধতিতে মদ বিক্রি করিতেন এই বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মতানৈক্য হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে চারটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) আহলে কিতাবীদের নিকট হইতে ট্যাক্স (جـزيـة) স্বরূপ মদ গ্রহণ করিতেন। অতঃপর তাহাদের নিকটই পুনরায় বিক্রি করিয়া দিতেন। এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কে তিনি জায়িয বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অনুরূপই আল্লামা ইবন নাসির (রহঃ) হইতে আল্লামা ইবন জাওযী (রহঃ) নকল করিয়াছেন। আর ইহাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বলেন, আর তাহার পক্ষে এইরূপও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, মদকে বিক্রি করিবার জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই কাহাকেও ওলী নিয়োগ করিতেন। ফলে ইহা হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অবশ্য ইহার পর তাহাদের নিকট হইতে মূল্যই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হারাম নেওয়া হইল না। আর ইহা বারীরা (রাযিঃ)-এর ঘটনার অনুরূপ হইল যে, وهـو عليـها صـدقة ولنـا هـديـة -ইহা তাহার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

(২) আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট আঙ্গুরের পাকানো রস বিক্রি করিতেন। তারপর তাহারা ইহা দ্বারা মদ তৈরী করিত। আর عـصـيـر (পাকানো রস)কেই মদ নামকরণ করা হইয়াছে مـجـاز مـايـول (ভবিষ্যতে হইবে) হিসাবে। তিনি আরও বলেন, মদ হারাম হইবার বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের পর

হযরত সামুরা (রাযিঃ)-এর ন্যায় স্বনামধন্য সাহাবী কর্তৃক প্রকৃত মদ (عيـن خمـر) বিক্রি করার বিষয়টি ধারণা করাও ঠিক নহে; বরং তিনি عصـير (পাকানো রস) বিক্রি করিতেন।

(৩) ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তিনি মদকে সিরকা বানাইয়া বিক্রি করিতেন। তিনি ইহাকে জায়িয বিশ্বাস করিতেন, যেমন ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব। আর হযরত ওমর (রাযিঃ) ইহাকে অস্বীকার করিবার কারণ ছিল হয়তো তাঁহার মতে সিরকা বানানো জায়িয ছিল না। যেমন শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাব।

(৪) আল্লামা ইসমাঈলী (রহঃ) বলেন, সামুরা (রাযিঃ) মদ হারাম হওয়ার কথা জানিতেন। আর বিক্রি হারাম হওয়ার কথা তিনি জানিতেন না। এই জন্যই শুধু ভর্ৎসনা করে ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই।

যাহা হউক আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবন জাওযী (রহঃ) প্রথম কওলকে প্রাধান্য দিয়াছেন। অতঃপর আল্লামা ইবন জাওযী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত সামুরা (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে বাসরার ওলী ছিলেন। কিন্তু হাফিয (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে ৪র্থ খণ্ডের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় উহাকে খণ্ডন করিয়া দিয়া বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফতের এক যুগ পরে যিয়াদ ও তাহার ছেলে উবায়দুল্লাহ (রহঃ)-এর শাসন আমলে হযরত সামুরা (রাযিঃ) বাসরার ওলী ছিলেন। অধিকন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে যাহারা বাসরার ওলী ছিলেন তাহাদের নাম সংরক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে হযরত সামুরা (রাযিঃ)-এর নাম নাই। তবে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে হযরত সামুরা (রাযিঃ) বাসরার جـزيـة (ট্যাক্স) উসূলকারী কর্মকর্তাগণের মধ্যে একজন ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ফতহুল বারী সারসংক্ষেপ) -(তাকমিলা, ১ম, ৫৬২-৫৬৩)

قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ (আল্লাহ সামুরার সর্বনাশ করুন)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহঃ) স্বীয় 'জামিউল উসূল' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৫১ পৃষ্ঠায় বলেন। অর্থাৎ قتلـه (তাহাকে কতল করেন)। আর ইহা মূলে القتـل হইতে فاعـل -এর সীগা, ইহা মানুষের জন্য বদ-দু'আ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে عذاه الله (আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন)। আর প্রথমটিই আসল। তাকমিলা গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, কতক সময় বাক্যটি এমন স্থলে ব্যবহৃত হয় যাহা দ্বারা আসল অর্থ মর্ম নেওয়া হয় না আর না মানুষের জন্য বদ-দু'আ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; বরং কৌতুকপূর্ণ কথায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন আরবীগণের কথা تـربـت يـداك (তোমার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক) رغـم انفـك (তোমার নাকে ধূলিমাটি পড়ুক) ويـحـك (অনুকম্পা কিংবা আশ্চর্য প্রকাশ স্থলে) এবং ويـلـك (দুর্ভাগ্য প্রকাশ স্থলে ব্যবহৃত হয়)। প্রকাশ্য যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত সামুরা (রাযিঃ)-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থায়ই বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৬৩)

(৩৯৩১) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৯৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়া বিন বিসতাম (রহঃ) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৩২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

(৩৯৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি

ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। তিনি তাহাদের উপর চর্বি হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা উহা বিক্রি করিয়া মূল্য ভক্ষণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَبَاعُوهَا (অতঃপর তাহারা উহা বিক্রি করিয়াছে)। অর্থাৎ উপর্যুক্ত হীলা মতে তথা شحم (চর্বি) কে গালাইয়া ودك (গলিত চর্বি) করিয়া নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিক্রি করিয়াছে। আর নাম পরিবর্তনের দ্বারা বস্তুর হাকীকত পরিবর্তন হয় না বলিয়া তাহাদের হীলা সহীহ ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী জাতির এই হীলা করিয়া উহার হারাম মূল্য ভক্ষণের কারণে লানৎ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যেই সকল বিশেষজ্ঞ হীলাকে ব্যাপকভাবে হারাম মনে করেন তাঁহারা এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। কিন্তু সঠিক হইল যাহা আল্লামা আলূসী (রহঃ) স্বীয় রুহুল বয়ানে فاضرب ولا تحنث (তাহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না)-এর তাফসীরের অধীনে লিখিয়াছেন যে, যেই সকল হীলার কারণে শরীআতের হুকুম বাতিল হওয়া অত্যাবশ্যক হয় উহা গৃহীত নহে; বরং সেই সকল হীলা হারাম। যেমন যাকাত ইত্যাদি সাকিত করার হীলা। কাজেই যদি কেহ নিজের কিংবা অন্যের কোন অসমীচীন বা মাকরূহ বিষয় হইতে আত্মরক্ষার জন্য শরীআতসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করে তাহা জায়িয। আল্লামা সারখসী (রহঃ) হীলা জায়িয হইবার দলীল পেশ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও, তাহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। -সূরা ছোয়াদ- ৪৪)

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যুব (আঃ) অসুস্থতার সময় একদা এক শয়তান চিকিৎসকের বেশে হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহাকে চিকিৎসক মনে করিয়া স্বামীর চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিলেন। শয়তান বলিল, আমি এই শর্তে চিকিৎসা করিতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করিলে এই কথার স্বীকৃতি দিতে হইবে যে, আমিই তাঁহাকে আরোগ্য দান করিয়াছি। এই স্বীকৃতি ছাড়া আর কোন পারিশ্রমিক আমি চাই না। স্ত্রী হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর নিকট এই কথা বলার পর তিনি বলিলেন, তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়, সে তো শয়তান ছিল।

স্ত্রীর মুখ দিয়া শয়তান কর্তৃক প্রস্তাবটি শুনিয়া তিনি খুব মর্মাহত হইলেন। কারণ প্রস্তাবটি ছিল শিরকে লিপ্ত করিবার একটি সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ করিলে স্ত্রীর এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিব। সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিতেছেন কসম ভঙ্গ করিও না; বরং হাতে এক মুঠো তৃণলতাকে নিয়া তাহার দ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কসম পূর্ণ কর। ইহাতে আল্লাহ পাক হীলার তা'লীম দিয়াছেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছে ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل اخيه (অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের রসদপত্র প্রস্তুত করিয়া দিল, তখন পান পাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রাখিয়াছিল। সূরা ইউসুফ -৭০)। এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রাখিয়া দেওয়ার জন্য হযরত ইউসুফ (আঃ) একটি কৌশল ও হীলা অবলম্বন করিলেন। যখন সকল ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হইল তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হইল। বেনিয়ামিনের খাদ্যশস্য যেই উটের পিঠে দেওয়া হইল উহাতে একটি পাত্র গোপনে রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহাও হযরত ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক একটি হীলা ছিল। এতদুভয় আয়াত ছাড়াও আল্লামা সারখসী (রহঃ) অনেক হাদীছ ও আছার দ্বারা হীলা জায়িযের উপর দলীল উপস্থাপন করিয়াছেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, হীলা শরীয়তসম্মত ও জায়িয হইবার শক্তিশালী দলীল হইতেছে যাহা শায়খায়ন ও ইমাম নাসায়ী হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খায়বর এলাকায় যাকাত উসূল করিবার জন্য পাঠাইলেন, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে খেজুর নিয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দেখিয়া ইরশাদ করিলেন, খায়বরের সকল খেজুরই কি অনুরূপ? তিনি জবাবে বলিলেন, আমরা তো দুই সা' খারাপ খেজুর দিয়া এক সা' উত্তম খেজুর ক্রয় করিয়া নিয়া আসিয়াছি। অথবা তিন সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' উত্তম

খেজুর ক্রয় করিয়া নিয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এমন আর করিও না; বরং সকল খারাপ খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিবে। অতঃপর উক্ত দিরহাম দিয়া উত্তম খেজুর ক্রয় করিয়া নিবে। তোমরা যেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলে তাহাকে একই জাতীয় বস্তু কমবেশী করিয়া বিক্রি করিবার কারণে সূদ হইতেছিল যাহা হারাম। আর যদি তোমরা এই প্রকারের কৌশল ও হীলা অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য জায়িয হইবে।

উল্লেখ্য যে, এই বর্ণিত হীলার মধ্যে শুধু নাম পরিবর্তন করিয়া জায়িয করা হয় নাই; বরং হাকীকত পরিবর্তন হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা শনিবার মাছ ধরা ও চর্বি গলাইয়া নাম পরিবর্তন করিয়া বিক্রয় করিয়া তাহা ভক্ষণের জন্য যেই হীলা করিয়াছিল তাহাতে শরীআতের হুকুম বাতিল করিবার বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, শরীআত শনিবারে মাছ শিকার করা এবং চর্বি খাওয়া ও বিক্রয় করা হারাম করিয়া দিয়াছিল। তাহারা প্রকৃত হুকুমের বিরোধীতা করিয়াছে এবং শনিবারে মাছ আটকাইয়া রাখিয়া রবিবারে মাছ ধরিয়া এবং شحم (চর্বি) গালাইয়া ودك (গলিত চর্বি) করিয়া বিক্রির মাধ্যমে প্রকৃত মাছ ও চর্বিই তাহারা ভক্ষণ করিয়াছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বস্তুর কেবল নাম পরিবর্তন করিলে হাকীকত পরিবর্তিত হয় না। আর হাকীকত পরিবর্তন না হইলে হুকুমও পরিবর্তন হয় না। সেই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরণের হীলা করিয়া আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিবার কারণে ইয়াহুদীদের প্রতি অভিসম্পাৎ করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৬৪-৫৬৫)

(৩৯৩৩) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

(৩৯৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন, তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছে। অতঃপর তাহারা উহা বিক্রি করে এবং উহার মূল্য ভক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯৩২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَاب الرِّبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সূদ-এর বিবরণ

الربوا শব্দের আভিধানিক অর্থ الزيادة (বেশী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া) যেমন ربى المال তখন বলা হয় যখন উহা অধিক হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وترى الارض هامدة فاذا انزلناه عليها الماء اهتزت وربت (তুমি ভূমিকে পতিত দেখিতে পাও। অতঃপর আমি যখন তাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তাহা সতেজ ও স্ফীত হইয়া যায়। -সূরা হজ্জ- ৫) আর শরীআতের পরিভাষায় الربوا বলা হয় فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال (পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যতীত অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্যকে)।

ربوا শব্দটি কুরআন ও হাদীছ শরীফে পাঁচটি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

(১) ربا النسيئة ইহাকে ربوا جلى ও বলা হয়। অর্থাৎ ঋণ দিয়া চক্রবৃদ্ধিহারে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া গ্রহণ করা, সূরা বাকারার শেষাংশের রিবা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ربا الفضل ইহাকে ربوا خفى ও বলা হয়। অর্থাৎ একই جنس (জাতীয়) দুইটি পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানে সমপরিমাণ (قدر) ছাড়া বেশী বা কম করিয়া গ্রহণ করা। আর এই অর্থই আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের মর্ম। এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহু তা'আলা হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(৩) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অতিরিক্ত পাওয়ার নিয়্যতে কোন কিছু হাদিয়া দেওয়া। এক জামাআত মুফাসসির নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ এই মর্মেই গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ (মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় তোমরা সূদে যাহা কিছু দাও, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাহা বৃদ্ধি পায় না। - সূরা রূম- ৩৯)। -(তাফসীরে ইবন জারীর ২১ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৪) শরীআতের পরিপন্থী তথা নাজায়িয পদ্ধতিতে ধন-সম্পদের যাবতীয় লেনদেনই সূদ। একদল মুফাসসির নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ এই মর্মেই গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ (আর এই কারণে যে, তাহারা সূদ গ্রহণ করিত, অথচ এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছিল। - সূরা নিসা- ১৬১) -(তাফসীরে কুরতুবী ৩ খণ্ড ৩৪৮ পৃ. দেখুন)। দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে البيوع الفاسد كلها من الربوا (সকল প্রকার ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ই সূদের অন্তর্ভুক্ত)।

(৫) কোন কোন সময় ربوا শব্দটি শরীআত পরিপন্থী না জায়িয আমলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়। যাহার মধ্যে কোন না কোনভাবে আধিক্যবোধক অর্থ বিদ্যমান থাকে। যেমন একখানা মরফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ان اربى الربا استطالة الرجل فى عرض اخيه - (কানযুল উম্মাল ২য় খণ্ড, ২১ পৃ. দ্রষ্টব্য)। অনুরূপ ইবন আবী হাতিম

(রহঃ) স্বীয় علل গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৩৯৮ পৃ. ১১৯৩ নং হযরত হাসান বাসরী (রাযিঃ) হইতে একখানা মুরসাল

হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, ما زاد من الدعوة على يومين فهو ربا (দুই দিনের অতিরিক্ত মেহমান হওয়া রিবা) নিঃসন্দেহে এতদুভয় হাদীছে الربوا শব্দটি নাজায়িয আমলের উপর প্রয়োগ হইয়াছে।

তবে শেষ দিকের তিন প্রকারের উপর ابوا শব্দের প্রয়োগ বিরল ও দুর্লভ। সাধারণতঃ مجاز (রূপক) অর্থেই এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃভাবে প্রথম দুই প্রকার ربا النسيئة ও ربا الفضل -এর উপরই ربا শব্দের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। যাহা হউক ربا الفضل সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইনশা আল্লাহু তা'আলা হাদীছসমূহের অধীনে আসিবে। তাই ربا النسيئة সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি যাহা কুরআন করীমে হারাম ঘোষণা করিয়াছে এবং কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করা হইয়াছে। আর বর্তমানে এই সূদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ বলিয়া মনে করা হয় এবং অধিকাংশ আর্থিক লেনদেন ইহার মাধ্যমেই হয়।

ربا النسيئة (ঋণ দিয়া বেশী নেওয়া) এবং ইহার প্রকারসমূহ

ইমাম আবূ বকর জাসসাস (রহঃ) স্বীয় আহকামুল কুরআনের ১ম খণ্ডের ৫৫৭ পৃ. ربا النسيئة -এর সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন যে, هو القرض المشروط فيه الاجل و زيادة مال على المستقرض (রিবা হইল কাহাকেও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়া মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহীতা হইতে গ্রহণ করা)। (জাহিলিয়্যাত যুগে আরবরা তাহাই করিত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে সূদ বৃদ্ধির শর্তে মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইত)। আল্লামা জাসসাস (রহঃ)-এর সংজ্ঞা ربا النسيئة -এর সকল প্রকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আর এই প্রকার সূদই সকল আসমানী কিতাবে হারাম ঘোষণা করিয়াছে। বর্তমানেও সকল পবিত্র গ্রন্থসমূহে সূদ হারামের নস (অকাট্য) প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখুন তাউরাত গ্রন্থের اسفار (শ্লোকসমূহ)-এর মধ্য হইতে সাফরাল খুরুজ ২২ঃ২৫, সাফরুল আখবার ২৫ঃ৩৫ ও সাফরুল তাছনিয়া ২৩ঃ২০। এবং যাবূর দাউদ (আঃ) ১৫ঃ৫, সাফরু আমছালে সুলায়মান (আঃ) ২৮ঃ৮, সাফরু নাহমিয়া ৫ঃ৭ এবং সাফরে হাযকীল (সাঃ) ১৮ঃ৮, ১৩ ও ১৭ এবং ২২ঃ১২।

আজকাল কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ ব্যক্তি দাবী করে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্যে ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণের সূদ, হারাম সূদের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। আর তাহারা রিবা সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদীছসমূহের বিভিন্ন তাবীল (অপব্যাখ্যা) করিয়া থাকেন। তাহাদের একদল বলেন, আসল ঋণের পরিমাণ হইতে সূদ বাড়িয়া গেলেই তাহা হারাম হইবে। কাজেই আসল ঋণের উপর যদি সামান্য বৃদ্ধির শর্তে সূদ দেওয়া হয় তাহা হারাম নহে। তাহারা দলীল হিসাবে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদ পেশ করেন। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً (হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাইও না। - সূরা আলে ইমরান-১৩০)। তাহারা বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা চক্রবৃদ্ধি হারে গৃহীত সূদ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই ইহার দ্বারা বুঝা যায় মতলক সূদ হারাম নহে।

পবিত্র কিতাবের ব্যাপারে অদক্ষ লোকদের দ্বারাই এই প্রকারের দলীল পেশ করা সম্ভব হইয়াছে। নচেৎ কুরআন ও হাদীছ দ্বারা রিবা ব্যাপকভাবে হারাম, চাই কম হউক কিংবা বেশী। তাহাদের উপস্থাপিত আয়াতের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রহিয়াছে। জাহিলিয়্যাত যুগে আরবে সূদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সূদের উপর বাকী দেওয়া হইত। মেয়াদ আসিয়া পৌঁছিলে দেনাদার যদি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইত, তাহা হইলে সূদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার শর্তে তাহাকে আরও সময় দেওয়া হইত। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করিতে অক্ষম হইত তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইত। জাহিলিয়্যাত যুগের এই সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করিবার জন্যই এই আয়াত নাযিল হয়। এই কারণেই আয়াতে اضعافا مضاعفة (অর্থাৎ কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলিয়া তাহাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়া স্বার্থ উদ্ধার করিবার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া ইহাকে হারাম করা

হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হইলে সূদ হারাম হইবে না। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা নিসায় যে কোন ধরণের সূদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকগুণ বেশী হউক কিংবা না হউক।

ইহার দৃষ্টান্ত যেমন কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে ইরশাদ হইয়াছে ولا تشتروا بایاتی ثمنا قليلا (তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করিও না। - সূরা বাকারা- ৪১)। ইহাতে 'অল্পমূল্য' বলার কারণ এই যে, আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্ত রাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অল্পমূল্যই হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, কুরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নহে। এমনিভাবে এই আয়াতে اضعافا مضاعفة শব্দটি তাহাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা অবৈধতার শর্ত নয়। ইহার উপর নিম্নোক্ত দলীল পেশ করা যায়।

(১) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তাহা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। - বাকারা- ২৭৮)। এই আয়াতে কম ও বেশীর পার্থক্য না করিয়া সূদের সমস্ত বকেয়াকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(২) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করিয়াছেন এবং সূদকে হারাম করিয়াছেন। - সূরা বাকারা- ২৭৫)। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কম ও বেশীর কোন পার্থক্য ছাড়া সকল প্রকার সূদ হারাম ও অবৈধ।

(৩) হযরত হারিছ বিন আবী উসামা (রহঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে রিওয়ায়ত করেন যে, كل قرض جر منفعة فهو ربا (যেই ঋণ কোন মুনাফা টানে, তাহাই রিবা)-(আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) স্বীয় 'জামিউস সগীর' গ্রন্থের ৯৪ পৃ. এই হাদীছ নকল করিয়াছেন)।

(৪) আল্লামা বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় সুনান গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) হইতে মাওকূফ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন যে, كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (যেই ঋণ কোন মুনাফা টানে উহা কোন না কোন দিক দিয়া 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়)।

তাহা ছাড়াও অজস্র উদাহরণ হাদীছের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহাই হক পন্থীদের জন্য যথেষ্ট। আর এই সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে কম ও বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আর কুরআন ও সুন্নাতের কোথায়ও 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে কম-বেশীর পার্থক্য বর্ণিত হয় নাই। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৬৫-৫৬৯)

(৩৯৩৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

(৩৯৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু AvjvBwn Iqvmvj-vg ইরশাদ করেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করিও না। উহার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী করিও না। আর রূপার বিনিময়ে রূপা সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করিও না এবং উহার এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা বেশী করিও না। আর উহার কোনটিকেই নগদের বদলায় বাকীতে বিক্রি করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالـــذَّهَبِ الــخ (তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করিও না)। এই স্থানে দুইটি বস্তু তথা সোনা ও রূপার বিনিময়ে نسيئة ও تفاضل পদ্ধতি অবলম্বন করা হারাম বর্ণিত হইয়াছে। আর পরবর্তী (৩৯৪১ নং) হযরত উবাদাহ ইবন সামিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে ইহার সহিত আরও চারিটি বস্তু তথা গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ এই মোট ছয়টি বস্তু হইল। এই ছয়টি বস্তুর প্রত্যেকটি একই জাতীয় বস্তুর বিনিময়কালে পরিমাণ সমান সমান এবং নগদ নগদ ব্যতিরেকে জায়িয নাই। যে অতিরিক্ত দিবে কিংবা গ্রহণ করিবে সে সূদের কাজ কারবার করিল। আর এই ছয়টি বস্তু تفاضل এবং نسيئة পদ্ধতিতে একজাতীয় বস্তুর মধ্যে হারাম হইবার বিষয়টি হাদীছ শরীফের নস দ্বারা প্রমাণিত। ইহার নাম ربوا الفضل আর ইহাকে ربوا السنة ও বলা হয়। কেননা, এই প্রকারের ربا (সূদ) হাদীছ দ্বারা হারাম বলিয়া জানা গিয়াছে। কুরআন মজীদের নস-এ উল্লেখ নাই। (কুরআন মজীদের নস শুধু ربا النسيئة ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে) -(তাকমিলা, ১ম, ৫৭৬)

ربا الفضل হারাম হইবার হিকমত

ربا الفضل (অর্থাৎ মাল একদিকে পরিমাণ বেশী হওয়া এবং অপর দিকে কম হওয়া) হারাম হইবার হিকমত হইতেছে ربا النسيئة (ঋণ দিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে পরিমাণ বাড়ানো)-এর পথ বন্ধ করা। যেমন হাদীছ শরীফে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين - فانى اخاف عليكم الرما - كما فى كنز العمال 2: 231) (তোমরা এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করিও না। আমি তোমাদের ব্যাপারে সূদের আশংকা করি। -কানযুল উম্মাল ২ খণ্ড ২৩১ পৃ.)। এই হাদীছে الرما শব্দের অর্থ ربا (সূদ)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ربا النسيئة হইবার আশংকায় ربا الفضل হইতে তাহাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা, মানুষ বিনা কারণে এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করিবে না। নিশ্চয়ই ইহার কোন একটি অপরটির অপেক্ষা বিভিন্ন দিক দিয়া লাভবান হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা নগদ লাভ, আর এইভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ে একদিন ربا النسيئة-এর পথ খুলিয়া যাইবে। তাই আগেভাগেই পাপের পথ বন্ধ করিবার লক্ষ্যে ربا الفضل কে হারাম করা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৭৬ পৃ. সংক্ষিপ্ত)

ربا الفضل -এর علت সম্পর্কে ফকীহগণের মতানৈক্য

হাদীছ শরীফে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুতে تفاضل এবং نسيئة পদ্ধতি সূদ হওয়া নিশ্চিত। তাহা ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও সূদ হইবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

(ক) আল্লামা তাউস ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যে সূদ হওয়া সীমাবদ্ধ। অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সূদ হইবে না। আর কিয়াস অস্বীকারকারী দাউদ যাহিরী (রহঃ)ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। (আল মুগনী লি-ইবন কুদামা (রহঃ) ৪র্থ ২ পৃষ্ঠা)। আর এই অভিমত ইমাম শা'বী, মাসরূক ও উছমান আলবত্তী (রহঃ)-এরও। (উমদাতুল কারী ৫ম, ৪৯০)। কাজেই তাহাদের মতে ছোলার বিনিময়ে ছোলা কম-বেশী করিয়া বিক্রি জায়িয আছে। কেননা, হাদীছ শরীফে ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে হারাম বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই এই ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে আসল হুকুম মুবাহ হওয়া বাকী রহিয়া গেল। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ احل الله البيع (আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন)।

(খ) জমহুরে ফুকাহা (রহঃ) কিয়াসের ভিত্তিতে বলেন, সূদ এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনির্দিষ্ট একটি علت -এর প্রতি ইশারা করিয়া উদাহরণস্বরূপ এই ছয়টি বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। আর কিয়াস শরয়ী দলীল হিসাবে গৃহীত। সুতরাং علت যেই স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানে সূদ হইবে। অতঃপর এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সূদ হইবার علت কী? ইহা নির্ধারণের ব্যাপারে ফকীহগণের ইখতিলাফ হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে স্বর্ণ এবং রূপার মধ্যে علت হইতেছে وزن مع الجنس এবং অবশিষ্ট চারটির মধ্যে كيل مع الجنس আর وزن (বাটখারা দ্বারা পরিমাপ) ও كيل (পাত্র দ্বারা পরিমাপ) কে এক সাথে বুঝাইতে قدر مع الجنس বলা হয়। এই স্থানে قدر দ্বারা وزن এবং كيل বুঝানো উদ্দেশ্য। আর ইহা ইমাম আহমদ, ইমাম ছাওরী, ইমাম নাখয়ী, ইমাম যুহরী ও ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহঃ)-এর অভিমত।

তাহাদের মতে যেই সকল বস্তুর جنس (জাতি) এক হওয়ার সহিত وزن এবং كيل এক হইবে সেই সকল বস্তুর কম-বেশী করিয়া বিক্রিতে সূদ পাওয়া যাইবে। চাই খাদ্যদ্রব্য হউক কিংবা না। যেমন বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য, কার্পাস তুলা, পশম, লৌহা ও তামা প্রভৃতি।

(২) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে علت হইতেছে الثمنية مع اتحاد الجنس অর্থাৎ جنس (জাতি) এক হইবার সহিত ثمنية (মূল্যবান) হওয়া। আর বাকী চারটির মধ্যে علت হইল مطعومة مع اتحاد الجنس অর্থাৎ جنس (জাতি) এক হইবার সহিত مطعوم (খাদ্য জাত) হওয়া। আর ইহা ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক অভিমত রহিয়াছে। তাহাদের দলীল সামনে আসিতেছে হযরত মা'মার বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমতার পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন) কেননা, খাদ্য একটি মর্যাদাপূর্ণ গুণ, ইহা দ্বারা শরীর শক্তিশালী করে এবং ثمنية (মূল্যমান)ও একটি মর্যাদাপূর্ণ গুণ, যাহা দ্বারা মালের মর্যাদা শক্তিশালী তথা বৃদ্ধি করে। কাজেই খাদ্যজাত এবং মূল্যমান এতদুভয়ই علت হওয়া সমীচীন। সুতরাং খাদ্য জাতীয় সকল বস্তুর মধ্যে সূদ জারী হইবে, চাই كيلى (পাত্র দ্বারা মাপযোগ্য) হউক কিংবা وزنى (বাটখারা দ্বারা পরিমাপযোগ্য) হউক কিংবা عددى (গণনা দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণযোগ্য) হউক। যেমন আপেল ও আনার এবং ডিম প্রভৃতি।

(৩) মালিকীগণের মতে স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে علت হইতেছে الثمنية مع الجنس অর্থাৎ جنس (জাতি) এই হইবার সহিত ثمنية (মূল্যমান) হওয়া। আর বাকী চারটির মধ্যে الادخار مع الجنس অর্থাৎ جنس (জাতি) এক হইবার সহিত ادخار (গুদামজাত) হইবার যোগ্য হওয়া। আর কতক মালিকী মতাবলম্বী বলেন الاقتيات مع الادخار অর্থাৎ ادخار (গুদামজাত) হইবার সহিত اقتيات (খোরাক যোগ্য) হইবার শর্তও করিয়াছেন। কাজেই যেই বস্তু খোরাকযোগ্য এবং গুদামজাত করা যায় সেইগুলির মধ্যে সূদ জারী হইবে। আর

যেই বস্তু শুধু গুদামজাত করা যায় কিন্তু খোরাকযোগ্য নয় সেইগুলির মধ্যে কতক মালিকীয়র মতে সূদ জারী হইবে আর কতকের মতে সূদ জারী হইবে না।

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলুভী (রহঃ) স্বীয় المصفى গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৩৪৭ পৃ. মালিকীগণের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদের দলীল হইতেছে যে, যদি শুধু একভাবে طعم (খাদ্য) উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি বস্তু উল্লেখ না করিয়া একটি বস্তুর উল্লেখ করিতেন। আর তিনি যেহেতু চারটি বস্তু উল্লেখ করিয়াছেন সেহেতু ইহার মধ্যে সামগ্রিক একটি গুণ (وصف) সম্পর্কে তম্বীহ করা উদ্দেশ্য। আর উহা হইতেছে اقتياب (খোরাকযোগ্য) এবং الادخار (গুদামজাত) যোগ্য হওয়া। ফলে গম এবং যব উল্লেখ করিয়া সকল প্রকার গুদামজাত যোগ্য বীজ ও দানার উপর তম্বীহ করিয়াছেন। আর খেজুর উল্লেখ করিয়া সকল প্রকার গুদামজাত যোগ্য মিষ্টান্ন জাতীয় বস্তু যেমন চিনি, মধু ও কিসমিস-এর প্রতি তম্বীহ করিয়াছেন। আর লবণ উল্লেখ করিয়া খাদ্য সংরক্ষণ শোধনের লক্ষ্যে ব্যবহৃত গুদামজাত যোগ্য সকল প্রকার বস্তুর প্রতি তম্বীহ করা হইয়াছে।

(৪) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়ত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রাচীন মত অনুযায়ী স্বর্ণ ও রূপা ছাড়া অন্যান্য বস্তু খাদ্যদ্রব্য হইবার সহিত كيلى কিংবা وزنى হওয়া এবং ইহার সহিত جنس (জাতি) এক হইতে হইবে। কাজেই যেই বস্তু খাদ্য (مطعوم) কিন্তু كيلى (পাত্র দ্বারা পরিমেয়) ও وزنى (বাটখারা দ্বারা পরিমেয়) নহে, যেমন ডিম এবং অন্যান্য খাদ্য যাহা গণনা করিয়া পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কিংবা كيلى অথবা وزنى বটে, কিন্তু খাদ্য নহে। যেমন জাফরান, লৌহা ও তামা প্রভৃতির উপর সূদের হুকুম জারী হইবে না। (আল মুগনী লি ইবন কুদামা (রহঃ) ৪র্থ, ৫ পৃ.)

তাহাদের দলীল হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, انه قال لا ربا الا فيما كيل او وزن مما يوكل او يشرب (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আহারযোগ্য কিংবা পানীয় বস্তুর মধ্যে যাহা كيلى কিংবা وزنى বস্তু উহা ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মধ্যে সূদ আসিবে না। -(দারা কুতনী)

এই বিষয়ে উপর্যুক্ত চারটি মাযহাবই প্রসিদ্ধ। যদিও ইহাতে ছয়টি অভিমত রহিয়াছে। অপর দুইটি অভিমত প্রসিদ্ধ নহে এবং ইহার কোন অনুসারীও নাই। -(উমদাতুল কারী ৫ম, -৪৯০)

আহনাফের অভিমতের প্রাধান্যতা

الكيل او الوزن مع الجنس উহা -এর ব্যাপারে হানাফীগণের অভিমত যে, علت -এর- ربا الفضل (একজাতীয় বস্তুতে كيلى কিংবা وزنى বস্তু) হইবে, তাহা رواية (হাদীছ) এবং دراية (যুক্তি) দ্বারা প্রাধাণ্য পাইবার যোগ্য। رواية (হাদীছ)-এর দিক বিবেচনা এই জন্য যে, নিম্নের হাদীছসমূহ হইতে ইহা উদ্ভাবন হয়।

(১) সামনে ইমাম মুসলিম (রহঃ) باب بيع الطعام مثلا بمثل -এর অধীনে (হাদীছ নং ৩৯৬১) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রাযিঃ) হইতে, তাহার নিকট আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ও আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন, খায়বর এলাকায় প্রেরিত যাকাত উসূলকারী আনসারী ব্যক্তি উত্তম প্রকারের খেজুর নিয়া আসিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন - أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنشترى الصاع بالصاعين عن الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان (খায়বরের সকল খেজুরই কি একই রকম? যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি আরয করিলেন, না আল্লাহর কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি দুই সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর খরিদ করিয়া নিয়া আসিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা এমন আর করিও না; বরং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করিতে হইলে বরাবর করিতে হইবে। (কাজেই এক সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর ক্রয় করা যাইবে) কিংবা তোমরা এই খারাপ খেজুর বিক্রি করিয়া দাও। অতঃপর ইহার মূল্য দিয়া ভাল খেজুর ক্রয় করিয়া নাও। আর অনুরূপ وزنى বস্তু তথা স্বর্ণ ও রূপার হুকুমও। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে وقال فى الميزان

مثل ذلك (আর তিনি ইরশাদ করিলেন, ওযনী বস্তুর হুকুমও অনুরূপ)। ইহার মর্ম كيلى বস্তু খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন বরাবর হওয়া জরুরী এবং কমবেশী (تفاصل) করা হারাম ঠিক অনুরূপ ওযনী বস্তু (স্বর্ণ ও রূপা)-এর ক্রয়-বিক্রয় সমান সমান হওয়া জরুরী, কমবেশী করা হারাম। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারা كيلى বস্তু (খেজুর) কিংবা وزنى বস্তু (স্বর্ণ ও রূপা)-এর মধ্যে নিষেধাজ্ঞা (সূদ)-এর علت বলিয়া প্রমাণিত হয়।

(২) মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর এক রিওয়ায়তে আছে যে,

فقدمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأه اعجبه - فتناول تمرة ثم امسك فقال من اين لكم هذا ؟ فقالت ام سلمة بعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار - فاتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد - وها هو كل - فالقى التمرة بين يديه فقال ردوه - لا حاجة لى فيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير - والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثلا فمن زاد فهو ربا ثم قال كذلك يا يكال و يوزن ايضا -

(হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি এই ভাল খেজুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করিলাম। তখন তিনি উহা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, অতঃপর একটি খেজুর মুখে দিয়া আহার করিলেন। অতঃপর বিরত হইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খেজুর তোমরা কোথায় পাইলে? হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) জবাবে আরয করিলেন, আনসারী এক ব্যক্তিকে দুই সা' খারাপ খেজুর দিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সে এই দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর নিয়া আসিয়াছে। আর তাহা এইগুলি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরকে হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, এইগুলি ফিরাইয়া দাও, ইহার আমার প্রয়োজন নাই। (জানিয়া রাখ) খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রূপার বিনিময়ে রূপা নগদ নগদ, একই বস্তু ও সমান সমান হইতে হইবে। অতঃপর যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান করিবে (কিংবা অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে) তাহা সূদ হইবে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, كيلى ও وزنى সকল বস্তুর একই হুকুম)। এই হাদীছে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ হইয়াছে যে, সকল প্রকার مكيل (পাত্র দ্বারা পরিমেয়) এবং موزون (বাটখারা দ্বারা পরিমেয়) বস্তু খেজুরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর ربا الفضل হারাম হইবার علت হইতেছে كيلى এবং وزنى হওয়া।

(৩) দারা কুতনী হযরত হাসান (রহঃ) হইতে, তিনি হযরত উবাদা ও আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا باس به (একই জাতীয় وزنى বস্তু সমান সমান ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে। আর অনুরূপ كيلى বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। আর যদি দুই জাতীয় বস্তু হয় তাহা হইলে সমান সমান না হইলেও কোন ক্ষতি নাই)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূদের علت হইতেছে, একজাতীয় বস্তুতে وزن এবং كيل হওয়া।

دراية (যুক্তির) দিক দিয়াও আহনাফের মতে প্রাধান্যতা

যুক্তির দিক দিয়াও আহনাফের অভিমত প্রাধান্য রহিয়াছে। আর ইহা এইভাবে যে, সূদ হারাম ঘোষণার মাধ্যমে শরীআতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে লোকদেরকে অত্যধিক ক্ষতি হইতে বাঁচানো। আর লেনদেনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষে? مقاربة التساوى (সমান সমান হওয়ার পর্যায়ে) হওয়া। এই কারণেই مكيل ও موزون বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে সমান সমান করা খুবই কঠিন বিধায় মূল্যকে ইহার মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আর মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেই عدل (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যেমন কোন ব্যক্তি কাপড়ের বিনিময়ে ঘোড়া ক্রয় করিল, এই ক্ষেত্রে مساوات ও عدل ঐ সময় প্রতিষ্ঠিত হইবে যখন ঘোড়া এবং কাপড়ের মূল্য সমান হইবে। কাজেই যদি ঘোড়ার মূল্য পঞ্চাশ দীনার হয় তাহা হইলে কাপড়ের মূল্যও পঞ্চাশ দীনার হইতে হইবে। এখন

দেখা যায় যে, দশ জোড়া কাপড়ের সমষ্টি মূল্য পঞ্চাশ দীনার তাহা হইলে এই স্থানে ঘোড়া ও কাপড়ের সংখ্যার তারতম্য থাকিলেও مساوات (বরাবর) পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে موزون ও مكيل বস্তুসমূহ যদি বিভিন্ন প্রকার না হয়; বরং এক জাতীয় হয় তাহা হইলে উপকৃত হইবার বিষয়টি কাছাকাছি হইবার কারণে হাত বদলের তেমন কোন প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, অপচয় কিংবা আরাম-আয়েশের উদ্দেশ্যে কেহ নিম্নমানের খেজুর দিয়া উত্তম খেজুর গ্রহণ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ইনসাফের দাবী হইতেছে, উভয় পক্ষের كيل কিংবা وزن সমান সমান হওয়া। কেননা, উভয়ের منافع (উপকারসমূহ)-এর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই।

এইরূপে وزنى ও كيلى বস্তুর মধ্যে যখন تفاضل (কমবেশী) করা নিষেধ হইয়া যাইবে তখন এই প্রকারের লেনদেন বন্ধ হইয়া যাইবে। আর ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে আরাম-আয়েশের জীবন যাপনে নিরুৎসাহিত করা।

এই সকল দিক বিবেচনায় বুঝা যায় যে, دراية (যুক্তি)-এর দিক দিয়াও আহনাফের মতে প্রাধান্য রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৭৮-৫৮২ সংক্ষিপ্ত)

وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ (আর উহার এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা বেশী করিও না)। لا تشفوا শব্দটি اشفاف মাসদারের نهى -এর সীগা। ইহার অর্থ لا تفضلوا (তোমরা এক অংশকে অপর অংশের উপর বৃদ্ধি করিও না)। আর الشف শব্দটি যের দ্বারা পঠনে বিপরীতমুখী অর্থ প্রদান করে। زيادة (বেশী) এবং نقصان (কম) উভয় অর্থে প্রয়োগ হয়। কাজেই لا تشفوا অর্থ কম-বেশী কোনটিই না করা। এই শব্দটি এই স্থলে ব্যবহার করিবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরবী বালাগাত ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা, কম-বেশী উভয়টি হইতে নিষেধ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করিলে কমও করিও না এবং বেশীও করিও না।-(তাকমিলা, ১ম, ৫৮৪)

لَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (আর ইহার কোন একটিকেও নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করিও না)। الناجز -এর অর্থ الحاضر (উপস্থিত, নগদ, হাযির) এবং الغائب -এর অর্থ المؤجل (বাকী)। এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময় কব্জা করা জরুরী এবং বাকী রাখা জায়িয নাই। আর যদি দুইটি বদলের মধ্যে একটি আকদের সময় উপস্থিত থাকে অতঃপর মজলিস ভঙ্গের পূর্বে উহা উপস্থিত করা হয় তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। যেমন সামনের রিওয়ায়তে আছে الا يد بيد (তবে নগদ নগদ)। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৮৪)

(৩৯৩৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِى أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

(৩৯৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তিনি ... নাফি' (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, লায়ছ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)কে বলিল যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, কুতায়বা (রহঃ)-এর বর্ণনা মুতাবিক অতঃপর আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নাফি' (রহঃ)কে সংগে নিয়া চলিয়া গেলেন। আর ইবন রুমহ (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নাফি' (রহঃ) বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ (রাযিঃ) চলিয়া গেলেন, আমি ও লায়ছ সম্প্রদায়ের লোকটি তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, এই লোকটি আমাকে জানাইয়াছে যে, আপনি জানাইয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার বিনিময়ে রূপা সমান সমান ব্যতীত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনুরূপ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমতার পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) নিজ অঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়ের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং কর্ণদ্বয় শ্রবণ করিয়াছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করিও না। আর তোমরা উহার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা কম-বেশী করিও না এবং হাত-ব-হাত ব্যতীত নগদের পরিবর্তে বাকীতে বিক্রি করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا يَدًا بِيَدٍ (তবে হাতে হাতে)। এইবাক্যে استثناء (ব্যতিক্রম) টি منقطع হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর متصل হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। متصل হইবার সময় মর্ম হইবে, উপস্থিত বস্তুকে অনুপস্থিত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিও না। তবে যদি মজলিস ভঙ্গ হইবার পূর্বে অনুপস্থিত বস্তু হাযির করা হয় তবে জায়িয আছে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৮৫)

(৩৯৩৬) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৯৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(3937) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

(৩৯৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ওযন ও পরিমাণ সমান সমান হওয়া ব্যতিরেকে বিক্রি করিও না।

(৩৯৩৮) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِى عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

(৩৯৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির, হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত উছমান বিন আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ (এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করিও না)। ইহা স্পষ্ট যে, দীনারসমূহ স্বর্ণ দ্বারা তৈরী করা হয় এবং দিরহামসমূহ রৌপ্য দ্বারা তৈরী করা হয়। কাজেই এক জাতীয় বস্তু আদান প্রদানে কম-বেশী করিলে প্রকৃত সূদ হইবে। আর যেই সকল দিরহাম ও দীনারসমূহে খাদ মিশ্রিত থাকে, আর খাদের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহা হইলে ইহার কোন ই'তিবার (গ্রহণযোগ্যতা) নাই। কাজেই ইহার আদান-প্রদানেও কম-বেশী করিলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় হারাম হইবে। দীনার ও দিরহামে সাধারণতঃ অল্প খাদ থাকেই। কেননা, অল্প খাদ মিশ্রণ ব্যতীত এইগুলি তৈরী করা যায় না। আর কখনও এইগুলিতে সৃষ্টিগতভাবে খাদ থাকে। যেমন রদ্দি স্বর্ণ ও রদ্দি রূপা।

সুতরাং যদি খাদের পরিমাণ বেশী থাকে তবে ইহা দীনার ও দিরহামসমূহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না; বরং দুই বস্তুর হুকুমের মধ্যে চলিয়া যাইবে। ফলে দুই জাতীয় বস্তু হইবার কারণে যদি নগদে বেচা-কেনা করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে কম-বেশীভাবে জায়িয হইবে। তবে শর্ত হইতেছে, মজলিসে কবজ করিতে হইবে। ইহা হানাফীগণের আসল মাযহাব। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, ইহার উপর হানাফীগণের

ফতোয়া নহে। কেননা, আমাদের যুগে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ইহার মধ্যে যদি কম-বেশী ক্রয়-বিক্রয় মুবাহ বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সূদের দরজা খুলিয়া যাইবে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৮৬)

শরীআতে নোট (কাগজের টাকা)-এর হুকুম

পূর্ব যুগে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা হইত। পরবর্তীতে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে পণ্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বাজারে স্বর্ণ-রূপার মুদ্রা চালু হয়, যাহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইত। অতঃপর ছোট ছোট পণ্য ক্রয়ের জন্য ছোট ছোট মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রেক্ষিতেই ধাতব পদার্থ দিয়া তৈরী করা হয় অল্প মূল্যের মুদ্রা। পরবর্তীতে স্বর্ণ, রূপা ও ধাতব পদার্থের প্রচলন কমিতে কমিতে সহজে বহনযোগ্য কাগজের নোট চালু হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, কাগজের নোটকে কী ধরা হইবে? ثمن (মূল্য), وثيقه (দস্তাবেজ) না-কি সনদ? এই বিষয়ে আলিমগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) এক জামাআত আলিমের মতে নোট ও পয়সা وثيقه (দলীল-দস্তাবেজ)-এর মত, সরাসরি ثمن (মূল্য) নয়।

(২) অপর এক জামাআত আলিমের মতে নোট সরাসরি ثمن (মূল্য)-এর মর্যাদাসম্পন্ন। পূর্বযুগে দীনার-দিরহামের যেই মর্যাদা ছিল বর্তমানে নোট ও পয়সা হুবহু একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

(৩) সর্বাপেক্ষা উত্তম অভিমত হইল, বর্তমান যুগের প্রচলিত এই নোট পারিভাষিক (اسطلاحى) অর্থে ثمن (মূল্য)-এর মর্যাদাসম্পন্ন।

ফিকহী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, কিছু বস্তু সৃষ্টিগতভাবেই ثمن (মূল্য)-এর কাজ দেয় তথা এইগুলিকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ثمن হিসাবে। এইগুলি হইতেছে স্বর্ণ ও রূপা। আর ثمن (মূল্য) হিসাবে গণ্য হইবার দ্বিতীয় প্রকার হইল, ব্যাপকভাবে লোকদের কোন বস্তু কিংবা পদার্থকে ثمن (মূল্য) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং মানিয়া নেওয়া। বর্তমানের কাগজের নোট এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিগতভাবে ইহা ثمن নহে; বরং পারিভাষিক অর্থে ثمن হিসাবে গণ্য।

কাগজের নোট সম্পর্কিত মাসআলা

আমাদের যুগে নোট ثمن (মূল্য)-এর মর্যাদাসম্পন্ন। তাই ইহার উপর নিম্নোক্ত বিধান প্রয়োগ হইবে।

(১) নোটের উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে এবং নোট দ্বারা যাকাত আদায় করা যাইবে।

(২) আমাদের যুগে নোট যদিও স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট তথাপি শরীআতের দৃষ্টিতে রৌপ্য ও ثمن (মূল্য)-এর মর্যাদাসম্পন্ন বিধায় যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে নিসাব হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং ইহাতে ফকীর মিসকীন অধিক লাভবান হইবার সম্ভাবনা থাকে। আর এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, যাকাতের ক্ষেত্রে যেইটির নিসাব ধরিলে ফকীরদের লাভ অধিক সেটাকেই নিসাব ধরিতে হইবে। তাই যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে নোটের মাপকাঠি ধরিতে হইবে এবং যতখানি সম্পদ থাকিলে রূপার নিসাবের মালিক হয় ততপরিমাণ কাগজের টাকা থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হইবে।

(৩) একই রাষ্ট্রের নোট সমান সমান করিয়া আদান প্রদান করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। তবে শর্ত হইতেছে, عقد (চুক্তি)-এর মজলিসে উভয়ের যে কোন একজন (احد اليدين) নোট হস্তগত করিতে হইবে। সুতরাং হাত বদলকারী দুই ব্যক্তির কোন একজনও যদি উক্ত মজলিসে নোট হস্তগত না করিয়া দুইজনই পৃথক হইয়া যায় তাহা হইলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং কতক মালিকী মতাবলম্বী ফকীহগণের মতে এই عقد (চুক্তি) সহীহ হইবে না; বরং ফাসিদ হইয়া যাইবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের নোটের হুকুম

দুই রাষ্ট্রের দুই নোট পৃথক মুদ্রা হিসাবে গণ্য। তাই সন্তুষ্টচিত্তে এক রাষ্ট্রের নোটের বিনিময়ে অপর রাষ্ট্রের নোট কম-বেশী করিয়া আদান প্রদান করা জায়িয।

(৩৯৩৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

(৩৯৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত মালিক বিন আউস বিন হাদাছান (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি এই কথা বলিতে বলিতে সামনের দিকে অগ্রসর হইলাম যে, দিরহাম বিনিময় করিতে পারে এমন কে আছে? তখন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও এবং তুমি পরে আস। আমাদের খাদেম যখন আসিবে তখন তোমার রৌপ্য পরিশোধ করিব। তখন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলিলেন, কখনও নয়, আল্লাহর কসম, হয় তুমি তাহার রৌপ্য এখনই প্রদান কর অন্যথায় তাহার স্বর্ণ তাহাকে ফেরৎ দাও। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য নগদ নগদ বিক্রি না হইলে সূদ হইবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ বিক্রি না হইলে সূদ হইবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ বিক্রি না হইলে সূদ হইবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ বিক্রি না হইলে তাহাও সূদ হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الا هاء و هاء (তবে নগদ নগদ)। هاء শব্দটি প্রসিদ্ধ অভিধান মতে مد দ্বারা পঠন সহীহ। ইহার আসল হইতেছে هاك অর্থাৎ خذ (ধর, নাও)। অতঃপর ك কে همزه দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, ক্রেতা-বিক্রেতা এতদুভয়ের কেহ তাহার সাথীকে বলিবে خذ (নাও, হস্তগত কর) অতঃপর উভয়ই মজলিসের মধ্যে নিজ নিজ বস্তু হস্তগত (قبض) করিয়া নিবে। অর্থাৎ নগদ নগদ বিক্রি। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯১)

ফায়দা ঃ মালিক বিন আউস বিন হাদাছান (রহঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত লাভ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুরসাল রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার পর খুলাফা রাশিদূন ও অনেক সাহাবা হইতে তিনি রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবন সা'দ (রহঃ) তাহাকে সেই সকল লোকদের মধ্যে গণ্য করিয়াছে। যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াছেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন কিছু সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। আর ইমাম বুখারী, ইবন হিব্বান, আবূ হাতিম ও ইবন মুয়ীন (রহঃ) বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত লাভ না করার বিষয়টিই সহীহ। আর তিনি হাদীছ বর্ণনায় ছিকাহ ছিলেন। -(তাকমিলা, ১ম - ৫৯১)

(৩৯৪০) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

(৩৯৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক (রহঃ) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৪১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِى أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أُبَالِى أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِى جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ

(৩৯৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন ওমর কাওয়ারীরী (রহঃ) তিনি ... আবূ কিলাবা (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় মুসলিম বিন ইয়াসার (রহঃ)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। অতঃপর আবুল আশআছ (রহঃ) আগমন করিলেন, রাবী বলেন, উপস্থিত লোকেরা বলিল, আবুল আশআছ, আবুল আশআছ (আগমন করিয়াছেন)। অতঃপর তিনি বসিলেন। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি আমাদের ভাইদের সামনে হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছখানা শোনান। তিনি বলিলেন, আচ্ছা আমরা একবার এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ছিলেন সেনাপতি। তখন প্রচুর পরিমাণ গণীমতের মাল আমরা লাভ করি। আমাদের প্রাপ্ত গণীমতের মালের মধ্যে অনেক রূপার পাত্র ছিল। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) সেইগুলি সরকারী অনুদান পাওয়া পর্যন্ত বাকীতে বিক্রি করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ এখন ক্রয় করে যখন সরকারী অনুদান পাইবে তখন মূল্য পরিশোধ করিবে)। লোকজন এই ব্যাপারে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিল। অতঃপর উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর কাছে এই খবর পৌঁছিলে তিনি দন্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণ সমান সমান ও নগদ নগদ ব্যতিরেকে বিক্রি করিতে। যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান করিবে কিংবা অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে সে সূদের ব্যবসা করিল। অতঃপর লোকজন যাহা কিছু নিয়াছিল তাহা ফেরৎ দিল। আর এই খবর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি খুৎবা দিতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, লোকদের কি হইল, তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন অনেক হাদীছ বর্ণনা করেন যাহা আমরা তাঁহার কাছে শ্রবণ করি নাই অথচ আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতাম এবং তাঁহারই সান্নিধ্য লাভ করিতাম। অতঃপর হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) দাঁড়াইলেন এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি তাহা অবশ্যই বর্ণনা করিব যদিও হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) উহা অপছন্দ করেন কিংবা ইহা বলিয়াছেন যে, যদিও মুআবিয়া (রাযিঃ) অপমানিত হউন। আমি পরওয়া করি না যে, তাহার বাহিনীতে এক কালো রাত্রি না থাকি। রাবী হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, তিনি এই কথাই বলিয়াছেন কিংবা ইহার অনুরূপ কিছু বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَاءَ أَبُــو الْأَشْــعَثْ (আবুল আসআছ (রহঃ) আসিয়াছেন)। তিনি হইলেন شراحيل بن اده الصنعانى (শুরাহীল বিন আদাহ আস-সুনআনী) তিনি তাবেঈ এবং ছিকাহ রাবী। সিরিয়ার অধিবাসী। ইবন সা'দ বলেন, তিনি ইয়ামানবাসী ছিলেন, পরে দামিস্কে অবস্থান করেন। -(তাহযীব ১ম, ৩১৯)

কিন্তু ইবন আসাকির (রহঃ) স্বীয় তারীখ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৯৫ পৃ. লিখেন, ইহা তাহার ধারণা, সহীহ হইতেছে তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯২)

حدث اخانا (আমাদের ভাইদের নিকট (উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর) হাদীছটি শোনান)। এই স্থানে আবুল আশআছ (রহঃ) কে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর اخانا (আমাদের ভাই) দ্বারা মুসলিম বিন ইয়াসার (রহঃ) মর্ম। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯২)

أَنْ يَبِيعَهَا فِى أَعْطِيَاتِ النَّاسِ অর্থাৎ ان يبيعها بالدراهم نسيئة الى ان يخرج عطاء المشترى (রূপার পাত্রগুলি দিরহামের বিনিময়ে ক্রেতা সকল সরকারী অনুদান পাওয়া পর্যন্ত বাকীতে বিক্রি করিবার নির্দেশ দেন) (এই স্থানে পাত্রগুলি রূপার তৈরী এবং দিরহামও রৌপ্য মুদ্রা দ্বিতীয়তঃ বাকী বিক্রি। তাই হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) এই প্রকার লেনদেন করিতে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)কে বারণ করেন)। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯২)

عَيْنًــا بِعَــيْنٍ (নগদ নগদ)। আলোচ্য হাদীছের এই শব্দ দ্বারা হানাফীগণ দলীল পেশ করেন যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য সূদ জাতীয় মালে আদান প্রদানে উভয় দিকের মাল মজলিসে تعيين (নির্ধারণ) করিলেই চলিবে, কব্জা করা জরুরী নয়। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য (দীনার ও দিরহাম) যেহেতু নির্ধারণ করিলেও নির্ধারিত হয় না সেই জন্য এইগুলিকে আকদের মজলিসে কব্জা করা জরুরী। ইহার ফলে যদি দুই ব্যক্তি গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আকদ (ক্রয়)-এর গমের স্তুপ ইশারা করিয়া নির্ধারণ করিয়া নেয়, অতঃপর কব্জা করিবার পূর্বে উভয়ই মজলিস হইতে পৃথক হইয়া যায় তবে আকদ (বিক্রয় চুক্তি) সহীহ হইবে। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যের (দীনার ও দিরহামের) ক্ষেত্রে আকদ (বিক্রয় চুক্তি) বাতিল হইয়া যাইবে এবং শুধু تعيين (নির্ধারণ) করিলে যথেষ্ট হইবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, সূদ জাতীয় সকল বস্তু মজলিসে থাকা অবস্থায় কব্জা করিতে হইবে। শুধু تعيين (নির্ধারণ) করা যথেষ্ট নহে। তাঁহার দলীল পূর্ববর্তী (৩৯৩৯ নং) হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ যে, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَــاءَ (আর গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হইলে সূদ হইবে) এবং পরবর্তী (৩৯৪৩ নং) খালিদ আল-হাযযা (রহঃ) সূত্রে হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ যে, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَــوَاءً بِــسَوَاءٍ يَــدًا بِيَــدٍ (আর লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান, সমপরিমাণ ও হাতে হাতে হইতে হইবে)। এই স্থানে স্পষ্টভাবে কব্জা করিবার শর্ত করা হইয়াছে।

হানাফীগণের দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছের শব্দ عينا بعين (নগদ নগদ)। কেননা, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদান-প্রদানে দুই দিকের বস্তু تعيين (নির্ধারণ) করা শর্ত। আর হানাফীগণের মতে عينا بعين (নগদ নগদ) বাক্যটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর ইরশাদ هاء و هاء (নগদ নগদ) এবং يدا بيد (হাতে হাতে)-এর তাফসীর।

হানাফীগণের উপর প্রশ্ন করা যায় যে, তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ يدا بيد (হাতে হাতে) দ্বারা দলীল দিয়া স্বর্ণ ও রূপা (দীনার ও দিরহাম)-এর ক্ষেত্রে কব্জা করা শর্ত করেন, কাজেই يدا بيد (হাতে হাতে) শব্দটি এক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে কব্জা করার শর্ত আবার সূদজাতীয় অপর চারিটি বস্তুর ক্ষেত্রে تعيين (নির্ধারণ)-এর তাফসীর কি করিয়া হইবে? বিশেষ করিয়া হানাফীগণের উসূল মতে عموم مشترك জায়িয নাই আর না حقيقت এবং مجاز একত্রিত হওয়া জায়িয আছে।

আল্লামা ইবন হুমাম (রহঃ) স্বীয় ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায় হানাফীগণের পক্ষে জবাব দিয়াছেন যে, যাহার সারসংক্ষেপ এই, হানাফীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ يدا بيد (হাতে হাতে) কে সূদ জাতীয় সকল মালের تعيين (নির্ধারণ) করার উপর প্রয়োগ করেন। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্য কব্জা করা ছাড়া تعيين (নির্ধারণ) করা সম্ভব নয় বলিয়া এতদুভয়ের ক্ষেত্রে কব্জা করা শর্ত করা হইয়াছে। আর বাদবাকী সূদ জাতীয় অপর চারিটি বস্তুর কব্জা করা ছাড়াও تعيين (নির্ধারণ) করা সম্ভব। তাই تعيين (নির্ধারণ) করাই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, اثمان (মূল্য) تعيين (নির্ধারণ) দ্বারা تعيين (নির্ধারণ) হয়। তাই تعيين (নির্ধারণ)-এর উদ্দেশ্যেই এতদুভয়কে কব্জা করা শর্ত করা হইয়াছে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৩)

فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ (আমরা তো এই হাদীছ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করি নাই) স্পষ্ট যে, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এই হাদীছ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করেন নাই এবং এই বিষয়ে অবহিতও নহেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রথমে জানিতেন না। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) হযরত আতা বিন ইয়াসার (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযিঃ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ইহার চাইতে বেশী ওযনের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করিলেন, তখন হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরণের ক্রয় বিক্রয় সমান সমান পরিমাণ ব্যতিরেকে সম্পাদন করিতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তো এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন অসুবিধা দেখিতেছি না। তখন হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে তাহা অপছন্দনীয় হউক কিংবা না তাহাতে কি আসে যায়? আমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ শুনাইতেছি আর তিনি আমাকে নিজ অভিমত জানাইতেছেন। কাজেই আপনার স্থানে আমি আর থাকিতেছি না। অতঃপর হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর কাছে গমন করিয়া উক্ত ঘটনা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন। তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে পত্র লিখিলেন الا يبيع مثل ذلك الا مثلا بمثل و وزنا بوزن (তিনি যেন সমান সমান ও সমপরিমাণ ব্যতিরেকে অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় না করেন)।" এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) পুনরায় এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় আর করেন নাই।

প্রকাশ্য যে, আলোচ্য হাদীছে হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ)-এর ঘটনার পূর্বে হইয়াছিল।

আর হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীছে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কথা ما رايت بمثل هذا باسا (আমি তো এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন অসুবিধা দেখিতেছি না) দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুইজন ফকীহ সাহাবী কর্তৃক সহীহভাবে বর্ণিত হাদীছকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য নহে। আর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী দ্বারা ইহা হইতে পারে না; বরং হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হাদীছখানা স্বর্ণ-রৌপ্যের টুকরা, দীনার-দিরহামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইগুলির মধ্যে কম বেশী করা হারাম। কিন্তু যেই স্বর্ণ গলাইয়া পাত্র, অলংকার তৈরী হইয়াছে হাদীছখানা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এই ক্ষেত্রে কম-বেশী জায়িয। কেননা, এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশখানি পাত্র ও অলংকার তৈরী করিতে যেই শ্রম দিতে হইয়াছে উহার মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে। আর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর এই মাসআলাটি আহনাফের بيع السيف المحلى بالفضة মাসআলার অনুরূপ হইল। কেননা, হানাফীগণের মতে রৌপ্যখচিত তলোয়ার রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয যদি রূপার পরিমাণ তলোয়ারের গায়ে বিদ্যমান রূপা হইতে পরিমাণে বেশী হয়। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রূপা তলোয়ারের মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে।

মোট কথা হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ربا الفضل জায়িয হওয়ার প্রবক্তা নহেন এবং এই ঘটনায় তিনি সহীহ হাদীছ খন্ডন করিতেও চাহেন না; বরং তিনি হাদীছের তাভীল করিয়াছেন যে, স্বর্ণ কিংবা রূপা গলাইয়া পাত্র ও জেওর তৈরী করিবার পর তাহা খালিস স্বর্ণ ও রূপার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এই কারণে হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন ما ارى بمثل هذا بأسا অর্থাৎ لا ارى بأسا بمبادلة المصوغ بالتبر متفاضلا او نسيئة (স্বর্ণ-রৌপ্যে খাদ মিশ্রিত করিয়া পাত্র জেওর তৈরী করিবার পর উহা খাটি স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে কমবেশী কিংবা বাকীতে বিক্রি করিবার মধ্যে কোন সমস্যা দেখিতেছি না।) কেননা, তাঁহার মতে স্বর্ণ-রৌপ্যে খাদ মিশ্রিত করিয়া কোন কিছু তৈরী করিবার পর উহা অন্যান্য আসবাবপত্রের ন্যায় আসবারপত্র হইয়া যায়। কাজেই ইহাকে স্বর্ণের বিনিময়ে কম-বেশী এবং বাকীতে বিক্রি করা জায়িয হইবে। যেমন দিরহামের বিনিময়ে কাপড় বিক্রি করা জায়িয। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৪-৫৯৫)

স্বর্ণ দিয়া তৈরী বস্তুর মাসআলা, ইহা কি সূদজাতীয় বস্তু?

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তৈরীকৃত আসবাবপত্র সূদজাতীয় বস্তু নহে। কাজেই ইহাকে খালিস স্বর্ণ কিংবা রূপার বিনিময়ে কম-বেশী এবং বাকীতে বিক্রি করা জায়িয। কেননা, এতদুভয় দ্বারা আসবাবপত্র বানানোর কারণে ثمن (মূল্য, মূদ্রা)-এর হুকুম হইতে বাহির হইয়া ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে এই সকল স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহৃত আসবাবপত্রের উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

আর জমহুরে উলামার মতে খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ-রৌপ্য, ইহা দ্বারা তৈরী পাত্র, জেওর এবং খাটি স্বর্ণ-রৌপ্য সবগুলির ক্ষেত্রে একই হুকুম التفاضل (কম-বেশী) এবং النسيئة (বাকী) ক্রয়-বিক্রয় হারাম। কেননা, নিষেধাজ্ঞার হাদীছ সকল প্রকার স্বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। আর গলাইয়া আসবাবপত্র তৈরী করার দ্বারা স্বর্ণের হুকুম হইতে বাহির হয় না। এই কারণে হযরত আবূ দারদা ও উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হইতে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কে বারণ করিলেন। অতঃপর বিষয়টি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)কে জানাইলে তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করা হইতে নিষেধ করিয়া পত্র দেন।

সঠিক কথা হইতেছে যে, উক্ত সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রত্যেক প্রকার স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে সমান সমান ও নগদ নগদ ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম হইবার প্রবক্তা। চাই এতদুভয় দ্বারা আসবাবপত্র বানানো হউক কিংবা না। আর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় ইজতিহাদে তাহাদের বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু পরিশেষে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর ফায়সালা ছিল হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর খেলাফ। উল্লেখ্য হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর পত্র পাওয়ার পর হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৫-৫৯৬)

(৩৯৪২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৯৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা ... আইয়্যুব (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ قَالَ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

(৩৯৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান, সমপরিমাণ ও হাতে হাতে হইতে হইবে। তবে যদি এই দ্রব্যগুলির একটি অপরটির জাতি তথা শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহা হইলে তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বিক্রি করিতে পার যদি হাতে হাতে হয়।

(৩৯৪৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

(৩৯৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান ও হাতে হাতে (আদান-প্রদান) হইতে হইবে। অতঃপর যদি কেহ অতিরিক্ত প্রদান করে কিংবা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা সূদের মধ্যে গণ্য হইবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতদুভয় ইহাতে সমপর্যায়ভুক্ত হইবে।

(৩৯৪৫) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ قَالَ نَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

(৩৯৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান হইতে হইবে। অতঃপর উপর্যুক্ত অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৪৬) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

(৩৯৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা ও ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ও লবণের বিনিময়ে লবণ (ক্রয়-বিক্রয়) সমপরিমাণ ও নগদ নগদ হইতে হইবে। কাজেই কেহ যদি অতিরিক্ত প্রদান করেন কিংবা অতিরিক্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে সূদ হইবে। তবে যদি ইহার প্রকার বিভিন্ন হয় (তাহা হইলে কম-বেশী জায়িয হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ (তবে যদি ইহার প্রকার বিভিন্ন হয়) الوانه অর্থাৎ اجناسه (ইহার جنس (প্রকার) বিভিন্ন হয়)। কাজেই যদি খেজুরের বিনিময়ে গম হয় তাহা হইলে কম-বেশী করিয়া ক্রয় বিক্রয় জায়িয হইবে। অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যসমূহে। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৮)

(৩৯৪৭) حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ نَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ

(৩৯৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহঃ) তিনি ... ফুযায়ল বিন গাযওয়ান (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি يدا بيد (হাতে হাতে) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৯৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

(৩৯৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমওযনে ও সমপরিমাণে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমওযনে ও সমপরিমাণে (আদান-প্রদান) করিতে হইবে। কাজেই যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান করে কিংবা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা সূদ হইবে।

(৩৯৪৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

(৩৯৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার, উভয়ের (লেনদেনের) মধ্যে কোনটি বেশী হইতে পারিবে না এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম উভয়ের (লেনদেনের) মধ্যে কোনটি বেশী হইতে পরিবে না।

(৩৯৫০) حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ أَبِى تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৯৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... মূসা বিন আবূ তামীম (রহঃ)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৯৫১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِى وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِى فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِى السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّى فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

(৩৯৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহঃ) তিনি ... আবুল মিনহাল হইতে, তিনি বলেন, আমার এক শরীক কিছু রূপা মৌসূম পর্যন্ত কিংবা হজ্জ পর্যন্ত (স্বর্ণের বিনিময়ে) বাকীতে বিক্রি করে। অতঃপর সে আমার নিকট আসে এবং আমাকে অবহিত করে। আমি বলিলাম, এই কাজটি তুমি ঠিক কর নাই। তখন সে বলিল, আমি উহা বাজারে বিক্রি করিয়াছি এবং কেহ আমাকে ইহা হইতে বারণ করে নাই। অতঃপর আমি হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন আমরা এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় করিতাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন, "যদি হাতে হাতে হয় তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, আর যদি বাকীতে হয় তাহা হইলে সূদ হইবে।" আচ্ছা, তুমি (আরও তাহকীকের জন্য) হযরত যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ)-এর কাছে যাও, কেননা, তিনি আমার চাইতে বড় ব্যবসায়ী। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনিও অনুরূপ বলিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ (আবুল মিনহাল (রহঃ) হইতে) প্রকাশ্য যে, তিনি হইলেন, আবদুর রহমান বিন মুতয়িম আল-বুনানী আল-মক্কী। তাঁহার হইতে আমর বিন দীনার (রহঃ) রিওয়ায়ত করেন। আল্লামা ইবন সা'দ (রহঃ) বলেন, তিনি ছিকাহ এবং অল্প হাদীছ বর্ণনাকারী। আল্লামা ইবন উয়ায়না (রহঃ) তাহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ১০৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৯)

فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (তখন কেহই আমাকে ইহা হইতে নিষেধ করে নাই)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার সময়ে বাজারের ব্যবসায়ীগণ শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অবহিত ছিল। কেননা, তিনি বাজারের ব্যবসায়ীগণ নিষেধ না করাকে জায়িয হইবার উপর দলীল পেশ করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৯)

فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ (অতঃপর আমি হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)-এর নিকট আসিলাম)। হযরত বারা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুল বুয়ূ'র অধীনে باب بيع الورق بالذهب نسيئة (স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বাকীতে বিক্রয় অনুচ্ছেদ)-এ সংকলন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও ছয়টি স্থানে এই হাদীছখানা সংকলন করিয়াছেন। আর নাসায়ী শরীফে কিতাবুল বুয়ূ'-এর অধীনে باب بيع الفضة بالذهب نسيئة (স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রয় অনুচ্ছেদ)-এ সংকলন করিয়াছেন। (স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য কম বেশীতে বিক্রয় জায়িয। তবে নগদ নগদ হইতে হইবে)। -(তাকমিলা, ১ম, ৫৯৯)

(৩৯৫২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

(৩৯৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল-আম্বরী (রহঃ) তিনি ... আবুল মিনহাল (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমি হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)কে صرف (নগদ টাকা নগদ টাকার বিনিময়ে লেনদেন করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তুমি হযরত যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি অধিক বিজ্ঞলোক। অতঃপর আমি যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ)-এর নিকট (এই বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, তুমি হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞসা কর। কেননা, তিনি অধিক বিজ্ঞলোক। অতঃপর উভয়ে

বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ سل البراء (তুমি হযরত বারা বিন আযিব (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা কর)। আর সহীহ বুখারী শরীফে كتاب البيوع -এর মধ্যে হযরত হাফস বিন ওমর (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়তে আছে فكل واحد منهما يقول : هذا خير منى (তাহাদের উভয়ের প্রত্যেকেই বলিয়াছিলেন, তিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ) অতঃপর উভয়ে বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, আলোচ্য হাদীছ হইতে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর বিনয়ী হইবার বিষয়টি অনুমান করা যায়। তাঁহারা একে অপরের মর্যাদার ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন। আর প্রত্যেকেই নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দিতেন এবং পরস্পরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিতেন। অধিকন্তু আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, একজন আলিম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া অপর বিজ্ঞ আলিম হইতে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে দোষের কিছু নাই। আর সহীহ বুখারী الشركة অনুচ্ছেদে হযরত সুলায়মান বিন আবূ মুসলিম (রহঃ)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হযরত বারা বিন আযিব ও যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ) এতদুভয় শরীকানা ব্যবসা করিতেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৬০০)

ফায়দা ঃ- عن حبيب (হাবীব হইতে) অর্থাৎ হাবীব বিন আবূ ছাবিত (রহঃ)। ইমাম বুখারী (রহঃ) كتاب البيوع -এর মধ্যে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৬০০)

(৩৯৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَقَ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

(৩৯৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী আতাকী (রহঃ) তিনি ... আবূ বকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে (লেনদেন) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আমাদেরকে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করিতে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, তখন তিনি বলেন 'হাতে হাতে'। রাবী বলেন, অনুরূপই আমি শ্রবণ করিয়াছি।

(৩৯৫৪) حَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৯৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৫৫) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُا أُتِيَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِى فِى الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

(৩৯৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহঃ) তিনি ... হযরত ফুযালা বিন উবায়দ আনসারী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরে অবস্থানকালে তাঁহার নিকট গণীমতের একটি হার উপস্থিত করা হয়, উহাতে পুতি ও স্বর্ণ সম্বলিত ছিল। হারটি বিক্রি হইতেছিল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারের মধ্যে যেই স্বর্ণ আছে উহার ব্যাপারে নির্দেশ দেন। অতঃপর শুধু স্বর্ণকেই পৃথক করা হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওযনে বিক্রি করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنُزِعَ وَحْدَهُ (অতঃপর কেবল স্বর্ণকেই আলাদা করা হয়)। আলোচ্য হাদীছের এই অংশ দ্বারা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) দলীল পেশ করেন যে, ذهب مركب (অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত স্বর্ণ) কে ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ)-এর বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয নাই, যতক্ষণ না অন্য বস্তু হইতে স্বর্ণকে আলাদা করা হইবে। আলাদা করিবার পর সমান ওযনে বিক্রি করিতে হইবে। ইমাম শুরায়হ, ইবন সীরীন ও ইমাম নাখয়ী (রহঃ)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। -(মুআলিমুস সুনান লি খাত্তাবী, ৫ম -২৩)

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম ছাওরী ও ইমাম হাসান বিন সালিহ (রহঃ) বলেন ذهب مركب (অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত স্বর্ণ) কে ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ)-এর বিনিময়ে বিক্রি করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ইহার মধ্যে এক পদ্ধতি জায়িয আর বাকী পদ্ধতি নাজায়িয। (ক) জায়িয পদ্ধতি ঃ ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ) যদি ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর তুলনায় পরিমাণে বেশী হয় তাহা হইলে জায়িয। কেননা, ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ) ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর স্বর্ণের অংশের বরাবর হইয়া বাড়তি অংশ সেই মিশ্রিত বস্তুর মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে। ফলে স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে আদান প্রদানে বেশী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয়তা হইবে না। (খ) আর নাজায়িয পদ্ধতি ঃ ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ) যদি ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর তুলনায় কম হয়। কিংবা সমান সমান হয় তাহা হইলে এতদুভয় পদ্ধতিতে বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। কম হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়া স্পষ্ট। কেননা, ইহাতে কম-বেশী (تفاضل) করিয়া বিক্রয় হইল যাহা হারাম। আর যদি বরাবর হয় তাহা হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ হইবার পর ঐ বস্তুটি (পুতি ইত্যাদি) বিনিময় ব্যতীত থাকিয়া যাইবে যাহা সূদ। কিংবা যদি ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর পরিমাণ অজানা থাকে তাহা হইলেও সূদের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিবার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যাইবে। -(মাবসূত লি সারাখসী, ১৪ঃ৫)

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, মিশ্রিত বস্তু যদি স্বর্ণের تابع (অপ্রধান) হয় তাহা হইলে সমান ওযনে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয আছে। অনুরূপ স্বর্ণ যদি অন্য বস্তুর تابع (অপ্রধান) হয় তাহা হইলে অন্যান্য আসবাবপত্রের ন্যায় বিক্রি করা জায়িয আছে। তবে মালিকীগণের মধ্যে تابع (অপ্রধান)-এর ব্যাখ্যা মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন তিনভাগের এক। আর কেহ বলেন, তিনভাগের এক হইতে কিছু কম। আর কেহ বলেন অর্ধেক। তাহাদের বিস্তারিত মাযহাব জানিতে হইলে শরহুল উবাই ৪র্থ খণ্ড ২৭২ পৃ. দ্রষ্টব্য।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর দলীল

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হার হইতে স্বর্ণ আলাদা করিবার পূর্বে ইহাকে বিক্রি করিতে অনুমতি দেন নাই। অধিকন্তু পরবর্তী (৩৯৫৬ নং) হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আরও স্পষ্টভাবে ইরশাদ করিয়াছেন لا تباع حتى تفصل (আলাদা না করিয়া বিক্রি করা যাইবে না)। চাই ইহার ثمن (মূল্য) কম হউক বা বেশী।

হানাফীগণের দলীল

(১) ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আল হুজ্জাতু আলা আহলিল মদীনা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৭৫ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন الفضة بالفضة وزنا بوزن (রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে সমান ওযনে বিক্রি করিতে হইবে) এবং কম বেশী করিয়া বিক্রি করা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই এখন যদি কোন ব্যক্তি سيف محلى (রৌপ্য খচিত তলোয়ার) ক্রয় করে, আর এই তলোয়ারের খচিত রৌপ্যের পরিমাণ একশত দিরহাম হয় তাহা হইলে ইহাকে একশত দিরহাম দ্বারা ক্রয় করা বাতিল হইবে। কেননা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান ওযনে ক্রয় হইল এবং তলোয়ারটি ثمن (মূল্য) ব্যতীত রহিয়া গেল। বিনামূল্যে থাকিয়া যাওয়ার কারণে সূদ হইল। আর যদি তলোয়ারে যেই পরিমাণ রৌপ্য আছে তাহার চাইতে কম রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয় তাহাও বাতিল হইবে। এখন যদি তলোয়ারে খচিত যেই পরিমাণ রৌপ্য আছে উহার চাইতে অধিক রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয় তাহা হইলে রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে সমান ওযনে হইয়া বাদ বাকী উদ্বৃত্ত রৌপ্য তলোয়ারের সেই অংশের মূল্য হইবে যাহা রৌপ্য নহে।

সার কথা পুতি খচিত হারটি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি হারাম করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য ইহাই যে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কম-বেশী যাহাতে বিক্রি না হয়। কেননা, মারূফ হাদীছ দ্বারা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা হারাম। কাজেই যেই ক্ষেত্রে কম-বেশী হইবে কিংবা কম-বেশী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে সেই ক্ষেত্রে লেনদেন হারাম হইবে। কিন্তু যেই ক্ষেত্রে আমরা দৃঢ়ভাবে অবগত থাকি যে, ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর পরিমাণ হইতে ثمن (মূল্য তথা স্বর্ণমুদ্রা)-এর পরিমাণ বেশী সেই ক্ষেত্রে (রৌপ্য খচিত তলোয়ারের ন্যায়) পুতি খচিত হার বিক্রি হারাম হইবে না।

(২) এক জামাআত সাহাবা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা অনুরূপ বিক্রয় জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ইমাম তহাভী (রহঃ) স্বীয় 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৯৮ পৃ. আলী বিন শায়বা (রহঃ) হইতে, তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, اشترى السيف المحلى بالفضة (রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য খচিত তলোয়ার খরিদ করা হইত)। অধিকন্তু ইমাম তহাভী (রহঃ) আল্লামা ইবন আবী শায়বা (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم (রৌপ্য খচিত তলোয়ার দিরহামসমূহের দ্বারা বিক্রি করাতে কোন ক্ষতি নাই)।

ইবন আবী শায়বা গ্রন্থে হযরত তারিক বিন শিহাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা রৌপ্যের বিনিময়ে السيف المحلى (রৌপ্য খচিত তলোয়ার) বিক্রি করিতাম এবং ক্রয়ও করিতাম।

আল্লামা ইবন হাযম (রহঃ) স্বীয় 'আল মহল্লী' গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৪৯৬ পৃ. ইমাম শু'বা (রহঃ) সূত্রে, তিনি আমরা বিন আবী হাফসা (রহঃ) হইতে, তিনি মুগীরা বিন হুনায়ন (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) খুতবা দেওয়াকালীন সময়ে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! আমাদের এলাকায় এক সম্প্রদায় সূদ খায়। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কীভাবে? লোকটি বলিলেন, তাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য মিশ্রিত পাত্রকে চান্দির বিনিময়ে বিক্রি করে। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রাযিঃ) মাথা নীচু করিলেন এবং বলিলেন, না। ইহাতে কোন দোষ নাই।

যাহা হউক এই ধরণের ফতোয়া হযরত ইবরাহীম নাখয়ী, কাসিম বিন মুহাম্মদ, মালিক বিন আবদুল্লাহ, হাসান বাসরী, মুহাম্মদ বিন সীরীন, কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ হইতেও বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব

হানাফীগণ হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছকে সেই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন যেই ক্ষেত্রে ذهب مفرد (অমিশ্রিত স্বর্ণ) ذهب مركب (মিশ্রিত স্বর্ণ)-এর তুলনায় পরিমাণে কম হয় কিংবা বরাবর হয়। আর এই বিষয়টি হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত পরবর্তী (৩৯৫৬ নং) রিওয়ায়ত

দ্বারাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে, তিনি যেই হারটি ক্রয় করিয়াছিলেন উহার মধ্যে বার দীনার হইতে অধিক স্বর্ণ ছিল। আর তিনি ইহাকে বার দীনার দিয়া খরিদ করিয়াছিলেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا تباع حتى تفصل (আলাদা না করিয়া বিক্রি করা যাইবে না) নিষেধাজ্ঞাকে হানাফীগণ نهى ارشاد -এর উপর প্রয়োগ করে نهى التشريع -এর উপর নহে। অর্থাৎ تفاضل (কম-বেশীর) হইবার আশংকায় ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, মুআমালার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম পার্থক্যের নির্ণয় জনসাধারণের মধ্যে খুব কম লোকেরই হইয়া থাকে। ফলে উহাকে আলাদা করা ব্যতিরেকে বিক্রয়ের অনুমতি দিলে সূদের মধ্যে সমাবৃত হইবার অনেক সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই কারণে উপদেশমূলক এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং আলাদা করিবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে অনুমতি দিয়া ইরশাদ করেন الذهب بالذهب وزنا بوزن (স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওযনে বিক্রি কর)। আর ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, নিশ্চিতভাবে সমান সমান জানিবার পর লেনদেন করার কথা জানানো। সুতরাং আলাদা করা ছাড়াই যদি কোন পদ্ধতিতে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানা যায় তাহা হইলে বিক্রি হারাম হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৬০২-৬০৩)

ফায়দা

فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْد ফুযালা বিন উবায়দ আনসারী আল আওসী (রাযিঃ)। প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারী। বদরের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন নাই। তবে উহুদ ও উহার পরবর্তী জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। মিসর ও সিরিয়া বিজয়কালে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সিরিয়ায় বসবাস স্থান করেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ)-এর পর তাহাকে দামিস্কের কাযী নিয়োগ করিয়াছিলেন। অতঃপর হিজরী ৩৫ সনে দামিস্কে ইনতিকাল করেন। আর কেহ বলেন ইহার পর ইনতিকাল করেন। -(আল-ইসাবা, ৩য়, - ২০১)

(৩৯৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ أَبِى شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

(৩৯৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... ফুযালা বিন সাঈদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারের দিবসে আমি বার দীনারের বিনিময়ে একটি হার ক্রয় করি। উহাতে স্বর্ণ ও পুতি ছিল। অতঃপর আমি উহা আলাদা করিলাম এবং বার দীনার হইতে অধিক পাইলাম। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে বিষয়টি উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আলাদা না করিয়া বিক্রি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- ৩৯৫৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৯৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا نَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৯৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) তাঁহারা ... সাঈদ বিন ইয়াযীদ (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

(৩৯৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি ... হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারের দিন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। আমরা ইয়াহুদীদের কাছে এক উকিয়া স্বর্ণ দুই কিংবা তিন দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমওযন ব্যতীত বিক্রি করিও না।

(৩৯৫৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

(৩৯৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... হানাশ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলাম। আমার ও আমার সাথীদের ভাগে একটি হার আসে যাহার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জাওহার খচিত ছিল। আমি উহা ক্রয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিলাম। তাই হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহার স্বর্ণ পৃথক করিয়া এক পাল্লায় রাখ আর তোমার স্বর্ণ অন্য পাল্লায় রাখ এবং সমান সমান পরিমাণ ব্যতীত গ্রহণ করিও না। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন সমান সমান ব্যতীত গ্রহণ না করে।

(৩৯৬০) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح قَالَ وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

(৩৯৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মারূফ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহঃ) তাঁহারা ... মা'মার বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বীয় গোলামকে এক সা' গমসহ পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তুমি ইহা বিক্রি করিয়া উহা দিয়া যব ক্রয় করিয়া নিয়া আস। অতঃপর গোলাম যাইয়া এক সা' ও সা'-এর কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে।

অতঃপর যখন সে হযরত মা'মার (রাযিঃ)-এর নিকট আসিয়া উহার ব্যাপারে তাহাকে অবহিত করিল তখন হযরত মা'মার (রাযিঃ) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি এইরূপ করিয়াছ কেন? তুমি যাও এবং উহা ফেরত দাও, সমপরিমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিও না। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান হইতে হইবে। তিনি বলিলেন, আর ঐ সময় যব আমাদের খাদ্য ছিল। তাঁহাকে বলা হইল, গম তো যবের جنس (জাতি) নহে। হযরত মা'মার (জবাবে) বলিলেন, আমি ইহাকে অনুরূপ হইবার আশংকা করিতেছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ (গম তো যবের অনুরূপ নহে।) অর্থাৎ ليس من جنسه (যবের জাতি নহে)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, গম এবং যব এতদুভয় দুই جنس (জাতি)। কাজেই এতদুভয় ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা হারাম নহে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم (যদি এই দ্রব্যগুলির একটি অপরটির জাতি বা শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহা হইলে তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে বিক্রি করিতে পার।) সুতরাং গম ও যব দুইটি ভিন্ন জাতের খাদ্য হওয়ায় কম-বেশী ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয হইবে। কাজেই আপনি বিক্রয় ফাসিদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কেন?

إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (আমি ইহাকে অনুরূপ হইবার আশংকা করিতেছি)। এতদুভয় বস্তু সাদৃশ্যপূর্ণ হইবার কারণে সূদ জাতীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিক্রয় নিষেধ হইবার আশংকা করিতেছি। কেননা, গম এবং যব কাছাকাছি বস্তু। আর এতদুভয়ের প্রত্যেকটির উপর হাদীছে উল্লিখিত ব্যাপক শব্দ طعام (খাদ্য)-এর প্রয়োগ হয়। (খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান বিক্রি করার অর্থ হইল খাদ্যকে যদি একই জাতের খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহা হইলে সমান সমান হওয়া জরুরী। যেমন গমের বিনিময়ে গম কিংবা যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা। আর হযরত উবাদা বিন সাবিত (রাযিঃ) বর্ণিত (৩৯৪৩ নং) হাদীছে চারটি বস্তু উল্লেখ করিবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যদি جنس (জাতি তথা প্রকার) ভিন্ন হয় তাহা হইলে তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই বিক্রি করিতে পার। কাজেই গমের বিনিময়ে যব কম-বেশী ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হওয়ার বিষয়টি হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তবে হযরত মা'মার (রাযিঃ)-এর কর্মটি তাকওয়া ও সতর্কতা অবলম্বনের ভিত্তিতে ছিল।

আর আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, উপকার লাভের দিক দিয়া এতদুভয় কাছাকাছি বস্তু হইবার কারণে গম ও যবকে এক جنس (জাতি)-এর হুকুমে গণ্য করেন। যেমন তাঁহার মতে خل (সিরকা) এবং نبيذ (খেজুর-খুরমার ভিজানো পানি) উপকার লাভের দিক দিয়া কাছাকাছি বস্তু হইবার কারণে এক جنس (জাতি)-এর মধ্যে গণ্য করেন। কিন্তু জমহুরে ওলামা ও মালিকী মতাবলম্বীগণের মধ্য হইতেও এক জামাআত বিপরীত মত পোষণ করেন এবং বলেন, গমের বিনিময়ে যব কম-বেশী ক্রয়-বিক্রয় জায়িয।

আর আলোচ্য হাদীছ ইমাম মালিক (রহঃ)-এর দলীল হয় না। কেননা, হযরত মা'মার (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া যখন কেহ বলিলেন, ইহা তো যব, গমের جنس (জাতি) হইতে নহে। তখন তিনি বলিলেন, انى اخاف ان يضارع (আমি ইহাকে অনুরূপ হইবার আশংকা করিতেছি)। অর্থাৎ তিনি এই ধরণের ক্রয় বিক্রয়কে সূদের ক্রয়-বিক্রয় হইবে বলিয়া আশংকা করিয়াছেন। ফলে ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সতর্কতা অবলম্বন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে এইরূপ করিয়াছেন। অন্যথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীছ দ্বারা এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় জায়িয বলিয়া প্রমাণিত।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হযরত মা'মার (রাযিঃ) স্বীয় আমলের পক্ষে উপস্থাপিত হাদীছ الطعام بالطعام مثلا بمثل (খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমপরিমাণ হইতে হইবে)। তাঁহার মতে ইহা অত্যবশ্যক হয় যে, গমের বিনিময়ে খেজুর কম-বেশীতে বিক্রি করা যাইবে না। কেননা, এতদুভয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। অথচ ইহা সর্বসম্মতিক্রমে কম-বেশীতে বিক্রি করা জায়িয। সুতরাং হযরত মা'মার (রাযিঃ)-এর উপস্থাপিত হাদীছের মর্ম হইল, যখন এক জাতীয় খাদ্যকে ঐ একই জাতের খাদ্যের সহিত বিনিময়

করা হয় তখন সমপরিমাণ হওয়া জরুরী। আর জাত যখন বিভিন্ন হইবে তখন সমপরিমাণ জরুরী নহে বরং কম-বেশী বিক্রি করা জায়িয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা, ১ম, ৬০৮-৬০৯)

(৩৯৬১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِى عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

(৩৯৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কা'নাব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তাঁহারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের আদী সম্প্রদায়ের এক ভাই সাওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রাযিঃ)কে খায়বরে 'আমিল নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। সে জানীব (উত্তম শ্রেণীর) খেজুর নিয়া আসে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খায়বরের সকল খেজুরই কি এই ধরণের? সে আরয করিল, না, আল্লাহর কসম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা মিশ্রিত খেজুরের দুই সা'-এর বিনিময়ে এক সা' (জানীব খেজুর) ক্রয় করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইরূপ আর কখনও করিবে না; বরং সমপরিমাণ ক্রয় কর কিংবা তোমরা ইহা (মিশ্রিত খেজুর) কে বিক্রি করিয়া ইহার মূল্য দিয়া উহা (জানীব খেজুর) ক্রয় করিও। অনুরূপভাবে ওযনের ক্ষেত্রেও করিও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (জানীব খেজুর নিয়া আসে)। جنيب শব্দটি حبيب-এর ওযনে। উত্তম শ্রেণীর খেজুর। -(নওয়াভী)। ইমাম তহাভী বলেন, هو الطيب (ভাল খেজুর)। আর কেহ বলেন, যাহা হইতে খারাপ খেজুর বাছাই করিয়া নেওয়া হইয়াছে। আর কেহ বলেন, ইহার সহিত খারাপ খেজুর মিশ্রিত নাই। পক্ষান্তরে جمع (মিশ্রিত খেজুর) যাহার সহিত ভাল ও খারাপ খেজুর মিশানো থাকে। -(তাকমিলা, ১ম, ৬০৯-৬১০)

لا تفعلوا (এইরূপ আর কখনও করিও না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অজ্ঞতার ওযর আখিরাতের আহকামের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অতীতের কর্মের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করেন নাই; বরং ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ না করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তবে দুনইয়ার আহকামের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওযর গৃহীত নহে। তাই অজ্ঞতাবশতঃ কৃত ফাসিদ কিংবা বাতিল চুক্তি সহীহ হিসাবে গৃহীত হয় না। আর এই কারণেই বিক্রয় বাতিল করিয়া এই (জানীব) খেজুরকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। যেমন (৩৯৬৪ নং) আবূ নাযরা (রহঃ) সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আর প্রকাশ্য যে, উভয় হাদীছের ঘটনা এক। -(তাকমিলা, ১ম, ৬১০)

(৩৯৬২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

(৩৯৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে খায়বরের 'আমিল নিযুক্ত করেন। তিনি জানীব (উত্তম) খেজুর নিয়া তাঁহার কাছে আগমন করেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, খায়বরের সমস্ত খেজুরই কি এই ধরণের? সে আরয করিল, না। আল্লাহ তা'আলার কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা এই এক সা' (উত্তম খেজুর) দুই সা' (মিশ্রিত খেজুর)-এর বিনিময়ে এবং দুই সা' (উত্তম খেজুর) তিন সা' (মিশ্রিত খেজুর)-এর বিনিময়ে ক্রয় করি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইরূপ আর করিও না; বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি কর। অতঃপর দিরহামের বিনিময়ে জানীব (উত্তম) খেজুর ক্রয় কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بالثلاثة (তিন সা' (মিশ্রিত খেজুর)-এর বিনিময়ে) সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফের كتاب البيوع -এর মধ্যে بالثلاث বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় আল-ফাতাহ গ্রন্থে লিখেন, উভয়ই জায়িয। কেননা, صاع শব্দটি مذكر এবং مؤنث ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা, ১ম, ৬১১)

(৩৯৬৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ ح قَالَ وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُا جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِىءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِى حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

(৩৯৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী ও আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহঃ) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, বারণী জাতীয় খেজুর নিয়া হযরত বিলাল (রাযিঃ) আগমন করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খেজুর কোথা হইতে আনিয়াছ? জবাবে বিলাল (রাযিঃ) বলিলেন, আমাদের নিকট নিম্নমানের খেজুর ছিল আমি তাহা হইতে দুই সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করিয়াছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ানোর জন্য। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হায় আফসোস! ইহা তো আইনে সূদ। এইরূপ আর করিও না; বরং তুমি যখন (বারণী জাতীয়) খেজুর ক্রয় করিতে চাও, তখন ইহা (মিশ্রিত নিম্নমানের খেজুর)কে অপরের কাছে বিক্রি করিয়া দাও। অতঃপর ইহার মূল্য দ্বারা (বারণী জাতীয় খেজুর) খরিদ করিয়া নাও। আর রাবী সাহল (রহঃ) স্বীয় বর্ণিত হাদীছে عند ذلك (তখন) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (বারণী খেজুর)। برنى এক প্রকার খেজুর। মদীনা মুনাওয়ারায় যেই সকল খেজুর পাওয়া যায় উহার মধ্যে বারণী খেজুরই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। আর বর্তমানেও ইহা এই নামেই পরিচিত। -(তাকমিলা, ১ম, ৬১১)

اوه (হায়, আফসোস) ভারাক্রান্ত ও বেদনা প্রকাশক শব্দ। ইহার কয়েকটি লুগাত রহিয়াছে। আল্লামা উবাই ও নওয়াভী (রহঃ) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তবে এই স্থানে প্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক সঠিক অভিধান হইতেছে ا বর্ণে যবর و বর্ণে তাশদীদসহ যবর এবং ه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। -(তাকমিলা, ১ম, ৬১১)

(৩৯৬৪) وحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ نَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

(৩৯৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কিছু খেজুর পেশ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমাদের খেজুর অপেক্ষা এই খেজুর তো অনেক ভাল। লোকটি আরয করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের দুই সা' খেজুর ইহার এক সা' (খেজুর)-এর বিনিময়ে বিক্রি করিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা তো সূদ। কাজেই ইহা ফেরত দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং (ইহার মূল্য দিয়া) এই জাতীয় খেজুর আমাদের জন্য ক্রয় কর।

(৩৯৬৫) حَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ

(৩৯৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমাদেরকে (খায়বরের গণীমতের প্রাপ্ত) মিশ্রিত খেজুর (বন্টন করিয়া) দেওয়া হইত। আর উহা হইতেছে (ভাল ও মন্দ) মিশ্রিত খেজুর। তাই আমরা ইহার দুই সা' (খেজুর) এক সা' (খেজুর)-এর বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। অতঃপর এই খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, দুই সা' খেজুর এক সা' (খেজুর)-এর বিনিময়ে, দুই সা' গম এক সা' (গম)-এর বিনিময়ে এবং দুই দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كنا نرزق (আমাদেরকে দেওয়া হইত) نرزق শব্দটি مجهول পঠিত। অর্থাৎ نعطى (আমাদেরকে দেওয়া হইত)। আর এই দেওয়া ছিল উহাই যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরে প্রাপ্ত খেজুর তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। -(ফতহুল বারী, ৪র্থ, -২৬৪) -(তাকমিলা, ১ম, ৬১২)

تمر الجمع (মিশ্রিত খেজুর) الجمع শব্দটি ج বর্ণে যবর এবং م বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহার ব্যাখ্যা خلط (মিশ্রণ) দ্বারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের খেজুর মিশ্রিত থাকে। আর কেহ বলেন, ইহাতে মিশ্রিত প্রত্যেক প্রকারের খেজুরের নামও জানা থাকে না। مغرب অভিধানে ইহার ব্যাখ্যা دقل দ্বারা করা হইয়াছে। কেননা, ইহাতে পঞ্চাশ ধরণের খেজুর মিশ্রিত থাকে। আর ভাল খেজুরের তুলনায় খারাপ খেজুরই বেশী থাকে। -(তাকমিলা, ১ম, ৬১২-৬১৩)

(৩৯৬৬) حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّى سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَوَ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنْ التَّمْرِ

(৩৯৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহঃ) তিনি ... আবূ নাযরা (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে 'সারফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হাতে হাতে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর (এই বিষয়টি) আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে জানাইলাম এবং বলিলাম, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে 'সারফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিলেন, হাতে হাতে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তিনি বলিলেন, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলিলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) কি অনুরূপই বলিয়াছেন? আমি শীঘ্রই তাঁহাকে লিখিতেছি। অতঃপর তিনি আর তোমাদেরকে এই ফতোয়া দিবেন না। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যুবকদের কেহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কিছু খেজুর নিয়া আসে। তিনি ইহা নতুন বুঝিলেন। ফলে তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো মনে হয় আমাদের দেশের খেজুর নয়। সে আরয করিল, আমাদের দেশের খেজুরের মধ্যে কিংবা আমাদের এই বছরের উৎপাদিত খেজুরের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি দেখা দিয়াছে। তাই আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহার বিনিময়ে কিছু বেশী প্রদান করিয়াছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি বেশী দিয়াছো তো সূদ প্রদান করিয়াছ। এইরূপ আর কখনও করিও না। যখন তোমার খেজুরের মধ্যে কোন খেজুর খারাপ প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহা (প্রয়োজনে) বিক্রি করিয়া দিও। অতঃপর (ইহার মূল্য দিয়া) যেই খেজুর তুমি পছন্দ কর সেই খেজুর খরিদ করিয়া নাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- عن الصرف (সারফ সম্পর্কে)। আসলে صرف হইতেছে ثمن (নগদ টাকা) এর বিনিময়ে ثمن (নগদ টাকা) লেনদেন করা। চাই সমান সমান হউক কিংবা কম-বেশী। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে এতদুভয় পদ্ধতির লেনদেন যদি নগদ নগদ হয় তাহা হইলে জায়িয, তবে বাকীতে জায়িয নাই। তাহার দলীল ও বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী (৩৯৬৮ নং) হাদীছে ইনশা আল্লাহু তা'আলা আসিতেছে।

بَعْضُ الشَّيْءِ (কিছু খারাপ) অর্থাৎ এই বছরে উৎপাদিত আমাদের খেজুরসমূহে কিছুটা দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাই আমি ইহার বিনিময়ে ভাল খেজুর ক্রয় করি। -(তাকমিলা ১ম, ৬১৩)

(৩৯৬৭) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ أَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّى لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ

(৩৯৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... আবূ নাযরা (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন ওমর ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে 'সারফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহারা উভয়ে ইহাতে কোন দোষ মনে করেন না। পরবর্তীকালে একদা আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁহার নিকট 'সারফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, যাহা অতিরিক্ত হইবে তাহা সূদ। কিন্তু তাঁহাদের দুইজনের ফতোয়ার বিপরীত হইবার কারণে আমি ইহার প্রতিবাদ করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে খেজুর বাগানের এক মালিক এক সা' উৎকৃষ্ট মানের খেজুর নিয়া আসে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেজুর এই শ্রেণীর ছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খেজুর তুমি কোথায় পাইয়াছ? সে (বাগানের মালিক) বলিল, আমি দুই সা' নিয়া বাজারে যাই এবং উহার বিনিময়ে এই এক সা' খরিদ করি। কেননা, বাজারে ইহার মূল্য এতো এবং উহার মূল্য এতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আফসোস তোমার প্রতি, তুমি তো সূদের ব্যবসা করিয়াছ। তুমি যখন এইরূপ করিতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার খেজুর অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিবে। অতঃপর তোমার বস্তুর বিনিময়ে যেই ধরণের খেজুর ইচ্ছা কর সেই ধরণের খেজুর খরিদ করিয়া নিবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, কাজেই খেজুরের বিনিময়ে খেজুর (অধিক প্রদানে) সূদ হইবার অধিক যোগ্য নাকি রৌপ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত রৌপ্য (আদান প্রদানে) সূদ হইবার অধিক যোগ্য। রাবী আবূ নাযরা (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি আমাকে (সারফ-এর লেনদেনে কম-বেশী করিতে) নিষেধ করিলেন। আর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট যাই নাই। রাবী বলেন, আবুস সাহরা (রহঃ) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এই বিষয়ে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট মক্কা মুকাররমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন তিনি (সারফ-এর লেনদেনে কম-বেশী করা) অপছন্দ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اخبرنا داود (আমাদেরকে জানাইয়াছেন দাউদ) অর্থাৎ দাউদ বিন আবূ হিন্দ আল-বাসরী। তিনি প্রসিদ্ধ ছিকাহ রাবী। আল্লামা ইবন হিব্বান (রহঃ) বলেন, আহলে বাসরার নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তকারীগণের মধ্যে তিনি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন, তবে শেষ দিকে তাহার হিফয শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। -(আত তাহযীব ৩য়, ২০৪)

فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا (তাহারা উভয়ে ইহাতে কোন দোষ মনে করেন না) অর্থাৎ فلم يريا بالتفاضل فيه بأسا (তাহারা উভয়ে সারফ-এর লেনদেনে বেশী-কম করার মধ্যে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করেন নাই) -(তাকমিলা ১ম, ৬১৪)

فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا অর্থাৎ আমি হযরত ইবন ওমর ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট সারফ-এর লেনদেন সম্পর্কে পূর্বে শুনিয়াছিলাম বলিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর কথার প্রতিবাদ করিলাম।

-(তাকমিলা ১ম, ৬১৪)

هَـذَا اللَّـوْنَ অর্থাৎ هـذا الـنـوع (এই শ্রেণী)। আর তাঁহার সামনে যেন তখন এই প্রকারের খেজুর ছিল তাই ইহার দিকে ইশারা করিয়াছেন। কিংবা তখনকার সময়ের প্রসিদ্ধ খেজুরের দিকে ইশারা করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) আদবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া تـمـر الـنـبـى صلى الله عليـه و سـلـم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেজুর) বলিয়াছেন। অধিকন্তু বাগানের মালিক আনীত খেজুর অপেক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেজুর নিম্নমানের ছিল না বলিয়া هـذا الـلـون (এই শ্রেণী) বলিবার মধ্যে حـسـن ادب (সুন্দর আদব) প্রদর্শন হইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, ৬১৪)

وَسِعْرَ هَذَا كَـذَا অর্থাৎ كـان سـعـر هـذا الـطـيـب ضـعـف ذلـك الـتـمـر (এই উত্তম খেজুরের বাজার দর উক্ত খেজুরের দ্বিগুণ ছিল)। -(তাকমিলা ১ম, ৬১৪)

فنـهـانى (তখন তিনি আমাকে নিষেধ করিয়াছেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর হাদীছ শ্রবণের পর হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) 'সারফ'-এর ব্যাপারে স্বীয় পূর্বের অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১ম, ৬১৪)

فكـرهـه (তখন তিনি ইহা অপছন্দ করিয়াছেন) প্রকাশ্য হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) স্বীয় অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। যেমন হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মুসতাদরাকে হাকিম (রহঃ) ابـو مـجـلـز (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) দীর্ঘকাল পর্যন্ত সারফ-এর লেনদেনে কম-বেশী করিবার মধ্যে কোন দোষ মনে করেন নাই যদি উহা নগদ নগদ ও হাতে হাতে হয়। আর তিনি বলিতেন, সূদ কেবল বাকীতেই হয়। অতঃপর একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, হে ইবন আব্বাস! আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করুন। কতদিন যাবত আপনি মানুষকে সূদ খাওয়াইবেন? আপনার কাছে কি পৌছে নাই যে, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিবি হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে অবস্থানকালে ইরশাদ করিলেন, আজুয়া খেজুর আমার খুব পছন্দনীয়। তখন হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে দুই সা' খেজুর দিয়া পাঠাইলেন। তিনি দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এক সা' আজুয়া খেজুর নিয়া আসিলেন। অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) ইহা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করিলেন। তিনি যখন ইহা দেখিলেন, আশ্চর্য হইলেন। আর ইহা হইতে একটি খেজুর মুবারক মুখে দিলেন অতঃপর বিরত হইয়া গেলেন, এবং ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহা কোথায় হইতে পাইয়াছ? হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ) আরয করিলেন, আমি একজন আনসারী লোককে দুই সা' খেজুর দিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে আমাদের জন্য উক্ত দুই সা'-এর বিনিময়ে এই এক সা' নিয়া আসিয়াছে। আর ইহা এইগুলিই। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক হাতের খেজুরটি রাখিয়া দিয়া পাত্র সরাইয়া দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, এইগুলি ফেরত দাও ইহা আমার কোন প্রয়োজন নাই। খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য হাতে হাতে নগদ নগদ সমপরিমাণ (লেনদেন) হইতে হইবে। যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদান করিল সে সূদ দিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, অনুরূপ হুকুম كـيـلـى (পাত্র দ্বারা পরিমেয়) ও وزنـى (বাটখারা দিয়া পরিমেয়) বস্তুর উপর প্রয়োগ হইবে। অতঃপর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, হে আবূ সাঈদ (রাযিঃ) আপনাকে ইহার প্রতিদানে জান্নাত দান করুন। আপনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্মরণ করাইয়া দিলেন যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তিনি কঠোরভাবে এই ধরণের লেনদেন করিতে বারণ করিতেন।

মোট কথা, হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) নিজেদের পূর্বের মত পরিহার করিয়াছেন। অতঃপর এই ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ربـوا الـفـضـل ও হারাম। -(তাকমিলা ১ম, ৬১৪-৬১৫)

(৩৯৬৮) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ

(৩৯৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ, মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইবন আবূ ওমর (রহঃ) তাঁহারা ... আমর বিন আবূ সালিম (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম সমান সমান (লেনদেন) হইতে হইবে। যেই অধিক প্রদান করিবে কিংবা অধিক গ্রহণ করিবে সে সূদের কারবার করিল। রাবী বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তো ভিন্ন ফতোয়া দিয়া থাকেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনি এই ধরণের যাহা বলিতেছেন তাহা কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? কিংবা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাইয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করি নাই। আর না আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাইয়াছি; বরং হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বাকী বিক্রয়েই সূদ হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ (বাকী (লেনদেনের) মধ্যেই সূদ হয়)। আর আগত রিওয়ায়তে আছে انما الربا فى النسيئة (সূদ কেবল বাকী (লেনদেন)-এর মধ্যেই হয়)। আর ইহার পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে لا ربا فيما كان يدا بيد (হাতে হাতে লেনদেনে কোন সূদ নাই)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট حصر (বিশেষত্ব) করা হইয়াছে। আর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ইহা দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেন যে, হাতে হাতে তথা নগদ নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী হইলেও সূদ হইবে না।

জমহুরে ওলামায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে ইহার জবাব দিয়াছেন ঃ

(১) শামসুল আয়িম্মা আল্লামা সারখসী (রহঃ) স্বীয় 'মাবসূত' কিতাবে হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا ربا الا فى النسيئة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিন্ন জাতের দুইটি বস্তুর যেমন গমের বিনিময়ে যব ও স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, বাকীতে ছাড়া কোন সূদ নাই)। আর এই لا ربا الا فى النسيئة (সূদ কেবল বাকী (লেনদেন-এর) মধ্যেই হয়) জবাবটি পূর্ব প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করিয়াছেন। আর রাবী কেবল প্রশ্নের জবাবটিই শ্রবণ করিয়াছেন। ইতোপূর্বে কৃত প্রশ্নটি তিনি শুনেন নাই কিংবা উহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। মোটকথা, হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর হাদীছে সূদ জাতীয় বস্তুসমূহে যদি ভিন্ন জাতের দুই বস্তু তথা গমের বিনিময়ে গম না হইয়া গমের বিনিময়ে যব ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে ইহার হুকুম কি হইবে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ গমের বিনিময়ে যব নগদ নগদ কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা জায়িয তথা সূদ হইবে না। তবে ইহা বাকীতে বিক্রি করা সূদ হইবে। পক্ষান্তরে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীছে এক জাতীয়

বস্তুকে ঐ একই জাতীয় বস্তুর সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করিয়া লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। (অর্থাৎ গমের বিনিময়ে গম সমপরিমাণ ও নগদ নগদ লেনদেন হইতে হইবে। কম-বেশী করিয়া লেনদেন নগদ নগদ হইলেও সূদ হইবে)

(২) হাকিম ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৪র্থ -৩১৯ পৃ. লিখেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا ربا (সূদ নাই)-এর অর্থ الربا الا غلظ الشديد التحريم عليه بالعقاب الشديد (অর্থাৎ এমন সূদ যাহা মারাত্মক হারাম এবং কুরআন মজীদে কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করা হইয়াছে) সারসংক্ষেপ যে, কুরআন মজীদে যেই সূদকে হারাম করা হইয়াছে এবং পরিহার না করিলে যুদ্ধের ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহা মূলতঃ কর্জ ও বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা কিংবা প্রদান করা। ইহা কঠোর গুনাহ। আর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) প্রমুখের হাদীছে যেই ربوا الفضل কে হারাম করা হইয়াছে ইহার গুনাহ তুলনামূলক ربوا النسيئة হইতে কম। -(তাকমিলা, ১ম,- ৬১৭-৬১৮)

(৩৯৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

(৩৯৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সূদ কেবল বাকীতেই হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯৬৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯৭০) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَفَّانُ ح قَالَ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا بَهْزٌ قَالَا نَا وُهَيْبٌ قَالَ نَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

(৩৯৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হাতে হাতে বিক্রিতে সূদ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯৬৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯৭১) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ نَا هِقْلٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

(৩৯৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মূসা (রহঃ) তিনি ... আতা বিন আবূ রাবাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হযরত ইবন

আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারফ' সম্পর্কে আপনার যেই অভিমত উহার কিছু কি আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার কুরআনে কিছু পাইয়াছেন? হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কোনটিই বলিতেছি না। অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তো আপনারা অধিক অবগত। আর আল্লাহ তা'আলার কিতাবেও তাহা আমি পাই নাই। তবে হযরত উসামা বিন যায়দ আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জানিয়া রাখ, সূদ কেবল বাকীতেই হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- (৩৯৬৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৯৭২) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

(৩৯৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন সূদ গ্রহীতার উপর এবং সূদ দাতার উপর। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার লেখকের প্রতি ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতিও। তিনি বলিলেন, আমরা শুধু উহাই বর্ণনা করি যাহা আমরা শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

موكله অর্থাৎ যে অন্যকে সূদ প্রদান করে। কাজেই সূদ গ্রহীতা এবং সূদ দাতা উভয়ই গুনাহের দিক দিয়া সমান। অবশ্য সূদ গ্রহণ সূদ প্রদান হইতে অধিক মারাত্মক। কেননা, ইহাতে হারাম খাওয়ার প্রত্যাশা থাকে। আর এই কারণেই অত্যধিক প্রয়োজন হইলে সূদ প্রদান করা জায়িয আছে। -(শরহে আশবাহ ও নাযায়ির) -(তাকমিলা ১ম, -৬১৯)

(৩৯৭৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالُوا نَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

(৩৯৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ, যুহায়র বিন হারব ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করিয়াছেন সূদখোরের প্রতি, সূদ প্রদানকারীর প্রতি, সূদ লেখকের প্রতি এবং উহার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি। আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই সমান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وكاتبه অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ লেখকের উপর লা'নত করিয়াছেন। কেননা, ইহার দ্বারাই সূদী কারবারে নির্ভরতা আসিয়া যায়। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূদী ব্যাংকে চাকুরী করা নাজায়িয। চাকুরীর মধ্যে যদি এমন দায়িত্ব বর্তায় যাহার দ্বারা সূদের সহযোগিতা করা হয় তাহা হইলে ইহা দুই কারণে হারাম। প্রথমতঃ গুনাহের সহযোগিতা করা হয়, আর দ্বিতীয়তঃ হারাম উপার্জন হইতে মজুরী গ্রহণ করা হয়। চাকুরীর দায়িত্বে যদি সূদের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নাও থাকে তাহা হইলেও উপর্যুক্ত দ্বিতীয় কারণে হারাম হইবে। অবশ্য যদি এমন ধরণের ব্যাংক পাওয়া যায় যাহার অধিকাংশ আয় হালাল তাহা হইলে মজুরী গ্রহণ করা জায়িয হইবে। যদি তাহার দায়িত্ব সূদের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

-(তাকমিলা ১ম, -৬১৯)

بَاب أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করার বিবরণ

(৩৯৭৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

(৩৯৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হামদানী (রহঃ) তিনি ... হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। রাবী (শা'বী (রহঃ)) বলেন, তখন নু'মান (রাযিঃ) স্বীয় আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা কানের দিকে ইঙ্গিত করেন। নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এতদুভয়ের মধ্যে বহু সন্দেহযুক্ত বিষয় রহিয়াছে। আর অনেক লোকই সেইগুলি সম্পর্কে অবহিত নহে। যেই ব্যক্তি এই সকল সন্দেহযুক্ত বিষয় হইতে দূরে থাকিবে সে তাহার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে আর যেই লোক সন্দেহযুক্ত বিষয়ে সমাবৃত হয় সে হারামের মধ্যে সমাবৃত হইয়া পড়িবে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পার্শ্বে পশু চরায়। প্রবল আশংকা রহিয়াছে তাহার পশু উহার অভ্যন্তরে যাইয়া ঘাস খাইবে। সাবধান, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান, আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হইতেছে তাঁহার হারামকৃত বস্তুসমূহ। জানিয়া রাখ! নিশ্চয়ই দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন উহা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন উহা নষ্ট হইয়া যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হইয়া যায়। স্মরণ রাখ, উহাই হইতেছে 'কলব'।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ (তখন নু'মান (রাযিঃ) স্বীয় আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন)। হযরত নু'মান (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণের বিষয়টি তাকীদ প্রকাশের লক্ষ্যে এইরূপ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'ফাতহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ইহা দ্বারা আল্লামা ওয়াকিদী (রহঃ) প্রমুখের এই অভিমত খণ্ডন হইয়া যায় যে, হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ সহীহ নহে। আর ইহা প্রমাণিত যে, বালকেরা কোন বিষয়ে পার্থক্য সহকারে সহীহভাবে বহন করিতে সক্ষম। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) ৮ বৎসরের বালক ছিলেন। -(তাকমিলা ১ম, - ৬২০)

وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (আর এতদুভয়ের মধ্যে রহিয়াছে বহু সন্দেহযুক্ত বিষয়)। সহীহ মুসলিম শরীফের বর্তমান নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। কিন্তু হাফিয আইনী ও হাফিয আসকিলানী (রহঃ) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) مشتبهات শব্দ باب التفعيل -এর- مفعول -এর সীগায় রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অতঃপর হাফিয আইনী (রহঃ) স্বীয় 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছ পাঁচটি শব্দে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(১) مشتبهات ইহা مفتعلات ওযনে, ইহার অর্থ বিষয়সমূহের মধ্যে মুশকিল। কেননা, ইহাতে দুইটি বিপরীতমুখী বিষয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। কখনও এই মর্ম হইবার সম্ভাবনা আবার কখনও ঐ মর্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(২) مشتبهات ইহা منفعلات ওযনে, যেমন তাবরানী নকল করিয়াছেন। ইহার অর্থ প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ। তবে ইহাতে تكلف (বাহ্যিকতা)-এর অর্থ রহিয়াছে।

(৩) مشبهات ইহা تشبيه হইতে مفعول -এর সীগা। ইহা আল্লামা সামরকন্দী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর রিওয়ায়ত। ইহা অন্যের সহিত সন্দেহযুক্ত। যাহার হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন একটিকে দৃঢ়বিশ্বাস করা যায় না। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ হালাল হইবার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত।

(৪) مشبهات ইহা تشبيه হইতে فاعل -এর সীগা। অর্থ বস্তুটি হালাল হইবার বিষয়ে সন্দেহযুক্ত।

(৫) مشبهات ইহা اشباه হইতে فاعل -এর সীগা। ইহার অর্থ ৪র্থ পদ্ধতির ন্যায়। -(ZvKwgjv 1g, 620-621)

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ (যেই ব্যক্তি সন্দহযুক্ত বস্তুসমূহ হইতে দূরে থাকিবে)। الشبهات শব্দটি ش এবং ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। شبهة -এর বহুবচন। মর্ম হালাল হইবার ব্যাপারে যাহা সন্দেহযুক্ত তাহা বর্জন করা।

وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ (যেই ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুতে পতিত হয় সে নিশ্চিতভাবে হারামে লিপ্ত হইয়া পড়িবে)। ইহা দুই পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতির মাধ্যমে হইবে।

(এক) মানুষ যখন সন্দেহযুক্ত বস্তুতে সমাবৃত হয় তখন সে ইহাকে হালকা মনে করে। এইভাবে সে দ্বীনের বিষয়সমূহে বেপরোয়া হইয়া যায়। পরিশেষে হারামকে হারাম জানা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় ইহাতে লিপ্ত হইয়া যায়। আর কেহ বলেন, যেই ব্যক্তি অধিকহারে সন্দেহযুক্ত বস্তুতে লিপ্ত হয় তাহার অন্তর অত্যধিক অন্ধকার হইয়া যায়। কেননা, তাহার নিকট হইতে তাকওয়া ও ইলমের নূর চলিয়া যায়। ফলে সে হারাম বস্তুতে পতিত হয় এবং এই বিষয়ে তাহার কোন উপলব্ধি থাকে না।

(দুই) যখন কোন ব্যক্তির কাছে কোন মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহজনক হয়। অতঃপর জিজ্ঞাসা কিংবা কোন প্রকার তাহকীক না করিয়া সে উহাতে লিপ্ত হয়। তখন হয়তো উক্ত কাজটি বস্তুতঃভাবেই হারাম ছিল। এই অবস্থায় সন্দেহজনক কর্মে লিপ্ত হইবার মানেই হইতেছে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, ৬২১)

আলোচ্য হাদীছখানা শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ

ওলামাগণের সর্বসম্মত মতে আলোচ্য হাদীছের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রহিয়াছে। যেই কয়েকখানা হাদীছের উপর ইসলামের ভিত্তি ইহা সেই সকল হাদীছের অন্যতম। এক জামাআত আলিম বলেন, এই হাদীছ ইসলামের এক তৃতীয়াংশ এবং ইসলামের ভিত্তি ইহার উপরই। উক্ত তিনটি হাদীছ হইতেছে –

(১) আলোচ্য হাদীছ অর্থাৎ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

(২) انما الاعمال بالنيات (প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ী হয়)

(৩) من حسن المرء تركه مالا يعنيه (মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য হইতেছে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করা) আর আবূ দাউদ জাহেরী (রহঃ) বলেন, ৪ খানা হাদীছের উপর ইসলামের ভিত্তি এবং ইহা এক-চতুর্থাংশ। তাহার মতে চতুর্থ হাদীছখানা হইল لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه (তোমাদের মধ্যে কেহ মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে তাহা তাহার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য পসন্দ করিবে)।

ওলামাগণ আরও বলেন, শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কারণ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিবাহ-শাদী হইতে শুরু করিয়া ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের বিষয়ে

সচেতনতা দান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে যে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রত্যেক কাজ হালাল হওয়া জরুরী এবং সকল প্রকার সন্দেহযুক্ত বস্তু হইতে দূরে থাকা সমীচীন। কেননা, ইহাই নিজের দ্বীন ও ইজ্জত হিফাযত করিবার প্রকৃত উপায়। -(তাকমিলা ১ম, ৬২১)

হাদীছের ব্যাখ্যায় আলিমগণের অভিমতসমূহ

আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত المشتبهات দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে ইহার ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতানৈক্য হইয়াছে। আর এই বিষয়ে চারটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) স্বীয় 'মুআলিমুস সুনান' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেন بينهما امور مشتبهات (এতদুভয়ের মধ্যে বহু সন্দেযুক্ত বস্তু রহিয়াছে)-এর অর্থ হইতেছে– ইহা কতক লোকের কাছে সন্দেহযুক্ত আর কতক লোকের কাছে নহে। প্রকৃত অর্থে ইহা সন্দেহজনক বস্তুর মধ্য হইতে নহে যে, যাহার بيان (বর্ণনা) কোন না কোন ভাবে উসূলে শরীআহ-এর মধ্যে করা হয় নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের হুকুম দলীলসহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কোন বস্তু নাই যাহার হুকুম তিনি বর্ণনা করেন নাই। তবে بيان (বর্ণনা) দুই প্রকার। (এক) بيان جلى সুস্পষ্ট বর্ণনা। যাহার হুকুম সাধারণ লোকেরাও ব্যাপকভাবে অবগত। (দুই) بيان خفى অস্পষ্ট বর্ণনা। যাহার হুকুম কেবল বিশেষ বিশেষ আলিমগণ অবগত যাহারা علم الاصول (শরীআতের উসূল), معانى النصوص (নসসমূহের অর্থ) এবং কিয়াস ও মাসয়ালা উদ্ভাবনের বিষয়ে জ্ঞাত।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, আমাদের কথা "প্রকৃত অর্থে কোন বস্তু সন্দেহজনক নহে" সহীহ হইবার দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছের বাক্য لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ (আর অনেক লোকই সেইগুলি সম্পর্কে অবহিত নহে)। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহার মর্ম কতক লোক জানেন। যদিও ইহার সংখ্যা কম। কাজেই কতক লোক হুকুম জানার কারণে বুঝা গেল, বস্তুতঃভাবে কোন বস্তুই সন্দেহযুক্ত নহে। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ)-এর মতে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার অর্থ হইল, হুকুম না জানা পর্যন্ত এই কাজে লিপ্ত হইবে না। তবে হুকুম জানিবার পর এই কাজে লিপ্ত হওয়াতে কোন দোষ নাই।

(২) مشتبهات দ্বারা সেই সকল বিষয় মর্ম যাহার ব্যাপারে হালাল ও হারামের দলীল বিরোধপূর্ণ। মুজতাহিদ যদি কোন দলীলের ভিত্তিতে হালালের দিকে প্রাধান্য দেন, তবে ইহা হালাল হইবার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত থাকে। কাজেই তাকওয়ার দাবী হইল ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কেননা, মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহার সারসংক্ষেপ এই যে, مشتبهات দ্বারা সেই সকল ইজতিহাদী বিষয়সমূহ মর্ম যাহার পক্ষে কোন নস নাই। কাজেই উক্ত সকল বিষয়সমূহ হইতে তাকওয়া ও পরহেজগারীর লক্ষ্যে বাঁচিয়া থাকা চাই, ফতোয়ার ভিত্তিতে নহে।

(৩) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) ইমাম মাযূরী (রহঃ) প্রমুখের নিকট হইতে নকল করেন যে, مشتبهات দ্বারা মাকরূহ বিষয়সমূহ মর্ম। হাদীছ শরীফে মাকরূহ কাজ হইতে বিরত রাখাই উদ্দেশ্য। কেননা, অনেক লোক নির্বিঘ্নে মাকরূহ কাজে জড়াইয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, ইহাতো হারাম নহে। তাই হাদীছ শরীফে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, মাকরূহ কাজই একসময়ে হারাম কর্ম সম্পাদনের রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(৪) কতক আলিম বলেন, مشتبهات দ্বারা মর্ম হইতেছে ঐ সকল মুবাহ কর্ম, যাহা হইতে বিরত থাকা ভাল। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফা রাশিদূন এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) উত্তম খাদ্য, মিহি পোষাক-পরিচ্ছদ, সুন্দর ঘরবাড়ীসমূহে, অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন। আর তাঁহারা মিহি কাপড়ের পরিবর্তে মোটা কাপড় পরিয়া জীবন-যাপন করিয়াছেন। যেমন তাহাদের সীরাত গ্রন্থে নকল করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, ৬২২-৬২৩)

সন্দেহযুক্ত বস্তুর প্রকারভেদ ও উহার হুকুম

'তাকমিলা' গ্রন্থকার আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, مشتبهات-এর উপর্যুক্ত চারটি ব্যাখ্যার ৩য় ও ৪র্থ অভিমত দুর্বল। কেননা, মাকরূহ ও মুবাহ কর্ম হইতে বিরত থাকার মত সন্দেহজনক বস্তু নহে। কাজেই

প্রথম দুইটি অভিমত সুনির্দিষ্ট হয়। তবে হাদীছ শরীফে সকল প্রকার সন্দেহজনক বস্তুই মর্ম। সকল প্রকারের উপরই ইজমালী হুকুম। অর্থাৎ উহা হইতে বিরত থাকা। অতঃপর কতক পদ্ধতিতে বিরত থাকা ওয়াজিব আর কতক পদ্ধতিতে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, এই الاشتباه (সন্দেহজনক) বস্তু দুই প্রকার। (১) সাধারণ জনগণকে সন্দেহে নিপতিত করিবে। কিংবা (২) মুজতাহিদকে সন্দেহে নিপতিত করিবে। অতঃপর সাধারণ জনগণ সন্দেহে নিপতিত হওয়ার বিষয়টি দুই অবস্থার এক অবস্থা হইতে খালি নহে। (ক) হয়তো হুকুম জানা না থাকিবার কারণে সন্দেহে পতিত হইয়াছে এবং মুজতাহিদকেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে নাই। এই ক্ষেত্রে সন্দেহজনক এই বস্তু হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিংবা (খ) মুফতীগণের ইখতিলাফের কারণে জনসাধারণ সন্দেহে পতিত হয় এবং কোন মুফতীকে অপর মুফতীর উপর ইলম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য না দেওয়া যায় তাহা হইলে এইরূপ مشتبهات হইতে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

আর যদি মুজতাহিদের নিকট সন্দেহযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে, হয়তো এই বিশেষ মাসআলায় ইজতিহাদ না করিবার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে তবে ইহার হুকুম জনসাধারণের ন্যায়। আর যদি দলীলসমূহের বৈপরীত্যের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং এক দলীল অপর দলীলের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাইতেছে না। এই ক্ষেত্রে সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা ওয়াজিব। কেননা, সমপর্যায়ের দলীলের ক্ষেত্রে মুবাহের উপর হারাম হওয়া প্রাধান্য হয়। আর যদি দলীলসমূহের বৈপরীত্যের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় বটে তবে হালাল হওয়ার দলীল হারাম হওয়ার দলীলের উপর প্রাধান্য হয় তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকা মুস্তাহাব হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, ৬২২-৬২৩)

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى (যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পার্শ্বে পশু চরায়)। الحمى শব্দটি ح বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। প্রত্যেক সেই স্থান যাহা রাজা-বাদশাহ নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেন এবং ইহাতে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটি চারণভূমির অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় এই সূক্ষ্ম حمى (চারণভূমি) শব্দের সহিত উদাহরণটি বিশেষত্ব দানের বিষয়টি বর্ণনা করিতে গিয়া লিখেন, আরবের রাজা-বাদশাহগণের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল তাহারা বিশেষ কোন চারণভূমিকে নিজেদের জন্য খাস করিয়া রাখিত। বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ ইহাতে প্রবেশ করিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত। তাই সাধারণ রাখালরা ইহা হইতে নিরাপদ দূরত্বে নিজেদের বকরী চরাইত এবং অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিত। যাহাতে সামান্যতম অসতর্কতার সুযোগে নিজের বকরী উহাতে প্রবেশ না করিতে পারে। কারণ প্রবেশ করিলে তো কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সর্বজনপরিচিত حمى (সংরক্ষিত চারণভূমি) শব্দ দ্বারা উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। আর তাহা এইভাবে যে, বাদশাহগণের মহান বাদশাহ রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাকের حمى (সংরক্ষিত চারণভূমি) হইল হারাম বস্তুসমূহ। আর ইহার আশেপাশে সন্দেহজনক বস্তুসমূহ বিদ্যমান। কাজেই হারাম বস্তু হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে সন্দেহযুক্ত বস্তু পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, -৬২৪)

مضغة (এক টুকরা গোশত) যাহার পরিমাণ লোকমা সম। এই স্থানে ইহা দ্বারা قلب (অন্তর)-এর পরিমাণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা, ইহা দেখিতে ছোট। অথচ সমস্ত দেহ সুস্থ থাকা এবং অসুস্থ হওয়া ইহারই আজ্ঞাবহ। -(তাকমিলা ১ম, -৬২৪)

اذا صلحت (যখন উহা সুস্থ থাকে)। صلحت শব্দটি ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠন অধিক বাকপটু। ভাষাবিদ ফাররা ইহাকে পেশ দ্বারা পাঠ করেন। আর ইহা فساد (অসুস্থ-নষ্ট)-এর বিপরীত। -(তাকমিলা ১ম, -৬২৪)

أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ (স্মরণ রাখ, উহাই হইতেছে কলব)। قلب -এর সম্বন্ধ سائر الجسد (সমস্ত শরীর)-এর দিকে যেমন امير -এর সম্বন্ধ مامور -এর দিকে। আর এই قلب (অন্তর)ই মূল আর দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। আর ইহা ইলম, মা'রিফাত, আখলাক ও যোগ্যতার খনি। আর আস্বাদন ও প্রবৃত্তি

পূজার মাধ্যমে قلب (অন্তর) নষ্ট হইয়া গেলে ইহাকে نفس বলা হয়। অর্থাৎ অন্তর সুস্থ থাকিলে قلب আর নষ্ট হইলে نفس বলা হয়। (ফয়যুল বারী) -(তাকমিলা ১ম, -৬২৫)

(৩৯৭৫) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا نَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৯৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... যাকারিয়্যা (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৭৬) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح قَالَ وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ

(৩৯৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা ... নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উক্ত হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে যাকারিয়্যা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ তাহাদের বর্ণিত হাদীছ হইতে পরিপূর্ণ ও অধিক পরিচিত।

(৩৯৭৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

(৩৯৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ বিন সা'দ (রহঃ) তিনি ... নু'মান বিন বশীর বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি হিমসের লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া খুৎবা দিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। অতঃপর তিনি শাবী (রহঃ) হইতে যাকারিয়্যা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ يوشك ان يقع فيه (আশংকা রহিয়াছে সেই পশু উহার অভ্যন্তরে গিয়া ঘাস খাইবে) পর্যন্ত রিওয়ায়ত করেন।

بَاب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট বিক্রি করা এবং নিজে উহাতে আরোহণের শর্ত করা সম্পর্কে

(৩৯৭৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِى وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيــهِ فَبِعْتُــهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِى فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِــى أَثَرِى فَقَالَ أَتُرَانِى مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ

(৩৯৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি স্বীয় ক্লান্ত উটের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি উটটি ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি আমার জন্য দু'আ করিলেন এবং উটটিকে আঘাত করিলেন। তারপর উটটি এমন দ্রুত চলিতে থাকিল যে, পূর্বে আর কখনও এমন চলে নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই উটটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর। আমি (জবাবে) আরয করিলাম, না। তিনি পুনরায় ইরশাদ করিলেন, ইহা আমার নিকট বিক্রি করিয়া দাও। তারপর আমি এক উকিয়ার বিনিময়ে উহা বিক্রি করিয়া দিলাম এবং আমার পরিবারবর্গের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত ইহাতে আরোহণ করিবার শর্ত করিলাম। অতঃপর যখন আমি (বাড়ীতে) পৌঁছলাম তখন উটটি নিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তখন উহার মূল্য আমার নিকট পরিশোধ করিলেন। অতঃপর আমি প্রত্যাবর্তন করিয়া চলিলাম। তখন তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমি কি তোমার উটটি নেওয়ার উদ্দেশ্যে মূল্য কম বলিয়াছিলাম। নাও তোমার উট এবং দিরহাম। ইহা তোমাকেই দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (অতঃপর তিনি উটটি ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন)। ইহা দ্বারা সায়িবা করা মর্ম নহে যে, এই উটে কেহ আরোহণ করিতে পারিবে না। যেমন জাহিলিয়্যাত যুগে করা হইত। কেননা, ইহা ইসলামে জায়িয নাই। (ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১ম, -৬২৬)

فدعا لى (তখন তিনি আমার জন্য দু'আ করিলেন)। আর বুখারী শরীফে الشروط -এর মধ্যে আবূ নাঈম (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত আছে فضربه فدعا له (তখন উটটিকে আঘাত করিলেন এবং উহার জন্য দু'আ করিলেন)। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন প্রকার বৈপরীত্য নাই। কেননা, হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর কল্যাণার্থেই উটের জন্য দু'আ। কাজেই হযরত জাবির (রাযিঃ) ও তাঁহার উট উভয়ের জন্যই দু'আ করা হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১ম, -৬২৬)

بوقية (এক উকিয়া)। তবে এই ঘটনায় মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। অধিকাংশ রিওয়ায়তে রৌপ্য মূদ্রার এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। আর অপর কতক রিওয়ায়তে স্বর্ণ-মূদ্রার এক উকিয়া, চার উকিয়া, পাঁচ উকিয়া, দুই শত দিরহাম এবং বিশ দীনার বর্ণিত হইয়াছে। আর বুখারী তা'লীক-এ আবুল মুতাওয়াককিল (রহঃ) হইতে তের দীনার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক উক্ত সকল রিওয়ায়তের সমন্বয়ে উলামায়ে কিরাম বাহ্যিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে সকল রিওয়ায়ত হইতে এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবির (রাযিঃ) নির্ধারিত মূল্যে উটটি বিক্রি করিয়াছিলেন, যাহা উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত হইয়াছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটি জাবির (রাযিঃ)কে দেওয়ার সময় নির্ধারিত মূল্যের কিছু অতিরিক্ত দিয়াছিলেন। আর অতিরিক্তের পরিমাণ অজানা থাকায় হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর কোন ক্ষতি করিবে না।

আল্লামা ইসমাঈলী (রহঃ) বলেন, মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে তাহাদের মতানৈক্যের কারণে হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব ফেলিবে না। কেননা, এই স্থানে হাদীছে সেই বিষয়গুলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের প্রতি কতখানি দয়া, অনুগ্রহ, ইহসান ও বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন

এবং তাঁহার দু'আ, বরকত প্রভৃতি কেমন ছিল, তাহা বর্ণনা করা। কাজেই মূল্যের পরিমাণে বিভিন্নতা কতকের ধারণায় মূল হাদীছে কোন ক্ষতি করিবে না।

তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এক উকিয়ার রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, অধিকাংশ রিওয়ায়তে এক উকিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতার জন্য প্রথমে মূল্য বলাও জায়িয আছে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রেতা ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে উট ক্রয়ের জন্য এক উকিয়া মূল্য বলিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১ম, ৬২৬-৬২৭)

قلت لا (আমি আরয করিলাম, না)। رضاع অধ্যায়ে গিয়াছে যে, হযরত জাবির (রাযিঃ) (বিক্রিতে রাযী না হইয়া) উটটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হাদিয়া (هبه) হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করিতে রাযী না হইয়া বিক্রির জন্য তাগিদ দিলেন। অতঃপর হযরত জাবির (রাযিঃ) মূল্য চাহিলেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল্য বলিতে বলিতে কয়েক উকিয়ায় পৌঁছিলেন। কাজেই হযরত জাবির (রাযিঃ) ' لا ' (না) বর্ণটি দুইটি সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থলে তিনি খোদ বিক্রিকেই নিষেধ করিয়াছিলেন। আর এই সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রথমে উল্লিখিত মূল্যে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বড়দের কোন জায়িয বস্তুর প্রস্তাবের জবাবে 'না' বলা জায়িয আছে যদি প্রয়োজন হয়, ইহা আদবের খেলাফ নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, -৬২৭)

وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِى (এবং আমার পরিবারবর্গের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত ইহাতে আরোহণ করিবার শর্ত (استثناء) করিলাম)। الحملان শব্দটি م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। مصدر ইহার অর্থ الحمل আর مفعول উহ্য রহিয়াছে, অর্থ হইবে استثنيت حمله اياى الى اهلى আর ইসমাঈলী রিওয়ায়তে আছে واستثنيت ظهره الى ان مقدم মর্ম একই।

হাদীছ শরীফের এই বাক্য দ্বারা সেই সকল আলিম দলীল পেশ করেন যাহারা শর্তের সহিত বিক্রি (بيع بالشرط) জায়িয বলেন। যেমন ইবন শুবরুমা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ। হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ ইহার জবাব দিয়াছেন যে, উটের উপর আরোহণ করিয়া মদীনা পর্যন্ত যাওয়ার বিষয়টি মূল আকদে শর্ত ছিল না; বরং বিনা শর্তেই ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছিল। আকদের পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহপূর্বক (احسانا) আরোহণ করিয়া মদীনায় তাহার বাড়ী পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দিয়াছিলেন। আর ইহাকেই কতক বিশেষজ্ঞ بيع কিংবা استثناء শব্দ দ্বারা مجازا (রূপকভাবে) ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

তহাভী (রহঃ) জবাব দিয়াছেন যে, বস্তুতঃভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং জাবির (রাযিঃ)-এর প্রতি ইহসান করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই তাহার সহিত আকদটি ছিল বাহ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় মাত্র। এই কারণেই তো উট এবং দিরহামসমূহ উভয়ই তাহাকে দিয়াছিলেন। এই মাসআলা পরে ইনশাআল্লাহু তা'আলা বিস্তারিত আলোচনা হইবে। -(তাকঃ ১ম, ৬২৭-৬২৮)

أَتُرَانِى مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ (আমি কি তোমার উট নেওয়ার জন্য কম মূল্য বলিয়াছিলাম)। المماكسة অর্থাৎ المناقصة فى الثمن (মূল্যে কম করা)। ইহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উভয়ের মধ্যে মূল্য নির্ধারণের সময় যাহা ঘটিয়াছিল উহার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। আর এই বাক্যের মর্ম হইল اتظن اننى ناقصتك الثمن لاخذ جملك (তুমি কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমার উটটি নেওয়ার জন্য কম মূল্য বলিয়াছি?) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইতোপূর্বে উল্লিখিত ইমাম তহাভী (রহঃ)-এর জবাবই সঠিক। কেননা, এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বস্তুতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটি ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এই পদ্ধতিতে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর প্রতি ইহসান করা উদ্দেশ্য ছিল। -(তাকমিলা ১ম, ৬২৮)

خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ (তুমি তোমার উট ও দিরহামসমূহ নিয়া যাও। এই সকলই তোমার) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে رضاع অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, মদীনা পৌঁছিবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর কাছে উটটি হস্তান্তর করিলে তিনি নির্ধারিত মূল্য হইতে এক কীরাত পরিমাণ বেশী দিলেন। অতঃপর সবকিছুই হযরত জাবির (রাযিঃ)কে দিয়া দিলেন। আর জাবির (রাযিঃ) এই অতিরিক্ত প্রদত্ত কীরাতটি সব সময় বরকতের উদ্দেশ্যে নিজ থলের মধ্যে রাখিয়া দিতেন। অতঃপর হাররা যুদ্ধে এই মুবারক কীরাতটি তিনি হারাইয়া ফেলেন।

আর উটটির ব্যাপারে আল্লামা ইবন আসাকির (রহঃ) হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগ পর্যন্ত উটটি আমার নিকট ছিল। অতঃপর একদা আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! বদর এবং হুদায়বিয়ায় উপস্থিত শায়খ (অর্থাৎ সেই উট) আপনার প্রয়োজন আছে? তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, নিয়া আস। উটটি নিয়া আসিবার পর হযরত ওমর নির্দেশ দিলেন যে, এই মুবারক উটটিকে উত্তম চারণভূমিতে চরাইবে এবং বিশুদ্ধ মিষ্টি পানি পান করিতে দিবে। অতঃপর ইহা মৃত্যুবরণ করিলে এক গর্ত খনন করিয়া উহাতে দাফন করিয়া দিবে। -(তাকমিলা ১ম, ৬২৮)

ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শর্ত করার মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ

ফিকহী মাসআলাসমূহের মধ্যে الشرط فى البيع (ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত)-এর মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর বর্তমান যুগেও ইহার গুরুত্ব অপরিসীম, যাহা এই হাদীছের সহিত সম্পর্কশীল। তাই ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী বিধায় ইনশা আল্লাহু তা'আলা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রকাশ থাকে যে, এই স্থানে শর্ত দ্বারা সেই শর্ত মর্ম যাহা عقد بيع (বিক্রয়-চুক্তি)-এর সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইহার সহিত এমন বস্তু জুড়িয়া দেওয়া যাহা نفس العقد (মূল আকদ)-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। (আর ইহার দুইটি পদ্ধতি। প্রথমটি হইল) যদি উক্ত বস্তু (শর্ত)টি বস্তুতঃভাবে হারাম হয় কিংবা উহাতে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে এই শর্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়িয ও হারাম। (দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে) আর যদি শর্তটি বস্তুতঃভাবে হারাম না হয় এবং ইহাতে প্রতারণার সম্ভাবনাও নাই তাহা হইলে ইহার হুকুম ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। ইমাম ইবন হাযম ও আহলে যাহির (রহঃ) ইহাকে ব্যাপকভাবেই না জায়িয বলিয়াছেন এবং তাহারা বলেন, এইরূপ শর্ত করার দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যাইবে। আর ইমাম ইবন শুবরুমা (রহঃ) ইহাকে ব্যাপকভাবে জায়িয বলেন এবং তাহাদের মধ্যে بيع এবং شرط উভয়ই জায়িয হইবে।

আর ইমাম ইবন আবূ লায়লা (রহঃ) بيع কে জায়িয এবং شرط কে না জায়িয বলেন, আর ইহা ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবও।

আর চার ইমামের মতে এই মাসআলায় অনেক তাফসীল রহিয়াছে যাহা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন জরুরী।

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব মতে আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ এই যে, (ক) যদি শর্তটি عقد (বিক্রয় চুক্তি)-এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয় কিংবা (খ) শর্তটি عقد -এর উপযোগী হয় কিংবা (গ) এমন শর্ত করা যাহা মানুষ অহরহ করিতে অভ্যস্ত। এই তিন প্রকার শর্ত করিলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হইবে না; বরং জায়িয হইবে।

(ক) عقد -এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ শর্তের উদাহরণ হইতেছে, এই শর্তে বিক্রি করা যে, মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্ব পর্যন্ত مبيع (বিক্রিত বস্তু) বিক্রেতার হাতে আবদ্ধ থাকিবে কিংবা কোন বাহন এই শর্তে ক্রয় করা যে, ক্রেতা ইহার উপর আরোহণ করিবে কিংবা শীষের মধ্যে থাকা গম এই শর্তে ক্রয় করা যে, বিক্রেতা গমকে শীষ হইতে পৃথক করিয়া দিবে। বস্তুতঃ এই সকল শর্ত আলোচ্য মাসআলার শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, শর্ত ছাড়াই এই সকল হুকুম কার্যকর হয়- ইহার জন্য শর্ত করায় নতুন করিয়া কোন হুকুম আরোপিত হয় না; বরং نفس عقد (মূল আকদ)-এর হুকুমই তাকীদসহ মজবুত করা হয়।

(খ) শর্তটি عقد -এর উপযোগী হইবার উদাহরণ। যেমন বাকী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত করা যে, মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত কোন বস্তু বন্ধক (رهن) রাখিবে কিংবা কোন জিম্মাদার বানাইবে। আর বন্ধক ও জিম্মাদার উপস্থিত থাকে। তাহা হইলে এইরূপ শর্ত জায়িয। কেননা, এই শর্ত দ্বারা বিক্রেতার হক ثمن (মূল্য) প্রাপ্তিকে নিশ্চয়তা দান করে।

(গ) এমন শর্ত করা, যাহা মানুষ অহরহ করিতে অভ্যস্ত। ইহার উদাহরণ যেমন, জুতা এই শর্তে ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা ইহাকে পরাইয়া দিবে কিংবা চামড়া এই শর্তে ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা তাহার জন্য মোজা তৈরী করিয়া দিবে। আল্লামা সারখসী (রহঃ) বলেন, যদিও এই শর্ত عقد -এর উপযোগী নহে। কিন্তু ব্যাপকভাবে মানুষের আমলের মধ্যে রহিয়াছে। তাই ইহাকেও জায়িয গণ্য করা হইয়াছে। (মাবসূত)

আর যেই সকল শর্ত উপর্যুক্ত তিন পদ্ধতির শর্তের কোন একটিরও অন্তর্ভুক্ত নহে সেই সকল শর্তও দুই প্রকার। (এক) عقد -এর মধ্যে যদি এমন শর্ত করা হয় যাহা বিক্রেতা, ক্রেতা কিংবা বিক্রিত বস্তু (معقود عليه) -এর জন্য লাভজনক হয়। তাহা হইলে এই শর্ত ফাসিদ এবং ইহার কারণে بيع (বিক্রয়)ও ফাসিদ হইয়া যাইবে। যেমন কেহ এই শর্তে গম ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা ইহাকে পিষাইয়া দিবে কিংবা বিক্রেতার ঘরে এক মাস থাকিবে কিংবা কাপড় এই শর্তে ক্রয় করিল যে, ইহাকে বিক্রেতা সেলাই করিয়া দিবে। এই ধরণের শর্ত দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যাইবে। (ফতহুল কাদীর)

(দুই) আর যদি এমন শর্ত করে যাহাতে বিক্রেতা, ক্রেতা কিংবা বিক্রিত বস্তু (معقود عليه) -এর জন্য লাভজনক না হয়। তাহা হইলে শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং আকদ সহীহ হইবে। যেমন কেহ জন্তু কিংবা কাপড় এই শর্তে খরিদ করিল যে, ইহা আর বিক্রি করিতে পারিবে না। (মাবসূত ১৩ঃ১৫) আর بدائع গ্রন্থকার ইহার علت (কারণ) বর্ণনা করেন যে, এই শর্তের মধ্যে কাহারও মুনাফা না থাকায় বিক্রয় ফাসিদ হইবে না। উল্লেখ্য যে, বিক্রয় সেই সকল শর্তের দ্বারা ফাসিদ হয় যাহার মধ্যে কাহারও জন্য বিনিময় ব্যতীত মুনাফা অর্জিত হয়, যাহা সূদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই শর্তের মধ্যে কাহারও জন্য মুনাফা না থাকায় সূদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই এই শর্ত বিক্রয়ের মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব ফেলিবে না; বরং খোদ শর্তই ফাসিদ হইবে। এই কারণেই عقد (বিক্রয় চুক্তি) জায়িয হইবে এবং শর্ত বাতিল হইবে। -(তাকমিলা ১ম, ৬২৯-৬৩০)

শাফেয়ী মাযহাব

এই বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত হানাফী মাযহাবের প্রায় অনুরূপ। যৎসামান্য যাহা পার্থক্য আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শর্তটি যদি عقد -এর উপযোগী হয়। তাহা হইলে হানাফী মাযহাব মতে বিক্রয় জায়িয হইবে। এই শর্তের সহিত শাফেয়ী মাযহাবে কিছু সংযোজন করেন যে, শর্তটি عقد -এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা মানুষের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে। আর এই ব্যাখ্যা মুতাবিক তাহাদের মতে জায়িয হইবে। ইহা আল্লামা শীরাযী (রহঃ) স্বীয় المهذب গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর যদি শর্তটি عقد -এর اقتضاء (কামনা) মুতাবিক না হয় কিন্তু ইহাতে مصلحت (উপযোগিতা) আছে যেমন খেয়ার (خيار), বাকী বিক্রি (اجل), বন্ধক (رهن) এবং জিম্মাদার (ضمين) -এর শর্ত করা ইহা দ্বারা বিক্রি বাতিল হইবে না। কেননা, শরীআত এইগুলিকে স্বীকৃতি দিয়াছে।

আর এমন শর্ত করা যাহা মানুষ অহরহ করিতে অভ্যস্ত। ইহা শাফেয়ী মাযহাব মতে নিষেধাজ্ঞা হইতে مستثنى (ব্যতিক্রম) নহে। আর হানাফী মাযহাব মতে নিষেধাজ্ঞা হইতে مستثنى (ব্যতিক্রম) রহিয়াছে। তবে তাহাদের মতে আযাদ করিয়া দেওয়ার শর্তে গোলাম বিক্রি করা জায়িয। কেননা, শরীআত প্রবর্তক গোলাম আযাদের প্রতি খুবই উৎসাহিত করিয়াছেন। যেমন হযরত বারীরা (রাযিঃ)-এর হাদীছ। আর ইহা তাহাদের মতে খেলাফে কিয়াস জায়িয। আর যেই শর্তের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য থাকে না এবং কাহারও জন্য লাভজনকও নহে, তাহা শাফেয়ীগণের মতে নিরর্থক। ইহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হইবে না। আর হানাফীগণের অভিমতও অনুরূপই। আহনাফ এবং শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য এতখানি যে, যেই সকল শর্তের উপর মানুষের ব্যাপক تعامل (আমল) রহিয়াছে সেই সকল শর্ত হানাফী মাযহাব মতে জায়িয আর শাফেয়ী মাযহাব মতে নাজায়িয। -(তাকমিলা ১ম, ৬৩০-৬৩১)

মালিকী মাযহাব

আলোচ্য মাসআলায় মালিকী মাযহাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ইহার ব্যাখ্যা খুবই দীর্ঘ। উপর্যুক্ত দুই মাযহাব (হানাফী ও শাফেয়ী) এবং মালিকী মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে- হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব মতে শর্ত নাজায়িয হওয়া আসল তবে বিশেষ কয়েকটি শর্ত مستثنى (ব্যতিক্রম) তথা জায়িয। আর মালিকী মাযহাব মতে শর্ত জায়িয হওয়া আসল তবে বিশেষ কয়েকটি শর্ত করা নাজায়িয। কাজেই মালিকী মাযহাব মতে কেবল দুইটি শর্ত দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হইয়া যায়। (এক) এমন শর্ত করা যাহা দ্বারা عقد -এর উদ্দেশ্যই নষ্ট করিয়া দেয় যেমন বিক্রেতা ক্রেতার প্রতি এই শর্তারোপ করিল যে, সে বিক্রিত বস্তু কোনভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(দুই) এমন শর্ত করা যাহার কারণে ثمن (মূল্য) পরিশোধে বিঘ্ন ঘটে। ইহাতে অজ্ঞাত পরিমাণ বেশী কিংবা কম করিবার কারণে। যেমন এইরূপ শর্ত করিল যে, বিক্রয় সংঘটিত হইবার পর কর্জ দিতে হইবে কিংবা যেমন بيع وفاء ইহার পদ্ধতি এইরূপ যে, ক্রেতা এই শর্তের উপর আসবাবপত্র ক্রয় করিল যখনই বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিবে তখনও আসবাবপত্র তাহারই থাকিবে।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত) সর্বাবস্থায় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য عقد (বিক্রয় চুক্তি)-এর উপর প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে উহা তিন প্রকারে বিভক্ত।

(১) شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত)-এর দ্বারা عقد বাতিল হইয়া যাইবে। আর উহা এই পদ্ধতিতে যে, যখন শর্তটি عقد -এর চাহিদার বিপরীত হয় এবং শর্তের উপর আমল করিলে عقد -এর মধ্যে ব্যাঘাত ঘটায়। যেমন এইরূপ শর্ত করা যে, ক্রেতা مبيع (ক্রয়কৃত বস্তু) ব্যবহার করিতে পারিবে না। কিংবা واهب (হেবাকারী) موهوب له (হেবা গ্রহণকারী)-এর উপর এই শর্তারোপ করিল যে, সে হেবা হস্তগত করিতে পারিবে না। এতদুভয় পদ্ধতিতে শর্ত এবং আকদ উভয়ই বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত) খোদ বাতিল হইবে কিন্তু عقد সহীহ থাকিয়া যাইবে। আর ইহা এই পদ্ধতিতে যে, শর্ত عقد -এর মধ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না। যেমন স্ত্রী এই শর্তে বিবাহ করিল যে, তাহার বর্তমানে স্বামী অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিবে না কিংবা এইরূপ শর্ত করিল যে, স্বামী তাহাকে কখনও তালাক দিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় শর্ত বাতিল হইবে। কিন্তু عقد সহীহ হইয়া যাইবে।

(৩) شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত)-এর কারণে عقد বাতিল হইয়া যাইবে বটে কিন্তু যদি শর্তকারী স্বীয় শর্ত প্রত্যাহার করিয়া নেয় তাহা হইলে শর্ত ساقط (অকেজো) হইয়া যাইবে এবং عقد সহীহ থাকিয়া যাইবে। আর ইহা ঐ সময় হইবে যে, যদি শর্তটি ثمن (মূল্য) পরিশোধে ব্যাঘাত ঘটায়। যেমন بيع الوفاء প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত তিন পদ্ধতির শর্ত ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শর্ত ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে জায়িয। যেমন বিক্রেতা এই শর্ত করিল যে, ক্রেতা খরিদকৃত গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে কিংবা ক্রয়কৃত জমিকে ওয়াকফ করিয়া দিতে হইবে। কিংবা এই শর্ত করিল যে, বিক্রেতা বিক্রিত বাড়ীতে যুক্তিসঙ্গত কতক দিন অবস্থান করিবে কিংবা এই শর্তে জন্তু বিক্রয় করিল যে, বিক্রেতা নির্দিষ্ট কতক দিন আরোহণ করিবে কিংবা থান কাপড় এই শর্তে ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা ইহা সেলাই করিয়া দিবে কিংবা গম এই শর্তে ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা ইহা পিষিয়া দিবে। অনুরূপ অন্যান্য শর্তসমূহ যাহা দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা এতদুভয়ের যেই কাহারও যুক্তিসঙ্গত ফায়দা হউক না কেন, তাহা জায়িয।

আল্লামা ইবন রুশদ (রহঃ) স্বীয় 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মালিকী মতাবলম্বীগণ নিজেদের মাযহাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব বলিয়া মনে করেন। কেননা, তাহাদের মাযহাব মতে সকল হাদীছের উপর আমল হইয়া যায়। আর এক হাদীছকে অপর হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়া কতক হাদীছের উপর আমল ছাড়িয়া দেওয়া হইতে সকল হাদীছের উপর আমল করাই অতি উত্তম। -(তাকমিলা ১ম, ৬৩১-৬৩২)

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাব মতে যদি শর্ত একের অধিক হয় তাহা হইলে শর্ত এবং আকদ উভয়ই ফাসিদ হইয়া যাইবে। যেমন কেহ এই শর্তে কাপড় ক্রয় করিল যে, বিক্রেতা ইহাকে সেলাই করিয়া দিবে অতঃপর ধৌত করিয়াও

দিবে। এই স্থলে দুইটি শর্ত করিবার কারণে عقد (বিক্রয়) ফাসিদ হইয়া যাইবে। তবে যদি শর্তদ্বয় عقد -এর

উপযোগী হয় তাহা হইলে ভিন্ন কথা। যেমন রেহেন এবং বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করিবার শর্ত করা। ইহা জায়িয।

আর যদি শর্ত একটি হয় তাহা হইলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব প্রায় মালিকী মাযহাবের কাছাকাছি, যদিও এতদুভয়ের মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। (বিস্তারিত আল্লামা ইবন কুদামা (রহঃ)-এর المغنى গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২৪৭ পৃ. দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ১ম, -৬৩২)

অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছসমূহ

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছসমূহ তিন ধরণের। আবদুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ (রহঃ)-এর ঘটনায় সকল হাদীছ একত্রিত হইয়াছে। তাহার ঘটনায় বিভিন্ন ফায়দা রহিয়াছে বলিয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল-

আল্লামা ইবন হাযম (রহঃ) স্বীয় 'আল মহল্লী' গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় হযরত আবুল ওয়ারিছ (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, একদা আমি মক্কা মুকাররমায় গমন করিলাম। তখন আমি সেই স্থানে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম ইবন আবূ লায়লা এবং ইমাম ইবন শুবরুমা (রহঃ)কে পাইলাম। আমি আবূ হানীফা (রহঃ)কে শর্তকৃত বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন, بيع এবং شرط উভয়ই বাতিল হইয়া যাইবে। অতঃপর উপর্যুক্ত মাসআলাটি আমি ইমাম ইবন আবূ লায়লা (রহঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন, بيع জায়িয এবং শর্ত বাতিল হইবে। অতঃপর উক্ত বিষয়ে আমি ইমাম ইবন শুবরুমা (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন, بيع এবং شرط উভয়ই জায়িয। রাবী বলেন, অতঃপর আমি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করিয়া অপর দুইজনের ফতোয়া সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলিলেন, তাঁহারা দুই জন যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না। তবে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন শুআয়িব (রহঃ), তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط - البيع باطل والشرط باطل (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তসহ ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (তাহা করিলেন) بيع (বিক্রয়) এবং شرط (শর্ত) উভয় বাতিল হইবে)।

অতঃপর আমি ইমাম ইবন আবূ লায়লা (রহঃ)-এর কাছে আসিয়া ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইবন শুবরুমা (রহঃ)-এর ফতোয়া সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তাঁহারা দুইজন যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না। তবে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হিশাম বিন ওরওয়া (রহঃ), তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى بريرة واشترطى لهم الولاء - البيع جائز والشرط باطل (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বারীরাকে খরিদ কর আর তাহাদের জন্য ولاء[১]-এর শর্তে রাজী হইয়া যাও)। (তবে শরীআতে এই শর্তের কোন মূল্য নাই তাই) بيع জায়েয এবং শর্ত বাতিল হইবে।

অতঃপর আমি ইমাম ইবন শুবরুমা (রহঃ)-এর কাছে আসিয়া ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইবন আবূ লায়লা (রহঃ)-এর ফতোয়া সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তাঁহারা দুইজন যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা জানি না। তবে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিসআর বিন কুদাম (রহঃ), তিনি মুহারিব বিন দিছার (রহঃ) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, انه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا و اشترط ظهره الى المدينة - البيع جائز والشرط جائز (হযরত জারিব (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উট বিক্রি করিলেন এবং এই বিক্রিত উটের উপর আরোহণ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত যাওয়ার শর্ত করিলেন)। কাজেই بيع এবং شرط উভয়ই জায়িয।

উপর্যুক্ত হযরত আবদুল ওয়ারিছ (রহঃ) বর্ণিত ঘটনা উল্লিখিত তিন খানা হাদীছই আলোচ্য মাসআলার ভিত্তি। ইমামগণ স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী হাদীছগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন কিংবা এক হাদীছকে অপর হাদীছের উপর প্রধান্য দেওয়ার মাধ্যমে ফতোয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা, ১ম, ৬২৮-৬৩৩)

টীকা ঃ - ولاء (ওয়ালা) আরবী শব্দ। ইহার অর্থ অধিকারী হওয়া, স্বত্ববান হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী বিধানের পরিভাষায় ক্রীতদাস-দাসীর অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির অভিভাবকত্বকে ولاء বলা হয়। ক্রীতদাস-দাসীর

মৃত্যুর পর তাহার মুনীব তাহার ‘ওয়ালা’-এর উত্তরাধিকারী হয়। আর আযাদকৃত দাসের ‘ওয়ালা’-এর অধিকারী হয় মুক্তিদাতা।

যাহা হউক, হযরত বারীরা (রাযিঃ)-এর হাদীছ যাহা হযরত ইবন আবূ লায়লা (রহঃ) দলীল হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। অনুরূপ মর্মার্থের হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফের كتاب العتق -এর باب بيان الولاء (মুক্ত দাসের অভিভাবকত্ব হইবে মুক্তিদাতার জন্য)-এ আছে যে, عن عائشة انها ارادت ان تشترى جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق لمن اعتق (হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি একবার একটি ক্রীতদাসী (রাবীরাকে) খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন সেই ক্রীতদাসীর মনিবরা তাঁহাকে জানাইল যে, আমরা আপনার নিকট হইতে এই শর্তে ক্রীতদাসীটি বিক্রি করিতে পারি যে, তাহার ولاء (অভিভাবকত্ব)-এর অধিকারী আমরাই থাকিব। তিনি বলেন, অতঃপর বিষয়টি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থাপন করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই শর্ত তোমাকে ‘ওয়ালা’ হইতে বঞ্চিত করিবে না। কেননা, মুক্তিদাতার জন্য ‘ওয়ালা’-এর হক নির্ধারিত)। এই হাদীছে উল্লিখিত “এই শর্ত তোমাকে ‘ওয়ালা’ হইতে বঞ্চিত করিবে না” দ্বারাও ইমাম ইবন আবূ লায়লা (রহঃ) প্রমাণ পেশ করেন যে, شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত) দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হয় না; বরং শুধু শর্তই ফাসিদ হইয়া যায়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বিক্রেতাদের ‘ওয়ালা’ অধিকারীর শর্ত মানিয়া নেওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর বিক্রয় জায়িয হইবার এবং শর্তের বিপরীতে ‘ওয়ালা’-এর অধিকারী হযরত আয়িশা হইবার ফায়সালা দিলেন। আর অত্র অনুচ্ছেদেরই পরবর্তী আবূ উসামা (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে শর্তের কথাটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اشتريها واعتقيها واشترطى لهم الولاء (হে আয়িশা! তুমি তাহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করে দাও এবং তাহাদের জন্য ‘ওয়ালা’-এর শর্তে রাযী হইয়া যাও)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শর্তসমূহ দ্বারা بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হয় না, যদিও শর্তটি অকেজো হয়।

আর জমহূরের মতে شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত) দ্বারা بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হইয়া যায়। তাই তাহারা বারীরা (রাযিঃ)-এর ঘটনার বিভিন্নভাবে জবাব দিয়াছেন। উক্ত জবাবসমূহের ৫টি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) স্বীয় مغالم السنن গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় কাযী ইয়াহইয়া বিন আকছম (রহঃ) হইতে নকল করেন যে, তিনি এই রিওয়ায়ত “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে শর্তের অনুমতি দিয়াছিলেন” কে স্বীকার করেন না। কিন্তু ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ তাহার অভিমতকে খন্ডন করিয়া বলেন, হযরত বারীরা (রাযিঃ)-এর ঘটনা সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত, কাজেই ইহাকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে কেবল بيع (বিক্রয়)-এর অনুমতি দিয়াছিলেন। বারীরা (রাযিঃ)-এর মালিকদের জন্য ولاء -এর হুকুম দেন নাই। ইমাম তহাভী (রহঃ) স্বীয় মাআনিল আছার গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই জবাবের তায়ীদ করে। উহার শব্দ এইরূপ “হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার মুনিবের কাছে ফিরিয়া যাও, যদি তাহারা এই শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, আমি তোমার লিখিত মুক্তিপণের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করিলে তোমার ‘ওয়ালা’ আমার প্রাপ্য হইবে, তবে তাহা আমি করিতে পারি। হযরত বারীরা (রাযিঃ) স্বীয় মুনিবদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করিলে তাহারা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং বলিয়া পাঠাইল, যদি তিনি ছাওয়াবের আশায় তোমার লিখিত মুক্তিপণ আদায়ের দায়িত্ব নেন তাহা হইলে নিতে পারেন। (তবে তোমার ‘ওয়ালা’ আমাদের জন্যই থাকিবে)। অতঃপর বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিবার পর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তাহাদের এই শর্ত করা তোমাকে ‘ওয়ালা’ প্রাপ্তি হইতে বাধা দিবে না। তুমি তাহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিতে পার। কেননা, (শরীয়তের বিধানে) ‘ওয়ালা’

মুক্তিদাতার জন্যই নির্ধারিত।” অতঃপর ইহার ব্যাখ্যায় লিখেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) প্রথম পর্যায়ে তাহাকে ক্রয়ের ইচ্ছা করেন নাই, কেবল তাহার লিখিত মুক্তিপণ আদায় করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নিজের জন্য তাহার ‘ওয়ালা’-এর শর্তের প্রস্তাব দিয়াছিলেন, অতঃপর তাহার মনিব যখন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত ক্রয়ের চুক্তি করিবার নির্দেশ দিলেন, তাহা হইলে ‘ওয়ালা’-এর অধিকার হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হইবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবায় এই ইরশাদ ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله الخ (লোকদের কি হইয়াছে তাহারা এমন কতক শর্তারোপ করে যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই। ...) দ্বারা লিখিত মুক্তিপণ পরিশোধের মাধ্যমে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বারীরা-এর ولاء -এর অধিকারীণী হওয়ার শর্তের প্রস্তাবকে অস্বীকার করিয়াছেন। কেননা, বিধান মতে শুধু ক্রয়ের মাধ্যমে ولاء -এর অধিকারী হওয়া যায়)।

আর যে হযরত আবূ উসামা (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়তে রহিয়াছে واشترطى لهم الولاء (আর তাহাদের জন্য ‘ওয়ালা’-এর শর্তে রাযী হইয়া যাও)। ইহার জবাবে আল্লামা তহাভী ও ইমাম মুযানী (রহঃ) বলেন, এই স্থানে لهم শব্দের ل বর্ণটির অর্থ হইবে على যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وان اسأتم فلها (আর যদি তোমরা মন্দ কর তবে তাহাও নিজেদের উপরই। - বনী ইসরাঈল- ৭) আর হাদীছের অর্থ হইবে اشترطى عليهم ان يكون الولاء لك (তাহাদের সহিত এই শর্ত কর যে, ‘ওয়ালা’ তোমার হইবে)।

তবে ইমাম খাত্তাবী, ইমাম নওয়াভী ও ইবন দাকীকুল ঈদ (রহঃ) প্রমুখ এই জবাব ও ব্যাখ্যায় আপত্তি করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৩) শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, বিশেষ করিয়া এই ঘটনা বর্ণিত হাদীছের সর্বাধিক সহীহ ব্যাখ্যা হইতেছে যে, শর্ত করিবার হুকুমটি কেবল হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর এই ঘটনার সহিত খাস। ইহা দ্বারা আমভাবে হুকুম প্রমাণিত করা যাইবে না। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে শর্ত করিবার অনুমতি দিয়া পরবর্তীতে তাহা বাতিল করিবার হিকমত হইতেছে যে, যাহাতে লোকেরা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আমল করে এবং ইহা হইতে দূরে থাকে। যেমন আরবরা হজ্জের মাসে ওমরা করা দোষণীয় মনে করিত। এই ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে হজ্জের ইহরাম বাধার পর এই হুকুম বাতিল করিয়া দেন এবং ওমরা করিবার হুকুম দেন। আর কখনও مصلحة عظيمة (বিরাট কল্যাণ) লাভের জন্য مفسدة اليسيرة (সামান্য ক্ষতি) বহন করা যায়। তবে ইবন দাকীকূল ঈদ এই জবাবের উপর মন্তব্য করিয়া লিখেন, দলীল ব্যতীত বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না।

(৪) আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, হাদীছ শরীফে ولاء (অভিভাবকত্ব) এবং عتق (দাসমুক্তি)-এর শর্ত عقد (বিক্রয়)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। সম্ভবতঃ আকদের পূর্বেই শর্ত করা হইয়াছিল যাহা একটি ওয়াদা ছিল মাত্র (আর শর্ত বিধানসম্মত না হওয়ায়) ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে।

আর হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ‘আল ফাতহ’ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই জবাবের উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, ইহার কোন যৌক্তিকতা নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন ওয়াদা করিবার হুকুম দিবেন না যাহা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা নাই।

(৫) আল্লামা ইবন হাযম (রহঃ) বলেন, প্রাথমিক যুগে মুক্তিদাতা ছাড়া অন্য ব্যক্তির জন্য ولاء- এর শর্ত করিবার অনুমতি ছিল। তখনই তিনি শর্ত করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। অতঃপর انما الولاء لمن اعتق (নিশ্চয়ই ‘ওয়ালা’ মুক্তিদাতার জন্যই নির্ধারিত) ইরশাদ দ্বারা পূর্বের হুকুম মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আর হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) তাহার অভিমত নকল করিয়া বলেন, হাদীছের বাচনভঙ্গি এই জবাবকেও সমর্থন করে না।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, জমহুরের পক্ষে এই হাদীছে যেই সকল জবাব দেওয়া হইয়াছে সেই সকল জবাবের মধ্যে এই ৫টি জবাবই শক্তিশালী। কিন্তু ইহার কোন একটি জবাবও প্রশ্নমুক্ত নহে। যাহা হউক আমার অন্তরে আল্লাহ পাক যাহা উদয় করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতেছে যে, সেই সকল شرط فاسد (ফাসিদ শর্ত) দ্বারা بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হইয়া যায় যেই সকল শর্ত পূর্ণ করা বান্দার ইখতিয়ারে থাকে। আর যেই সকল শর্ত

পূর্ণ করা আকল কিংবা শরীআতের দৃষ্টিতে মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত সেই সকল শর্ত করিবার দ্বারা بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হয় না। যেমন, কোন বিক্রেতা যদি বলে তোমার কাছে এই কাপড়টি এই শর্তে বিক্রি করিলাম যে, তোমার উপর নামায ওয়াজিব হইবে না কিংবা তোমার নিকট এই কাপড়টি এই শর্তে বিক্রি করিলাম যে, তোমার সন্তান-সন্ততি ইহার ওয়ারিছ হইবে না। এই সকল শর্ত পূর্ণ করা বান্দার ইখতিয়ারের মধ্যে নহে। কাজেই এই সকল শর্ত অকেজো এবং ইহা দ্বারা بيع (বিক্রয়) ফাসিদ হইবে না।

আর যখন শরীআতের বিধান মতে ولاء -এর হকদার কেবল মুক্তিদাতা, তখন বিক্রেতা 'ওয়ালা'-এর শর্ত করিলে উহা এমন শর্ত করা হইল যাহা ক্রেতা পূর্ণ করা ইখতিয়ার বহির্ভূত। তাই শর্ত অকেজো সাব্যস্ত হইবে এবং বিক্রয় সংঘটিত হইবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا يمنعك ذلك (তাহাদের এই শর্ত করা তোমাকে 'ওয়ালা' প্রাপ্তি হইতে বাধা দিবে না) কিংবা اشترطى لهم الولاء (তাহাদের জন্য 'ওয়ালা'-এর শর্তে রাযী হইয়া যাও)-এর শর্ত উল্লেখ করা আর না করা উভয়ই হুকুমের দিক দিয়া সমান। শর্ত করা হউক কিংবা শর্ত না করা হউক সকল অবস্থায় ولاء আযাদকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করিবে তথা আযাদকারীই ولاء পাইবে। -(তাকমিলা ১ম, ২৮০-২৮১)

আর অপর দুইটি হাদীছের প্রথমটি হইতেছে النهى عن بيع و شرط (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রয় এবং শর্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন) এই হাদীছখানা দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) ইমাম তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে كراهية بيع ما ليس عنده অনুচ্ছেদে আইয়ূব (রহঃ) সূত্রে। তিনি আমর বিন শুআয়ব (রহঃ) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف و بيع ولا شرطان فى البيع (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন سلف এবং بيع হালাল নহে এবং بيع -এর মধ্যে দুই শর্তও নাই।) তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ হাসান, সহীহ। ইহা দ্বারাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও ইমাম ইসহাক (রহঃ) দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, بيع -এর মধ্যে এক শর্ত করা জায়িয আর দুই শর্ত জায়িয নহে।

(২) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) রিওয়ায়ত করেন আমর বিন শুআয়ব (রহঃ) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرط فى البيع (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بيع -এর মধ্যে শর্ত করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন) -(জামিউল মাসানীদ ২য় খণ্ড ২২ পৃ.) ইহা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, بيع -এর মধ্যে শর্ত জায়িয না হওয়াই আসল। চাই এক শর্ত হউক কিংবা বেশী।

আর দুইটি হাদীছের দ্বিতীয় হাদীছখানা অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ যে, হযরত জাবির (রাযিঃ) স্বীয় উট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিক্রি করিলেন এই শর্তে যে, তিনি ইহাতে আরোহণ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পৌঁছিবেন।

এই হাদীছের সার সংক্ষেপ আলোচনা হইতেছে যে, আলোচ্য হাদীছের ঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মূল আকদের সহিত আরোহণের শর্ত করা হইয়াছিল। যেমন استثنيت عليه حملانه الى اهلى (আমার বাড়ী পর্যন্ত ইহাতে আরোহণ করিবার শর্ত করিলাম)। আর কতক রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মূল আকদের সহিত শর্ত করা হয় নাই। বিনা শর্তেই বিক্রয় করা হইয়াছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহপূর্বক হযরত জাবির (রাযিঃ)কে সওয়ার হইবার অনুমতি দেন।

ইমাম আহমদ (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় নকল করেন যে, "হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি বাহন হইতে জমির উপর অবতরণ করিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার কি হইল? রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইহা তো আপনার উট। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার উটে আরোহণ কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইহা তো আমার উট নহে; বরং আপনার উট। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি দুইবার হুকুমটি ফিরাইয়া

দিলাম। অতঃপর যখন তৃতীয়বার নির্দেশ দিলেন তখন আমি আর ফিরাইয়া দেই নাই; বরং উটের উপর আরোহণ করিলাম।"

এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, হযরত জাবির (রাযিঃ) উটটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে تسليم (হস্তান্তর) করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি ইহার উপর আরোহণ করিতে রাযী হইতেছিলেন না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাকীদের কারণে তিনি সওয়ার হন। কাজেই ইহা মূল আকদের সময় শর্ত কি করিয়া হইতে পারে?

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থের كتاب الشروط -এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছখানা শর্তের শব্দ দ্বারাই অধিকাংশ এবং সহীহভাবে রিওয়ায়ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পর আল্লামা ওছমানী (রহঃ) স্বীয় 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থের ১২ খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বরং আলোচ্য হাদীছখানা বিনা শর্তেই অধিকাংশ এবং শক্তিশালী সনদ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি সকল রিওয়ায়তকে উল্লেখ করিয়া সনদ এবং মতন-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

আর যদি আমরা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অভিমতকে মানিয়াও নেই যে, শর্তের সীগা দ্বারা অধিকাংশ রিওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে আকদের পর পরই অনুগ্রহটি করা হইয়াছিল তাই কতক রাবী ইহাকে শর্তের সীগায় রিওয়ায়ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইতোপূর্বে উল্লিখিত ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর রিওয়ায়ত। উহাতে স্পষ্টভাবে আছে যে, অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে আরোহণ করিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। আর এই রিওয়ায়ত দ্বারা শর্তের ভিত্তিতে আরোহণের মর্ম নেওয়া সম্ভব নহে।

যাহা হউক মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমার অন্তরে যাহা উদয় করিয়াদিলেন তাহা হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহের প্রতি সাহাবাগণের পূর্ণ আস্থা ছিল। ফলে হযরত জাবির (রাযিঃ) সম্পর্কে এইরূপ ধারণাই করা যায় না যে, তিনি এই আশংকা করিয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে পদযোগে চলার জন্য ময়দানে ফেলিয়া যাইবেন। তাই তাঁহাকে বিক্রির সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বাড়ী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আরোহণের শর্ত করিয়া নিতে হইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহের প্রতি সাহাবাগণের পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতেই বিনা শর্তে বিক্রয় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بيع (ক্রয়)-এর পর স্বীয় অনুগ্রহের বিষয়টি কার্যতঃভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণের লক্ষ্যেই তাঁহাকে উটটিতে আরোহণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কতক রাবী এই অনুগ্রহের বিষয়টিকেই শর্তের সীগা দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর অন্যান্য রাবীগণ বাস্তব বিষয়টিকে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে তাহারা শর্তের সীগা দ্বারা রিওয়ায়ত করেন নাই।

অতঃপর ইহার অপর একটি ব্যাখ্যাও রহিয়াছে যাহা ইমাম তহাভী (রহঃ) স্বীয় 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ঘটনায় মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয় করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল উটের মূল্য প্রদানের মাধ্যমে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর প্রতি ইহসান করা। তাই তিনি বাহ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিবার পর উটটি নিজের জন্য না রাখিয়া হযরত জাবির (রাযিঃ)কে দিয়া দিলেন। আর ইহার প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ যে, اترانی ماكستك لاخذ جملك و دراهمك فهو لك (তুমি মনে করিয়াছ যে, কম মূল্য দিয়া তোমার উটটি নিয়া নিব? উট এবং দিরহামসমূহ সবই তোমার। তুমি এইগুলি নিয়া নাও। -(তাকমিলা ১ম, ৬৩৩-৬৩৫)

(৩৯৭৯) وحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنَا عِيسَى يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

(৩৯৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরম (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে রাবী ইবন নুমায়র (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৯৮০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ قَالَ أَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاحَقَ بِى وَتَحْتِى نَاضِحٌ لِى قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِى مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِى كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي خَالِى فَسَأَلَنِى عَنْ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِى فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِى أَوْ اسْتُشْهِدَ وَلِى أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ

(৩৯৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে গমন করি। পথিমধ্যে পিছন দিক হইতে আসিয়া তিনি আমাকে পাইলেন। আমি একটি মন্থর গতির উটের পিঠে চলিতেছিলাম যে, চলিতে প্রায় অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। রাবী বলেন, তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার উটের কি হইয়াছে? রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, অসুখ হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চাতে তাশরীফ নিলেন এবং উটটিকে ধমক দিলেন এবং দু'আ করিলেন। অতঃপর ইহা সকল উটের অগ্রভাগে চলিতে থাকিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এখন তোমার উটের অবস্থা কেমন? রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ভালই। আপনার দু'আর বরকতে সে সুস্থ হইয়াছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহাকে কি আমার নিকট বিক্রি করিবে? তখন আমি লজ্জিত হইলাম। কেননা, ইহা ব্যতীত অন্য কোন পানি বহনকারী উট আমার ছিল না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তারপর তাঁহার নিকট ইহা এই শর্তে বিক্রি করিলাম যে, মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত এই উটের পিঠে আরোহণ করিবার অধিকার আমার থাকিবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সদ্য বিবাহিত। কাজেই আমাকে অনুমতি দেন (লোকদের আগে মদীনায় যাওয়ার জন্য)। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তাই আমি অন্যান্য লোকদের আগেই মদীনার দিকে চলিলাম। যখন শেষ সীমায় পৌঁছিলাম তখন আমার মামার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার নিকট উটের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে সেই সকল কথা জানাইলাম যাহা আমি এই ব্যাপারে করিয়াছি। তিনি এই জন্য আমাকে তিরস্কার

করিলেন (যে, তোমার একটিমাত্র উট আর পরিবারের সদস্য সংখ্যা তোমার অনেক। তাহা সত্ত্বেও ইহাকে বিক্রি করিয়া দিলে?)

হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কুমারী না বিধবা বিবাহ করিয়াছ? আমি তাঁহার সমীপে আরয করিলাম, আমি বিধবা নারীকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কুমারী বিবাহ কর নাই কেন? তুমি তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে এবং সেও তোমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রাখিয়া আমার পিতা ইন্তিকাল করেন কিংবা (তিনি বলেন) শাহাদাত বরণ করেন। তাই আমি ইহা অপছন্দ করি যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই অনুরূপ আর একজনকে বিবাহ করিয়া আনি, যে তাহাদেরকে সুশিক্ষা দিতে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই কারণেই আমি বিধবা মহিলা বিবাহ করিয়াছি, যাহাতে সে তাহাদেরকে লালন-পালন করে এবং সুশিক্ষা দিতে পারে।

হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলেন তখন আমি প্রত্যুষে উটসহ তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি উহার মূল্য আমাকে প্রদান করেন এবং উটও ফেরত দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَلَاحَقَ بِى অর্থাৎ আমার পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। -(তাকমিলা ১ম, -৬৩৬)

عَلَى أَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ (উহার পিঠ আমার অধিকারে থাকিবে) الفقار শব্দটি ف বর্ণে যবরসহ পঠিত الفقارة -এর বহুবচন। তাহা হইতেছে উটের পিঠের উচু হাঁড়। ইহার দ্বারা রূপকভাবে আরোহণ মর্ম। -(ZvKwgjv 1g, -636)

انى عروس (আমি দুলা) العروس শব্দটি দুলা এবং দুলহান উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে ইহার বহুবচন عرس - ع -এবং ر বর্ণে পেশসহ পঠিত। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে ইহার বহুবচন عرائس ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ১ম, -৬৩৮)

ফায়দা

হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ দ্বারা শরীআতের বহু বিষয় জানা গেল। (১) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর অসুস্থ উটকে খোঁচা দিয়া দু'আ করার দ্বারা তড়িৎ সুস্থ হইয়া সকলের পূর্বে অগ্রগামী হওয়ার দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মুজিযা প্রকাশ হইয়াছে। (২) কোন ব্যক্তি স্বীয় বস্তু বিক্রির জন্য উপস্থিত না করিলেও ক্রেতা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে পারে। (৩) বস্তুর দরদাম করিয়া মূল্য স্থির করা জায়িয। (৪) কর্মকর্তা স্বীয় অধীনস্তদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া নেক উপদেশ দেওয়া মুস্তাহাব। (৫) কুমারী নারী বিবাহ করা মুস্তাহাব। (৬) স্বামী-স্ত্রী আমোদ প্রমোদ করা মুস্তাহাব। (৭) নিজের ছোট ছোট বোনদের সুশিক্ষা ও লালন পালনের উদ্দেশ্যে হযরত জাবির (রাযিঃ) কুমারী বিবাহ না করিয়া বিধবা বিবাহ করার দ্বারা তাহার ফযীলত প্রমাণিত হইয়াছে। (৮) সৈন্যদল হইতে কোন প্রয়োজনে কোন একজন সৈন্য সেনাপতির অনুমতি নিয়া অগ্রে যাইতে পারে। -(নওয়াভী ২য়, ৩০)

(৩৯৮১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَّ جَمَلِى وَسَاقَ

الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بِعْنِى جَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِى قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ فِى كِيسٍ لِى فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

(৩৯৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করি। অতঃপর আমার উটটি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং পূর্ণ ঘটনাসহ তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন। আর ইহাতে আছে যে, অতঃপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমার নিকট তোমার এই উটটি বিক্রি কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, না; বরং ইহা আপনারই। তিনি (পুনরায়) ইরশাদ করিলেন, না; বরং ইহাকে আমার নিকট বিক্রি কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, না; বরং ইহা (হাদিয়ারূপে) আপনারই। ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি (৩য় বার) ইরশাদ করিলেন, না; বরং ইহা আমার নিকট বিক্রি কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, তাহা হইলে আমার নিকট এক ব্যক্তি এক উকিয়া স্বর্ণ পাওনা আছে, উহার বিনিময়ে ইহা আপনার। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিলাম। তুমি ইহাতে আরোহণ করিয়া মদীনা পর্যন্ত যাইতে পারিবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাযিঃ)কে বলিলেন, তাহাকে এক উকিয়া স্বর্ণ দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দাও। অতঃপর তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিলেন এবং এক কীরাত অতিরিক্ত দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত এই অতিরিক্ত মুবারক কীরাতটি কখনও আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দিব না। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, উহা আমার নিকট একটি থলের মধ্যে থাকিত। অতঃপর হাররা জিহাদের দিবসে সিরিয়াবাসীরা ইহা ছিনাইয়া নিয়া যায়।

ফায়দা

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লেনদেনে কিছু বেশী দেওয়া ছাওয়াবের কাজ। সালিহীনের প্রদত্ত কোন বস্তু দ্বারা বরকত লাভের প্রত্যাশা করা জায়িয। যেমন জাবির (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত অতিরিক্ত কীরাতটি বরকতের জন্য নিজ থলিতে সংরক্ষণ করিতেছিলেন। -(নওয়াভী ২য়, ৩০)

(৩৯৮২) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِى ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِى وَيَقُولُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ

(৩৯৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। আমার উটটি পিছনে থাকিয়া যায় এবং হাদীছখানা পূর্ণ বর্ণনা করেন। আর ইহাতে তিনি বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে খোঁচা দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া ইহাতে আরোহণ কর এবং আরও অতিরিক্ত

বলিলেন যে, তিনি সর্বদা আমাকে অধিক দিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন।

(৩৯৮৩) وحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ قَالَ قُلْتُ عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِى وُقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِى

(৩৯৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী আতাকী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন তখন আমার উটটি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর উটটিকে খোঁচা দিলেন। ইহাতে সে দৌঁড়াইতে থাকিল। অতঃপর আমি ইহার লাগাম টানিয়া ধরি তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য, কিন্তু তাহাতে আমি সক্ষম হইলাম না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত মিলিত হন এবং ইরশাদ করেন, ইহাকে আমার নিকট বিক্রি কর। তখন আমি তাঁহার নিকট পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করি। রাবী হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম যে, আমি ইহাতে আরোহণ করিয়া মদীনা পর্যন্ত যাইব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি মদীনা যাওয়া পর্যন্ত ইহার উপর আরোহণ করিতে পারিবে। রাবী বলেন, আমি যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন উটসহ আমি তাঁহার খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে আরও এক উকিয়া অতিরিক্ত প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি উটও আমাকে হেবা করিয়া দেন।

(৩৯৮৪) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ نَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنُّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ

(৩৯৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম আম্মী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক সফরে সাথী ছিলাম। রাবী মুতাওয়াকিল বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি জিহাদের সফরের কথা বলিয়াছেন এবং পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! আমি কি মূল্য পরিশোধ করিয়াছি? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ! তিনি ইরশাদ করিলেন, মূল্য তোমার এবং উটও তোমার। মূল্য তোমার এবং উটও তোমার।

(৩৯৮৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِى أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِى ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِى

(৩৯৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আল আম্বরী (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে একটি উট দুই উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেন। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর যখন তিনি 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন একটি গাভী যবেহ করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, তাই আমি যবেহ করিলাম। অতঃপর তাঁহারা সকলেই উহা আহার করিলেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত (তাহইয়াতুল মসজিদ) সালাত আদায় করিবার হুকুম দিলেন। আর তিনি আমাকে উটের মূল্য ওযন করিয়া দেন এবং অতিরিক্ত কিছু দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَـدِمَ صِـرَارًا (যখন তিনি 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছিলেন) صرار শব্দটি ص বর্ণে যের দ্বারা পঠন অধিক সহীহ। 'সিরার' মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। আর মদীনা হইতে ইহার দূরত্ব তিন মাইল। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ইহা একটি পুরাতন কূপের নাম। ইহা মদীনা হইতে ইরাকের দিকে যাওয়ার পথে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, আমার মতে ইহা একটি স্থানের নাম, কূপ নহে। আর তিনি বলেন, মুসলিমের কতক রাবী এবং বুখারীর কতক রাবী ضرار - ض বর্ণে যের দ্বারা পঠনে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। উহা ভুল। কতক বিশেষজ্ঞ صرار কে غير منصرف বলিয়াছেন। তবে প্রসিদ্ধ হইতেছে منصرف রূপে পঠনই। -(নওয়াভী ২য়, ২৯)

أَمَرَنِى أَنْ آتِـيَ الْمَـسْجِدَ فَأُصَـلِّيَ رَكْعَتَـيْنِ (আমাকে মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিবার হুকুম দিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে নিজ ঘরে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত নফল পড়া মুস্তাহাব। আর ইহার দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, রাত্রির নফলের ন্যায় দিনের বেলায়ও নফল দুই দুই রাকআত আদায় করা মুস্তাহাব। -(নওয়াভী ২য়, ৩০)

(৩৯৮৬) حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا

(৩৯৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন যে, তিনি আমার নিকট হইতে সেই মূল্যে উহা ক্রয় করেন যাহা তিনি নির্ধারণ করেন। আর তিনি দুই উকিয়া এবং এক দিরহাম ও দুই দিরহামের কথা উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী বলেন, তিনি গাভী যবেহ করিবার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর উহা যবেহ করা হয় এবং পরে গোশত বন্টন করা হয়।

(৩৯৮৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَـنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

(৩৯৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাকে বলেন, আমি চার দীনারের বিনিময়ে তোমার উটটি গ্রহণ করিলাম। আর ইহার পিঠে আরোহণ করিয়া তুমি মদীনা মুনাওয়ারায় যাইতে পারিবে।

باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه

অনুচ্ছেদঃ জীব-জন্তু ধার করা জায়িয এবং উহার চাইতে উৎকৃষ্ট জন্তু দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৯৮৮) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

(৩৯৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ রাফি' (আল-কিবতী) (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তি হইতে অল্প বয়সী একটি উট ধার নিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট (বায়তুল মালের) সদকার উট আসে। তখন তিনি (স্বীয় গোলাম) আবূ রাফি' (রাযিঃ)কে সেই ব্যক্তির উট পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। আবূ রাফি' (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, সদকার উটের মধ্যে সেইরূপ উট পাইতেছি না, তবে উহা হইতে উত্তম মানের প্রাপ্ত বয়সী উট আছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এইটাকেই তাহাকে দিয়া দাও। নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا অর্থাৎ اقترض بعيرا (জনৈক ব্যক্তি হইতে অল্প বয়সী একটি উট ধার নেন) البكر শব্দটি ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ ছোট, অল্প বয়সী উট, উটের বাচ্চা। যেমন মানুষের মধ্যে غلام (যুবক) এবং নারীদের ক্ষেত্রে بكرة (যুবতী) ব্যবহৃত হয়। আর উট বাচ্চা যখন ছয় বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তম বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের চারটি দাঁত (رباعى) গজায় তখন এই উটকে رباعى এবং উষ্ট্রীকে رباعيه বলা হয়।

হিজাযী ফকীহগণ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া জন্তু-জানোয়ার ধার দেওয়া-নেওয়া জায়িয বলেন। অনুরূপ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মাযহাব।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে জন্তু-জানোয়ার ধার নেওয়া-দেওয়া জায়িয নাই। কেননা, কোন ব্যক্তি ধার হিসাবে যাহা নিবে হুবহু তাহাই ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। ইহা দ্বারা লাভবান হওয়া জায়িয নাই। আর ইহা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হুযায়ফা ও আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ)-এর অভিমত। আর ইমাম সুফয়ান ছাওরী, হাসান বিন সালিহ এবং সকল কুফীগণ (রহঃ)-এর মাযহাব।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দলীল হইতেছে যে, قرض (ধার) শুধু ذوات الامثال (সাদৃশ্য পূর্ণ বস্তুসমূহ)-এর মধ্যে জায়িয। কেননা, قرض (ধার)-এর হাকীকত হইতেছে যে, কাহাকেও কোন বস্তু এই শর্তে মালিক করিয়া দেওয়া যাহার مثل (অনুরূপ সাদৃশ্য বস্তু) ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব। আর ইহা কেবল সেই সকল বস্তুতে হইতে পারে যাহার مثل (সাদৃশ্য) আছে। যেমন مكيلات ، موزونات এবং عدديات বস্তুসমূহ। আর যাহার مثل সাদৃশ্য নাই তাহাতে حقيقة الفرض অবিদ্যমান। আর জন্তু-জানোয়ার ذوات الامثال (সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহ) নহে; বরং ذوات القيم (মূল্য জাতীয়)-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এইগুলি ধার দেওয়া-নেওয়া জায়িয নাই।

জন্তু-জানোয়ার قرض (ধার) এবং سلم (নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য ক্রয় করা) জায়িয না হইবার স্বপক্ষে অনেক আছার ও হাদীছ রহিয়াছে।

(১) কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, তোমরা ধারণা করিতেছ যে, সূদের ব্যাপারে আমি জানি না। অথচ আমি ভাল জানি। বিষয়সমূহের মধ্যে কতক বিষয় এমন আছে যাহা কাহারও নিকট গোপন নাই (বরং সকলেই জানেন, তাহা হইতেছে) স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকিতে বিক্রি করা, গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রি করা এবং জন্তু-জানোয়ার بيع سلم (নগদ মূল্যে বাকীতে) খরিদ করা। এইগুলি জায়িয নাই।

জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে بيع سلم জায়িয না হইবার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই যে, ইহার সাদৃশ্যতা সংরক্ষণ করা যায় না। অর্থাৎ যেই গুণের জন্তু দেওয়ার কথা তাহা হুবহু পাওয়া অসম্ভব।

(২) ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সলফ (ধার, কর্জ) অপছন্দ করিতেন।

(৩) মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে سلف (ধার, কর্জ) অপছন্দ করিতেন।

ইমাম সিন্দী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে হযরত সামুরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল দেন যে, হযরত সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (ইহা আসহাবে সুনান নকল করিয়াছেন)

ইমাম সিন্দী (রহঃ) বলেন, জন্তু-জানোয়ার ধার নেওয়াও بيع -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দিরহাম ও টাকা-পয়সা এইগুলি নির্ধারিত করিলেও নির্ধারিত হয় না। কাজেই সমপরিমাণ দিরহাম ও টাকা-পয়সা পরিশোধ করা رد العين (হুবহু যাহা ধার নেওয়া হইয়াছিল তাহা) পরিশোধ করিবার নামান্তর। আর জন্তু-জানোয়ার নির্ধারণ করিবার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই এক জন্তুর বদলায় অপর জন্তু শোধ করিলে رد العين (হুবহু শোধ) বলে না; বরং رد البدل বলে। ইহাই بيع (বিক্রয়)। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারা জন্তু-জানোয়ার ধার নেওয়া নাজায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হানাফীগণ আলোচ্য হাদীছের কয়েকভাবে জবাব দিয়াছেন

আলোচ্য হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আর মানসূখ হইবার দলীল হইতেছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করা' জায়িয ছিল। অতঃপর হযরত ইবন আব্বাস ও সামূরা বিন জুনদুব (রাযিঃ)-এর হাদীছ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন) দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আর যখন বাকীতে জন্তু বিক্রি করা মানসূখ প্রমাণিত হইল তখন জন্তু ধার নেওয়ার বিষয়টিও মানসূখ হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা, উভয়ের علت (কারণ) একই। আর তাহা হইতেছে عدم ضبطه بالوصف (গুণসহ সাদৃশ্যতা সংরক্ষণের অপারগতা) এবং ইহার হুবহু জন্তু বিদ্যমান না থাকা।

আর আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত হুযায়ফা ও আবদুর রহমান বিন সামূরা (রাযিঃ) তাঁহারা সকলই জন্তু-জানোয়ার ধার দেওয়া-নেওয়া হারাম বলিতেন। ইহা জায়িয হইবার বিষয়টি যদি মানসূখ না হইত তাহা হইলে তাঁহারা কখনও হারাম বলিয়া ফতোয়া দিতেন না। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ) স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে بيع سلم নাজায়িয হইবার বিষয়টি কাহারও নিকট গোপন নাই; বরং প্রত্যেকেই জানেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা জায়িয হইবার বিষয়টি মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে সকল সাহাবাগণের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল।

(২) আল্লামা সারখসী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের অন্যভাবে জবাব দিয়াছেন যে, এই স্থলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মালের প্রয়োজনে উট ধার নিয়াছিলেন। এই কারণেই সদকার উট দ্বারা তাহা পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর যদি তিনি নিজের প্রয়োজনে উটটি ধার নিতেন তাহা হইলে সদকার উট দ্বারা উহা পরিশোধের নির্দেশ দিতেন না। কেননা, বায়তুল মালে حق مجهول (অজ্ঞাত হক) প্রমাণিত হয়।

আর ইহার উপর ভিত্তি করিয়া হানাফীগণ বলেন, বায়তুল মালের প্রয়োজনে ذوات الامثال ছাড়া অন্যান্য বস্তু ধার করা জায়িয আছে।

(৩) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকীতে উটটি ক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর সেই মূল্যের বিনিময়ে অপর একটি উট ক্রয় করিয়া উহা পরিশোধ করেন। ইহাকে রাবী অনুরূপ তা'বীর করিয়াছেন। আর এই ধরণের লেনদেন আমাদের যুগে অনেক প্রচলন আছে। (আরফুশ শাযী) -(তাকমিলা ১ম, ৬৪১-৪৩)

إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কর্জ কিংবা ঋণ পরিশোধে উত্তম বস্তু দেওয়া সুন্নত এবং মাধুর্য চরিত। আর ইহা এমন ঋণ নহে যাহা মুনাফা টানিয়া আনে। তবে ঋণ দেওয়ার সময় অতিরিক্ত কিংবা উত্তম বস্তু পরিশোধের শর্ত করা নিষিদ্ধ এবং যদি ঋণ দেওয়ার সময় শর্ত করা না হয় এবং পরিশোধের সময় গ্রহীতা কিছু অতিরিক্ত প্রদান করে তাহা নেওয়া এবং দেওয়া দোষণীয় নহে। -(তাকমিলা ১ম, ৬৪৪)

(৩৯৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ انَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

(৩৯৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহঃ) তিনি ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প বয়সী একটি উট ধার করেন। অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই রিওয়ায়তে তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যাহারা ধার পরিশোধে উত্তম।

(৩৯৯০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

(৩৯৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার বিন উছমান, আল-আবদী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এক ব্যক্তির (একটি উট) পাওনা ছিল। সে তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করে। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাহাকে (শাস্তি দিতে) উদ্যত হন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তাই তিনি সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহার জন্য একটি উট খরিদ কর এবং তাহাকে উহা দিয়া দাও। অতঃপর তাহারা আরয করিলেন, আমরা এমন উট পাইতেছি যাহা তাহার উট হইতে বয়সে বড় এবং উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহাই ক্রয় করিয়া তাহাকে দিয়া দাও। কেননা, তোমাদের মধ্য হইতে কিংবা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ পরিশোধে উত্তম।

(৩৯৯১) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

(৩৯৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি (ছোট) উট ধার করিয়া আনেন। অতঃপর ইহা হইতে একটি বড় উট তাহাকে প্রদান করেন এবং ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে উত্তমভাবে ধার পরিশোধে উত্তম।

(৩৯৯২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا أَبِى قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

(৩৯৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া উট পরিশোধের জন্য আরয করিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার উট হইতে বড় একটি উট তাহাকে প্রদান কর এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে ঋণ পরিশোধে উত্তম।

بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلا

অনুচ্ছেদ ঃ একই জাতীয় জন্তু-জানোয়ার কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩৯৯৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ قَالَا أَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

(৩৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও ইবন রুমহ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা একজন গোলাম আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন না যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর মুনিব আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া নিতে চাহিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ইহাকে আমার নিকট বিক্রি করিয়া দাও। অতঃপর তিনি দুইজন কালো রং বিশিষ্ট গোলামের বিনিময়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিলেন। তারপর হইতে তিনি বায়আত গ্রহণ করিতেন না যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন যে, সে গোলাম কি না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ (অতঃপর তিনি দুইজন কাল রং বিশিষ্ট (হাবশী) গোলামের বিনিময়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া নিলেন)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান চরিত্রের অনুগ্রহে হইয়াছে। কেননা, তিনি এমন একজনকে ফেরত দিতে অপছন্দ করিয়াছেন যিনি হিজরতের উপর

বায়আত গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মুনিব মুসলমান ছিলেন। অন্যথায় তায়িফ ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত যেই সকল গোলাম মুসলমান হইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরকে তাহাদের মুনিবদের কাছে ফিরাইয়া দেন নাই।

অতঃপর আলোচ্য হাদীছ দলীল যে, জন্তু-জানোয়ারের বিনিময়ে জন্তু-জানোয়ার কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা জায়িয আছে যদি নগদ নগদ হয়। আর এই বিষয়ে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার বাকীতে বিক্রি করা জায়িয কি না এই বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে জায়িয। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে নাজায়িয।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) দুই উটের বিনিময়ে এক উট গ্রহণ করিতেন সদকার উট আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ সদকার উট যখন আসিবে তখন ধারকৃত সেই দুই উট পরিশোধ করা হইবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করা জায়িয।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দলীল হইতেছে যাহা اصحاب السنن গ্রন্থে হযরত সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, হযরত সামুরা (রাযিঃ) বর্ণিত এই হাদীছ দ্বারা আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। (অধিকন্তু তাহার লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ছিল না; বরং বায়তুল মালের জন্য ধার হিসাবে ছিল। আর বায়তুল মালের জন্য অনুরূপ ধার নেওয়া আমাদের মতেও জায়িয)। আর এতদুভয় হাদীছে অনেক আলোচনা আছে। যিনি বিস্তারিত জানিতে চান তিনি 'ইলাউস সুনান' ১৪ খণ্ডের ২৮০-২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ১ম, ৬৪৮-৬৪৯)

بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِى الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুকিম ও সফর অবস্থায় রাহন (বন্ধক) রাখা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩৯৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

(৩৯৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইয়াহুদীর নিকট হইতে বাকীতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন। অতঃপর তাঁহার বর্মটি তাহাকে বন্ধক হিসাবে প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ يَهُودِيٍّ (জনৈক ইয়াহুদী হইতে)। তাহার নাম আবূ শাহম আয-যুফরী। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন। -(তালখীসুল খাবীর)। ইহার উপর প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুসলমান হইতেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেন। কাজেই তিনি ইয়াহুদী হইতে ক্রয় করিতে গেলেন কেন? শারেহ নওয়াভী (রহঃ) ইহার জবাবে বলেন, অমুসলিমদের সহিত লেনদেন করা জায়িয। ইহা বর্ণনা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন। কিংবা ঐসময় সাহাবীগণের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল না। কিংবা সাহাবায়ে কিরাম তাহার নিকট হইতে রাহন (বন্ধক) গ্রহণ করিবেন না, আবার মূল্যও নিবেন না।

(বরং হাদিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন)। সুতরাং তিনি ইয়াহুদীর সহিত লেনদেন করিলেন যাহাতে কোন সাহাবীই কষ্টের মধ্যে পতিত না হন।

আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, পূর্ণাঙ্গ ঘটনা জানিলে এই সকল জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বায্‌যার গ্রন্থকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম হযরত আবূ রাফি' (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে মেহমান আগমন করিলেন, তখন তিনি আমাকে তাহাদের জন্য খাদ্য ক্রয়ের জন্য পাঠাইলেন। অতঃপর আমি ইয়াহুদীদের জনৈক ব্যক্তির কাছে গমন করিয়া বলিলাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে মেহমান আগমন করিয়াছেন। আর তাঁহার ঘরে মেহমানদারী করিবার মত কিছু নাই। কাজেই তুমি আমার নিকট (খাদ্য) বিক্রি কর কিংবা রজব মাসে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে খাদ্য বিক্রি কর। তখন ইয়াহুদী বলিল, না, আল্লাহর কসম, আমি কোন বস্তু رهن (বন্ধক) দেওয়া ব্যতীত খাদ্য বাকীতে বিক্রি করিব না। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ ঘটনা জানাইলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমি আসমানবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং জমিনবাসীদের মধ্যেও বিশ্বস্ত। আর সে যদি আমার নিকট বাকীতে বিক্রি করে কিংবা আমার নিকট বিক্রি করে তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রাপ্য মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিয়া দিব। ঠিক আছে, তুমি আমার বর্মটি নিয়া যাও। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়- لا تمدن عينيك الى ما متعنابه ازواجا منهم (আপনি চক্ষু তুলিয়া ঐ বস্তুর প্রতি দেখিবেন না, যাহা আমি তাহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করিবার জন্য দিয়াছি। -সূরা হিজর- ৮৮)

طعاما (খাদ্যদ্রব্য)। ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুল জিহাদ ও মাগাযীতে ইহার পরিমাণ ৩০ সা' شعير (যব) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর তিরমিযী ও নাসায়ী গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ২০ সা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের رهن অনুচ্ছেদে উভয় রিওয়ায়তের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে করিয়াছেন যে, মূলতঃ ৩০ সা'-এর কম এবং ২০ সা'-এর বেশী ছিল। কেহ আংশিক অংশ সংযোগ করিয়া ৩০ সা' বলিয়াছেন আর কেহ আংশিক অংশ বাদ দিয়া ২০ সা' বলিয়াছেন। আর ইবন হাব্বান গ্রন্থে শায়বান সূত্রে তিনি কাতাদাহ (রহঃ) হইতে, তিনি হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল এক দীনার। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১ম, ৬৫০)

فَأَعْطَاهُ دِرْعًا (তাহাকে বর্মটি প্রদান করিলেন)। درع শব্দটি د বর্ণে যের দ্বারা مذكر এবং مؤنث উভয়ই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যিম্মী অমুসলমানদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র رهن (বন্ধক) রাখা জায়িয আছে। আর ইহার উপর কিয়াস করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা জায়িয হইবে যদি এই যিম্মী مامون (নিরাপদ) হয়। কিন্তু হারবী অমুসলমানদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা এবং رهن (বন্ধক) রাখা জায়িয নাই। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫০)

رهنا (বন্ধক)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া জমহুরে ওলামা (রহঃ) বলেন, মুকীম অবস্থায় رهن (বন্ধক) রাখা জায়িয। তবে মুজাহিদ, দাউদ ও আহলে যাহির (রহঃ) বলেন, মুসাফির অবস্থা ছাড়া رهن (বন্ধক) রাখা জায়িয নাই। তাহারা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লিখক না পাও তাহা হইলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। -সূরা বাকারা- ২৮৩) এই আয়াতে সফরের শর্ত করা হইয়াছে। তাই শুধু সফর অবস্থায় رهن (বন্ধক) রাখা জায়িয এবং মুকীম অবস্থায় জায়িয নাই।

জমহুরে ওলামা আয়াতের জবাবে বলেন- আয়াতে সফরের শর্ত قيد احترازى নহে; বরং قيد اتفاقى তাই ইহা তাহাদের দলীল হয় না। অধিকন্তু ইহা مفهوم مخالف হয়। আর হানাফীগণের মাযহাব মতে স্পষ্ট। কেননা, হানাফীদের মতে مفهوم مخالف (বিপরীত অর্থ গ্রহণে) দলীল হিসাবে গৃহীত হয় না। আর শাফেয়ী

মাযহাবে مفهوم مخالف দলীল হিসাবে গৃহীত হয় বটে কিন্তু যদি ইহা সহীহ হাদীছের সহিত বিরোধপূর্ণ হয় তাহা হইলে مفهوم مخالف-এর উপর হাদীছ প্রাধান্য হইবে। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫০)

(৩৯৯৫) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(৩৯৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও আলী বিন খাশরম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইয়াহুদীর নিকট হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং স্বীয় লৌহবর্ম তাহার কাছে বন্ধক রাখেন।

(৩৯৯৬) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

(৩৯৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহঃ) তিনি ... হযরত আ'মাশ (রহঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)-এর কাছে بيع سلم এর মধ্যে رهن (বন্ধক) রাখা সম্পর্কে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রহঃ), তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইয়াহুদীর নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজ লৌহবর্ম তাহার কাছে বন্ধক রাখেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ = সলম-এর মধ্যে رهن (বন্ধক) রাখা সম্পর্কে হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) البيوع-এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই স্থানে سلم দ্বারা قرض (কর্জ) মর্ম। ইহার পারিভাষিক অর্থ মর্ম নহে। আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আমি বলিতেছি যে, তাঁহার কথা হইতেই سلم-এর মধ্যে رهن (বন্ধক) জায়িয হইবার বিষয়টি পাওয়া যায়। কেননা, হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) নিজেই স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের كتاب السلم -এর মধ্যে লিখিয়াছেন। আলোচ্য হাদীছ সেই সকল লোকদের অভিমত খণ্ডন করিয়া দেয় যাহারা বলেন سلم - এর মধ্যে رهن জায়িয নাই।

আর আল-ইসমাঈলী নকল করেন ইবন নুমায়র হইতে, তিনি আ'মাশ (রহঃ) হইতে নকল করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)কে বলিলেন, হযরত সা'দ বিন যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, নিশ্চয় سلم -এর মধ্যে رهن রাখা সূদ। তখন হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) এই হাদীছ দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া দেন। তবে ইবন ওমর, হাসান, আওযায়ী এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম আহমদ (রহঃ) ইহাকে অপছন্দ করেন বলে বর্ণিত আছে। আর তাহাদের ছাড়া অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞ ইহার رخصت (অনুমতি) দিয়াছেন। আর ইহাদের দলীল হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الى ان قال (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) (যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও) হইতে (তাহা হইলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। -সূরা বাকারা, ২৮২-২৮৩) এই স্থানে শব্দটি عام (ব্যাপক)। ফলে

ইহার ব্যাপকতার মধ্যে سلم ও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেননা, ইহাও এক প্রকার بيع (বিক্রয়)। -(ZvKwgjv 1g, 651)

(৩৯৯৭) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

(৩৯৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়ত مِنْ حَدِيدٍ (লৌহের) কথা উল্লেখ করেন নাই।

بَاب السَّلَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সলম সম্পর্কে

(৩৯৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌو قَالَ نَا وَقَالَ يَحْيَى قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(৩৯৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আমরু নাকিদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় আগমনের সময় মদীনাবাসীরা এক কিংবা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম বিক্রি করিত। তখন তিনি ইরশাদ করেন, যে কেহ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করিবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাণে, নির্ধারিত ওযনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয় করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ وَهُمْ يُسْلِفُونَ (আর তাহারা অগ্রিম বিক্রি করিত)। السلف এবং السلم (উভয়টি প্রথম বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) ইহার وزن এবং معنى একই (অর্পণ করা, কর্জ, ধার ও ঋণ প্রভৃতি)। আর আল্লামা মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, ইহাকে ইরাকীদের ভাষায় السلف এবং হিজাযীদের ভাষায় السلم বলে। শরীআতের পরিভাষায় سلم বলা হয় بيع اجل بعاجل (নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য ক্রয় করা)। আর ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে ইহা শরীআত সম্মত।

আল্লামা সারখসী (রহঃ) বলেন, এই عقد (অর্থাৎ سلم এবং سلف) কে এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কেননা, بيع তখন সংঘটিত হইবে যখন عاقد (বিক্রেতা)-এর মালিকানায় معقود عليه (পণ্য) উপস্থিত হইবে। (উল্লেখ্য ঈজাব ও কবূলের মাধ্যমে سلم অনুষ্ঠিত হয়) কাজেই অভ্যাসগতভাবে سلم -এর মধ্যে এমন পণ্য কবূল করা হয় যাহা বর্তমানে বিক্রেতার মালিকানায় মওজুদ নাই। সময়ের পূর্বে অগ্রিম عقد হইবার কারণে ইহাকে سلم এবং سلف বলে। আর ইহা بيع المعدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয়)-এর অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে কিয়াস দ্বারা নাজায়িয বুঝা যায়। কেননা, بيع المعدوم বাতিল। কিন্তু কুরআন মজীদ ও সুন্নত দ্বারা ইহা বৈধ প্রমাণিত হইবার কারণে আমরা কিয়াসকে বর্জন করিলাম। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও। -সূরা বাকারা- ২৮২)

اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ শব্দদ্বয় منصوب بنزع الحافض অর্থাৎ الى السنة والسنتين (এক বা দুই বছরের জন্য)। আর কোন কোন রিওয়ায়তে والثلاث سنين (এবং তিন বছরের জন্য)ও বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা)

فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত ওযনে (ক্রয় করে))। (كيلى পণ্য হইল যাহা পাত্র দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং وزنى পণ্য হইল যাহা বাটখারা দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়)। আল্লামা ইবন হাযম (রহঃ) স্বীয় المحلى গ্রন্থে ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন مكيلات (পাত্র দ্বারা পরিমেয়) পণ্য কিংবা موزونات (বাটখারা দিয়া পরিমেয়) পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্যে سلم জায়িয নাই। আর জমহুরে ফুকাহা (রহঃ) বলেন المذروعات (গজ দ্বারা পরিমেয়) পণ্য এবং العدديات المتقاربه (সংখ্যা দ্বারা পরিমেয়) পণ্যের মধ্যেও سلم জায়িয আছে। তবে শর্ত হইতেছে, গজ কিংবা সংখ্যা নির্দিষ্ট হইতে হইবে। কেননা, سلم জায়িয হইবার জন্য كيل এবং وزن -এর কোন বিশেষত্ব নাই এবং এতদুভয়ের কোন প্রভাবও নাই; বরং سلم জায়িয হইবার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া শর্ত। আর ইহা المزروعات এবং العدديات المتقاربه দ্বারাও নির্ধারিত হয়। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫৩)

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (নির্ধারিত মেয়াদে -)। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, بيع سلم সহীহ হইবার জন্য (১) قدر (مسلم فيه -এর পরিমাণ নির্ধারিত থাকা) এবং (২) الاجل (مسلم فيه -অর্পণের সময় নির্ধারিত থাকা) শর্ত। এই দুইটি শর্তের সহিত ফুকাহায়ে কিরাম আরও কয়েকটি শর্ত সংযোজন করিয়াছেন। আর তাহা এই জন্য যে, قدر এবং اجل নির্ধারিতভাবে না জানিবার দ্বারা مفضى الى المنازعة (বাদানুবাদের দিকে পৌঁছানো) হয়। যাহা দ্বারা বিক্রেতার জন্য পণ্য অর্পণ করা এবং গ্রহণ করাতে বাধাগ্রস্ত হইবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক সেই বস্তু যাহা অজ্ঞাত থাকিবার কারণে مفضى الى المنازعة হয় তাহা নির্ধারিত করিয়া জানিয়া নেওয়া ওয়াজিব। সেই মতে (৩) مسلم فيه (পণ্যের) جنس (জাতি) নির্ধারিতভাবে জানা থাকা, (৪) পণ্যের نوع (প্রকার) সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকা (৫) পণ্যের صفت (গুণ) নির্দিষ্টভাবে জানা থাকা ওয়াজিব। সুতরাং এই পাঁচটি শর্তের উপর অধিকাংশ ফকীহগণের ঐকমত্য রহিয়াছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) আরও একটি শর্ত অতিরিক্ত সংযোজন করেন যে, (৬) مسلم فيه (পণ্য) অর্পণ তথা হস্তান্তর করিবার স্থান নির্ধারিত থাকিতে হইবে। কেননা, ইহা অজ্ঞাত থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে مفضى الى المنازعة (বাদানুবাদের দিকে পৌঁছানো) হইয়া থাকে। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর এক অভিমত। আর ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, ইহা শর্ত নহে। তাহাদের মতে যেই স্থানে عقد (বিক্রয় চুক্তি) সম্পাদিত হইয়াছে সেই স্থানেই مسلم فيه (পণ্য) অর্পণ করা ওয়াজিব। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দ্বিতীয় অভিমত। -(মাবসূত)

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) আরও একটি শর্ত সংযোজন করেন যে, (৭) عقد (বিক্রয় চুক্তি)-এর সময় হইতে পণ্য অর্পণ করা পর্যন্ত সময়ে مسلم فيه বাজারে মওজুদ থাকিতে হইবে। আর ইহা ইমাম ছাওরী, আওযায়ী এবং আসহাবে রায়-এর অভিমত। কিন্তু জমহুরে ওলামা (রহঃ) ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাহারা বলেন, ইহা শর্ত নহে; বরং পণ্য অর্পণের নির্ধারিত সময়ে বিদ্যমান থাকিলেই যথেষ্ট। কাজেই তাহাদের মতে মৌসূম আসিবার পূর্বেই ফলের মধ্যে بيع سلم -এর চুক্তি করা যাইবে। আর ইহা ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহঃ)-এর অভিমত। (যেমন المغنى গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩২৬ পৃষ্ঠায় আছে)

আল্লামা উছমানী (রহঃ) স্বীয় 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থের ১৪ খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল উত্থাপন করিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) আবুল বুখতারী (রহঃ) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তাহাকে খেজুরের মধ্যে بيع سلم -এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত গাছে খেজুর বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অধিকন্তু আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ গ্রন্থে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খেজুর গাছে শীষ আসিবার পূর্বে খেজুরের মধ্যে بيع سلم জায়িয নাই। কেননা, জনৈক ব্যক্তি

তাহার বাগানের খেজুর গাছে শীষ আসিবার পূর্বে খেজুরের মধ্যে سلم করিয়াছিল। অতঃপর এই বৎসর তাহার বাগানের খেজুর গাছে শীষ আসিল না। তখন ক্রেতা বলিল, যেই বৎসর শীষ আসিবে তাহা আমার হইবে। কিন্তু বিক্রেতা বলিল, আমি তো তোমার কাছে এই বছরের ফল বিক্রি করিয়াছি। অতঃপর উভয়ে বাদানুবাদ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইল। তখন তিনি বিক্রেতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি যাহা ক্রেতা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা ফেরত দাও। আর তোমরা খেজুর ব্যবহার উপযোগী হইবার পূর্বে গাছের খেজুরের মধ্যে بيع سلم করিও না।

ইহা দ্বারা এই শর্তের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মত শক্তিশালী হইলেও জমহুরের মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কেননা, মূলতঃ মানুষের প্রতি সহজ করিবার উদ্দেশ্যে بيع سلم শরীআতে জায়িয করা হইয়াছে। আর এই সহজতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে জমহুরের অভিমত অনুযায়ী। বিশেষ করিয়া আমাদের যুগে। এই কারণেই হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানুভী (রহঃ) ইহাতে প্রশস্ততা প্রদান পূর্বক বলেন, জরুরতের কারণে সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া এই মাসআলায় জমহুরের অভিমত অনুযায়ী আমল করা জায়িয হইবে। (ইমদাদুল ফতোয়া ৩য় খণ্ড ১০৬ পৃ.) -(তাকমিলা ১ম, ৬৫৪-৬৫৫)

(৩৯৯৯) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

(৩৯৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহঃ) তিনি ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনকালে মদীনার লোকেরা খেজুর অগ্রিম বিক্রি করিত। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিলেন, যেই ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয় করিতে চায় সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওযনে বিক্রি করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- ৩৯৯৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০০০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(৪০০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসমাঈল বিন সালিম (রহঃ) তাঁহারা ... সকলে ইবন উয়ায়না (রহঃ)-এর সূত্রে ইবন আবূ নাজীহ (রহঃ) হইতে এই সনদে রাবী আবদুল ওয়ারিছ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইবন উয়ায়না (রহঃ) إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (নির্ধারিত মেয়াদে) বাক্য উল্লেখ করেন নাই।

(৪০০১) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالا نَا وَكِيعٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(৪০০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশশার (রহঃ) তাঁহারা ... সুফয়ান (রহঃ)-এর

সূত্রে ইবন আবূ নাজীহ (রহঃ) হইতে তাহাদের সনদে ইবন উয়ায়না (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর সুফয়ান (রহঃ) হইতে إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (নির্ধারিত মেয়াদে) বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন।

بَاب تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِى الْأَقْوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখা হারাম হওয়া প্রসংগে

(৪০০২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِى كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

(৪০০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কায়নাব (রহঃ) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি গুদামজাত করে সে পাপী। অতঃপর কেহ সাঈদ (রহঃ)কে বলিলেন, আপনি তো গুদামজাত করেন, সাঈদ (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের বর্ণনাকারী মা'মার (রাযিঃ), তিনিও গুদামজাত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ مَعْمَــرًا (নিশ্চয় মা'মার (রাযিঃ))। তিনি হইলেন মা'মার বিন আবদুল্লাহ বিন নাযহাল (রাযিঃ)। যেমন ইবন মাজাহ (রহঃ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাহাবাগণের একজন। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫২)

مَنْ احْتَكَرَ (যেই ব্যক্তি গুদামজাত করে)। الاحتكار -এর আভিধানিক অর্থ احتباس الشئ انتظار لغلائه (মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বস্তু আটকাইয়া রাখা)। আর اسم হইতেছে الحكرة ইহা ح বর্ণে পেশ এবং ك বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। (কামূস)। আর শরীআতের পরিভাষায় احتكار হইতেছে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি খরিদ করা এবং তাহা বেশী মূল্য লাভের আশায় আটকাইয়া রাখা তথা গুদামজাত করা। (রদ্দুল মুখতার ২: ২৮২)

অধিকাংশ ফকীহগণের মতে শুধু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে احتكار (গুদামজাত) করা হারাম। কাজেই তাহাদের মতে খাদ্য জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে احتكار করা হারাম নহে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অভিমত। (রদ্দুল মুখতার)

ইবন কুদামা (রহঃ) বলেন, তিনটি শর্ত একসাথে জমায়েত হইলে احتكار (গুদামজাত) হারাম। (১) নিজ শহরে খরিদকৃত হওয়া। কাজেই যদি অন্য শহর হইতে কোন বস্তু আনা হয় কিংবা নিজের খাদ্যশস্যের সহিত কোন কিছু মিলানো হয় আর উহাকে গুদামজাত করা হয় তাহা হইলে গুদামজাতকারী বলিয়া গণ্য হইবে না। (২) খরিদকৃত বস্তু নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য হওয়া। কাজেই চামড়া, মিষ্টি, মধু, তৈল এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এইগুলি গুদামজাত করা হারাম নহে। (৩) ইহা খরিদ করিবার দ্বারা যদি মানুষ সংকটে নিপতিত হয়। আর ইহা দুইভাবে হইতে পারে (ক) গুদামজাত দ্বারা শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে। যেমন হারামায়ন শরীফায়ন এতদুভয় শহর ছোট হইবার কারণে احتكار দ্বারা লোকেরা সংকটে পতিত হইবে। পক্ষান্তরে বিরাট শহর যেমন বাগদাদ, বাসরা এবং মিশর। এই সকল বড় শহরে সাধারণতঃ গুদামজাতের দ্বারা লোকদের মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না। তাই উহাতে গুদামজাত করা হারাম নহে। (খ) শহরবাসীর অভাব অনটনের সময় যদি বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য নিয়া কাফেলা আসে তখন শহরের সম্পদশালীরা উহা খরিদ করিয়া নেওয়ার কারণে মানুষেরা সংকটে পতিত হইবে। কাজেই শহরে অভাব না থাকা অবস্থায় এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমানের অবস্থায় খরিদ করিয়া গুদামজাত করা যাহা দ্বারা কেহই সংকটে পতিত না হইলে তাহা হারাম নহে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, গুদামজাত (احتكار) হারাম হওয়ার বিষয়টি শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সহিত নির্দিষ্ট নহে। তিনি বলেন, আটকাইয়া রাখিবার কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ধরণের

যে কোন পণ্য আটকাইয়া গুদামজাত করিয়া রাখা নিষিদ্ধ احتكار-এর অন্তর্ভুক্ত। (রদ্দুল মুখতার ৫: ২৮২)

জমহুরের উলামা সম্ভবতঃ احتكار শব্দটির অর্থের দিকে দৃষ্টি করিয়া কেবল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে احتكار (গুদামজাত) হারাম হইবার বিষয়টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কেননা, احتكار শব্দটি মূলতঃ অভিধানে বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া রাখিবার অর্থ বুঝাইবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

আল্লামা ইবন সাইয়্যেদ (রহঃ) বলেন احتكار হইল আহার্য এবং অনুরূপ যাহা আহার করিবার যোগ্য তাহা জমায়েত করা এবং মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় মূল্য বৃদ্ধির সময় পর্যন্ত গুদামজাত করিয়া রাখা। এই কারণেই হাদীছে রাবী হযরত মা'মার (রাযিঃ) খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য গুদামজাত করিতেন। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫৭)

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) সম্ভবতঃ احتكار -এর ماده (মূল)-এর দিকে দৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা, احتكار -এর ماده (মূল) حكر শব্দটি অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন জমিতে পানি জমা করিয়া আটকাইয়া রাখিলে বলা হয় الحكر للماء المستنقع فى وقبة من الارض لانه يحتكر অর্থাৎ يجمع و يحبس (জমা করে এবং আটকাইয়া রাখে) (যমখশরী স্বীয় 'আল-ফায়িক' গ্রন্থে ১: ২৮০ পৃ. উল্লেখ করিয়াছেন।) অতঃপর তিনি ইশারা করিয়াছেন যে, ইহা احتكار الطعام (খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। আর احتكار হারাম হইবার উদ্দেশ্য হইতেছে, জনসাধারণের ক্ষতি দূর করা এবং মানুষকে সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত রাখা। এই কারণেই অভাবহীন সময়ে পণ্য গুদামজাত করা জায়িয। যেমন আল্লামা ইবন কুদামা উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই উদ্দেশ্য সফলতার জন্য কতক পণ্যের ক্ষেত্রে খাস করা ঠিক হইবে না। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় যে, খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য আটকাইয়া রাখিবার কারণে জনসাধারণ আরও কঠিন সমস্যায় পতিত হয়। আর সেই সকল পণ্য মানুষের অধিক প্রয়োজন হয়।

আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা হারাম হইবার বিষয়টি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই শরীআতের নির্দেশ অনুযায়ী ইহার উপর আমল করা সদা সর্বদা জরুরী। কেননা, মানুষের জন্য অন্যান্য পণ্যের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনই অধিক হয়। আর খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের গুদামজাতের বিষয়ে বিচারকের রায়ের দিকে সোপর্দ করা হইবে। বিচারক যদি খাদ্যদ্রব্যের মত অন্যান্য পণ্যের গুদামজাতের মধ্যেও কঠোর ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন তাহা হইলে তিনি উহা করিতে নিষেধ করিবেন, অন্যথায় অনুমতি দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, ৬৫৬-৬৫৮)

فَهُوَ خَاطِئٌ (তবে সে পাপী) خاطئ অর্থাৎ اثم عاص (গুনাহগার, পাপী) (নওয়াভী) আর مخطئ -এর অর্থ ভিন্ন। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, المخطئ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে ভাল নিয়তে কোন নেক কাজ সম্পাদন করিতেছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ভুলবশতঃ মন্দকাজ সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আর خاطئ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে ইচ্ছাকৃত মন্দ কাজ সম্পাদন করে। -(তাকমিলা ১ম, -৬৫৮)

فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ (আপনি তো গুদামজাত করেন)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মা'মার (রাযিঃ) ও তাঁহার শিষ্য সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহঃ) এতদুভয় খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য গুদামজাত করিতেন। আর ইহা শক্তিশালী দলীল যে, হারামের হুকুম খাদ্যদ্রব্যের সহিত খাস। কেননা, হাদীছের রাবী হযরত মা'মার (রাযিঃ) সাহাবীগণের একজন। আর হাদীছের রাবী হাদীছের মর্মার্থের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

অতঃপর সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহঃ) হযরত মা'মার (রাযিঃ)-এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু احتكار (গুদামজাত) করা জায়িয আছে। সুতরাং হাদীছে নিষেধাজ্ঞার হুকুম খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করার সহিত খাস। আর ইহাই জমহুরে ওলামার অভিমত। -(তাকমিলা ১ম, -৬৫৯)

(৪০০৩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

(৪০০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আল আশয়াছী (রহঃ) তিনি ... হযরত মা'মার বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, পাপী লোক ছাড়া কেহ গুদামজাত করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ- ৪০০২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪০০৪) قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِم و قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِى مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِى عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى

(৪০০৪) হাদীছ, ইবরাহীম বলেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমাদের জনৈক সাথী, তিনি আমর বিন আওন (রহঃ) হইতে, তিনি ... আদী বিন কা'ব সম্প্রদায়ের মা'মার বিন আবূ মা'মার (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর ইয়াহইয়া (রহঃ) হইতে সুলায়মান বিন বিলাল (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ (ইবরাহীম (রহঃ) বলেন) তিনি ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ছাত্র। -(তাকমিলা ১ম, -৬৫৯)

حَدَّثَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার কতক সাথী)। এই স্থানে ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় শায়খ (রহঃ)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি যেহেতু স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তাহার হাদীছ সংকলন করিয়াছেন, সেহেতু ইহা প্রমাণিত যে, তিনি ছিকাহ ছিলেন। তবে সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থে তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি রিওয়ায়ত করিয়াছেন ওহাব বিন বাকীয়া (রহঃ) হইতে, তিনি খালিদ বিন আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে, আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই ধরণের সনদে ১৪ খানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর কতক আলিম ইহা সহীহ মুসলিম-এর منقطعات -এর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তবে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, উসূলে হাদীছে ইহাকে منقطع বলে না। তবে ইহা مجهول রিওয়ায়ত বটে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইহাকে متابعة (অনুসরণ)-এ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা আসল হাদীছ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না। অধিকন্তু অন্য রিওয়ায়ত দ্বারা যদি مجول (অজানা) تعين (নির্ধারিত) হইয়া যায় তাহা হইলে কোন প্রশ্ন থাকে না। -(তাকমিলা ১ম, -৬৫৯)

بَاب النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞার বিবরণ

(৪০০৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ ح قَالَ وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

(৪০০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাঁহারা ... ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, কসম পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী এবং মুনাফা বিলোপকারী হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

منفقة (প্রচলন ঘটানো)। منفقة শব্দটি ف ও م বর্ণে যবর এবং ن বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত مفعلة -এর ওযনে نفاق (ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠন) হইতে উদ্ভূত। অর্থ রেওয়ায, প্রচলন ঘটানো যাহা كساد (দর পতন, ঘাটতি)-এর বিপরীত। এই স্থানে مصدر উল্লেখ করিয়া مبالغة -এর অর্থ প্রকাশের লক্ষ্যে فاعل -এর অর্থ নেওয়া হইয়াছে। আর কতক منفقة শব্দটিকে ن ও م বর্ণে যবর দ্বারা এবং ف বর্ণে যেরসহ তাশদীদ দ্বারা পাঠ করেন তখন ইহা تنفيق হইতে اسم فاعل مؤنث -এর সীগা হইবে। ইহার অর্থ الترويح হইবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীছ প্রথম পদ্ধতিতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১ম, -৬৬০)

ممحقة (বিলোপকারী)। ممحقة শব্দটিও منفقة -এর ন্যায় مفعلة -এর ওযনে المحق হইতে উদ্ভূত। অর্থ ত্রুটি বা ক্ষতি করা। কমাইয়া দেওয়া ও বাতিল করিয়া দেওয়া। আর কেহ এই শব্দটি التمحيق হইতে اسم فاعل -এর সীগা নকল করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিটি অধিক সহীহ। -(তাকমিলা ১ম, -৬৬০)

للربح (মুনাফার জন্য ...)। এই শব্দটি সহীহ মুসলিম শরীফে এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইসমাঈলীও তাহার অনুসরণে অনুরূপভাবেই রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী লায়ছ (রহঃ) সূত্রে للبركة (বরকতের জন্য) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) উয়ায়না বিন খালিদ (রহঃ) সূত্রে তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। আর ইসমাঈলী হযরত লায়ছ (রহঃ) সূত্রে ممحقة لكسب (উপার্জনের জন্য ক্ষতিকারক) শব্দ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অনুরূপ ইমাম নাসায়ী (রহঃ) ইবন ওহাব সূত্রে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর যিনি للبركة (বরকতের জন্য) রিওয়ায়ত করিয়াছেন তিনি رواية بالمعنى করিয়াছেন। কেননা, উপার্জনে ত্রুটির জন্য বরকত বিলোপ করিয়া দেয়। (ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১ম, -৬৬০)

(৪০০৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

(৪০০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, আবূ কুরায়ব এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত আবূ কাতাদা আনসারী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম করা হইতে বিরত থাক। কেননা, উহা পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে অতঃপর (বরকত) বিলোপ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, কসম যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে উহা অকাট্য হারাম। আর যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও মাকরূহ। কেননা, মানুষ যখন ইহাতে অভ্যস্ত হয় তখন তাহাকে মিথ্যার দিকে নিয়া যায়। মিথ্যার দিকে নিয়া যাওয়ার মাধ্যম হওয়া বন্ধ করিবার

জন্য ইহাকে মাকরূহ গণ্য করা হইয়াছে। কেননা, حلف (কসম)-এর হাকীকত হইতেছে, ইহা দ্বারা বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় কিংবা তাহার সাক্ষ্যে অর্পণ করা। আর এই সকল দুনইয়াবী বিষয়সমূহে মুনাসিব নহে।

আর শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহঃ) বলেন, দুই কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী কসম করা মাকরূহ।

(১) অনেক সময় ইহাতে ক্রেতা প্রতারিত হয় (২) আল্লাহ তা'আলার নামের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা কলব হইতে দূর হইয়া যাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আর মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রচলন ঘটে বটে এবং ইহা দ্বারা ক্রেতা সকল ধোঁকায় পতিত হয়। আর ইহা বরকত বিলোপকারী হয়। কেননা, ব্যবসায় বরকত লাভের প্রধান উপায় হইল ফিরিশতাগণের দু'আ লাভ করা। আর এই মিথ্যা শপথের গুনাহের কারণে ফিরিশতাগণ নেক দু'আর স্থলে বদ-দু'আ করে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২:১১২ পৃ. দ্রষ্টব্য) -(তাকমিলা ১ম, -৬৬১)

بَاب الشُّفْعَة

অনুচ্ছেদ ঃ শুফআ-এর বিবরণ

(৪০০৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِى رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

(৪০০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জমি কিংবা বাগানে যদি কাহারও কোন শরীক থাকে, তাহা হইলে ঐ শরীকের অনুমতি না নিয়া সে উহা বিক্রি করিতে পারিবে না। তাহার পছন্দ হইলে গ্রহণ করিবে আর অপছন্দ হইলে ছাড়িয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَرِيكٌ فِى رَبْعَـةٍ (ঘরের মধ্যে শরীক)। ربعـة শব্দটি ر বর্ণে যবর এবং ب বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ ঘর কিংবা মঞ্জিল। الربـع এবং الربعـة এতদুভয় শব্দের একই অর্থ। মূলতঃ এতদুভয় শব্দ সেই মঞ্জিলের অর্থ প্রকাশ করে যাহাতে মানুষেরা বসন্তকালে বসবাস করে। অতঃপর শব্দদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপকতা আসিয়াছে। এখন সকল ঘরকেই ربـع বা ربعـة বলে। -(তাকমিলা ১ম, -৬৬২)

وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ (আর অপছন্দ হইলে ছাড়িয়া দিবে)। ইহা দ্বারা ইমাম আহমদ (রহঃ) স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, شـفيـع (শুফআর হকদার) যদি বিক্রয় চুক্তির পূর্বে বিক্রয়ের অনুমতি দেয় এবং শুফআর দাবী ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে শুফআর হক বাতিল হইয়া যাইবে। কাজেই বিক্রয়ের পর তাহার জন্য শুফআর দাবী করা জায়িয নাই। ইহা ইমাম হাকম, ছাওরী, আবূ উবায়দা, আবূ খায়সামা এবং আহলে হাদীছের এক জামাআত (রহঃ)-এর অভিমত। আলোচ্য হাদীছে مـبيـع (বিক্রিত বস্তু)কে শরীকের সামনে পেশ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এখন যদি সে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার দ্বারা শুফআর হক বাতিল না হয় তাহা হইলে বিক্রয়ের পূর্বে তাহার অনুমতি নেওয়ার কোন মানে থাকে না। অধিকন্তু আগত রিওয়ায়তে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, ''فان باع ولم يـؤذنـه فـهـو احـق بـه'' (সে যদি বিক্রি করে এবং শরীকদের অনুমতি না নেয়, তাহা হইলে তাহারই ক্রয়ের অধিক হকদার থাকিবে)। ইহার مـفـهـوم مـخـالـف (বিপরীত অর্থ) দ্বারা বুঝা যায় যে, বিক্রয়ের পূর্বে শরীকের অনুমতি নিলে সে আর ক্রয়ের অধিক হকদার থাকিবে না।

আর জমহুরে ওলামা (রহঃ) বলেন, বিক্রয়ের পূর্বে অনুমতি দেওয়ার দ্বারা শুফআর হক বাতিল হয় না। কেননা, শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হয় বিক্রয় চুক্তির পর। কাজেই হক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে অনুমতি দেওয়া ধর্তব্য হইবে না। যেমন আকদের পূর্বে মহিলা স্বীয় মহর ছাড়িয়া দিলে তাহা ধর্তব্য নহে; বরং আকদের পর মহর দেওয়া ওয়াজিব হইবে। শুফআর হক-এর বিষয়টি তদ্রুপই।

আর আলোচ্য হাদীছ দ্বারা যে দলীল দেওয়া হইয়াছে তাহা مفهوم مخالف (বিপরীত অর্থ) দ্বারা দলীল দেওয়া হইয়াছে। مفهوم مخالف (বিপরীত অর্থ গ্রহণ)-এর দ্বারা দলীল দেওয়া হানাফীগণের মতে হুজ্জত (দলীল) হয় না।

তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে প্রকাশ্য মর্ম প্রথম দলের অভিমতকেই তায়ীদ করে। ফলে যাহাদের মতে مفهوم مخالف দলীল হিসাবে গৃহীত তাহাদের বিষয় স্পষ্ট। আর যাহাদের মতে مفهوم مخالف হুজ্জত নহে (যেমন হানাফীগণ) তাহাদের অভিমতের বিপক্ষে দলীল হয় না। আর হানাফীগণের মতে مفهوم مخالف দলীল হয় না বলিয়া شفيع কে অবগত করাইবার পর এবং সে অনুমতি দেওয়ার পর বিক্রি করিলে শুফআর হক বাকী থাকিবে কি না এই বিষয়ে হাদীছ নিশ্চুপ। কাজেই তাহা আসল-এর উপর বাকী থাকিবে। আর প্রকাশ্য যে, ইহার আসল হইতেছে عدم الشفعة (শুফআর হক না পাওয়া)। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সকল বস্তুতে শুফআর হক দিয়াছেন সেই সকল বস্তুতে আমরা খেলাফে কিয়াস শুফআর হক প্রতিষ্ঠা করি। আর অন্যান্য বস্তুতে উহা আসল-এর উপর বাকী থাকিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে বিশেষ এক পদ্ধতির শুফআর হক ছাবিত করিয়াছেন। উহা হইতেছে যে, শরীকের অনুমতি ব্যতীত যদি জমি বিক্রি করা হয় তাহা হইলে শুফআর হক প্রতিষ্ঠা হইবে। আর যদি শরীকের অনুমতি নিয়া জমি বিক্রি করা হয় সেই অবস্থার ব্যাপারে হাদীছে কোন হুকুম না দিয়া নিশ্চুপ রহিয়াছে। কাজেই এই অবস্থায় উহা আসল অবস্থার উপর বাকী থাকিবে। আর উহা হইতেছে عدم الشفعة (শুফআর হক না থাকা)।

আল্লামা উছমানী (রহঃ) স্বীয় اعلاء السنن গ্রন্থের ১৭:৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, হাদীছের অর্থ হইতেছে, শরীক হইতে গোপন করিয়া জমি বিক্রির মাধ্যমে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হালাল নহে; বরং বিক্রেতার জন্য সমীচীন যে, সে বিক্রি করিবার আগে ভূমির অন্য শরীককে অবগত করানো। কেননা, তাহার নিকট হইতে গোপন রাখায় কোন ফায়দা নাই। অপর শরীক যখনই অবগত হইবে তখনই শুফআর দাবী করিতে পারিবে। তাহার হক সাকিত হইবে না। তাই কোন্ কারণে গোপন রাখিবে? আর এই উদ্দেশ্যটিই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে অবগত করাইবার দ্বারা حق شفعة সাকিত হইবার উপর এই হাদীছ দলীল হয় না। কেননা, হাদীছ এই ব্যাপারে নিশ্চুপ। -(তাকমিলা ১ম, ৬৬২-৬৬৩)

যাহা হউক কোন মুসলমান একবার অনুমতি দিয়া উহার বিপরীতে দাবী করা উচিৎ নয়। তবে যদি কেহ দাবী করে তবে তাহার হক প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

(৪০০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِىالزُّبَيْرِعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

(৪০০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল শরীকানা বস্তুর বিষয়ে শুফ'আর পক্ষে

রায় দিয়াছেন যাহা বিভক্ত করা যায় না, বাড়ী হউক কিংবা বাগান। নিজ শরীককে অবগত করানো ব্যতীত তাহার জন্য উহা বিক্রি করা হালাল নহে। অতঃপর সে ইচ্ছা করিলে (ক্রয় করিয়া) রাখিয়া দিবে আর ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করায় তাহা হইলে তাহারই ক্রয়ে অধিক হকদার থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (বাড়ী হউক কিংবা বাগান)। এতদুভয় শব্দ كل شركة বাক্য হইতে بدل হইয়াছে। অর্থাৎ ان الشفعة ثابتة فى كل دار او حائط اذا كان كل واحد منهما مشاعا (প্রত্যেক বাড়ী কিংবা বাগানে শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে যদি তাহাদের উভয়ের প্রত্যেকেরই অংশ থাকে)। অতঃপর শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ ইহার বিভক্তযোগ্য হইবার বন্দীত্ব লাগাইয়া থাকেন। কাজেই তাহাদের মতে যাহা বিভক্তযোগ্য নহে তাহাতে শুফ'আ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যেমন ছোট গোসলখানা, ছোট চাক্কী এবং সংকীর্ণ রাস্তা। আর বিপরীতে হানাফী ও মালিকী মতাবলম্বীগণ বলেন, বিভক্তযোগ্য নহে এমন বস্তুতেও শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে। -(তাঃ ১ম, ৬৬৩)

(৪০০৯) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ فِى أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

(৪০০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ) তিনি ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক শরীকানা বস্তুতে শুফ'আর হক আছে- জমি হউক কিংবা বাড়ী কিংবা বাগান। শরীকের নিকট উপস্থাপন ব্যতীত তাঁহার পক্ষে বিক্রি করা শুদ্ধ হইবে না। অতঃপর হয়তো সে গ্রহণ করিবে কিংবা ত্যাগ করিবে। যদি সে উপস্থাপন না করে তাহা হইলে তাহার শরীকই উহার অধিক হকদার হইবে যতদিন পর্যন্ত না তাহাকে খবর দিবে (এবং সে ত্যাগ না করিবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الشفعة (শুফ'আ) ঃ প্রকাশ থাকে যে, الشفعة শব্দটি الشفع (জোড়) হইতে উদ্ভূত। ইহা বেজোড় (وتر) -এর বিপরীত শব্দ। যেহেতু ইহার সহিত এক সংখ্যা অপর সংখ্যার সহিত কিংবা এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত মিলানো হয়। আরবী ভাষায় বলা হয় شفعة الشئ اذا ضممته শুফআর মাধ্যমে অন্যের অংশ যেহেতু নিজের অংশের সহিত সংযুক্ত করা হয় সেহেতু ইহাকে شفعة নামকরণ করা হইয়াছে। আর পরিভাষায় শুফ'আ বলা হয় حق تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه (ক্রেতার সমপরিমাণ মূল্য দিয়া বিক্রেতাকে বাধ্য করিয়া কোন জমির মালিক হওয়া)। -(তাকমিলা ১ম, ৬৬৪ ও অন্যান্য)

فِى كُلِّ شِرْكٍ (প্রত্যেক শরীকানা বস্তুতে)। অর্থাৎ স্থানান্তর অযোগ্য স্থাবর বস্তুতে। যেমন ইহার ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী فى ارض او ربع او حائط (জমি হউক কিংবা বাড়ী হউক কিংবা বাগান হউক) দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহা ائمه اربعه (চার ইমাম) এবং জমহুরে ফকীহগণের অভিমত। তাঁহাদের মতে স্থাবর বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

ইমাম ইবন হাযম এবং কতক আহলে যাহির (রহঃ)-এর মতে স্থাবর ও অস্থাবর সকল ধরণের বস্তুতে শুফআর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর ইহা হাসান বাসরী, ইবন সীরীন, আবদুল মালিক বিন ইয়ালা এবং উছমান আল-বিত্তি (রহঃ) প্রমুখের অভিমত বলিয়াও নকল করিয়াছেন। -(মহল্লী)। আর শাওকানী (রহঃ) স্বীয় 'নায়লুল আওতার" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ এই অভিমতকে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মারাত্মক ভুল হইয়াছে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে অস্থাবর বস্তুতে কোনভাবেই শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইমাম ইবন হাযম (রহঃ) স্বীয় মতের স্বপক্ষে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল দেন-

ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সেই সকল বস্তুতে শুফ'আর পক্ষে ফায়সালা করিয়াছেন, যাহা বিভক্ত করা যায় না। আর যদি সীমা নির্ধারিত থাকে এবং রাস্তা ভিন্ন থাকে তাহা হইলে শুফ'আ হকদার হইবে না)। এই হাদীছ كل مالم يقسم (প্রত্যেক সেই সকল বস্তু যাহা বিভক্ত করা যায় না) আমভাবে ইরশাদ করায় অস্থাবর বস্তুও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জমহুরে ফকীহগণ তাহার দলীলের জবাব দিয়াছেন যে, হাদীছে كل مالم يقسم (প্রত্যেক সেই সকল বস্তু যাহা বিভক্ত করা যায় না) আমভাবে বলিয়া বাড়ী এবং জমিসমূহের হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীছের দ্বিতীয় অংশই ইহার প্রমাণ বহন করে। কেননা, দ্বিতীয় অংশে ইরশাদ হইয়াছে فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق (যদি সীমা নির্ধারিত থাকে এবং রাস্তা ভিন্ন থাকে) সীমা নির্ধারিত থাকা এবং রাস্তা ভিন্ন থাকা সাধারণতঃ জমি এবং বাড়ীর মধ্যেই হইয়া থাকে। সকল বস্তুতে নহে। কাজেই এই হাদীছ ইমাম ইবন হাযম (রহঃ) প্রমুখের স্বপক্ষে দলীল হয় না। তবে ইবন হাযম (রহঃ) স্বীয় মতের স্বপক্ষে আরও কতক আছার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা ওছমানী (রহঃ) স্বীয় اعلاء السنن গ্রন্থের ১৭ ঃ ৩-৪ পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে উত্তর দিয়াছেন।

জমহুরের দলীল হইতেছে যাহা 'বাযযার' গ্রন্থকার আবুয যুবায়র (রহঃ) সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة الا فى ربع او حائط (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বাড়ী কিংবা বাগান ব্যতীত অন্য কিছুতে শুফ'আর দাবী নাই)। আর ইমাম বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় 'সুনান' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ হানীফা (রহঃ) সূত্রে আতা (রহঃ) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ রূপে বর্ণনা করেন- لا شفعة الا فى دار او عقار (বাড়ী কিংবা জমি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে শুফ'আ নাই) -(তাকমিলা ১ম, ৬৬৫)

প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আ-এর মাসআলা

জমহুরে ওলামা (রহঃ) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া বলেন যে, مبيع (বিক্রিত বস্তু)-এর মধ্যে শরীক আছে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও জন্য শুফ'আ-এর দাবী নাই। কেননা, হাদীছ শরীফে অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর অভিমত। আর ইহা হযরত ওমর ও হযরত ওছমান (রাযিঃ) এবং ওমর বিন আবদুল আযীয, সাঈদ বিন মুসায়্যাব, সুলায়মান বিন ইয়াসার, যুহরী, আওযায়ী, ইসহাক ও আবূ ছাওর (রহঃ) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে তিন প্রকারে শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) شريك فى نفس المبيع (খোদ বিক্রিত বস্তুর মধ্যে শরীক। (২) شريك فى حقوق المبيع (বিক্রিত বস্তুর হকসমূহের মধ্যে শরীক) যেমন রাস্তা, নালা এক হওয়া এবং (৩) الجار الملاصق (পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী) ক্রমানুসারে শুফআর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রথম প্রকার থাকিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার শুফ'আর হক পাইবে না। প্রথমটি না থাকিলে দ্বিতীয় প্রকার শুফ'আর হক পাইবে তৃতীয়টি পাইবে না। আর প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকার না থাকিলে তৃতীয় প্রকার শুফ'আর হক পাইবে।

জমহুরে ওলামা (রহঃ)-এর দলীল উহাই যাহা ইমাম বুখারী প্রমুখ হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم - فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সেই সকল বস্তুতে শুফ'আর পক্ষে ফায়সালা করিয়াছেন- যাহা বিভক্ত করা যায় না। আর যদি (ভাগ করার মাধ্যমে) সীমা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা ভিন্ন থাকে তাহা হইলে শুফ'আর হকদার হইবে না)। এই হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি

বন্টন দ্বারা পৃথক করিবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শুফ'আর বিধান কার্যকর করিয়াছেন। বন্টন করিয়া সীমা নির্ধারিত হইয়া গেলে কিংবা রাস্তা ভিন্ন হইয়া গেলে শুফ'আ কার্যকর করিতেন না। আর বন্টন হইবার পূর্ব পর্যন্ত نفس مبيع থাকে। বন্টনের পর نفس مبيع থাকে না।

আর হানাফীগণ হুবহু উপর্যুক্ত জমহুরে ওলামার উপস্থাপিত হাদীছ দ্বারা حقوق المبيع -এর মধ্যে শুফ'আর হকদার হইবার প্রমাণ পেশ করেন। এই হাদীছ প্রমাণ করেন যে, শরীকানার দ্বারা শুফ'আর হকদার প্রমাণিত হয়। চাই সেই শরীকানা نفس المبيع -এর মধ্যে হউক কিংবা حق المبيع -এর মধ্যে হউক। প্রথমটি স্পষ্ট। আর দ্বিতীয়টি হকদার হওয়ার প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وصرفت الطرق (আর রাস্তা ভিন্ন থাকা) ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, نفس المبيع -এর মধ্যে শরীকানার দ্বারা যেমন শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হয় তেমন রাস্তার শরীকানার দ্বারাও শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর دلالة النص দ্বারা পানি এবং নহরের মধ্যে শরীকানা দ্বারা শুফ'আ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হানাফীগণের পক্ষ হইতে প্রতিবেশী শুফ'আর হকদার হইবার প্রমাণ

(১) হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, الجار احق بشفعة جاره ينتظربها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا- (প্রতিবেশী স্বীয় প্রতিবেশীর নিকট শুফ'আর অধিক হকদার। (বিক্রির সময়) সে যদি অনুপস্থিত থাকে তবে তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে, যখন তাহাদের উভয়ের রাস্তা এক হয়)। -(সুনান আবূ দাউদ)

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম আবূ রাফি' (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, الجار احق بسقبه (يعنى شفعته) (প্রতিবেশী শুফ'আর অধিক হকদার)। -(সহীহ বুখারী)

(৩) ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন যে, الجار احق بشفعته (প্রতিবেশী শুফ'আর অধীক হকদার)।

উপর্যুক্ত হাদীছসমূহে স্পষ্টরূপে প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তবে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, হাদীছসমূহে উল্লিখিত الجار (প্রতিবেশী) দ্বারা الجارالشريك (مبيع তে শরীক প্রতিবেশী) মর্ম, অন্যান্যরা নহে। তাহারা স্বীয় মতের স্বপক্ষে আবূ রাফি' ও সা'দ (রাযিঃ)-এর দুইটি রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছেন।

হানাফীগণের পক্ষে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, আবূ রাফি' ও সা'দ (রাযিঃ)-এর ঘটনা উপর্যুক্ত عموم الحديث (ব্যাপক মর্ম) হাদীছকে খাস করিবার যোগ্যতা রাখে না। কেননা, الجار (প্রতিবেশী) শব্দটি হাদীছ শরীফে ব্যাপকভাবে প্রত্যেক প্রতিবেশীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। চাই مبيع তে শরীক হউক কিংবা না। আর কোন সাহাবী যদি ব্যাপক মর্মার্থের কোন হাদীছ বিশেষ কোন ঘটনায় ব্যবহার করেন, তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ইহার হুকুম উক্ত ঘটনার সহিত খাস; বরং ফিকহের দৃষ্টিতে হাদীছের শব্দের প্রেক্ষিতে ব্যাপকই থাকে।

আর হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (অতঃপর যদি সীমা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা ভিন্ন হয় তাহা হইলে শুফ'আর হকদার হইবে না)।

হানাফীগণ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, বস্তু বন্টন হইয়া যাওয়ার পর পূর্ব শরীকানার কারণে শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আর ইহা দ্বারা অন্য কারণে শুফ'আ প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়টি নিষেধ করে না। যেমন প্রতিবেশী।

আল্লামা উছমানী (রহঃ) স্বীয় اعلاء السنن গ্রন্থের ১৭ খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় আলোচ্য মাসআলার সারসংক্ষেপ লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ اذا وقعت الحدود

وصرفت الطرق فلا شفعة (আর যদি সীমা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা ভিন্ন হয় তাহা হইলে শুফ'আর হকদার হইবে না)-এর তাবীল করিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী ও শাওকানী (রহঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ الجار احق بسقبه -এর তাবীল করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যদি শুফ'আ প্রতিষ্ঠিত হইবার শরীআত সম্মত علت (মূল কারণ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখা যায়, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তাবীলই প্রাধান্য। কেননা, ইহার মূল কারণ (علت) হইল دفع ضرر (অন্যকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করা)। আর শরীকের কারণে যেমন মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তেমনি প্রতিবেশীর কারণেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং প্রতিবেশী শুফ'আর হকদার হইবে। -(তাকমিলা ১ম, ৬৬৫-৬৬৮)

بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِى جِدَارِ الْجَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা-এর বিবরণ

(৪০১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِى جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

(৪০১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যেন নিজেদের প্রাচীরে কোন প্রতিবেশী কাঠ ইত্যাদি রাখিতে চাহিলে বাধা না দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের কি হইল! আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে অমনোযোগী প্রত্যক্ষ করিতেছি। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয় কাধে ইহাকে নিক্ষেপ করিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً (কাঠ রাখিতে চাহিলে) خشبة শব্দটি نكره এবং مفرد (একবচন) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর কোন কোন রিওয়ায়তে اضافت এবং جمع রূপে خشبه (তাহার কাঠসমূহ) হইয়াছে। আল্লামা নওয়াভী (রহঃ) আবদুল গণী বিন সাঈদ (রহঃ) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, ইমাম তহাভী (রহঃ) ছাড়া সকল লোকই ইহাকে جمع বলেন, ইমাম তহাভী (রহঃ)-এর অনুকরণে হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে লিখেন مفرد ই সহীহ। কেননা, হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে শব্দটি مفرد রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লামা উবাই (রহঃ) স্বীয় 'শরহে সহীহ মুসলিম' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় তাহার শায়খ হইতে উল্লেখ করেন যে, প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করিবার মর্ম এই নহে যে, প্রতিবেশী ইহার উপর ঘর নির্মাণ করিবে। কেননা, ইহা দ্বারা প্রাচীরের ক্ষতি হইবে; বরং হাদীছের মর্ম হইল প্রাচীরে কেবল ছাদের কাঠ রাখিতে দেওয়া। এতখানি অনুগ্রহ হইতে নিষেধ না করা। এই অভিমতের পক্ষপাতিত্বে উহা পেশ করা হইয়াছে যাহা ইমাম তাবারী (রহঃ) স্বীয় 'তাহযীবুল আছার' গ্রন্থের ১১৫১ নং রিওয়ায়তে হযরত আবুয যিনাদ (রহঃ) হইতে এই শব্দে বর্ণনা করেন যে, اذا سأل احدكم اخوه ان يلزق بجداره خشبات فليدعه (তোমাদের কোন ভাই যদি প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সেই সুযোগ দেওয়া চাই) কাজেই ইহা মুস্তাহাবমূলক নির্দেশ। -(তাকমিলা ১ম, ৬৬৯-৬৭০)

فى جداره (তাহার দেয়ালের মধ্যে)। ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহঃ) ইহাকে ওয়াজিবের উপর প্রয়োগ করেন। তাহাদের মতে কোন অবস্থাতেই (প্রাচীরে কাঠ স্থাপন হইতে) নিষেধ করা জায়িয নাই। আর ইহা মালিকীগণের মধ্যে আল্লামা ইবন হাবীব (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কাদীম অভিমত।

আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জাদীদ অভিমত অনুযায়ী আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি মুস্তাহাবমূলক। আর নিষেধাজ্ঞাটি তানযিহীমূলক। কাজেই কাহারও জন্য তাহার প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তাহার প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা জায়িয নাই। তবে প্রাচীরের মালিকের জন্য অনুমতি দেওয়া মুস্ত াহাব। মালিক যদি তাহা করিতে নিষেধ করে তাহা হইবে ফায়সালার মাধ্যমে, তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না।

জমহুর তথা হানাফী প্রমুখের দলীল হইতেছে لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه (কোন মুসলমান ভাইয়ের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাহার মাল ব্যবহার করা হালাল নহে)। অধিকন্তু আগত অনুচ্ছেদে বর্ণিত

হইয়াছে من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من بيع ارضين (যেই ব্যক্তি কাহারও এক বিঘত জমি জোর দখল করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহার গলায় সাত তবক যমীন হইতে বেড়িরূপে পরাইয়া দিবেন)। তাহা ছাড়া অন্যান্য হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কাহারও অনুমতি ব্যতীত তাহার মাল ব্যবহার করা হারাম। আর নিম্নোক্ত রিওয়ায়ত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছের নির্দেশখানা মুস্তাহাবমূলক।

(১) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) স্বীয় কিতাবে আলোচ্য হাদীছকে এই শব্দে নকল করিয়াছেন যে, اذا ستأذن احدكم اخاه ان يغرز خشبه فى جداره فلا يمنعه (তোমাদের কোন ভাই যদি তাহার প্রাচীরে কাঠ স্থাপনের অনুমতি চায় তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করা চাই না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাহারও প্রাচীরে কাঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিলে তাহার অনুমতি নেওয়া জরুরী। আর যদি ইহা حقوق لازمة (জরুরী হক) হইত তাহা হইলে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭০)

لارمين (অবশ্যই ছুড়িয়া মারিতাম)। আর ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) রিওয়ায়ত করিয়াছেন এই শব্দে لا لقينها (অবশ্য ইহাকে আমি নিক্ষেপ করিয়া দিতাম)। যেমন মানুষ কোন বস্তুকে কাহারও কাঁধে এই উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া মারে যাহাতে তাহার অমনযোগিতা দূর হইয়া মনযোগী হয়। অধিকন্তু এই হাদীছের মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, আমি এই হাদীছ অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করিব যদিও ইহাতে তোমাদের অপছন্দ হয়। কেননা, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কথাটি তখনই বলিয়াছিলেন যখন তিনি মারওয়ানের পক্ষ হইতে মদীনার প্রশাসক ছিলেন। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭৩)

بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (তোমাদের উভয় কাঁধে)। اكتاف শব্দটি ت বর্ণের সহিত كتف-এর বহুবচন। আর অন্য রিওয়ায়তে আছে اكنافكم আর اكناف শব্দটি ن বর্ণের সহিত كنف-এর বহুবচন। অর্থ পার্শ্ব। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়তে প্রথমটি রহিয়াছে। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭৩)

(৪০১১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح قَالَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৪০১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম।

(৪০১২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا نَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

(৪০১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা বিন সাঈদ এবং আলী বিন হুজর (রহঃ) তাঁহারা ... সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযিঃ)

হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কাহারও এক বিঘত জমি জোরপূর্বক দখল করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি বানাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ اقْتَطَعَ (যে জবর দখল করিবে)। আর ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর পরবর্তী রিওয়ায়তে من اخذ (যে হস্তগত করিবে, জবর দখল করিবে)। উভয় শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। কেননা, اقتطاع الارض (জমি জবর দখল করা)-এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে غضبها (জমি ছিনতাই করা, অবৈধ জবর দখল করা)।

-(তাকমিলা ১ম, ৬৭৩-৬৭৪)

طَوَّقَهُ اللَّهُ (বেড়ি বানাইয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিবেন) হাদীছের এই অংশের মর্ম নির্ণয়ে হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) কিয়ামতের দিন জবর দখলকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইবে যেই পরিমাণ জমি জবর দখল করিয়াছিল সেই পরিমাণ জমি হাযির করিবার জন্য। কিন্তু সে ইহাতে সক্ষম হইবে না। আর পরে ইহাকে শাস্তিস্বরূপ বেড়ি সাদৃশ্য তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা প্রকৃত বেড়ি মর্ম নহে। ইহার সমর্থনে সেই রিওয়ায়ত রহিয়াছে যাহা ইমাম আহমদ (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় হযরত ইয়ালা বিন মুররা (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে বর্ণিত আছে যে, من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر (যে কেহ বিনা অধিকারে কাহারও জমি জবর দখল করিবে হাশরের মাঠে উক্ত জমির মাটি বহনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে)।

(২) হাশরের দিন উক্ত জমি খননের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সকল মাটিকে একটি বেড়ি বানাইয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিবেন। আর তখন তাহার গলাকে এমন বিরাটাকার করিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে পরানো যায়। যেমন কাফিরদের চামড়া মোটা করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই মর্মের সমর্থনে সেই রিওয়ায়ত রহিয়াছে যাহা ইমাম আহমদ (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা তাবারী ও ইবন হাব্বান (রহঃ) হযরত ইয়ালা বিন মুররা (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করেন যে, ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله ان يحفره حتى يبلغ اخر سبع ارضين - ثم يطوقه يوم القيامة - حتى يقضى بين الناس (যে কোন ব্যক্তি এক বিঘত জমি জবর দখল করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহা খনন করিতে নির্দেশ দিবেন এমনকি সে সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খনন করিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন উহাকে বেড়ি বানাইয়া গলায় ঝুলাইয়া দিবেন। এমনকি মানুষের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(৩) তাহাকে শাস্তিস্বরূপ সাত তবক জমি পর্যন্ত ধসিয়া যাওয়ার হুকুম হইবে। তখন প্রত্যেক তবকই তাহার গলায় বেড়ি আকৃতি ধারণ করিয়া ঝুলিবে। আর এই মর্মের সমর্থনে সেই রিওয়ায়ত রহিয়াছে যাহা ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি বিনা অধিকারে কাহারও কোন জমি জবর দখল করিবে কিয়ামতের দিন উহার সাত তবক পর্যন্ত (সমপরিমাণ) জমি তাহার উপর ধসিয়া পড়িবে)।

(৪) ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, জবর দখলকারীকে বলা হইবে সে যেন সমপরিমাণ জমি বেড়ি রূপে গলায় পরে। তখন সে উহা করিতে অক্ষম হইবে। ফলে ইহা দ্বারা কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে।

(৫) تطويق (বেড়ি বানানো)-এর মর্ম হইল تطويق الاثم (পাপের বেড়ি)। অর্থাৎ গুনাহ করিলে উক্ত গুনাহ পাপীর জন্য অত্যাবশ্যক হয় তদ্রূপ উক্ত যুলুমের পাপ তাহার উপর অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه (আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তাহার

গ্রীবালগ্ন করিয়া রাখিয়াছি। -সূরা বনী ইসরাঈল- ১৩)। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় উপর্যুক্ত অভিমতগুলি উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রথম অভিমতটি আল্লামা আবুল ফাতাহ কুশায়রী (রহঃ) প্রাধান্য দিয়াছেন। আর আল্লামা বাগোভী (রহঃ) ইহা সহীহ বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭৪)

مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ (সাত তবক জমি)। ارضين শব্দটি ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর উহাতে সাকিন দ্বারা পড়াও জায়িয। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুলুম এবং জবর দখল করা হারাম এবং ইহার শাস্তি অতীব কঠোর।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল-ফাতহ" গ্রন্থে ইহা দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, মানুষ কোন ভূখণ্ডের মালিক হইলে সে সাত তবকা (তথা মাটির শেষ ধাপ) পর্যন্ত সমস্ত অংশের মালিক হইয়া যায়। আর তাহার অনুমতি ছাড়া কেহ ইহার নীচের অংশ খনন করিতে কিংবা কূপ তৈরী করিতে ইচ্ছা করিলে সে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিবে। সম্ভবতঃ তাহার দলীল দেওয়ার কারণ হইতেছে যে, জমি দখলকারীর গলায় সাত তবক নীচে পরিমাণসহ বেড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। কেননা, তাহার জবর দখল সাত তবক নীচ পর্যন্ত সকল জমিই। কিন্তু এই দলীল প্রশ্নমুক্ত নহে। হাদীছে যে শাস্তির কথা বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা এই কথা অত্যাবশ্যক করে না স্থান এবং কালের মধ্যে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি হইবে। যাহা হউক যমীনের মালিক তখনই গর্ত খনন ও কূপ তৈরী করিতে নিষেধ করিতে পারিবে যখন উহা দ্বারা জমির ক্ষতি হয়। কাজেই যদি জমির ক্ষতি না হয় যেমন অতি নীচে দিয়া রাস্তা খনন করিলে পর জমির উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন বর্তমানে পাতাল রেল লাইন তৈরী হইতেছে। ইহা দ্বারা জমির উপরের অংশে কোন প্রভাব করে না। সুতরাং ইহা করা জায়িয আছে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আরও দলীল পেশ করিয়াছেন যে, যিনি জমির মালিক তিনি জমির অভ্যন্তরের অংশেরও মালিক। যেমন মূল্যবান পাথর, খনিজদ্রব্য প্রভৃতি। আর সে নিজের জমি যতখানি ইচ্ছা খনন করিতে পারিবে যদি ইহা দ্বারা প্রতিবেশী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, জমিনের স্তর সাতটি। আর ইহা কুরআনে কারীমের ইরশাদ দ্বারা বুঝা যায় যে اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে। -সূরা তালাক- ১২)। তবে আলোচ্য হাদীছে জমিনের প্রকৃতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। ইহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। আর এই স্থানে জমিনের বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপনের স্থান নহে। আর ইহাতে দ্বীন ও দুনইয়ার লাভের সহিত কোন যোগসূত্রও নাই। সুতরাং উহা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭৪-৬৭৫)

(৪০১৩) حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِى بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِى

سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِى دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَـــا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِى دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِى فِى الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِى الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا

(৪০১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি ... সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযিঃ) (আশারায়ে মুবাশশিরার একজন) হইতে বর্ণিত যে, আরওয়া নামক এক মহিলা বাড়ীর কিছু অংশ নিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ ছিল। তিনি বলেন, তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে জমি দিয়া দাও (যাহা সে দাবী করে)। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে কেহ বিনা অধিকারে এক বিঘত জমি জবর দখল করিবে কিয়ামতের দিন তাহাকে সাত তবক যমীনের বেড়ি তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে। হে আল্লাহ! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাহার চোখ অন্ধ করিয়া দিন এবং তাহার ঘরেই তাহার কবর করেন। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আরওয়াকে অন্ধ অবস্থায় দেখিয়াছি। দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খাইয়া খাইয়া সে চলিত। আর সে বলিত, হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর বদ-দু'আ আমার লাগিয়াছে। একদা সে বাড়ীতে চলাচল করিতেছিল এবং বাড়ীর মধ্যে এক কুয়ার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় উহাতেই সে পড়িয়া যায়। অতঃপর কুয়াই তাহার কবর হয়।

(৪০১৪) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِى أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِى فِى أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِى حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

(৪০১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী আতাকী (রহঃ) তিনি ... উরওয়া (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরওয়া বিনতে উয়ায়স হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর উপর দাবী করে যে, তিনি আরওয়ার জমির কিছু অংশ জবর দখল করিয়াছেন। অতঃপর সে মদীনার হাকিম মারওয়ান বিন হাকাম (রহঃ)-এর নিকট ইহার বিচারের দাবী করে। হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে ঐ বাণী শ্রবণের পরও তাহার জমির কিছু অংশ জবরদখলকারী হইতে পারি? মারওয়ান বলিলেন, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কি বাণী শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করিবে তাহাকে সাত তবক পর্যন্ত জমির বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইবে। মারওয়ান বলিলেন, অতঃপর আপনার নিকট আর সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করিব না। অতঃপর হযরত সাঈদ (রাযিঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদিনী হয় তাহা হইলে তাহার দুই চোখ অন্ধ করিয়া দিন এবং তাহার জমিতে তাহাকে মৃত্যু দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর

আরওয়া অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নাই। অতঃপর তাঁহার বাড়িতে চলাচলের সময় অকস্মাৎ এক গর্তে পতিত হইয়া সে মারা যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَــةً (হে আল্লাহ! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদিনী হয়) আবূ নায়ীম বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম (রহঃ) হইতে যে, আরওয়া নামক জনৈক মহিলা হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে জমি জবর দখলের অভিযোগ করিয়া মদীনার হাকিম মারওয়ান বিন হাকাম-এর নিকট ইহার বিচারের দাবী করে। তখন হযরত সাঈদ (রাযিঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! এই মহিলা ধারণা করে যে, আমি তাহার জমি আত্মসাৎ করিয়াছি। মহিলা যদি মিথ্যাবাদিনী হয় তাহা হইলে তাহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং তাহাকে তাহার কুয়ায় ফেলিয়া দেন। আর আমি যে হকের উপর রহিয়াছি এবং তাহার জমি জবর দখল করি নাই তাহা মুসলমানদের সামনে প্রকাশ করিয়া দিন। রাবী বলেন, ইতোমধ্যে প্রবল বর্ষণে মহিলার জমির পুরাতন সীমা প্রকাশ পাইয়া যায়। ফলে তাহার দাবী অসার বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সকলেই বুঝিতে পরিলেন যে, হযরত সাঈদ (রাযিঃ) তাহার জমি দখল করেন নাই; বরং তিনি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই দিকে এক মাস যাইতে না যাইতেই মহিলা অন্ধ হইয়া যায়, এক পর্যায়ে সে স্বীয় বাড়ীতে চলাচল করিতেছিল। হঠাৎ করিয়া সে স্বীয় বাড়ীর কূপে পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। রাবী বলেন, আমরা তখন যুবক ছিলাম। আমরা শুনিয়াছি যে, কোন মানুষ অপরের জন্য বদ-দু'আ করিলে বলিত, আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন আরওয়া অন্ধ হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১ম, ৬৭৬-৬৭৭)

(৪০১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

(৪০১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তিনি ... হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি যুলুম করিয়া কাহারও এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করিবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমি বেড়ি বানাইয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

(৪০১৬) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَــبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৪০১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কেহ এক বিঘত জমি না হক জবর দখল করে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত তবক যমীনের বেড়ি বানাইয়া তাহার গরায় পরাইয়া দিবেন।

(৪০১৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ قَــالَ نَــا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ نَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَــلَمَةَ حَدَّثَــهُ

وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَــلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِــنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

(৪০১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহঃ) তিনি ... মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালামা (রাযিঃ) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জমি নিয়া বিবাদ ছিল। তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তাহাকে সেই বিষয় জানান। তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, হে আবূ সালামা! জমি হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে নিবে তাহাকে সাত তবক জমির বেড়ি পরানো হইবে।

(৪০১৮) وحَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ أَنَا أَبَانُ قَالَ نَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(৪০১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ) তিনি ... মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আবূ সালামা (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিরোধ দেখা দিলে রাস্তার পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে বিবরণ

(৪০১৯) حَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

(৪০১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহঃ) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যখন রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করিবে তখন তাহা সাত হাত প্রশস্ত করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِــى الطَّرِيــقِ (তোমরা যখন রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ কর)। আর সহীহ বুখারী শরীফের শব্দ এইরূপ اذا تـشـاجـروا فـى الـطـريـق (তোমরা যখন রাস্তার ব্যাপারে ঝগড়া কর)। আর সুনান আবী দাউদ গ্রন্থে আছে اذا تـدار أتـم فـى الـطـريـق (তোমরা যখন পরস্পর মতপার্থক্য কর)। -(তাকমিলা, ১ম, - ৬৮০)

শারেহ নওয়াভী (রহঃ) বলেন, এই স্থানে পুরাতন রাস্তা মর্ম নহে। কেননা, ঐ রাস্তা পূর্ব হইতে যদি সাত হাত কিংবা উহা হইতে অধিক প্রশস্ত থাকে তাহা হইলে মতবিরোধের কারণে প্রশস্ততা কম করিয়া দেওয়া যাইবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তির নিজের মালিকাধীন ভূমিতে রাস্তা তৈরীর বিষয়টিও মর্ম নহে। কারণ এই ক্ষেত্রে রাস্তার

পরিমাণ নির্ধারণের অধিকার একমাত্র মালিকের রহিয়াছে। তবে রাস্তা যথাসম্ভব প্রশস্ত রাখা চাই। - (blqvfx, 2q - 33)

جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ (তখন তাহা সাত হাত প্রশস্ত করিবে) আলোচ্য হাদীছের মর্ম নির্ণয়ে আলিমগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) রাস্তার উভয় পাশ যদি খালি ময়দান হয় এবং উহাতে বাড়ী তৈরীর ইচ্ছা করিলে তাহা হইলে রাস্তার জন্য সাত হাত রাখিয়া দিতে হইবে। এই ব্যাখ্যার তায়ীদ মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে দীর্ঘ এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালা উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাস্তার উভয় পাশ খালি ময়দান ছিল, এমতাবস্থায় উহার মালিকেরা ঘর তৈরীর ইচ্ছা করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার জন্য সাত হাত ছাড়িয়া দিয়া ঘর তৈরীর ফায়সালা করিলেন। আর طريق কে ميناء (অধিক মানুষের চলাচলের রাস্তা) নামকরণ করা হয়।

(২) ইমাম তহাভী (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা নতুন রাস্তা তৈরী করা মর্ম। সরকার কর্তৃক গণীমত প্রাপ্তদের মধ্যে বন্টিত জমিনে রাস্তা তৈরী করিতে চাহিলে সকলের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যতখানি প্রশস্ত প্রয়োজন তৈরী করিবে। আর যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তখন ইহার পরিমাণ সাত হাত হইবে।

(৩) আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, শরীকানা জমিনের বন্টনকারীদের ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীছ প্রয়োগ হইবে। শরীকানা রাস্তার পরিমাণ নির্ধারণে সকলে একমত হইতে পারিলে ভাল। অন্যথায় হাদীছের ভিত্তিতে রাস্তার পরিমাণ সাত হাত করিবে।

(৪) আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ সেই সকল লোকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যাহারা রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া বেচাকেনা করে। রাস্তার প্রশস্ততা সাত হাতের অধিক হইলে লোকদেরকে বেচাকেনা হইতে বিরত করা যাইবে না। আর সাত হাতের কম হইলে বিরত করা যাইবে যাহাতে পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা না হয়।

যাহা হউক আলোচ্য হাদীছ কঠোরভাবে এই পরিমাণ প্রশস্ত করিবার জন্য বর্ণিত হয় নাই; বরং তখনকার সময় অনুযায়ী পরামর্শের ভিত্তিতে বলা হইয়াছে। কাজেই প্রত্যেক যুগে মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে রাস্তার প্রশস্ততার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। -(তাকমিলা, ১ম, ৬৮০-৬৮১)

قد تم شرح كتاب البيوع والمساقات باللغة البنغالية بفضل الله الملك الوهاب بتاريخ 13 شوال 1431 هـ - واسال الله سبحانه ان يجعله لوجهه الكريم و يوفقني لا كمال شرح باقى الكتاب - انه سميع قريب مجيب الدعوات -

১৫তম খণ্ড সমাপ্ত

১৬তম খণ্ডে কিতাবুল ফারায়িয